ভ. ই. লেনিন

রচনা-সংকলন

চার ভাগে সম্পূর্ণ

তৃতীয় ভাগ

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশক :
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ কর্ণওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
দিলীপ মুখোপাধ্যায়
২৭৫ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
সুখেন গুপ্ত

সূচি

আপোস প্রসঙ্গে

অন্য একটা পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়ার খাতিরে কিছু কিছু দাবির ছাড় বা নিজ দাবির একাংশ বিসর্জনকে রাজনীতিতে আপোস বলা হয়।

বলশেভিকদের সম্পর্কে চলতি লোকের যে ধারণা সমর্থিত হয় বলশেভিকদের কুৎসাকারী সংবাদপত্রে, সেটা হল এই যে বলশেভিকরা কারো সঙ্গেই কদাচ কোনো আপোসে রাজী নয়।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টি হিসেবে এরকম ধারণা আমাদের পক্ষে প্রশংসাসূচক, কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের মূলনীতিগুলির প্রতি আমাদের নিষ্ঠা আমাদের শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তাহলেও সত্যি কথাটা বলা দরকার: তেমন ধারণা সঠিক নয়। এঙ্গেলস ঠিকই করেছিলেন যখন ব্লাঙ্কিপন্থী-কমিউনিস্টদের ঘোষণাপত্রের সমালোচনায় (১৮৭৩) তিনি তাদের 'কোনো আপোস নয়!' (১) বিবৃতিটিকে উপহাস করেছিলেন। তিনি বলেন, এটা একটা ফাঁকা বুলি, কেননা প্রায়ই সংগ্রামী পার্টির ওপর ঘটনাচক্র অনিবার্যই আপোস চাপিয়ে দেয়, এবং 'পাওনাটা অংশে অংশে নিতে' চিরকালের মতো অস্বীকার করাটা উদ্ভট ব্যাপার। সর্ববিধ আপোস অস্বীকার করা যে অসম্ভব এইটে ঘোষণা করাই সত্যকার বিপ্লবী পার্টির কাজ নয়, তার কাজ হল যা অনিবার্য এমন সমস্ত আপোসের মধ্য দিয়ে নিজেদের নীতি, নিজের শ্রেণী, নিজের বিপ্লবী কর্তব্য, বিপ্লবের প্রস্তুতি এবং বিপ্লবে বিজয়ের জন্য জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার কর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারা।

দৃষ্টান্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ দুমায় (২) অংশ নেওয়াটা ছিল আপোস, সাময়িকভাবে বিপ্লবী দাবি ত্যাগ। কিন্তু এটা ছিল পুরোপুরি বাধ্যতামূলক আপোস, কেননা শক্তি-সম্পর্কের ফলে কিছুটা সময়ের জন্য গণ বিপ্লবী

সংগ্রাম আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং সে সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রস্তুতির জন্য দরকার ছিল অমন একটা 'খোঁয়াড়ের' **মধ্য থেকেই** কাজ করতে পারা। পার্টি হিসাবে বলশেভিকগণ কর্তৃক সমস্যাটির এরূপ উপস্থাপন যে পুরোপুরি সঠিক ছিল তা প্রমাণ হয়েছে ইতিহাসে।

এবার সামনে এসেছে বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছামূলক আপোসের প্রশ্ন।

অন্য যে কোনো রাজনৈতিক পার্টির মতো আমাদের পার্টিও **নিজের** রাজনৈতিক প্রভুত্বের জন্য চেষ্টিত। আমাদের লক্ষ্য বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। ঠিক এই **নির্দিষ্ট** বিপ্লবটির স্বার্থে এরূপ দাবির সঠিকতা ও অনিবার্যতা বিপ্লবের অর্ধবৎসরে প্রমাণিত হয়েছে অসাধারণ স্পষ্টতায়, প্রচণ্ডতায় ও অমোঘতায়: কেননা এ ছাড়া জনগণ অন্য কোনো ভাবে গণতান্ত্রিক শান্তি, কৃষকদের হাতে জমি এবং পরিপূর্ণ স্বাধীনতা (পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) পেতে পারে না। আমাদের বিপ্লবের অর্ধবৎসরের গতিপথে, শ্রেণী ও পার্টিসমূহের সংগ্রামে, ২০শে —২১শে এপ্রিল, ৯ই —১০ই, ১৮ই — ১৯শে জুন, ৩রা —৫ই জুলাই, ২৭শে —৩১শে আগস্টের সংকটগুলির(৩) বিকাশে তা প্রমাণিত হয়েছে ও দেখা গেছে।

বর্তমানে শুরু হয়েছে রুশ বিপ্লবের এমন একটা প্রচণ্ড ও এমন স্বকীয় একটা মোড়-ফেরা যে আমরা পার্টি হিসাবে স্বেচ্ছামূলক আপোসের প্রস্তাব করতে পারি, — অবশ্যই সেটা আমাদের সরাসরি ও প্রধান শ্রেণী-শত্রু বুর্জোয়ার কাছে নয়, কিন্তু আমাদের নিকটতম প্রতিপক্ষের কাছে, 'প্রধান' *পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টি — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি*(৪) ও *মেনশেভিকদের*(৫) **কাছে**।

মাত্র ব্যতিক্রম হিসাবেই, স্বতঃই বোঝা যায় যে মাত্র স্বল্পতম সময়ের জন্য যা টিকে থাকবে কেবল এমন একটা বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই আমরা এই *পার্টি দুটির কাছে আপোসের প্রস্তাব করতে পারি এবং আমার ধারণা সেটা আমাদের করতে হবে।*

আপোসটা হল আমাদের দিক থেকে আমাদের প্রাকজুলাই দাবিতে প্রত্যাবর্তন, যথা: সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলোর হাতে, চাই *সোভিয়েতগুলির নিকট দায়িত্বশীল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সরকার।*

এখন, এবং মাত্র এখনই এরূপ সরকার গঠিত ও পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংহত হতে পারে কেবল কয়েক দিনের বা দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই। প্রচণ্ড রকমের সম্ভাবনা আছে যে তাতে সমগ্র রুশ বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ সম্মুখ গতি এবং শান্তি ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে বিশ্ব-আন্দোলনের বৃহৎ পদক্ষেপের অসাধারণ বৃহৎ সুযোগ নিশ্চিত হতে পারে।

কেবল বিপ্লবের এই শান্তিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যেই, ইতিহাসে যে সুযোগ একান্ত বিরল ও একান্ত মূল্যবান — ব্যতিক্রমমূলক এই সুযোগের নামেই কেবল বলশেভিকরা, বিশ্ব-বিপ্লবের পক্ষপাতীরা, বিপ্লবী পদ্ধতির পক্ষপাতীরা এরূপ আপোসে, আমার মতে, রাজী হতে পারে ও হওয়া উচিত।

আপোসটা হচ্ছে এই যে সরকারে যোগ দেবার দাবি না করে (প্রলেতারিয়েত ও দরিদ্রতম কৃষকদের একনায়কত্ব কার্যত হাসিল করার পরিস্থিতি ছাড়া আন্তর্জাতিকতাবাদীদের কাছে তা অসম্ভব) বলশেভিকরা প্রলেতারিয়েত ও দরিদ্রতম কৃষকদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি এবং সে দাবির জন্য বিপ্লবী পদ্ধতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকছে। স্বতঃই বোধগম্য এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের কাছে মোটেই নতুন নয়, এমন একটা সর্ত হবে প্রচারের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং আর দেরি না করে এমনকি আরো আগেই সংবিধান সভা আহ্বান।

সরকার গঠনকারী ব্লক হিসাবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা স্থানীয় এলাকাগুলিতেও সমস্ত ক্ষমতা স্থানীয় সোভিয়েতগুলির হাতে তুলে দিয়ে পুরোপুরি ও একমাত্র সোভিয়েতগুলির নিকট দায়িত্বশীল সরকার গঠনে রাজী হতে পারে (আপোস কার্যকরী হচ্ছে বলে ধরে নিলে)। এইটেই হবে 'নতুন' সর্ত। আমার ধারণা বলশেভিকরা অন্য আর কোনো সর্ত দেবে না; এইটে তারা ধরে নেবে যে প্রচারের সত্যসত্যই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সোভিয়েতগুলির সংবিন্যাসে ও তাদের চালনায় অবিলম্বে নতুন গণতন্ত্র কার্যকরী হলে (নতুন নির্বাচন) এমনিতেই বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি এবং সোভিয়েতগুলির মধ্যে পার্টি-সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ ফয়সালা নিশ্চিত হবে।

হয়ত বা এটা ইতিমধ্যেই আর সম্ভব নয়? হয়ত। কিন্তু যদি একশর

মধ্যে একটা চান্সও থাকে, তাহলেও সে সম্ভাবনা কার্যকরী করার চেষ্টা সার্থক।

এ 'আপোস' থেকে 'চুক্তিকারী' উভয় পক্ষের, অর্থাৎ একদিকে বলশেভিক, অন্যদিকে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ব্লকের লাভ কী হবে? উভয় পক্ষের যদি কোনো লাভই না হয়, তাহলে আপোস অসম্ভব বলে মানতে হয় এবং সেক্ষেত্রে আর কোনো কথাই চলে না। এ আপোস বর্তমানে (জুলাই ও আগস্টের পর, যে দুই মাস দুই দশকের 'শান্তিপূর্ণ' নিদ্রাতুর কালের সমান) যত কঠিনই হোক, তা কার্যকরী করার একটা ছোট চান্স আছে বলে আমার ধারণা, সে চান্সটা দেখা দিয়েছে কাদেতদের(৬) সঙ্গে একত্রে সরকারে যোগ না দেবার জন্য সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সিদ্ধান্তে।

বলশেভিকদের লাভ হবে এই যে অবাধ স্বাধীনতায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার এবং সত্যসত্যই পূর্ণ গণতন্ত্রের পরিস্থিতিতে সোভিয়েতগুলিতে প্রভাবশালী হবার সুযোগ তারা পাবে। বলশেভিকদের সে স্বাধীনতা আজকাল কথায় 'সবাই' মানে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বুর্জোয়া সরকার অথবা বুর্জোয়ারা অংশ নিচ্ছে এমন সরকার থাকলে, সোভিয়েত ছাড়া অন্য যে কোনো সরকার থাকলে তা কার্যত **অসম্ভব**। সোভিয়েত সরকার হলে তেমন স্বাধীনতা **সম্ভবপর** হতে পারে (একেবারে নিশ্চিত একথা বলছি না, কিন্তু সম্ভবপর)। এরূপ দুরূহ সময়ে সে সম্ভাবনার খাতিরে সোভিয়েতের অভ্যন্তরস্থ বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে আপোসে যাওয়া সঙ্গত। সত্যকার গণতন্ত্রের পরিস্থিতিতে **আমাদের** ভয় পাবার কিছু নেই, কেননা জীবন আমাদের পক্ষে, এবং এমনকি আমাদের বিরোধী পার্টি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের অভ্যন্তরেই প্রবণতার বিকাশধারায় আমাদের সঠিকতাই সমর্থিত হচ্ছে।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের লাভ হবে এই যে জনগণের সন্দেহাতীত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর নির্ভর করে এবং সোভিয়েতগুলির অভ্যন্তরে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'শান্তিপূর্ণ' সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে নিজেদের ব্লকের কর্মসূচি হাসিল করার পুরো সুযোগ তারা অবিলম্বেই পেয়ে যাবে।

অবশ্যই ব্লক বলে এবং পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র **চিরকালই** বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের চেয়ে কম সমধর্মী হয় বলে এই যে ব্লকটা সমচরিত্রের নয়, তার মধ্যে খুবই সম্ভব দুটি কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

একদল বলবে: বলশেভিকদের সঙ্গে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে আমাদের একপথে যাওয়া চলবে না। যতই বলুক অসম্ভব সব দাবি করবে তারা, গলাবাজি করে গরিব কৃষকদের টেনে নিয়ে যাবে। শান্তি এবং মিত্রশক্তিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ দাবি করবে ওরা। তা অসম্ভব। বুর্জোয়ারাই আমাদের কাছের লোক ও বেশি নির্ভরযোগ্য, আমরা তো ওদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করি নি, **ঝগড়া করেছি,** তাও বেশি দিনের জন্য নয় এবং শুধু কর্নিলভ সংক্রান্ত একটি ঘটনার জন্য। ঝগড়া হয়েছে, মিটিয়ে নেব। তা ছাড়া বলশেভিকরা আমাদের প্রায় কিছুই 'ছাড় দিচ্ছে' না, কেননা তাদের পক্ষ থেকে অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার পরাজয় ১৮৭১ সালের কমিউনের(৭) মতো অবধারিত।

দ্বিতীয় দল বলবে: কমিউনের নজিরটা খুবই অগভীর, এমনকি নির্বোধ। কেননা, প্রথমত, ১৮৭১ সালের পর বলশেভিকরা কিছু না কিছু শিক্ষা নিয়েছে, স্বহস্তে ব্যাঙ্ক গ্রহণ না করে তারা থাকবে না, ভার্সাইয়ের(৮) উপর আক্রমণ চালাতে অস্বীকার করবে না; আর তা করলে কমিউনও বিজয় লাভ করতে পারত। তা ছাড়া বলশেভিকরা ক্ষমতায় গেলে তৎক্ষণাৎ জনগণের জন্য যা পেশ করতে পারে সেটা কমিউনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, যথা: কৃষকদের হাতে জমি, অবিলম্বে শান্তির প্রস্তাব, উৎপাদনের উপর সত্যকার নিয়ন্ত্রণ, ইউক্রেনীয়, ফিন ইত্যাদির সঙ্গে সম্মানজনক শান্তি। স্থূলভাবে বললে, বলশেভিকদের হাতে 'তুরুপের তাস' কমিউনের চেয়ে দশগুণ বেশি। এবং দ্বিতীয়ত, যতই হোক কমিউনের অর্থ দুর্বিষহ গৃহযুদ্ধ, শান্তিপূর্ণ এই সাংস্কৃতিক বিকাশের পর একটা দীর্ঘ বিরতি, যত সব মাকমাহন ও কর্নিলভদের ক্রিয়াকলাপ ও কারসাজির সুবিধা, — আর সে রকম ক্রিয়াকলাপ আমাদের সমস্ত বুর্জোয়া সমাজটার পক্ষেই যে বিপদস্বরূপ। কমিউনের দিকে ঠেলে দেবার ঝুঁকিটা নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

আর যদি আমরা ক্ষমতা না গ্রহণ করি, ৬ই মে থেকে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছিল ব্যাপারটা যদি তেমনি গুরুতর হয়েই থাকে, তাহলে

কমিউন রাশিয়ায় অনিবার্য। সমস্ত বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকই অনিবার্যই ভাবতে শুরু করবে কমিউনের কথা, বিশ্বাস করবে কমিউনে, অনিবার্যই তা কার্যকরী করার চেষ্টা করবে এই যুক্তিতে: লোকের সর্বনাশ হচ্ছে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও ভগ্নদশা কেবলি বাড়ছে। কেবল কমিউনেই উদ্ধার। ধ্বংস হব, সবাই প্রাণ দেব তাও ভালো, কিন্তু কমিউন হাসিল করব। শ্রমিকদের মনে এরূপ চিন্তা অনিবার্য আর ১৮৭১ সালের মতো কমিউনকে পরাস্ত করা বর্তমানে অত সহজ হবে না। রুশ কমিউনের পক্ষে সারা বিশ্বে সহযোগী ১৮৭১ সালের চেয়ে থাকবে শতগুণ প্রবল... কমিউনের দিকে ঠেলে দেবার ঝুঁকিটা নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? বলশেভিকরা এ আপোসে আমাদের মূলত কিছু দিচ্ছে না একথাও মানতে পারি না। কেননা সমস্ত সুসভ্য দেশেই সুসভ্য মন্ত্রীরা যুদ্ধের সময় প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যে কোনো, এমনকি সামান্য বোঝাপড়ারও অনেক দাম দেয়। খুবই বেশি রকম দাম দেয়। কেননা এরা কাজের লোক, সত্যিকারের মন্ত্রী। আর ওদিকে বলশেভিকরা দমন সত্ত্বেও, তাদের সংবাদপত্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও রীতিমতো দ্রুত প্রবল হয়ে উঠছে... কমিউনের দিকে ঠেলে দেবার ঝুঁকিটা নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত, গরিব চাষীদের জাগরণ অত শীগগির হবে না, আমাদের জীবন কেটে যাবে। কৃষক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাবে চরমপন্থীদের পক্ষে তা বিশ্বাস করি না। আর সত্যিকার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সুনিশ্চিত সংখ্যাধিকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান অসম্ভব। দ্বিতীয় দল বলবে এই কথা।

মার্তভ বা স্পিরিদনভার অনুগামীদের মধ্যে থেকে বলতে কি তৃতীয় একটা কণ্ঠও শোনা যাবে, যারা বলবে: তোমরা, 'কমরেড' দু'দলেই কমিউন ও তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছ, বিনা দ্বিধায় তার প্রতিপক্ষের দলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ, এতে আমার ভারি রাগ হচ্ছে। তোমরা দু'দলেই কেউ একভাবে কেউ অন্যভাবে তাদের পক্ষ নিচ্ছ যারা কমিউন দমন করেছিল। আমি কমিউনের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করব না, প্রতিটি বলশেভিকের পক্ষে যা সঙ্গত সেভাবে তার পঙক্তিভুক্ত হয়ে লড়ার প্রতিশ্রুতি আগে থেকেই দিতে পারি না, কিন্তু তাহলেও একথা আমায় বলতেই হবে যে আমার

বিপরীত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কমিউন জ্বলে ওঠে, তবে তার প্রতিপক্ষদের সাহায্য করার বদলে আমি বরং তার পক্ষপাতীদেরই সাহায্য করব…

'ব্লকের' ভেতরে নানান গলা শোনা যায় বেশি রকম এবং তা অনিবার্য, কেননা পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে পুরোপুরি মন্ত্রিপদযোগ্য, পুরোপুরি বুর্জোয়া থেকে শুরু করে প্রলেতারিয়েতের অবস্থানে চলে আসতে এখনো পুরো সক্ষম নয় এমন আধা-কাঙাল পর্যন্ত এক ঝাঁক মততারতম্য বর্তমান। এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এই রকমারি গলার ফলাফল কী দাঁড়াবে সেটা কারো জানা নেই।

• • •

ওপরের পঙক্তিগুলো শুক্রবার ১লা সেপ্টেম্বরে লেখা, কিন্তু আপতিক কারণে (ইতিহাসে লেখা থাকবে কেরেনস্কির আমলে বাসস্থান নির্বাচনের স্বাধীনতা বলশেভিকদের সকলের কপালে জোটে নি) সেটা সেই দিনই সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌঁছয় নি। এবং শনিবার ও আজকের রবিবারের কাগজ পড়ার পর আমি ভাবছি: সত্যিই আপোসের প্রস্তাব দেবার সময় পেরিয়ে গেছে। যে কয়েকটা দিনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বিকাশ তখনো সম্ভব হত, তাও পেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, সবকিছু থেকেই দেখা যাচ্ছে যে তা পেরিয়ে গেছে(৯)। যে ভাবেই হোক সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি **থেকে,** সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের **কাছ থেকে** কেরেনস্কি চলে যাবেন এবং তাদের নিষ্ক্রিয়তার সুবাদে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের **ছাড়াই** সংহত হবে বুর্জোয়াদের সহায়তায়… হ্যাঁ, সবকিছু থেকেই দেখা যাচ্ছে যে শান্তিপূর্ণ বিকাশের পথ দৈবাৎ সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল যে দিনগুলোয় তা **ইতিমধ্যে** পেরিয়ে গেছে। বাকি আছে কেবল 'বিলম্বিত ভাবনা' শিরোনামা দেবার অনুরোধ জানিয়ে লেখাটা সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠানো… এমনকি বিলম্বিত ভাবনার সঙ্গেও পরিচয় কখনো কখনো হয়তবা আকর্ষণীয় হতে পারে।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

লিখিত: ১লা — ৩রা (১৪ই — ১৬ই) সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ — ৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৩—১৩৯

মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পত্র

প্রাধান্যকারী 'সমাজতান্ত্রিক' পার্টিগুলি মার্কসবাদের যেসব বিদ্বেষপূর্ণ ও প্রায় বহুপ্রচারিত বিকৃতি ঘটিয়েছে তার মধ্যে এই সুবিধাবাদী মিথ্যাটি অন্তর্গত, যথা: অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিকে, সাধারণভাবে অভ্যুত্থানকেই একটা বিদ্যা হিশেবে দেখা নাকি 'ব্লাঙ্কিবাদ'(১০)।

সুবিধাবাদের নেতা বের্নস্তাইন মার্কসবাদকে ব্লাঙ্কিবাদে অভিযুক্ত করে আগেই এক শোচনীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, বর্তমানের সুবিধাবাদীরা ব্লাঙ্কিবাদের সোরগোল তুলে বের্নস্তাইনের রিক্ত 'ভাবনাকে' এক বিন্দু নবায়িতও করে নি, 'সমৃদ্ধও করে' নি।

অভ্যুত্থানকে একটা বিদ্যা হিশেবে দেখার জন্য মার্কসবাদীদের কিনা ব্লাঙ্কিবাদে অভিযুক্ত করা! সত্যের এর চেয়ে ঘোরতর বিকৃতি আর কী হতে পারে যখন একজন মার্কসবাদীও একথা অস্বীকার করতে পারে না যে স্বয়ং মার্কসই একান্ত সুনির্দিষ্ট, যথাযথ ও তর্কাতীত রূপে এ ব্যাপারে মত দিয়েছেন, অভ্যুত্থানকে বলেছেন আর কিছু নয় — **বিদ্যা**, বলেছেন যে অভ্যুত্থানকে গ্রহণ করতে হবে বিদ্যার মতো, বলেছেন দরকার প্রাথমিক সাফল্য **জয় করা**, এবং শত্রুর ওপর **আক্রমণ বন্ধ না** করে, তার বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে সাফল্য থেকে সাফল্যে যাওয়া ইত্যাদি।

অভ্যুত্থান সার্থক হতে হলে নির্ভর করা উচিত চক্রান্তের ওপর নয়, পার্টির ওপর নয়, *অগ্রণী শ্রেণীটির* ওপর। এই হল প্রথম কথা। অভ্যুত্থানকে নির্ভর করতে হবে **জনগণের বৈপ্লবিক জোয়ারের** ওপর। এই হল দ্বিতীয় কথা। ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের ইতিহাসের এমন **সন্ধিক্ষণে** অভ্যুত্থানকে নির্ভর

করতে হবে যখন জনগণের অগ্রণী পঙক্তিগুলির সক্রিয়তা সর্বোচ্চে উঠেছে, যখন শত্রুদের মধ্যে এবং **বিপ্লবের দুর্বল, দোমনা, অস্থিরচিত্ত বন্ধুদের মধ্যে দোলায়মানতা** সবচেয়ে বেশি। এই হল তৃতীয় কথা। অভ্যুত্থানের প্রশ্ন-উত্থাপনে **মার্কসবাদের সঙ্গে ব্লাঙ্কিবাদের** তফাৎ এই তিনটি সর্তে।

কিন্তু এই সর্তগুলি যদি বর্তমান থাকে, তাহলে অভ্যুত্থানকে **বিদ্যা** হিশেবে দেখতে অস্বীকার করার অর্থ মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

বর্তমানে আমরা যে মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে চলেছি সেটাকে কেন এমন মুহূর্ত বলে ধরা উচিত, যখন পার্টির পক্ষে একথা স্বীকার করা **বাধ্যতামূলক** যে বাস্তব ঘটনাবলীর ধারায় **অভ্যুত্থান** হয়ে দাঁড়িয়েছে দিনের প্রধান কর্ম এবং অভ্যুত্থানকে দেখা উচিত বিদ্যা হিশেবে, তা প্রমাণের জন্য বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হবে তুলনার পদ্ধতি নিয়ে ৩রা -৪ঠা জুলাইয়ের সঙ্গে সেপ্টেম্বর দিনগুলির প্রতিস্থাপন করা।

৩রা—৪ঠা জুলাই সত্য লঙ্ঘন না করে প্রশ্নটা হাজির করা যেত এ ভাবে. ক্ষমতা দখল করাই সঠিক, কেননা অন্যথায়ও শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের অভিযোগ আনবে ও অভ্যুত্থানী হিশেবে আমাদের দমন করবে। কিন্তু এ থেকে ক্ষমতা দখলের অনুকূলে সিদ্ধান্ত টানা যেত না, কেননা অভ্যুত্থানের বিজয়ের অবজেকটিভ পরিস্থিতি তখন ছিল না।

১) তখন বিপ্লবের অগ্রবাহিনী শ্রেণীটি আমাদের পেছনে ছিল না।

রাজধানী দুটির শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তখনও ছিল না। এখন উভয় সোভিয়েতেই তা বর্তমান। সেটা গড়ে উঠেছে **কেবল** জুলাই ও আগস্টের ইতিহাসে, বলশেভিক 'দলনের' অভিজ্ঞতা ও কর্নিলভ হাঙ্গামার অভিজ্ঞতায়।

২) একটা সার্বজনীন বিপ্লবী জোয়ার তখন ছিল না। কর্নিলভ হাঙ্গামার পরে এখন সেটা হয়েছে। প্রদেশগুলির অবস্থা এবং নানা স্থানে সোভিয়েতগুলি কর্তৃক ক্ষমতা-গ্রহণে তা প্রমাণিত হচ্ছে।

৩) সে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ রাজনৈতিক আয়তনে আমাদের শত্রুদের মধ্যে ও দোমনা পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে **দোলায়মানতা** ছিল না।

এখন দোলায়মানতা রয়েছে বিরাটাকারে: আমাদের প্রধান শত্রু মিত্রশক্তি সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ (কেননা 'মিত্রশক্তি'* রয়েছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পুরোভাগে) বিজয়াবধি যুদ্ধ নাকি রাশিয়ার বিরুদ্ধে পৃথক সন্ধি — এই দুয়ের মধ্যে **দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে**। আমাদের পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা স্পষ্টতই জনগণের মধ্যে সংখ্যাধিক্য হারিয়ে ভয়ানক দোদুল্যচিত্ত হয়ে পড়েছে, কাদেতদের সঙ্গে ব্লক, অর্থাৎ জোট অস্বীকার করেছে।

৪) তাই ৩রা — ৪ঠা জুলাইয়ে অভ্যুত্থান হত ভুল: আমরা দৈহিক বা রাজনৈতিক কোনো দিক থেকেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতাম না, যদিও পেত্রগ্রাদ কোনো কোনো মুহূর্তে এসে গিয়েছিল আমাদের হাতে। কেননা পেত্রগ্রাদ দখলের জন্য আমাদের শ্রমিক ও সৈন্যরা তখন **লড়তে ও মরতে** যেত না: এমন 'হিংস্রতা', কেরেনস্কি **তথা** সেরেতেলি-চের্নোভের **প্রতি** এমন ফুঁসন্ত বিদ্বেষ ছিল না, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের অংশগ্রহণে বলশেভিকদের ওপর যে দলন চলে, তার অভিজ্ঞতায় আমাদের লোকেরা পোক্ত হয়ে ওঠে নি।

রাজনৈতিকভাবে আমরা ৩রা — ৪ঠা জুলাইয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতাম না, কেননা **কর্নিলভ হাঙ্গামার আগে** ফৌজ ও প্রদেশগুলি পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারত ও করত।

এখন ছবিটা একেবারেই অন্যরকম।

শ্রেণীটির, বিপ্লবের অগ্রবাহিনীর, জনগণকে সঙ্গে টানতে সমর্থ জাতির অগ্রবাহিনীর অধিকাংশ আমাদের পক্ষে।

জনগণের **অধিকাংশ** আমাদের পক্ষে, কেননা কৃষকেরা যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ব্লক (এবং খোদ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের) কাছ থেকে **জমি পাবে না** তার অতি প্রকট, জাজ্বল্যমান লক্ষণ হল চের্নোভের পদত্যাগ, এবং মোটেই এটা একমাত্র লক্ষণ নয়। বিপ্লবের জনসাধারণী চরিত্রের মূল কারণটা এখানেই।

সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের গোটা ব্লকটার অশ্রুতপূর্ব দোলায়মানতার পরিস্থিতিতে যে পার্টি তার পথ

* ৭৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সম্পর্কে দৃঢ়চিত্তে সজ্ঞান, এমন এক পার্টির সুবিধা রয়েছে আমাদের **পক্ষে**।

আমাদের **পক্ষে বিজয় সুনিশ্চিত,** কেননা জনগণ একেবারে হতাশার মুখে এসে পৌঁছেছে আর আমরা 'কর্নিলভ হাঙ্গামার দিনগুলোয়' গোটা জনগণের কাছে আমাদের নেতৃত্বের তাৎপর্য দেখিয়ে, তারপর ব্লকওয়ালাদের কাছে আপোস **প্রস্তাব পেশ করে** এবং তাদের পক্ষ থেকে দোলায়মানতা মোটেই বন্ধ না হলেও **তাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পর** পরিত্রাণের সঠিক পথ আমরাই জনগণকে দেখাচ্ছি।

আমাদের আপোস প্রস্তাব বুঝিবা **এখনো** প্রত্যাখ্যাত হয় নি, গণতান্ত্রিক সম্মেলন(১১) তা **এখনো** গ্রহণ করতে পারে একথা ভাবলে প্রকাণ্ড ভুল হবে। আপোস প্রস্তাবিত হয়েছিল **পার্টি থেকে পার্টির কাছে**; অন্যভাবে প্রস্তাব করা যায় না। **পার্টিগুলি** তা প্রত্যাখ্যান করেছে। গণতান্ত্রিক সম্মেলন মাত্র একটা **সম্মেলন,** তার বেশি কিছু নয়। একটা কথা ভোলা চলে না: তার ভেতর বিপ্লবী জনগণের **অধিকাংশের,** গরিব ও ক্রুদ্ধ কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব নেই। এটা হল **জনগণের অল্পাংশের** সম্মেলন — এই চাক্ষুষ সত্যটা ভোলা চলে না। গণতান্ত্রিক সম্মেলনকে একটা পার্লামেণ্ট হিশেবে দেখলে আমাদের পক্ষ থেকে হবে একটা মহা ভুল, প্রকাণ্ড একটা পার্লামেণ্টী হাবামি, কেননা এই সম্মেলন **যদি** নিজেকে এমনকি বিপ্লবের কায়েমী সার্বভৌম পার্লামেণ্ট বলেও ঘোষণা করে, তাহলেও সে সম্মেলন কিছুই **ফয়সালা করবে না।** ফয়সালা রয়েছে **তার বাইরে,** পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিক পাড়াগুলোয়।

সার্থক অভ্যুত্থানের সবকটি অবজেকটিভ পূর্বসর্ত আমাদের সামনে। আমাদের এক অসাধারণ অনুকূল পরিস্থিতি, যখন লোককে জ্বালিয়ে মারা দ্বিধার, দুনিয়ায় এই সবচেয়ে যন্ত্রণাকর জিনিসটার অবসান ঘটবে **কেবল** অভ্যুত্থানে আমাদের বিজয়ে; যখন অভ্যুত্থানে **কেবল** আমাদের বিজয়েই অবিলম্বে জমি পাবে কৃষক; যখন অভ্যুত্থানে কেবল **আমাদের** বিজয়েই বিপ্লবের বিরুদ্ধে পৃথক শান্তির খেলা **চুকবে,** খেলা চুকবে বিপ্লবের **হিতার্থে** অনেক পরিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও সন্নিকট একটা শান্তির প্রকাশ্য প্রস্তাব দিয়ে।

শেষত, কেবল আমাদের পার্টিই অভ্যুত্থানে জয়লাভ করে পেত্রগ্রাদকে বাঁচাতে **পারে,** কেননা আমাদের শান্তির প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, এমনকি

সামরিক যুদ্ধবিরতিও যদি আমরা না পাই, তাহলে তখন **আমরা হয়ে** দাঁড়াব 'প্রতিরক্ষাবাদী', আমরা গিয়ে দাঁড়াব **সমর পার্টিগুলির নেতৃত্বে,** হয়ে দাঁড়াব **সবচেয়ে 'সামরিক' পার্টি**, লড়াই চালাব সত্যিকরেই বিপ্লবী উপায়ে। পুঁজিপতিদের সমস্ত রুটি ও **সমস্ত** বুট আমরা কেড়ে নেব। তাদের জন্য রাখব রুটির ছাল, পায়ে পরাব গাছের বাকলের জুতো। সমস্ত রুটি ও সমস্ত বুট আমরা ফ্রন্টকে দেব।

আর তাহলে আমরা রক্ষা করতে পারব পেত্রগ্রাদকে।

রাশিয়ায় সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পদ এখনো অপরিমিত; জার্মানরা আমাদের অন্তত সামরিক যুদ্ধবিরতি দেবে এ সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ। আর এখন যুদ্ধবিরতি পাওয়ার মানে **গোটা দুনিয়া** জয় করা।

* * *

বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্য এবং উভয় জোটের সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে রাশিয়ার 'পৃথক পৃথক' বিভাজন থেকে বাঁচার জন্য পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিকদের অভ্যুত্থান যে একান্ত আবশ্যক একথা স্বীকার করার পর, আমাদের উচিত প্রথমত, সম্মেলনে ক্রমবর্ধমান অভ্যুত্থানের পরিস্থিতির উপযোগী করে নিজেদের রাজনৈতিক রণকৌশল খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের দেখানো উচিত যে অভ্যুত্থানকে বিদ্যারূপে নেওয়ার আবশ্যিকতা বিষয়ে মার্কসের কথাটাকে আমরা কেবল মুখেই স্বীকার করছি না।

সম্মেলনে আমাদের উচিত সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে না ছুটে, দ্বিধাগ্রস্তদের দোলায়মানদের শিবিরেই ছেড়ে দিতে ভয় না পেয়ে অবিলম্বে বলশেভিক গ্রুপ অটুট করে তোলা। এই দোদুল্যমানেরা দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ যোদ্ধাদের শিবিরের চাইতে **সেখানেই** থাকলে বিপ্লবের বেশি উপকার হবে।

আমাদের উচিত বলশেভিকদের একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা রচনা করা; তাতে একান্ত তীক্ষ্ণভাবে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা এবং সাধারণভাবেই 'বক্তৃতার' অপ্রাসঙ্গিকতায় জোর দিয়ে বলা দরকার: বিপ্লব রক্ষার জন্য চাই অবিলম্ব ক্রিয়া, বুর্জোয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ, বর্তমান সরকারের সম্পূর্ণ অপসারণ, রাশিয়ার 'পৃথক পৃথক' বিভাজনের জন্য যারা তৈরি হচ্ছে সেই ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ, **বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের**

নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী গণতন্ত্রের কাছে অবিলম্বে সমস্ত ক্ষমতার হস্তান্তর।

জনগণের জন্য শান্তি, কৃষকদের জন্য জমি, যাচ্ছেতাই রকম মুনাফা বাজেয়াপ্ত এবং পুঁজিপতিগণ কর্তৃক যাচ্ছেতাই রকমের উৎপাদন নষ্ট বন্ধ — এই কর্মসূচিগত প্রস্তাব প্রসঙ্গে **উক্ত** সিদ্ধান্তের একান্ত সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণ সূত্রায়ন থাকা চাই আমাদের ঘোষণায়।

ঘোষণাটা যত সংক্ষিপ্ত ও যত তীক্ষ্ণ হয়, ততই ভালো। কেবল আরো দুটি জরুরী কথা তাতে বলা দরকার: দোলায়মানতার ফলে জনসাধারণ উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সংকল্পহীনতায় তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে জনসাধারণ; আমরা এই **দুটি পার্টির** সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদ করছি, কেননা তারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দ্বিতীয় কথা: অবিলম্বে, বিনা রাজ্যগ্রাসে শান্তির প্রস্তাব দিলে, অবিলম্বে মিত্রশক্তি সাম্রাজ্যবাদী ও সর্ববিধ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে অবিলম্বে হয় একটা যুদ্ধবিরতি ঘটবে, নয় সমগ্র বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত চলে আসবে প্রতিরক্ষার পক্ষে এবং নেতৃত্বে, বিপ্লবী গণতন্ত্র চালাবে সত্যিকরেই ন্যায্য, সত্যিকরেই বিপ্লবী একটা যুদ্ধ।

এই ঘোষণাটা পড়ে দেবার পর, কথা বলা নয় **সিদ্ধান্ত নেওয়া**, প্রস্তাব রচনা নয় **কাজ করার** আহ্বান জানিয়ে আমাদের সমস্ত গ্রুপটাকে **কলকারখানা ও সৈন্য ব্যারাকে পাঠাতে** হবে: সেই তাদের জায়গা, সেইখানেই জীবনের নাড়ী, সেইখানেই বিপ্লব বাঁচাবার উৎস, সেইখানেই গণতান্ত্রিক সম্মেলনের ইঞ্জিন।

সেখানে উদ্দীপ্ত আবেগময় বক্তৃতায় আমাদের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে হবে ও প্রশ্নটা রাখতে হবে এই ভাবে: হয় সম্মেলন সেটা **পুরোপুরি** গ্রহণ করুক, নয় অভ্যুত্থান। মধ্য পন্থা নেই। অপেক্ষা করা চলে না। বিপ্লব মারা পড়ছে।

প্রশ্নটা এই ভাবে রেখে, সমস্ত গ্রুপটাকে কারখানা ও সৈন্য ব্যারাকে কেন্দ্রীভূত করে **আমরা সঠিকভাবে অভ্যুত্থান শুরুর মুহূর্ত বাছব।**

আর অভ্যুত্থানকে মার্কসবাদী কায়দায়, অর্থাৎ বিদ্যা হিশেবে নিতে হলে আমাদের একই সময়ে এক মুহূর্ত নষ্ট না করে অভ্যুত্থানী বাহিনীগুলির

হেডকোয়ার্টার গঠন করতে হবে, শক্তি বিন্যাস করতে হবে, বিশ্বস্ত রেজিমেণ্টগুলিকে পাঠাতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে, ঘেরাও করতে হবে আলেক্সান্দ্রিনস্কি থিয়েটার, দখল করতে হবে পিটার-পল দুর্গ(১২), সেনাপতিমণ্ডলী ও সরকারকে গ্রেপ্তার করতে হবে, য়ুঙ্কার(১৩) ও বন্য ডিভিজনের(১৪) বিরুদ্ধে এমন সব বাহিনী পাঠাতে হবে যারা বরং মরবে তবু নগর কেন্দ্রের দিকে শত্রুসৈন্যকে এগুতে দেবে না; সশস্ত্র শ্রমিকদের জমায়েৎ করতে হবে আমাদের, ডাক দিতে হবে শেষ মরিয়া সংগ্রামে, তৎক্ষণাৎ দখল করতে হবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কেন্দ্র, আমাদের হেডকোয়ার্টারকে বসাতে হবে কেন্দ্রীয় টেলিফোন আপিসে, সমস্ত কলকারখানা, সমস্ত রেজিমেণ্টগুলি, সশস্ত্র সংগ্রামের সমস্ত এলাকা ইত্যাদির সঙ্গে তার টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

বলাই বাহুল্য, এ সবই দৃষ্টান্তস্বরূপ, শুধু এইটে দেখাবার জন্য যে অভ্যুত্থানকে বিদ্যা হিশেবে না নিলে বর্তমান মুহূর্তে মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বস্ত, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা যায় না।

ন. লেনিন

লিখিত ১৩ই—১৪ই (২৬শে—২৭শে) সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৪২—২৪৭

বলশেভিকরা কি
রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে?

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পুস্তিকাটি লেখা হয়, তার পাঠ্যাংশ থেকেই বোঝা যাবে, ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে, সমাপ্ত হয় ১লা অক্টোবর।

এই পুস্তিকায় যে প্রশ্ন তোলা হয় ২৫শে অক্টোবরের বিপ্লব তাকে তত্ত্ব থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে টেনে এনেছে।

এখন প্রশ্নটার জবাব দিতে হবে কথায় নয়, কাজে। বলশেভিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক যুক্তিগুলি চূড়ান্ত রকমের ক্ষীণ। সে সব যুক্তি চূর্ণ হয়েছে।

এখন কর্তব্য হল অগ্রণী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের কাজ দিয়ে শ্রমিক কৃষক সরকারের প্রাণবত্তা প্রমাণ করা। সমস্ত সচেতন শ্রমিক, কৃষকদের মধ্যে যা কিছু জীবন্ত ও সততাশ্রয়ী তারা সবাই, সমস্ত মেহনতী ও শোষিতরা মহত্তম ঐতিহাসিক প্রশ্নটাকে কার্যক্ষেত্রে সমাধানের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে।

কাজে নামুন, সবাই কাজে নামুন, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শকে বিজয়ী হতে হবে এবং তা বিজয়ী হবে।

পিটার্সবুর্গ, ৯ই নভেম্বর, ১৯১৭

মুদ্রিত: ১৯১৮

ন. লেনিন

বলশেভিকরা ছাড়া **সবাই**, 'রেচ' থেকে 'নভায়া জিজ্‌ন'(১৫), কাদেত-কর্নিলভপন্থী থেকে আধা-বলশেভিক সবাই কীসে একমত?

একমত এই ব্যাপারে যে বলশেভিকরা হয় একলা কখনো সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা স্বহস্তে নিতে সাহস পাবে না, নয় যদি সাহস করে নেয়, তাহলে অত্যন্ত স্বল্প কালও তা ধরে রাখতে পারবে না।

যদি কেউ একথা বলে যে একলা বলশেভিকদের পক্ষ থেকে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল একেবারেই অবাস্তব রাজনৈতিক প্রশ্ন, তাকে বাস্তব বলে ভাবতে পারে কেবল সবচেয়ে খারাপ ধরনের হামবড়া কোনো 'ভাবোন্মাদ', তাহলে সবচেয়ে দায়িত্বশীল ও সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক পার্টি ও বিভিন্ন 'বর্ণের' ধারা থেকে যথাযথ উক্তি তুলে আমরা এ বক্তব্য খণ্ডন করব।

কিন্তু প্রথমে দুটো কথা বলব উল্লিখিত প্রশ্নগুলির প্রথমটি নিয়ে, যথা: বলশেভিকরা একলা সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা স্বহস্তে নিতে সাহস করবে কি? ইতিপূর্বেই সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে সেরেতেলি মন্ত্রিভাষণের সময়ে এ প্রশ্নের একান্ত সুস্পষ্টরূপে জবাব দেবার সুযোগ আমার হয়েছিল যা আমি নিজের জায়গা থেকে চিৎকার করে বলি(১৬)। সংবাদপত্রে অথবা মৌখিক আকারে বলশেভিকদের পক্ষ থেকে আমি এমন বিবৃতি দেখি নি যে আমাদের একলা ক্ষমতা দখল করা উচিত হবে না। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে থাকছি যে সাধারণভাবেই রাজনৈতিক পার্টি এবং বিশেষ করে অগ্রণী শ্রেণীর পার্টির টিকে থাকার অধিকার থাকে না,

নিজেদের পার্টি বলে গণ্য করার যোগ্যতা থাকে না যদি ক্ষমতা পাবার সুযোগ পেয়েও সে ক্ষমতাগ্রহণে অস্বীকৃত হয়।

এবার আমরা যাতে আগ্রহী সেই প্রশ্নটি নিয়ে কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ও আধা-বলশেভিকদের (আমি সাগ্রহেই বলতে রাজী সিকি-বলশেভিক) বিবৃতি তুলে দিচ্ছি।

'রেচ' পত্রিকার ১৬ই সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয়:

'...আলেক্সান্দ্রিনস্কি থিয়েটারের হলে ছিল মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব, সমাজতন্ত্রী সংবাদপত্রগুলিতেও একই চিত্র প্রতিফলিত। কেবল বলশেভিকদের মতামতই সুনির্দিষ্ট ও সোজাসাপটা। সম্মেলনে এটা হল সংখ্যাল্পের মতামত। সোভিয়েতগুলিতে এ ধারাটা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সমস্ত মৌখিক উত্তেজনা, হামবড়া বুলি, আত্মবিশ্বাসের ভড়ং সত্ত্বেও কিছু ভাবোন্মাদ ছাড়া বলশেভিকরা কেবল মুখেই বাহাদুর। নিজেদের আগ্রহে 'সমস্ত ক্ষমতা' দখল করার চেষ্টা তারা করবে না। চমৎকার বিশৃঙ্খলা-বিশারদ ও লণ্ডভণ্ডকারী হলেও তারা মূলত কাপুরুষ, মনে মনে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ অজ্ঞতা ও বর্তমান সাফল্যের ক্ষণস্থায়িত্ব ভালোই বোঝে। আমাদের সকলের মতো তারাও ভালোই জানে যে তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রথম দিনটাই হবে তাদের দ্রুত পতনের প্রথম দিন। প্রকৃতিগতভাবেই দায়িত্বহীন, প্রকরণ ও পদ্ধতিতে নৈরাজ্যবাদী এই লোকগুলি কেবল রাজনৈতিক চিন্তার একটা ধারা, বলা ভালো তার একটি বিকৃতি হিশেবেই ধর্তব্য। বলশেভিকবাদের হাত থেকে পরিত্রাণের, তাকে উচ্ছেদের শ্রেষ্ঠ পন্থা হবে তার নেতাদের হাতে দেশের ভাগ্য অর্পণ করা। এরূপ পরীক্ষা অননুমোদনীয় ও সর্বনাশা হবে এই জ্ঞান না থাকলে হতাশা বলে এরূপ বীরোচিত একটা পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যেত। সুখের কথা, ফের বলি, বর্তমানের এই শোচনীয় বীরেরা নিজেরাই আসলে সমস্ত ক্ষমতা দখলে চেষ্টিত নয়। কোনো অবস্থাতেই সৃজনমূলক কাজ এদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই তাদের সমস্ত সুনির্দিষ্টতা ও স্পষ্টভাষণ রাজনৈতিক মঞ্চে, সভার বক্তৃতাদিতে সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিকভাবে তাদের মতামত কোনো দিক থেকেই হিশাবযোগ্য নয়। তবে, এক দিক থেকে তার কিছু বাস্তব ফলাফল থাকছে: 'সমাজতান্ত্রিক ভাবনার' অন্য সমস্ত ইতরভেদ-গুলিকে তা নিজের বিরুদ্ধে সম্মিলিত করছে...'

এই হল কাদেতদের বক্তব্য। আর সবচেয়ে বৃহত্তম, রাশিয়ার 'প্রাধান্যকারী ও শাসক' পার্টি, 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি' পার্টি তাদের সরকারী মুখপত্র 'দেলো নারোদা'র(১৭) ২১শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় একই রকম অস্বাক্ষরিত, অর্থাৎ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মত দিয়েছে:

' সম্মেলনে সমর্থিত কার্যসূচির ভিত্তিতে বুর্জোয়ারা যদি সংবিধান সভা বসা পর্যন্ত গণতন্ত্রের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে না চায়, তাহলে **সম্মেলনের ভেতর থেকেই কোয়ালিশন গড়ে ওঠা উচিত।** কোয়ালিশন পক্ষপাতীদের পক্ষ থেকে এটা একটা গুরুভার আত্মত্যাগ, **কিন্তু ক্ষমতার 'বিশুদ্ধ ধারার' যারা প্রচারক তাদেরও এটা মেনে নেওয়া উচিত।** তবে, আমাদেব আশঙ্কা আছে এক্ষেত্রে মতৈক্য সম্ভব না হতেও পাবে। তখন বাকি থাকবে শেষ ও তৃতীয় বিকল্প: যারা **নীতিগতভাবে** ক্ষমতার একরূপিতা সমর্থন করেছিল সম্মেলনের সেই অর্ধাংশই ক্ষমতা সংগঠন করতে বাধ্য।

নির্দিষ্ট কবেই বলি: **মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলশেভিকরা বাধ্য থাকবে।** বিপুলতম উদ্যোগে তারা কোয়ালিশনের প্রতি বিপ্লবী গণতন্ত্রের বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে, 'আপোস' পরিত্যক্ত হলেই সর্ববিধ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা, একেই তারা বলেছে দেশের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ।

যদি তাবা তাদের প্রচারে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, **জনগণকে যদি তাবা ধোঁকা না দিয়ে থাকে,** তাহলে যত্র-তত্র তারা যে হুণ্ডি ছড়িয়েছে সেগুলোর টাকা শোধ দিতে **তারা বাধ্য।**

প্রশ্নটা পবিষ্কাব।

তাদেব পক্ষে ক্ষমতাগ্রহণ সম্ভব নয়, এমন একটা দ্রুতরচিত তত্ত্বেব আড়ালে গা ঢাকা দেবাব নিষ্ফল প্রচেষ্টা যেন তারা না করে।

ও তত্ত্ব গণতন্ত্র মানবে না।

সেই সঙ্গে কোয়ালিশনেব পক্ষপাতীবা তাদেব পূর্ণ সমর্থনেব গ্যারান্টি দেবে। এই হল আমাদের সম্মুখবর্তী তিনটি বিকল্প, তিনটি পথ — অন্য পথ নেই!' (বড়ো হবফ 'দেলো নারোদা'র)।

এই হল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বক্তব্য। শেষত, দুই নৌকায় পা দেবার চেষ্টাকে যদি 'অবস্থান' বলা যায়, তাহলে নভায়া-জিজ্‌নওয়ালা, 'সিকি-বলশেভিকদের' অবস্থান পাওয়া যাচ্ছে ২৩শে সেপ্টেম্বর 'নভায়া জিজ্‌ন' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে:

'...কনোভালভ ও কিশকিনের সঙ্গে যদি ফের একটা কোয়ালিশন হয়, তাহলে সেটা হবে আর কিছুই নয় গণতন্ত্রের নতুন আত্মসমর্পণ এবং ১৪ই আগস্টের কার্যসূচির ভিত্তিতে দায়িত্বশীল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সম্মেলন সিদ্ধান্তের নাকচ...

...সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সমপ্রকৃতির মন্ত্রিসভা তাদের দায়িত্বশীলতা তেমনি কম অনুভব করবে, যেমন করেছিল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীল সমাজতন্ত্রী-মন্ত্রীরা... তেমন সরকার শুধু যে নিজের চারপাশে বিপ্লবের 'জীবন্ত শক্তিগুলিকে' সংহত করতে পারবে না তাই নয়, বিপ্লবের অগ্রবাহিনী প্রলে-তারিয়েতের পক্ষ থেকে কিছুটা সক্রিয় সমর্থনেরও ভরসা করতে পারে না।

তবে, অন্য ধরনের সমপ্রকৃতির মন্ত্রিসভা, ‘প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের’ সরকার গঠন হবে ভালো নয়, খারাপ গত্যন্তর, সত্যি বলতে গত্যন্তরই নয় সরাসরি ভরাডুবি। এ ধ্বনি অবশ্য কেউ দিচ্ছে না, নেহাৎ ‘রাবোচি পুতের’ (১৮) আপতিক, সসঙ্কোচ, পরে নিয়মিতভাবে ‘ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেওয়া’ মন্তব্যে ছাড়া।’

(এই ঘোর মিথ্যে কথাটা দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা ‘নিঃসঙ্কোচে’ লিখছেন ২১শে সেপ্টেম্বরের ‘দেলো নারোদা’র সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে...)

‘বলশেভিকরা বর্তমানে ‘সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা’র ধ্বনিটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্জীবিত করেছে। জুলাই দিনগুলোর পর সোভিয়েতগুলি যখন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি মারফত সুনির্দিষ্টভাবেই সক্রিয় বলশেভিক-বিরোধী নীতির পথ নেয়, তখন ধ্বনিটা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। এখন শুধু ‘সোভিয়েতের লাইন’ সোজা হয়েছে বলে ভাবা চলে তাই নয়, প্রস্তাবিত সোভিয়েত কংগ্রেসে বলশেভিকরা সংখ্যাধিক্য পাবে একথা ভাবার সমস্ত হেতুই বর্তমান। এরূপ পরিস্থিতিতে ‘সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা’র ধ্বনিটি বলশেভিকরা যে পুনর্জীবিত করেছে এই ‘রণকৌশলগত লাইনের’ উদ্দেশ্য ঠিক প্রলেতারিয়েত ও ‘গরিব কৃষকদের’ একনায়কত্ব। একথা সত্যি যে সোভিয়েত বলতে কৃষক সোভিয়েতগুলিও পড়ে এবং তাতে করে বলশেভিক ধ্বনিতে রাশিয়ার সমস্ত গণতন্ত্রের বিপুলাংশের ওপর নির্ভর করা এক ক্ষমতাই বোঝাচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ‘সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা’ ধ্বনিটার স্বাধীন তাৎপর্য থাকছে না, কেননা সোভিয়েতগুলি তার সংবিন্যাসের দিক থেকে হয়ে পড়ছে সম্মেলন কর্তৃক গঠনীয় ‘প্রাক-পার্লামেন্টের’ প্রায় সমার্থক...’ (‘নভায়া জিজ্‌ন’এর উক্তিটা নির্লজ্জ মিথ্যা, জাল ও মেকি গণতান্ত্রিকতা কিনা গণতন্ত্রের ‘প্রায় সমার্থক’ এই কথা বলার সমান: প্রাক-পার্লামেন্ট হল জালিয়াতি — জনগণের অল্পাংশের, বিশেষ করে কুসকভা, বের্কেনগেইম, চাইকোভস্কি কোম্পানির অভিপ্রায়কে তা চালাচ্ছে অধিকাংশের অভিপ্রায় বলে। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, এমনকি আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ ও চাইকোভস্কিদের কারচুপি-করা কৃষক সোভিয়েতগুলিও সম্মেলনে এত বেশি হারে কোয়ালিশন-বিরোধীদের পাঠায় যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলিকে একত্রে নিলে কোয়ালিশনের অব্যর্থ

ভরাডুবি ঘটত। তৃতীয়ত, 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা'র অর্থ কৃষক সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা বিস্তৃত হবে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে, আর গ্রামাঞ্চলে গরিব কৃষকদের প্রাধান্য সুনিশ্চিত।) '...এটা যদি তাই হয়, তাহলে বলশেভিক ধ্বনিটাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত। আর যদি 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা'য় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ওপর মাত্র আবরণ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ ক্ষমতার অর্থ হবে বিপ্লবের ভরাডুবি ও অপমৃত্যু।

'একথা কি প্রমাণ করতে হবে যে দেশের বাকি শ্রেণীগুলি থেকেই শুধু নয়, গণতন্ত্রের সত্যিকার জীবন্ত শক্তিগুলি থেকেও যে প্রলেতারিয়েত বিচ্ছিন্ন, তারা টেকনিকাল দিক থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে এবং অসাধারণ রকমের জটিল পরিস্থিতিতে তাকে চালু করতেও পারবে না, রাজনৈতিক দিক থেকেও শত্রুশক্তির সমস্ত চাপ প্রতিরোধ করতে পারবে না, যা শুধু প্রলেতারীয় একনায়কত্বকেই নয়, অধিকন্তু গোটা বিপ্লবকেই ঝেঁটিয়ে দূর করবে?

'বর্তমান মুহূর্তের দাবি মেটাতে সক্ষম এরকম একমাত্র ক্ষমতা হল এখন গণতন্ত্রের অভ্যন্তরে সত্যিকরেই এক সৎ কোয়ালিশন।'

* * *

দীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্য আমরা পাঠকদের কাছে মাপ চাইছি, কিন্তু তা একান্তই আবশ্যক ছিল। বলশেভিকদের বিরোধী বিভিন্ন পার্টির অবস্থিতি নিয়ে সঠিক ধারণার প্রয়োজন ছিল। এই **সমস্ত** পার্টিই যে একলা বলশেভিকগণ কর্তৃক সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে শুধু পুরোপুরি বাস্তব প্রশ্ন হিশেবে নয়, একান্ত জরুরী প্রশ্ন হিশেবেই স্বীকার করেছে এই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা যথাযথভাবে দেখানোর প্রয়োজন ছিল।

এবার যে সব যুক্তিতে বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না বলে কাদেত থেকে শুরু করে নভায়া-জিজ্‌নওয়ালারা পর্যন্ত 'সবাই' স্থিরনিশ্চিত, তা বিচার করা যাক।

ভারিক্কী 'রেচ' প্রায় কোনো যুক্তিই দেয় নি। তা শুধু বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বাছাই-করা ক্ষিপ্ত গালাগালির বন্যা বইয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি

থেকে দেখা যাবে যে কেউ যদি ভাবে, এই দ্যাখো, 'রেচ' ক্ষমতা দখলের জন্য বলশেভিকদের 'প্ররোচিত করছে', তাই 'সাবধান কমরেডরা, কেননা শত্রুর পরামর্শ কুপরামর্শ না হয়ে যায় না!' তাহলে গভীর ভুল হবে। আমরা যদি কাজের লোকের মতো সাধারণ ও মূর্ত-নির্দিষ্ট উভয় বিবেচনার হিশেব না নিয়ে নিজেদের 'বোঝাতে' যাই যে বুর্জোয়ারা আমাদের ক্ষমতা দখলের জন্য 'প্ররোচিত করছে', তাহলে বুর্জোয়ার কাছে আমরা বোকাই বনব, কেননা বুর্জোয়ারা তো নিশ্চয় সর্বদাই বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের ফলে সবিদ্বেষে লক্ষ লক্ষ সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করবে, সর্বদাই সবিদ্বেষে চিৎকার করবে: 'বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতে দিয়ে পরে বরং একঘায়ে চূর্ণ করে তৎক্ষণাৎ ও 'বহু বছরের জন্য' বলশেভিকদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই ভালো।' যদি চান বলব, এ ধরনের চিৎকারও 'প্ররোচনা', শুধু উল্টো দিক থেকে। কাদেত ও বুর্জোয়ারা মোটেই আমাদের ক্ষমতা দখলের 'পরামর্শ দিচ্ছে' না ও কখনো 'দেয় নি', তারা কেবল ক্ষমতার বুঝিবা অসাধ্য কর্তব্যের কথা বলে আমাদের **ভয় দেখাতে** চাইছে।

না, ভীতিগ্রস্ত বুর্জোয়ার চিৎকারে আমরা নিজেদের ভয় পেতে দেব না। আমাদের দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে যে 'অসাধ্য' সামাজিক কর্তব্য আমরা কদাচ গ্রহণ করি নি, এবং দুষ্কর পরিস্থিতি থেকে একমাত্র উপায় হিশেবে সমাজতন্ত্রের দিকে অবিলম্ব পদক্ষেপের **পুরোপুরি** সাধনীয় কর্তব্যাদির **সমাধান হবে কেবল** প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের একনায়কত্বে। রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত যদি ক্ষমতা নেয়, তাহলে বিজয় এবং যে কোনো দিনের চেয়ে, যে কোনো স্থানের চেয়ে পাকাপাকি বিজয় এখন নিশ্চিত।

যে সব **মূর্ত-নির্দিষ্ট** ঘটনাচক্রে এক একটা মুহূর্ত প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায় সেটা পুরোপুরি কাজের লোকের মতো আলোচনা করব. কিন্তু বুর্জোয়াদের উদ্দাম চিৎকারে মুহূর্তের জন্যও নিজেদের ভয় পেতে দেব না, এবং ভুলব না যে বলশেভিকগণ কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন হয়ে উঠছে সত্যিকরেই **জরুরী**। এখন ক্ষমতা দখলকে 'অকালোপযোগী' বলে মানলে যা হবে তার চেয়ে অনেক বেশি বিপদে পড়বে আমাদের পার্টি যদি এ কথাটা আমরা ভুলে যাই। এদিক থেকে বর্তমানে 'অকালোপযোগিতা' কিছু থাকতে পারে না: হয়ত একটি দুটি বাদে দশ-লাখ সম্ভাবনার সবকটিই এর পক্ষে।

'রেচ' পত্রিকার ক্ষিপ্ত গালাগালির জবাবে শুধু এই কথা বলা চলে ও বলতে হবে:

অনুমোদনের বাণী যাই শুনে
স্তুতির মধুর মর্মরে নয়,
ক্ষিপ্ত ক্রোধের তর্জনে। (১৯)

বুর্জোয়ারা যে আমাদের এত প্রচণ্ড ঘৃণা করছে, এতে এই সত্যেরই একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ মিলছে যে আমরা বুর্জোয়া প্রভুত্ব উচ্ছেদের **সঠিক** পথ ও উপায় দেখাচ্ছি জনগণকে।

* * *

'দেলো নারোদা' এবার এক বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে গালাগালি দিয়ে আমাদের সম্মানিত করার কৃপা করে নি, তবে ছায়ামাত্র কোনো যুক্তিও দেয় নি। শুধু পরোক্ষে, ইঙ্গিত মারফত 'মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলশেভিকরা বাধ্য থাকবে' এই পরিপ্রেক্ষিত দিয়ে আমাদের **ভয় দেখাবার** চেষ্টা করেছে। খুবই মানি যে আমাদের ভয় পাওয়াতে গিয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা নিজেরাই একান্ত অকপটে ভয় পেয়ে গেছে ভীত উদারনীতিকের অপচ্ছায়ায়। একথাও সমানভাবেই মানতে রাজী যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও তার অনুরূপ 'যোগাযোগ' (অর্থাৎ, সোজা কথা বললে কাদেতদের সঙ্গে দহরমমহরম) কমিশনের মতো বিশেষ রকমের উচ্চস্থানীয় ও বিশেষ রকমের পচা সব প্রতিষ্ঠানে কোনো কোনো বলশেভিককে ভয় পাওয়াতে তারা পারবে, কেননা প্রথমত, এই সব কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, 'প্রাক-পার্লামেণ্ট' ইত্যাদির হাওয়া অতি জঘন্য ও ন্যক্কারজনক রকমের পূতিগন্ধময়, দীর্ঘকাল এ বায়ুসেবন যে কোনো লোকের পক্ষেই অনিষ্টকর। এবং দ্বিতীয়ত, অকপটতা জিনিসটা সংক্রামক, এবং অকপটেই ভীতিগ্রস্ত কূপমণ্ডূক কোনো কোনো বিপ্লবীকে পর্যন্ত সাময়িকভাবে কূপমণ্ডূকে পরিণত করতে পারে।

কিন্তু কাদেতদের সঙ্গে মন্ত্রী হবার, বা কাদেতদের চোখে মন্ত্রিপদযোগ্যতার দুর্ভাগ্যভোগী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারির এই অকপট ভীতি 'মানবিকভাবে' দেখলে যতই বোধগম্য হোক না কেন, নিজেদের ভয় পেতে

দেবার অর্থ এমন এক রাজনৈতিক ভুল করা যা সহজেই প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সীমান্তে পেঁছতে পারে। আপনাদের কাজের লোকের মতো যুক্তি কই, মশায়রা! আশা করবেন না যে আপনাদের ভীতিগ্রস্ততায় আমরা নিজেদের ভয় পাওয়াব!

* * *

কাজের লোকের মতো যুক্তি এবার আমরা পাচ্ছি কেবল 'নভায়া জিজ্‌ন' পত্রিকায়। এবার সে বলশেভিক সমর্থকের ভূমিকার চেয়ে (সমস্ত দিক থেকে প্রীতিকর এই মহিলা (২০) তাতে স্পষ্টই 'মর্মাহত হচ্ছিল') বুর্জোয়া উকিলের যে ভূমিকাটা তাকে ভালো মানায় সেই ভূমিকায় নেমেছে।

ছয়টি যুক্তি দিয়েছে উকিল:

১) 'দেশের বাকি শ্রেণীগুলি থেকে' প্রলেতারিয়েত 'বিচ্ছিন্ন';

২) 'গণতন্ত্রের সত্যিকার জীবন্ত শক্তিগুলি থেকে' সে 'বিচ্ছিন্ন';

৩) 'টেকনিকাল দিক থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে' সে 'পারবে না';

৪) 'এ যন্ত্রকে চালু করতে' সে 'পারবে না';

৫) 'পরিস্থিতি অসাধারণ রকমের জটিল';

৬) 'শত্রুশক্তির সমস্ত চাপ' সে 'প্রতিরোধ করতে পারবে না, যা শুধু প্রলেতারীয় একনায়কত্বকেই নয়, অধিকন্তু গোটা বিপ্লবকেই ঝেঁটিয়ে দূর করবে'।

প্রথম যুক্তিটি 'নভায়া জিজ্‌ন' পেশ করেছে একেবারে হাস্যকর রকম আনাড়ীভাবে, কেননা পুঁজিবাদী ও আধা-পুঁজিবাদী সমাজে আমরা মাত্র তিনটি শ্রেণীর কথা জানি: বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া (তার প্রধান প্রতিনিধি হিশেবে কৃষক) এবং প্রলেতারিয়েত। বাকি শ্রেণী থেকে প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতার কথা তোলার কী অর্থ হয় যখন প্রশ্নটাই হচ্ছে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াই নিয়ে? বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লব নিয়ে?

নিশ্চয় 'নভায়া জিজ্‌ন' কৃষকদের থেকে প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতার কথা বলতে চেয়েছিল, কেননা এক্ষেত্রে জমিদারদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার

কথা তো আর উঠতে পারে না। কিন্তু প্রলেতারিয়েত কৃষকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন একথা যথাযথ ও পরিষ্কার করে বলতে যাওয়া অসম্ভব, কেননা এরূপ উক্তির প্রচণ্ড বেঠিকতা জাজ্বল্যমান।

বর্তমানে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত যতটা বিচ্ছিন্ন, পুঁজিবাদী সমাজে পেটি বুর্জোয়ার কাছ থেকে প্রলেতারিয়েতের ততটা কম বিচ্ছিন্নতা কল্পনা করা কঠিন; মনে রাখবেন — **বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে** বিপ্লবে। সেরেতেলির 'বুলিগিন দুমা', অর্থাৎ কুখ্যাত 'গণতান্ত্রিক' সম্মেলনের 'কুরিয়া' হিশেবে বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের **পক্ষে** ও **বিপক্ষে** ভোটদানের যে হালের তথ্য রয়েছে তা অবজেকটিভ ও তর্কাতীত। সোভিয়েত কুরিয়াগুলি নিলে পাই:

	কোয়ালিশনের পক্ষে	**বিপক্ষে**
শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত . .	৮৩	১৯২
কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত	১০২	৭০
সমস্ত সোভিয়েত	১৮৫	২৬২

অতএব, বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের **বিরুদ্ধে** — এই প্রলেতারীয় ধ্বনির পক্ষেই সোভিয়েতগুলির অধিকাংশ। এবং আমরা আগেই দেখেছি যে এমনকি কাদেতরাই সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাববৃদ্ধির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আর এখানে আমরা বলছি সম্মেলনের কথা, যা গড়েছে সোভিয়েতগুলির **গতকালের** নেতা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত! পরিষ্কার বোঝা যায় যে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের **সত্যিকার** প্রাধান্য এক্ষেত্রে **খাটো করে দেখানো হয়েছে।**

বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশন এবং কৃষক কমিটিগুলির জমিদারী জমির হস্তান্তর এই উভয় প্রশ্নেই এখনই বলশেভিকদের রয়েছে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির মধ্যে **সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জনগণের** ক্ষেত্রে **সংখ্যাগরিষ্ঠতা,** পেটি বুর্জোয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মুখপত্র 'জ্নামিয়া ত্রুদা'(২১) ২৫ নং থেকে ২৪শে

সেপ্টেম্বর তারিখের ১৯ নং 'রাবোচি পুত' পেত্রগ্রাদে ১৮ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত **কৃষক** প্রতিনিধি স্থানীয় সোভিয়েতগুলির সম্মেলনের খবর তুলে দিয়েছে। এ সম্মেলনে অবাধ কোয়ালিশনের পক্ষে মত দেয় চারটি কৃষক সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি (কস্ত্রমা, মস্কো, সামারা, ও তাভ্রিদা গুবের্নিয়া)। কাদেতদের বাদ দিয়ে কোয়ালিশনের পক্ষে মত দেয় **তিনটি** গুবের্নিয়া ও **দুটি** ফৌজ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি (ভ্লাদিমির, রিয়াজান, ও কৃষ্ণ সাগর গুবের্নিয়া)। কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে মত দেয় **তেইশটি** গুবের্নিয়া ও **চারটি** ফৌজ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি।

এই ভাবে, অধিকাংশ কৃষকই কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে!

এই হল আপনাদের 'প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতা'।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা দরকার যে কোয়ালিশনের পক্ষে মত দিয়েছে তিনটি প্রত্যন্ত গুবের্নিয়া: সামারা, তাভ্রিদা ও কৃষ্ণ সাগর, যেখানে মজুর-খাটিয়ে চাষ-করা ধনী কৃষক ও বড়ো বড়ো জমিদাররা তুলনায় অনেক বেশি; চারটি শিল্প গুবের্নিয়াও ভোট দিয়েছে (ভ্লাদিমির, রিয়াজান, কস্ত্রমা, মস্কো), যেখানে রাশিয়ার অন্যান্য গুবের্নিয়ার চেয়ে কৃষক বুর্জোয়ার শক্তি বেশি। প্রশ্নে আরো বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে দেখলে চিত্তাকর্ষক হত **'ধনী'** কৃষক গুবের্নিয়াগুলির মধ্যে ঠিক **গরিব** কৃষকদের খবর কিছু পাওয়া যায় কি না।

এটাও চিত্তাকর্ষক যে 'জাতীয় গ্রুপগুলি' কোয়ালিশন-বিরোধীদের খুবই বেশি সংখ্যাধিক্য দিয়েছে, যথা: ৪০ বনাম ১৫। রাশিয়ার পূর্ণাধিকারহীন জাতিগুলির ক্ষেত্রে বোনাপার্টী কেরেনস্কি কোম্পানির রাজ্যগ্রাসী, স্থূলরকমের জবরদস্তিমূলক নীতির ফল ফলেছে। নিপীড়িত জাতিগুলির ব্যাপক জনগণ, অর্থাৎ তাদের ভেতরকার পেটি বুর্জোয়া জনগণ রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়ার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে, কেননা ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে এখানে মুক্তির জন্য নিপীড়ক জাতির বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির সংগ্রামই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান কর্তব্যকর্ম। বুর্জোয়ারা পাষণ্ডের মতো নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, প্রলেতারিয়েত মুক্তির স্বার্থে বিশ্বস্ত।

বর্তমানে জাতীয় ও কৃষি প্রশ্ন হল রাশিয়ার অধিবাসী পেটি বুর্জোয়া জনগণের মূল প্রশ্ন। এটা তর্কাতীত। এবং উভয় প্রশ্নেই প্রলেতারিয়েত বিরল রকমে 'বিচ্ছিন্ন **নয়**'। জনগণের অধিকাংশই তার পক্ষে। **একলা** সেই উভয় প্রশ্নেই এমন বদ্ধপরিকর, সত্যসত্যই 'বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক' নীতি অনুসরণে সক্ষম যাতে সঙ্গে সঙ্গেই প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন নিশ্চিত হবে তাই নয়, জনগণের মধ্যে ঘটবে বিপ্লবী উদ্দীপনার এক খাঁটি বিস্ফোরণ, কেননা জনগণ এই প্রথম দেখবে যে সরকারের পক্ষ থেকে জার আমলের মতো জমিদার কর্তৃক কৃষক, বড়ো রুশী কর্তৃক ইউক্রেনীয়দের নির্মম নিপীড়ন চলছে না, প্রজাতন্ত্রের আমলেও গালভরা বুলিতে ঢাকা একই রকম নীতি চালিয়ে যাবার যে চেষ্টা হয়েছে তা নেই, নেই জ্বালাতন, অপমান, ছলনা, গড়িমসি, কারসাজি, এড়িয়ে-যাওয়া (কৃষক ও নিপীড়িত জাতিদের প্রতি কেরেনস্কির যতকিছু আশীর্বাদ), বরং রয়েছে প্রবল সহানুভূতি, যা প্রকাশ পাচ্ছে কাজের মধ্যে, রয়েছে জমিদারদের বিরুদ্ধে অবিলম্ব ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থা, ফিনল্যান্ড, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়ার জন্য, মুসলমান ইত্যাদির জন্য অবিলম্বে **পরিপূর্ণ** স্বাধীনতা।

শ্রীমান সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা এটা ভালোই জানে, তাই সমবায়ীদের আধা-কাদেত শীর্ষব্যক্তিদের টেনে আনছে জনগণের **বিরুদ্ধে** তাদের **প্রতিক্রিয়াশীল**-গণতান্ত্রিক নীতির পেছনে তল্পিবাহক হিশেবে। সেইজন্যই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক্ষুণি সমস্ত জমিদারী জমি কৃষক কমিটিদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত কিনা, ফিন অথবা ইউক্রেনীয়দের অমুক দাবিটা পূরণ করা উচিত কিনা ইত্যাদি ব্যবহারিক রাজনীতির সুনির্দিষ্ট কতকগুলি ধারা নিয়ে জনমত নির্ধারণে, গণভোটের ব্যবস্থায়, অন্তত সমস্ত স্থানীয় সোভিয়েতে, সমস্ত স্থানীয় সংগঠনে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থায় তারা কদাচ সাহস পাবে না।

আর শান্তির প্রশ্ন, বর্তমানের সবচেয়ে মূল এই প্রশ্নটি নেওয়া যাক। প্রলেতারিয়েত নাকি 'বাকি শ্রেণীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন'... এক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত *এগিয়ে আসছে সত্যিকরেই **গোটা** জাতির প্রতিনিধি, **সমস্ত** শ্রেণীর সবকিছু জীবন্ত ও সততাশীলের প্রতিনিধি, পেটি বুর্জোয়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের*

প্রতিনিধি হিশেবে, কেননা **ক্ষমতা** অর্জন **করে** কেবল প্রলেতারিয়েতই **সঙ্গে সঙ্গে** সমস্ত যুধ্যমান জাতির কাছে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব করবে, যথাসম্ভব শীঘ্র এবং যথাসম্ভব ন্যায়সঙ্গত শান্তি অর্জনের জন্য কেবল প্রলেতারিয়েতই সত্যিকারের **বিপ্লবী** ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (গোপন চুক্তি প্রকাশ ইত্যাদি)।

না, 'নভায়া জিজ্‌ন'এর মহাশয়েরা প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে চিৎকার করতে গিয়ে কেবল বুর্জোয়ার সমক্ষে নিজেদের সাবজেকটিভ ভীতিই প্রকাশ করছে। রাশিয়ার অবজেকটিভ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহেই এই যে **ঠিক এই সময়েই** প্রলেতারিয়েত অধিকাংশ পেটি বুর্জোয়া থেকে 'বিচ্ছিন্ন' **নয়**। ঠিক এই সময়েই 'কোয়ালিশনের' শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর প্রলেতারিয়েত স্বপক্ষে পেয়েছে **অধিকাংশ** জনগণের সহানুভূতি। বলশেভিকদের ক্ষমতা ধরে রাখার **এই** সর্তটা বিদ্যমান।

* * *

দ্বিতীয় যুক্তিটা হল এই যে প্রলেতারিয়েত নাকি 'গণতন্ত্রের সত্যিকার জীবন্ত শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন'। এর অর্থ কি তা বোঝা অসম্ভব। এটা নিশ্চয় 'গ্রীক', এরকম ক্ষেত্রে ফরাসীরা যা বলে থাকে।

'নভায়া জিজ্‌ন'এর লেখকেরা মন্ত্রিপদযোগ্য লোক। কাদেতদের মন্ত্রিসভায় তারা পুরোপুরি খাপ খাবে। কেননা এসব মন্ত্রিদের কাছ থেকে চাওয়া হয় কেবল সুশোভন ও সুচিক্কণ ঠিক এমন বুলি বলবার দক্ষতা, যার কোনো মানে হয় না এবং যা দিয়ে যে কোনো অপকর্ম ঢাকা দেওয়া যায় ও সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদীদের করতালি লাভ নিশ্চিত হয়। প্রলেতারিয়েত গণতন্ত্রের সত্যিকার জীবন্ত শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, নভায়া-জিজ্‌নওয়ালাদের এই উক্তির জন্য কাদেত, ব্রেশকোভস্কায়া, প্লেখানভ কোম্পানির করতালি লাভ নিশ্চিত, কেননা **পরোক্ষভাবে** এতে বলা হচ্ছে — অথবা বলা হয়েছে বলে বোঝা হবে — যে, কাদেত, ব্রেশকোভস্কায়া, প্লেখানভ, কেরেনস্কি কোম্পানিই হল 'গণতন্ত্রের জীবন্ত শক্তি'।

বাজে কথা। ওরা মৃত শক্তি। কোয়ালিশনের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে।

বুর্জোয়াদের সামনে এবং বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবী পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে

নভায়া-জিজ্‌নওয়ালারা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের 'ভলিয়া নারোদা', 'ইয়েদিনস্ত্‌ভো' (২২) ইত্যাদির মতো **দক্ষিণপন্থী** অংশকেই 'জীবন্ত' বলে মানছে, যারা মূলত কাদেতদের থেকে তফাৎ নয়। আমরা কিন্তু জীবন্ত বলে ভাবি কেবল তাকে যা কুলাকদের (২৩) সঙ্গে নয় জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কেবল তাকে, কোয়ালিশনের শিক্ষা যাদের কোয়ালিশনের প্রতি বিমুখ করেছে। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 'সক্রিয় জীবন্ত শক্তি' হল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের বাম অংশ। প্রলেতারিয়েত যে বিচ্ছিন্ন **নয়** তার সুনিশ্চিত অবজেকটিভ একটা লক্ষণ হল বিশেষ করে জুলাই প্রতিবিপ্লবের পর এই বাম অংশের শক্তিবৃদ্ধি।

সেটা আরো জাজ্বল্যমান দেখা যাচ্ছে একান্ত ইদানীংকালে কেন্দ্রপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বামে দোলায়মানতা থেকে, যা প্রকাশ পেয়েছে চের্নোভের ২৪শে সেপ্টেম্বরের এই বিবৃতিতে যে তাঁর গ্রুপ কিশকিন কোম্পানির সঙ্গে নতুন কোয়ালিশন সমর্থন করতে অক্ষম। শহরে ও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি প্রধান ও প্রভুত্বকারী, এতদিন পর্যন্ত তার বিপুল অধিকাংশই ছিল কেন্দ্রপন্থী, সেই কেন্দ্রপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের এই বাঁয়ে দোলায়মানতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কতকগুলি সর্তে বিশুদ্ধ বলশেভিক সরকারকে 'পরিপূর্ণ সমর্থনের গ্যারাণ্টি দান' গণতন্ত্রের পক্ষে আবশ্যক বলে 'দেলো নারোদা'র যে বিবৃতি আমরা উদ্ধৃত করেছি, সেটা অন্তত নিতান্তই একটা কথার কথা নয়।

কিশকিনের সঙ্গে নতুন কোয়ালিশন সমর্থন করতে কেন্দ্রপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অস্বীকৃতি, অথবা গ্রামাঞ্চলের (ককেশাসে জর্দানিয়া ইত্যাদি) **প্রতিরক্ষাবাদী-মেনশেভিকদের** মধ্যে কোয়ালিশন-**বিরোধীদের** প্রাধান্যের মতো ঘটনাগুলিতে অবজেকটিভ প্রমাণ মিলছে যে **জনগণের** যে একটা অংশ এতদিন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষে গিয়েছিল তারা বিশুদ্ধ বলশেভিক সরকারকে **সমর্থন করবে।**

গণতন্ত্রের ঠিক এই **জীবন্ত** শক্তি থেকেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত এখন বিচ্ছিন্ন নয়।

* * *

তৃতীয় যুক্তি: প্রলেতারিয়েত 'টেকনিকাল দিক থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে পারবে না'। বলতে কি, এটাই হল সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে চলতি যুক্তি। সেই কারণে, তথা বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের সম্মুখস্থ সবচেয়ে গুরুতর, সবচেয়ে দুরূহ একটি কর্তব্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে বলে এই যুক্তিটি সর্বাধিক মনোযোগ্য। সন্দেহ নেই যে এই কর্তব্যগুলি খুবই কঠিন, কিন্তু নিজেদের সমাজতন্ত্রী অভিহিত করে আমরা যদি দুরূহতার কথা তুলি কেবল কর্তব্য পালন এড়িয়ে যাবার জন্য, তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে বুর্জোয়ার সেবাদাস থেকে আমাদের পার্থক্য মুছে যায়। প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্তব্যের দুরূহতা থেকে জাগা উচিত প্রলেতারিয়েত পক্ষভুক্তদের ভেতর সে সব কর্তব্য পালনের উপায় নিয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে মূর্ত-নির্দিষ্ট অধ্যয়ন।

রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে বোঝায় সর্বাগ্রে স্থায়ী ফৌজ, পুলিস এবং আমলাতন্ত্র। প্রলেতারিয়েত এ যন্ত্রকে টেকনিকাল দিক থেকে দখল করতে পারবে না, একথা বলে 'নভায়া জিজ্‌ন'এর লেখকেরা চূড়ান্ত অজ্ঞতা এবং বাস্তব ঘটনা ও বলশেভিক সাহিত্যে বহুপূর্বে উল্লিখিত যুক্তি বিবেচনার অনিচ্ছাই প্রকাশ করেছে।

'নভায়া জিজ্‌ন'এর লেখকেরা নিজেদের যদি মার্কসবাদী বলে নাও ভাবে, তাহলেও অন্তত মনে করে যে মার্কসবাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে, সুশিক্ষিত সমাজতন্ত্রী তারা। আর প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে স্রেফ দখলে নিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যে তা চালু করতে প্রলেতারিয়েত **পারে না,** প্রলেতারিয়েতকে এ যন্ত্র **চূর্ণ করতে** হবে ও তার জায়গায় আনতে হবে নতুন যন্ত্র (এ নিয়ে আমি বিশদে আলোচনা করব অন্য একটি পুস্তিকায়, তার প্রথম সংস্করণ তৈরি হয়ে গেছে এবং 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব। রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদের শিক্ষা এবং বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য'* নামে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে)। এই নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত হয়েছিল প্যারিস কমিউনে এবং

* এই সংকলনের দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫৪—২৭৪। — সম্পাঃ

একই ধরনের 'রাষ্ট্রযন্ত্র' হল রাশিয়ায় শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলি। ১৯১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল (২৪) থেকে শুরু করে বহুবার আমি এই ব্যাপারটার উল্লেখ করেছি, সে কথা বলা হয়েছে বলশেভিক সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তে, তথা বলশেভিক সাহিত্যে। 'নভায়া জিজ্ন' নিশ্চয় মার্কস ও বলশেভিকদের সঙ্গে পূর্ণ মতানৈক্য ঘোষণা করতে পারত, কিন্তু দুরূহ সমস্যার প্রতি বলশেভিকরা বুঝিবা গুরুত্বশীল নয় বলে যে এত ঘন ঘন ও এত উন্নাসিকভাবে বলশেভিকদের গালি দেয়, তার পক্ষেই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ দারিদ্র্যের প্রত্যয়পত্র পেশ করা।

'রাষ্ট্রযন্ত্র' 'দখল করতে' ও 'তাকে চালু করতে' প্রলেতারিয়েত পারে না। কিন্তু সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটায় পীড়নমূলক, রুটিনবাঁধা, অসংশোধনীয় রূপে বুর্জোয়া যা কিছু আছে তা সব সে **চূর্ণ করতে** পারে এবং তার বদলে বসাতে পারে **নিজের** নতুন যন্ত্র। শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলিই হল সে যন্ত্র।

'নভায়া জিজ্ন' যে এই 'রাষ্ট্রযন্ত্রটার' কথা একেবারে ভুলে গেছে, সেটাকে সোজাসুজি বিকট না বলে পারা যায় না। এই ভাবে তাত্ত্বিক বিচারে নেমে নভায়া-জিজ্নওয়ালারা রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে মূলত সেই কাজই করছে কাদেতরা যা করছে রাজনৈতিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কেননা প্রলেতারিয়েত ও বিপ্লবী গণতন্ত্রের যদি কোনো নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের **প্রয়োজন না থাকে,** তাহলে সোভিয়েতগুলি raison d'être* ও অস্তিত্বের অধিকার হারায়, সোভিয়েতগুলিকে শূন্যে পরিণত করতে চেষ্টিত কাদেত-কর্নিলভপন্থীরাই হয়ে দাঁড়ায় **সঠিক!**

'নভয়া জিজ্ন'এর এই বিকট তাত্ত্বিক ভ্রান্তি ও রাজনৈতিক অন্ধতা বিকটতর হয়েছে এইজন্য যে এমনকি আন্তর্জাতিকতাবাদী-মেনশেভিকরাও (২৫) (পেত্রগ্রাদের নগর দুমায় গত নির্বাচনে যাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল 'নভায়া জিজ্ন') এই প্রশ্নে বলশেভিকদের সঙ্গে খানিকটা নৈকট্য দেখিয়েছে।

* অস্তিত্বের যুক্তি। — সম্পাঃ

গণতান্ত্রিক সম্মেলনে সোভিয়েত সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে কমরেড মার্তভ যে ঘোষণা করেন তাতে আমরা পড়ি:

'...সত্যিকার জনসুজনোদ্যোগের পরাক্রান্ত উৎসারে বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোতেই যে শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত গড়ে ওঠে, তারা হল বিপ্লবী রাষ্ট্রপাটের সেই নতুন বস্ত্র, যা পুরনো আমলের রাষ্ট্রপাটের জীর্ণ বস্ত্রকে স্থানচ্যুত করেছে...'

বলা হয়েছে খানিকটা কাব্য করে, অর্থাৎ ভাষার উচ্ছ্বাসে এখানে রাজনৈতিক চিন্তার স্পষ্টতার ত্রুটি চাপা দেওয়া হয়েছে। পুরনো 'বস্ত্রকে' সোভিয়েতগুলি **এখনো** স্থানচ্যুত করে নি এবং এই পুরনো 'বস্ত্রটা' পুরনো আমলের রাষ্ট্রপাট **নয়,** এটা জারতন্ত্র ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র **উভয়েরই** রাষ্ট্রপাট। কিন্তু সে যাই হোক, মার্তভ এখানে নভায়া-জিজ্‌নওয়ালাদের চেয়ে দু' বিঘৎ লম্বা।

সোভিয়েতগুলো হল নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র যা, প্রথমত, যোগাচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র শক্তি, তদুপরি সাবেকী স্থায়ী ফৌজের মতো তা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযুক্ত; সামরিক দিক থেকে এ শক্তি আগের চেয়ে অতুলনীয় রকমের শক্তিশালী, বৈপ্লবিক দিক থেকে আর কিছু দিয়েই তার স্থানগ্রহণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এ যন্ত্রটা থেকে মিলছে জনগণের সঙ্গে, জনগণের অধিকাংশের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ, অচ্ছেদ্য, সহজে পরীক্ষণীয় ও নবীভবনযোগ্য একটা সংযোগ, সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রে যার ছায়াও ছিল না। তৃতীয়ত, এ যন্ত্রটি নির্বাচিত হয় বলে এবং আমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠানসর্বস্বতা ছাড়াই জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচিতদের বদলানো যায় বলে আগের যন্ত্রগুলির চেয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। চতুর্থত, এ থেকে অতি বিভিন্নতম পেশার সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ মেলে ও তাতে করে আমলাতন্ত্র ছাড়াই অতি সুগভীর চরিত্রের বিভিন্নতম সব সংস্কার সাধন সহজ হয়। পঞ্চমত, অগ্রবাহিনীর অর্থাৎ **নিপীড়িত** শ্রেণীগুলির, শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে সচেতন, সবচেয়ে উদ্যোগী, অগ্রণী অংশের সংগঠনকে তা রূপ দিচ্ছে, তাতে করে তা হয়ে উঠছে এমন যন্ত্র যার সাহায্যে এতদিন পর্যন্ত এই যে নিপীড়িত শ্রেণীগুলি ছিল একেবারেই রাজনৈতিক জীবনের বাইরে, ইতিহাসের বাইরে, তাদের **বিপুল জনগণের সবটাকেই** উত্থিত করে, শিখিয়ে

তুলে, তালিম দিয়ে নিজের পেছনে পরিচালিত করতে পারবে অগ্রবাহিনী। ষষ্ঠত, এতে পার্লামেণ্ট প্রথার গুণের সঙ্গে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণ যুক্ত করার সুযোগ মিলবে, অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে আইন প্রণয়ন **এবং প্রশাসনের** কাজ যুক্ত হবে। বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট প্রথার সঙ্গে তুলনায় এটা গণতন্ত্রের বিকাশে এমনই একটা অগ্রপদক্ষেপ হবে যে তার তাৎপর্য বিশ্ব-ঐতিহাসিক।

১৯০৫ সালে আমাদের সোভিয়েতগুলি ছিল, বলা যেতে পারে, কেবল গর্ভস্থ ভ্রূণ, কেননা টিকে ছিল মাত্র কয়েক সপ্তাহ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে তখনকার পরিস্থিতিতে তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথাই ওঠে না। ১৯১৭ সালের বিপ্লবেও এ নিয়ে এখনো কথা উঠতে পারে না, কেননা কয়েক মাসের মেয়াদটা খুবই সংক্ষিপ্ত, আর প্রধান কথা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা সোভিয়েতগুলির **ব্যভিচার ঘটিয়েছে,** তাদের নামিয়েছে বক্তৃতা বৈঠকের ভূমিকায়, নেতাদের আপোসনীতির লেজুড়ের ভূমিকায়। লিবের, দান, সেরেতেলি চের্নোভদের পরিচালনায় পচে গেছে, জীবন্তই খসে খসে গেছে সোভিয়েতগুলো। সোভিয়েতগুলির সত্যিকার বিকাশ, তাদের প্রবণতা ও সামর্থ্যের পূর্ণ উন্মোচন সম্ভব হতে পারে কেবল সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, কেননা অন্যথায় তাদের **করবার কিছু থাকে না,** অন্যথায় তারা হয়ে থাকবে হয় নিতান্ত ভ্রূণ (আর বড়ো বেশি দিন ভ্রূণ হয়ে থাকা চলে না), নয় খেলনা। 'দ্বৈত **ক্ষমতা**' মানে সোভিয়েতগুলির পক্ষাঘাত।

বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলির জনসৃজনোদ্যোগে সোভিয়েতগুলি যদি গড়ে না উঠত, তাহলে রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের কোনো আশা থাকত না, কেননা পুরনো যন্ত্র দিয়ে প্রলেতারিয়েত নিঃসন্দেহেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারত না, আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যন্ত্র গড়া অসম্ভব। সেরেতেলি চের্নোভদের হাতে সোভিয়েতগুলির ব্যভিচারের শোচনীয় ইতিহাস, 'কোয়ালিশনের' ইতিহাস হল সেই সঙ্গে পেটি বুর্জোয়া মোহ থেকেও সোভিয়েতগুলির মুক্তির ইতিহাস, **সমস্ত** ও **সর্ববিধ** বুর্জোয়া কোয়ালিশনের সমস্ত জঘন্যতা ও নোংরামির ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের 'যমালয়' দিয়ে যাত্রারও ইতিহাস। আশা করা যাক এ 'যমালয়' তাদের জীর্ণ না করে পোক্তই করেছে।

* * *

প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রধান দুরূহতা হল দেশব্যাপী আয়তনে যথাযথ ও সততাপূর্ণ হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ও উৎপন্নের বণ্টনে **শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ** চালু করা।

'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের' ধ্বনি দিয়ে আমরা নাকি সিণ্ডিক্যালিজমে পা দিচ্ছি আমাদের এই কথা বলেছিল 'নভায়া জিজ্ন'এর লেখকেরা, এটা হল নির্বোধ স্কুলছাত্রসুলভ 'মার্কসবাদ' প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, যা ভেবে দেখা হয় নি, স্ত্রুভের কায়দায় **মুখস্থ করা হয়েছে।** সিণ্ডিক্যালিজম প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব হয় অস্বীকার করে, নয় তাকে তথা সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকেই সবচেয়ে পেছনের স্থানে ঠেলে দেয়। আমরা তাকে দিই প্রথম স্থান। নভায়া-জিজ্নওয়ালাদের মতো যদি শুধু বলা হয়: শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ **নয়** রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, তাহলে দাঁড়ায় একটা সংস্কারবাদী বুর্জোয়া বুলি, মূলত একটা নির্ভেজাল কাদেত সূত্র, কেননা 'রাষ্ট্রীয়' নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের **অংশগ্রহণে** কাদেতদের কোনোই আপত্তি নেই। কাদেত-কর্নিলভপন্থীরা চমৎকার জানে যে এরূপ অংশগ্রহণই হল বুর্জোয়া কর্তৃক শ্রমিকদের বোকা বানানোর সেরা উপায়, রাজনৈতিক দিক থেকে যত রকম গ্ভোজদিওভ, নিকিতিন, প্রকোপভিচ, সেরেতেলি ও তাদের গোটা দঙ্গলটাকে সূক্ষ্মভাবে **উৎকোচে** হাত করার সেরা উপায়।

আমরা যখন সর্বদাই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের **পাশেই,** সর্বদাই তার **পরেই** 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের' কথা বলি, তখন তাতে করে কোন ধরনের রাষ্ট্রের কথা হচ্ছে সেটা বোঝাই। রাষ্ট্র হল **শ্রেণী** প্রভুত্বের সংস্থা। কোন শ্রেণীর? যদি বুর্জোয়ারা হয়, তাহলেই হয় কাদেত-কর্নিলভপন্থী-'কেরেনস্কি' মার্কা রাষ্ট্রপাট, যা রাশিয়ার শ্রমিক জনগণের ওপর 'কর্নিলভপনা ও কেরেনস্কিপনা চালাচ্ছে' আজ ছয় মাসের বেশি। যদি প্রলেতারিয়েত হয়, যদি কথাটা হয় প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, **অর্থাৎ** প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নিয়ে, তাহলে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ হয়ে উঠতে **পারে** উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর দেশব্যাপী, সর্বাঙ্গীন, সর্বত্রবিদ্যমান, সবচেয়ে নিখুঁত ও সততাপূর্ণ **হিশেব।**

এই হল প্রলেতারীয়, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান দুরূহতা, এই হল তার প্রধান কর্তব্য। সোভিয়েতগুলি ছাড়া এ কর্তব্য অন্তত রাশিয়ার পক্ষে হত অসাধ্য। প্রলেতারিয়েতের যে সাংগঠনিক কাজ বিশ্ব-ঐতিহাসিক গুরুত্বের এই কর্তব্যটা সাধন করতে **পারে**, তার **নির্দেশ মিলছে** সোভিয়েতগুলি থেকে।

এখানে আমরা রাষ্ট্রযন্ত্র বিষয়ক প্রশ্নটির অন্য দিকটায় এসে পড়েছি। স্থায়ী ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্রের, প্রধানত 'পীড়নমূলক' যন্ত্রটা ছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্রে আছে আরেকটি **যন্ত্র** যা ব্যাংক ও সিণ্ডিকেটগুলির সঙ্গে বিশেষ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট, এমন যন্ত্র যা হিশেব ও রেজিস্ট্রির রাশি রাশি কাজ সম্পাদন করে, যদি অবশ্য এ ভাবে বলাটা অনুমোদনীয় হয়। এ যন্ত্রটাকে চূর্ণ করা অসম্ভব, তার প্রয়োজনও নেই। তাকে শুধু ছিনিয়ে আনতে হবে পুঁজিপতিদের অধীনতা থেকে, তার কাছ থেকে **কেটে ফেলতে** হবে, **ছেঁটে ফেলতে** হবে, **দূর করতে** হবে পুঁজিপতি ও তার প্রভাবসূত্রগুলোকে, তাকে **করতে** হবে প্রলেতারীয় সোভিয়েতগুলির **অধীনস্থ**, তাকে করতে হবে আরো প্রশস্ত, আরো সর্বাঙ্গীন, আরো দেশব্যাপী। সেটা করা **সম্ভব** বৃহত্তম পুঁজিবাদ কর্তৃক ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত সুকৃতির ওপর নির্ভর করে (যেমন সাধারণভাবেই কেবল এই ধরনের সুকৃতির ওপর নির্ভর করেই প্রলেতারীয় বিপ্লব তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে)।

ব্যাংক, সিণ্ডিকেট, ডাক, খরিদ্দার সমিতি, কর্মচারী সঙ্ঘ ধরনের হিশেব **যন্ত্র** গড়ে দিয়েছে পুঁজিবাদ। **বড়ো বড়ো ব্যাংক ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব।**

বড়ো বড়ো ব্যাংকই **হল** সেই 'রাষ্ট্রযন্ত্র' যা সমাজতন্ত্র কার্যকর করার জন্য আমাদের **প্রয়োজন**, যা আমরা **তৈরি অবস্থাতেই** পুঁজিবাদের কাছ থেকে **নেব**, যেখানে আমাদের কাজ হল কেবল এই চমৎকার যন্ত্রটাকে যা **পুঁজিবাদী ধরনে বিকৃত করে** তা **ছেঁটে ফেলা**, একে **আরো বৃহৎ**, আরো গণতান্ত্রিক, আরো সর্বাত্মক করা। পরিমাণ পরিণত হবে গুণে। বৃহতাধিক বৃহত্তম একটি একক রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, প্রতিটি ভোলস্তে, প্রতিটি কারখানায় যার শাখা বিদ্যমান — এটাই হল **সমাজতান্ত্রিক** যন্ত্রের দশভাগের নয় ভাগ। এটা হল সর্বরাষ্ট্রীয় আয়তনে **খাজাঞ্চিগিরি**, সর্বরাষ্ট্রীয় আয়তনে উৎপাদন

ও উৎপন্ন বণ্টনের **হিশেব**, এটা বলা যেতে পারে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল **অস্থিসংস্থানের** মতো।

এই 'রাষ্ট্রযন্ত্রটা' (পুঁজিবাদে যেটা পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নয়, কিন্তু আমাদের বেলায় সমাজতন্ত্রে সেটা হবে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয়) আমরা 'দখল করে' এক আঘাতে, এক হুকুমেই 'চালু করতে' পারি, কেননা খাজাঞ্চিগিরি, নিয়ন্ত্রণ, রেজিস্ট্রি, হিশেব ও নিকেশের বাস্তব কাজটা এক্ষেত্রে করে **কর্মচারীরা**, যাদের অধিকাংশ নিজেরাই আছে প্রলেতারীয় বা আধা-প্রলেতারীয় অবস্থায়।

প্রলেতারীয় সরকারের একটি আজ্ঞাতেই এই সব কর্মচারী রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর পদে আসতে পারে ও আসতে হবে, যে ভাবে ব্রিয়াঁ ও অন্যান্য বুর্জোয়া মন্ত্রীদের মতো পুঁজিবাদের চৌকি কুকুরেরা এক আজ্ঞাতেই ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের নিয়ে আসে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর পদে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী আমাদের দরকার হবে অনেক এবং বেশি সংখ্যায় তা পাওয়াও **সম্ভব**, কেননা হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের কাজটা পুঁজিবাদ সহজ করে দিয়েছে, তাকে পরিণত করেছে অপেক্ষাকৃত অজটিল, যে কোনো সাক্ষর ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত কতকগুলি **খাতা-লেখায়**।

ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট, বাণিজ্য ইত্যাদি ইত্যাদির কর্মচারীজনের 'রাষ্ট্রায়ত্তকরণ' টেকনিকাল দিক থেকে (পুঁজিবাদ ও ফিনান্স পুঁজিবাদ আমাদের জন্য যে প্রাথমিক কাজটা করে দিয়েছে তার দৌলতে) এবং **সোভিয়েতগুলির** পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান থাকলে রাজনৈতিকভাবে পুরোপুরি সাধনযোগ্য।

আর যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সংখ্যায় বেশি নয়, কিন্তু পুঁজিপতিদের প্রতি যারা আকৃষ্ট তাদের প্রতি আচরণ করতে হবে পুঁজিপতিদের মতো, 'কড়াভাবে'। পুঁজিপতিদের মতো তারাও **প্রতিরোধ** দেবে। সে প্রতিরোধকে **চূর্ণ করা** প্রয়োজন হবে, আর খাঁটি এক 'রাষ্ট্রীয় শিশুর' মতো অমর-সরল পেশেখোনভ যদি ১৯১৭ সালের জুন মাসেই আধো-আধো কণ্ঠে বলে থাকেন যে 'পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেছে', তাহলে এই বালভাষণটিকে, এই ছেলেমানুষি বড়াইকে, এই শিশুসুলভ দৌরাত্ম্যকে **প্রলেতারিয়েত গুরুত্বসহকারেই বাস্তব করবে।**

এটা আমরা করতে পারি, কেননা কথাটা হচ্ছে অধিবাসীদের নগণ্য সংখ্যাল্পের প্রতিরোধ চূর্ণ করা নিয়ে, আক্ষরিক অর্থেই তারা মুষ্টিমেয় লোক, তাদের প্রত্যেকের ওপরেই কর্মচারী ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, খরিদ্দার সমিতি ও সোভিয়েতগুলি এমন **তদারকির** ব্যবস্থা রাখবে যে প্রতিটি তিত্ তিতিচ্ই (২৬) হয়ে পড়বে সেদানের কাছে ফরাসীদের মতোই পরিবেষ্টিত (২৭)। এই তিত্ তিতিচ্দের প্রত্যেকের নামই আমরা জানি: শুধু ডিরেক্টর, ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর সদস্য, বড়ো বড়ো শেয়ার-হোল্ডার প্রভৃতির তালিকা নিলেই যথেষ্ট। সংখ্যায় তারা কয়েক শত, খুব বেশি হলে **সারা** রাশিয়ায় কয়েক হাজার, তাদের প্রত্যেকের ওপর প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সোভিয়েত, কর্মচারী ইউনিয়ন ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে ডজন ডজন, শত শত নিয়ন্ত্রক বসাতে পারবে, যার ফলে 'প্রতিরোধ চূর্ণের' বদলে সম্ভবত **শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের** মাধ্যমে (পুঁজিপতিদের ওপর) কোনো রকম প্রতিরোধ দিতে পারাই হয়ে উঠবে **অসম্ভব**।

এমনকি পুঁজিপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও নয়, 'আসল ব্যাপার' হবে পুঁজিপতিদের ও তাদের সম্ভাব্য পক্ষপাতীদের ওপর দেশব্যাপী, সর্বাত্মক শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ। কেবল বাজেয়াপ্তিতে কিছু হবে না, কেননা তার মধ্যে সংগঠনের উপাদান নেই, সঠিক বণ্টনের হিশেব নেই। বাজেয়াপ্তির বদলে আমরা সহজেই বসাতে পারি **ন্যায্য** ট্যাক্স (এমনকি 'শিঙ্গারিওভ' হারে হলেও) — শুধু করধার্য এড়ানো, সত্য গোপন, আইন ফাঁকি দেবার সুযোগ না থাকলেই হল। আর এ সুযোগ **বন্ধ করতে পারে কেবল শ্রমিক রাষ্ট্রের** শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ।

বাধ্যতামূলক সিণ্ডিকেটভুক্তি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে সমিতির মধ্যে বাধ্যতামূলক সম্মিলন — এই জিনিসটা তৈরি করে তুলেছে পুঁজিবাদ, এই জিনিসটাকেই কার্যকরী করেছে জার্মানির য়ুঙ্কার সরকার, রাশিয়ায় এই জিনিসটাই পুরোপুরি কার্যকরী হবে সোভিয়েতগুলির স্বার্থে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের স্বার্থে, এই জিনিসটাই আমাদের দেবে এমন এক **'রাষ্ট্রযন্ত্র'** যা একাধারে বহুমুখী, আধুনিকতম ও আমলাতান্ত্রিকতাহীন*।

* বাধ্যতামূলক সিণ্ডিকেটভুক্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমার 'উদ্যত

* * *

বুর্জোয়া উকিলদের চতুর্থ যুক্তি: প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র 'চালু করতে' পারবে না। এ যুক্তিটা পূর্ব যুক্তির তুলনায় মোটেই নতুন কিছু নয়। সাবেকী যন্ত্রটা অবশ্যই আমরা দখল করে চালু করতে পারব না। সোভিয়েত-রূপী নতুন যন্ত্রটা **ইতিমধ্যেই** চালু হয়ে গেছে 'সত্যিকার জনসৃজনোদ্যোগের পরাক্রান্ত উৎসারে'। এ যন্ত্র থেকে দরকার কেবল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাদের আধিপত্যে পরানো **নিগড়গুলো** খুলে নেওয়া। এ যন্ত্র **ইতিমধ্যেই** চলছে, দরকার কেবল কদর্য, পেটি বুর্জোয়া বোঝাগুলো ছুড়ে ফেলা, যা তাকে পুরাদমে সামনে এগুতে বাধা দিচ্ছে।

ওপরে যা বলা হয়েছে তার পরিপূরণের জন্য দুটো ব্যাপার এখানে আলোচনা করা দরকার: প্রথমত, আমরা **নয়**, পুঁজিবাদই তার সামরিক-সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের যে নতুন উপায়াদি গড়ে তুলেছে; দ্বিতীয়ত, প্রলেতারীয় ধরনের রাষ্ট্র **পরিচালনার** ব্যাপারে গণতন্ত্র বৃদ্ধির তাৎপর্য।

শস্য একচেটিয়া ও রেশন কার্ড আমরা তৈরি করি নি, করেছে যুধ্যমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। ইতিমধ্যেই তা পুঁজিবাদের আওতায় সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে, এটা হল শ্রমিকদের জন্য সামরিক কয়েদ খাটুনির জেলখানা। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তার সমস্ত ঐতিহাসিক সৃজনোদ্যোগের মতো এ ক্ষেত্রেও তার হাতিয়ার গ্রহণ করছে পুঁজিবাদের কাছ থেকে, 'মাথা থেকে উদ্ভাবন করে' না, 'শূন্য থেকে বানায়' না।

শস্য একচেটিয়া, রেশন কার্ড, সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা হল প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতে, সার্বভৌম সোভিয়েতগুলির হাতে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে প্রবল উপায়, এমন উপায় যা পুঁজিপতি ও **সাধারণভাবে ধনীদের ওপর** প্রয়োগ ক'রে, তাদের ওপর **শ্রমিকগণ** কর্তৃক প্রযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র 'চালু করার' মতো, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ জয় করার মতো, তাদের প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের অধীনস্থ করার মতো এমন এক শক্তি যোগাবে ইতিহাসে যা আজও দেখা যায় নি। নিয়ন্ত্রণ ও **শ্রমবাধ্যতার** এই উপায়টা কনভেনশনের আইন ও

তার গিলোটিনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। গিলোটিন **শুধু** ভয় দেখিয়েছিল, কেবল **সক্রিয়** প্রতিরোধই চূর্ণ করেছিল। **আমাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়।**

আমাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। পুঁজিপতিরা যাতে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তা টের পায় ও সক্রিয় প্রতিরোধের কথা না ভাবে এই অর্থে তাদের শুধু 'ভয় দেখালেই' আমাদের চলবে না। আমাদের দরকার **নিষ্ক্রিয়,** এবং নিঃসন্দেহেই আরো বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর প্রতিরোধকেও চূর্ণ করা। যে কোনো রকমের প্রতিরোধ চূর্ণ করলেই হবে না। নতুনভাবে সংগঠিত রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের **কাজ করতে বাধ্য করতে** হবে আমাদের। পুঁজিপতিদের শুধু 'ভাগানোই' যথেষ্ট নয়, (বেখাপ্পা ও ঝানু 'প্রতিরোধীদের' ভাগিয়ে দিয়ে) দরকার তাদের **নতুন রাষ্ট্রের সেবায়** লাগানো। এটা পুঁজিপতি তথা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটা শীর্ষস্তর, কর্মচারী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সে উপায় আমাদের আছে। সে উপায় ও হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে যুধ্যমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এ উপায় হল শস্য একচেটিয়া, রেশন কার্ড, সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা। 'যে খাটবে না, তার খাওয়াও চলবে না' — এই মূল, প্রথম, ও প্রধান নিয়মটিকে শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা পেয়ে কার্যকরী করতে পারে ও করবে।

প্রত্যেক শ্রমিকেরই আছে তার কাজের রেকর্ড বই। এতে তার মান যায় না, যদিও **বর্তমানে** তা নিঃসন্দেহেই পুঁজিবাদী মজুরি দাসত্বের এক দলিল, মেহনতী মানুষটি কোন পরজীবীর এক্তিয়ারে, তার প্রত্যয়পত্র।

সোভিয়েতগুলি কাজের রেকর্ড বই চালু করবে **ধনীদের জন্য, তারপর** ক্রমশ সমগ্র জনগণের জন্য (কৃষক দেশে খুবই সম্ভব যে বিপুল অধিকাংশ কৃষকদের জন্য কাজের রেকর্ড বই অনেক দিন দরকার করবে না)। কাজের রেকর্ড বই তখন আর হয়ে থাকবে না 'ইতর জনের' চিহ্ন, 'নিচু' মহলের দলিল, মজুরি দাসত্বের প্রত্যয়পত্র। তা পরিণত হবে এই প্রত্যয়পত্রে যে নতুন সমাজে 'শ্রমিক' আর নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন লোকও নেই যে **কাজ করে না।**

ধনীদের কাজকর্ম যে সব শ্রমিক বা কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত তার কাছ থেকে কাজের রেকর্ড বই তাদের পেতে হবে, প্রতি

সপ্তাহে অথবা স্থিরীকৃত অন্য কোনো মেয়াদ পর পর তাদের এই ইউনিয়ন থেকে এই প্রত্যয়পত্র পেতে হবে যে তারা সততার সঙ্গে কাজ করছে; এ ছাড়া তারা রেশন কার্ড এবং সাধারণভাবে খাদ্য দ্রব্য পাবে না। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র বলবে, আমাদের দরকার ব্যাঙ্কিং ও সম্মিলিত উদ্যোগগুলির জন্য ভালো সংগঠক (এ ব্যাপারে পুঁজিপতিদের বেশি অভিজ্ঞতা আছে, আর অভিজ্ঞ লোকেদের হাতে কাজ চলে ভালো), আমাদের দরকার আগের চেয়ে কেবলি বেশি বেশি সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ, টেকনিশিয়ান, ও নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক বিদ্যার বিশেষজ্ঞ। এই ধরনের সমস্ত কর্মীদেরই আমরা দেব তাদের সাধ্যায়ত্ত ও অভ্যস্ত কাজ, আমরা খুব সম্ভব পূর্ণায়তনে বেতনের সমতা আনব কেবল ক্রমে ক্রমে, উৎক্রমণ কালের মধ্যে এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের জন্য উচ্চতর বেতন বজায় রাখব, কিন্তু তাদের ওপর আমরা সর্বাঙ্গীন শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ চাপাব, 'যে খাটবে না সে খেতেও পাবে না' -- এই নিয়মটাকে আমরা অব্যর্থভাবেই পুরোপুরি কার্যকরী করব। আর কাজের সাংগঠনিক রূপটা আমরা মাথা থেকে বার করব না, পুঁজিবাদ — ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট, সেরা সেরা কারখানা, পরীক্ষাকেন্দ্র, আকাদমি ইত্যাদির কাছ থেকে তৈরি অবস্থায় নেব; কেবল অগ্রণী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে সেরা নিদর্শনগুলি ধার করলেই আমাদের চলবে।

অবশ্যই, আমরা ইউটোপিয়ায় এতটুকু পা না দিয়ে ও স্থিরমস্তিষ্ক বাস্তব বিচারের ভিত্তি না ছেড়েই একথা বলতে পারি: গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীই অতি একরোখা প্রতিরোধ দেবে, কিন্তু সমস্ত জনগণের সোভিয়েত সংগঠন সে প্রতিরোধ চূর্ণ করবে, যেক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের একগুঁয়ে ও অবাধ্য পুঁজিপতিদের, বলাই বাহুল্য, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও কারাদণ্ড দিয়ে শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিজয়ে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজকের 'ইজ্ভেস্তিয়ায়' (২৮) যা পড়লাম এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা বাড়বে:

'২৬শে সেপ্টেম্বর কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদে দু'জন ইঞ্জিনিয়র এসে ঘোষণা করে যে একদল ইঞ্জিনিয়র স্থির করেছে ইঞ্জিনিয়র-সমাজতন্ত্রীদের ইউনিয়ন গড়বে। বর্তমান সময়টাকে মূলত সামাজিক বিপ্লবের সূচনা বলে ধরে সে ইউনিয়ন শ্রমিক জনগণের আজ্ঞাধীনে নিজেদের পেশ করতে চায় ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিক সংগঠনগুলির পূর্ণ ঐক্যে কাজ করতে ইচ্ছুক। কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয়

পরিষদের মুখপাত্ররা জবাব দেন যে পরিষদ তাদের সংগঠনের মধ্যে সাগ্রহেই ইঞ্জিনিয়র বিভাগ গঠন করবে, সে বিভাগ তাদের কর্মসূচির মধ্যে উৎপাদনের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের যে মূল থিসিস কারখানা কমিটিগুলির প্রথম সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল তা অন্তর্ভুক্ত করবে। শীঘ্রই কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধি এবং ইঞ্জিনিযব-সমাজতন্ত্রীদের উদ্যোক্তাদলের একটি সম্মিলিত অধিবেশন হবে।' ('কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া', ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।)

* * *

আমাদের বলা হচ্ছে প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র চালু করতে পারবে না।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ার প্রশাসন চালায় ১,৩০,০০০ জমিদার, চালায় ১৫ কোটি লোকের ওপর অপরিসীম জবরদস্তি মারফত, তাদের সীমাহীন লাঞ্ছনা মারফত, বিপুল সংখ্যাধিককে কয়েদখাটা মেহনত ও অর্ধানশনে বাধ্য করে।

আর বলশেভিক পার্টির ২,৪০,০০০ সভ্য নাকি রাশিয়াকে চালাতে পারবে না, চালাতে পারবে না ধনীদের বিরুদ্ধে গরিবদের স্বার্থে। এই ২,৪০,০০০ লোকের পেছনে আছে অন্তত ১০ লক্ষ বয়স্কের ভোট, কেননা পার্টি সভ্যদের সঙ্গে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতটা ঠিক এই, যা ইউরোপের অভিজ্ঞতা ও রাশিয়ার অভিজ্ঞতা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্তত পেত্রগ্রাদ দুমার আগস্ট নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই হল আমাদের ১০ লক্ষ লোকের 'রাষ্ট্রযন্ত্র', এমন লোক যারা মাসের ২০ তারিখে একটা মোটা টাকা পাবার লোভে নয়, ভাবাদর্শের কারণেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুগত।

শুধু কি তাই, এক লহমায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে **দশগুণ বাড়িয়ে তোলার** 'অলৌকিক উপায়' আমাদের আছে, এমন উপায় যা কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কখনো ছিল না, থাকা সম্ভব নয়। এই অলৌকিক ব্যাপারটা হল রাষ্ট্র চালানোর দৈনন্দিন কাজে মেহনতীদের টানা, গরিবদের টানা।

এই অলৌকিক উপায়টা কী সহজে প্রয়োগ করা যায়, কী অভ্রান্ত তার ক্রিয়া সেটা বোঝাবার জন্য একটা সাধারণ কিন্তু জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেব।

ফ্ল্যাট থেকে জোর করে কোনো পরিবারকে উঠিয়ে অন্য পরিবারকে সেখানে বসাবার প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো তা প্রায়ই করে, আমাদের প্রলেতারীয় বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তা করবে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উঠিয়ে দেয় শ্রমিক পরিবারকে, রোজগেরে লোক হারিয়ে যারা ভাড়া দিতে পারছে না। হাজির হয় আদালতের আমীন, সঙ্গে পুরো এক দঙ্গল পুলিস বা মিলিসিয়া। শ্রমিক পাড়ায় কাউকে ওঠাতে গেলে দরকার হয় কসাক বাহিনীর। কেন? কারণ বড়ো রকমের সামরিক প্রহরা ছাড়া আমীন ও 'মিলিসিয়া' যেতে চায় না। তারা জানে যে ওঠাবার দৃশ্যটা চারিপাশের সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে, প্রায় মরিয়া হয়ে ওঠা হাজার হাজার লোকের মধ্যে এমন ক্ষিপ্ত ক্রোধ, পুঁজিপতিদের ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি এমন বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে যে আমীন ও মিলিসিয়া দঙ্গলকে তারা যে কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। দরকার পড়ে বড়ো রকমের সামরিক শক্তির, বড়ো বড়ো শহরে দরকার হয় অবশ্যই কোনো দূর প্রান্ত থেকে কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য আনার, যাতে শহরের গরিবদের জীবন সৈন্যদের কাছে পরকীয় ঠেকে, যাতে সমাজতন্ত্রে 'সংক্রামিত হতে' না পারে তারা।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে চূড়ান্ত রকমের অভাবী পরিবারকে ধনীর ফ্ল্যাটে বসানো। আমাদের শ্রমিক মিলিসিয়ার বাহিনীতে থাকবে, ধরা যাক, ১৫ জন লোক: দু'জন নাবিক, দু'জন সৈন্য, দুজন সচেতন শ্রমিক (তাদের মধ্যে আমাদের পার্টির সভ্য বা দরদী থাকুক মাত্র একজন), তা ছাড়া একজন বুদ্ধিজীবী, আর গরিব মেহনতীদের মধ্যে থেকে ৮ জন, তাদের মধ্যে অবশ্যই ৫ জন মেয়ে, চাকর-বাকর, গতর-খাটিয়ে ইত্যাদি। বাহিনী এল ধনীর ফ্ল্যাটে, পরীক্ষা করে দেখলে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলার জন্য রয়েছে ৫টি কামরা। 'আপনারা মশাই এ শীতটা দুটি ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকুন, আর দুটি কামরায় ভূগর্ভ কুঠরি থেকে দুটি পরিবারকে বসাবার জন্য তৈরি থাকুন। আপাতত, যতদিন ইঞ্জিনিয়রদের সাহায্যে (আপনিও তো মনে হয় ইঞ্জিনিয়র?) সকলের জন্য ভালো ভালো ফ্ল্যাট তৈরি করতে না পারছি, ততদিন আপনাকে অবশ্যই ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হবে। আপনার টেলিফোনে কাজ চালাবে ১০টি পরিবার। এতে বাঁচবে কাজের ১০০ ঘণ্টা, যা দোকানপত্তর ইত্যাদি নিয়ে ছোটাছুটিতে যায়। তা ছাড়া আপনার সংসারে আছেন দু'জন বেকার আধা-মজুর, হালকা কাজ তাঁরা করতে সক্ষম: ৫৫ বছরের ভদ্র মহিলা ও ১৪ বছরের নাগরিক। তাঁরা প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা করে

ডিউটি দিয়ে ১০টি পরিবারের জন্য খাদ্য দ্রব্যের সঠিক বণ্টনে তদারক করবেন ও তার প্রয়োজনীয় হিশেব রাখবেন। আমাদের বাহিনীতে যে কলেজ ছাত্রটি আছেন, তিনি দুটি কপিতে এই রাষ্ট্রীয় আজ্ঞাটা এক্ষুণি লিখে দিন এবং আপনি দয়া করে আমাদের একটা রসিদ দিন যে এ আজ্ঞা যথাযথ পালনে আপনি বাধ্য থাকবেন।'

জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত থেকে এ ভাবে, আমার মতে, পুরনো বুর্জোয়া এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের তফাৎ ধারণা করা যাবে।

আমরা ইউটোপিয়াপন্থী নই। আমরা জানি যে এই মুহূর্তেই যে কোনো গতরখাটা মজুর ও যে কোনো রাঁধুনী রাষ্ট্র চালনায় নামতে পারে না। এ ব্যাপারে আমরা কাদেত, ব্রেশকোভস্কায়া, সেরেতেলি সকলের সঙ্গেই একমত। কিন্তু এই সব মহোদয়দের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে রাষ্ট্র চালানো, প্রশাসনের মামুলী দৈনন্দিন কাজ চালাতে সক্ষম বুঝিবা কেবল ধনীরা অথবা ধনী পরিবার থেকে আসা আমলারা — এই কুসংস্কার অবিলম্বে বর্জনের দাবি করি আমরা। আমরা দাবি করি যে রাষ্ট্র প্রশাসনের ব্যাপারটা **শিখুক** সচেতন শ্রমিক ও সৈনিকেরা এবং শুরুটা হোক অবিলম্বে, অর্থাৎ অবিলম্বে সেটার শিক্ষায় সমস্ত মেহনতী, সমস্ত গরিবদের টেনে আনা **শুরু হোক**।

আমরা জানি যে জনগণকে গণতান্ত্রিকতা শেখাতে কাদেতরাও সম্মত। কাদেত মহিলারা সেরা সেরা ইংরেজি ও ফরাসী উৎস মেনে চাকরানীদের কাছে নারীর সমাধিকার নিয়ে বক্তৃতা দিতে রাজী। সামনের কনসার্ট-সভায় রঙ্গমঞ্চে হাজার হাজার লোকের সামনে চুম্বনোৎসবও হবে: কাদেতপন্থী মহিলা বক্তাটি চুমু খাবেন ব্রেশকোভস্কায়াকে, ব্রেশকোভস্কায়া খাবেন প্রাক্তন মন্ত্রী সেরেতেলিকে এবং কৃতার্থ জনগণ এই ভাবে প্রজাতান্ত্রিক সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব কী তার পরিষ্কার একটা পাঠ নেবে...

হ্যাঁ, আমরা একথা মানি যে ব্রেশকোভস্কায়া ও সেরেতেলি নিজেদের ধরনে গণতান্ত্রিকতায় নিষ্ঠাবান ও জনগণের মধ্যে তার প্রচার করেন। কিন্তু কী করা যাবে যদি গণতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা হয় একটু অন্যরকম?

আমাদের মতে যুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব চাপ ও দুর্দশা লাঘবের জন্য, সেই সঙ্গে জনগণের দেহে যুদ্ধ যে বীভৎস ক্ষত ঘটিয়েছে তা চিকিৎসার জন্য দরকার **বৈপ্লবিক** গণতান্ত্রিকতা, দরকার ঠিক সেই ধরনের **বৈপ্লবিক** ব্যবস্থা যা গরিবের স্বার্থে বাসগৃহ বণ্টনের দৃষ্টান্তে বর্ণনা করেছি। শহর গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই খাদ্য দ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, জুতো ইত্যাদি, গ্রামের জমি প্রভৃতির ব্যাপারেও **ঠিক একই ভাবে** এগুনো দরকার। **এই ভাবে** রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা **সঙ্গে সঙ্গে** দু'কোটি না হলেও এক কোটি লোকের এক **রাষ্ট্রযন্ত্রকে টানতে** পারি, এমন যন্ত্র যা কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই দেখা যায় নি। এ যন্ত্র কেবল আমরাই গড়তে পারি, কেননা জনগণের বিপুল অধিকাংশের পরিপূর্ণ ও নিঃস্বার্থ সহানুভূতির নিশ্চয়তা আমাদের পক্ষেই। এ যন্ত্র কেবল আমরাই গড়তে পারি, কেননা আমাদের আছে সুদীর্ঘ পুঁজিবাদী 'তালিমে' শৃঙ্খলাবদ্ধ (খামোকাই তো আর আমরা পুঁজিবাদের কাছে তালিম নিতে যাই নি) সচেতন শ্রমিক, যারা শ্রমিক মিলিসিয়া গড়ে তাকে **ক্রমশ** প্রসারিত করতে **পারে** (অবিলম্বেই প্রসারিত করতে শুরু করে) **দেশব্যাপী** মিলিসিয়ায়। সচেতন শ্রমিকদেরই নেতৃত্ব করতে হবে, কিন্তু প্রশাসনের ব্যাপারে মেহনতী ও নিপীড়িতদের আসল জনগণকে টানতে তারা সক্ষম।

বলাই বাহুল্য, এই নতুন যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপগুলিতে ভুলভ্রান্তি অপরিহার্য। কিন্তু কৃষকদেরও কি ভুল হয় নি যখন ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কাজ চালাতে থাকে? নিজেরাই নিজেদের চালাবার ব্যাপারটা জনগণকে শেখানোর, ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্তির আর কী পথ আছে ব্যবহারিক অনুশীলন ছাড়া? সত্যিকারের জন স্বশাসনে অবিলম্বে নামা ছাড়া? রাষ্ট্র চালাতে পারে বুঝি কেবল বিশেষ ধরনের আমলারা যারা তাদের গোটা সামাজিক পরিস্থিতির ফলেই পুরোপুরি পুঁজির পরাধীন — এই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী কুসংস্কারটিকে বিদেয় দেওয়াই এখনকার প্রধান কাজ। এখনকার প্রধান কাজ হল এমন অবস্থার অবসান ঘটানো যেখানে বুর্জোয়ারা, আমলারা, 'সমাজতান্ত্রিক' মন্ত্রীরা শাসন চালাতে চাইছে পুরনো ঢঙে, অথচ পারছে না এবং সাত মাসের পর কৃষক দেশেই দেখা দিচ্ছে কৃষক বিদ্রোহ!! প্রধান কথা হল নিপীড়িত ও মেহনতীদের মনে তাদের স্বশক্তিতে বিশ্বাস জাগানো,

হাতে কলমে দেখানো যে **গরিবদের স্বার্থে** তারা নিজেরাই রুটি, খাদ্য দ্রব্য, দুধ, পোষাক, বাসগৃহ ইত্যাদির **ন্যায়সঙ্গত,** কঠোররূপে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত বণ্টনের কাজে লাগতে পারে ও লাগতে হবে। এ ছাড়া ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রাশিয়ার উদ্ধার **নেই,** আর প্রশাসনের ব্যাপারটা প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়দের হাতে সততার সঙ্গে, সাহস করে সর্বত্র তুলে দেওয়া শুরু হলে জনগণের মধ্যে ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব এমন এক বিপ্লবী উদ্দীপনা জাগবে, দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের শক্তি এতগুণ বাড়বে যে আমাদের সংকীর্ণ, সেকেলে, আমলাতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে যা অসম্ভব মনে হয় তা হয়ে উঠবে কোটি কোটি জনগণের শক্তির পক্ষে সাধ্যায়ত্ত, যারা **খাটতে শুরু করছে** পুঁজিপতিদের জন্য নয়, বাবুদের জন্য নয়, আমলাদের জন্য নয়, বেত্র তাড়নায় নয় — **নিজেদের জন্য।**

* * *

রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে কেন্দ্রিকতার প্রশ্নটিও জড়িত, ২৭শে সেপ্টেম্বরের ১৩৮ নং 'নভায়া জিজ্‌ন' পত্রিকায় 'বলশেভিকরা ও ক্ষমতার সমস্যা' প্রবন্ধে কমরেড বাজারভ যা অতি সজোরে ও অতি ব্যর্থভাবে উত্থাপন করেছেন।

কমরেড বাজারভের যুক্তি এই রকম: 'সোভিয়েতগুলি রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগের মতো যন্ত্র নয়', কেননা সাত মাসের অভিজ্ঞতাই তো দেখাল, 'পিটার্সবুর্গ কার্যকরী কমিটির অর্থনৈতিক বিভাগে গণ্ডা গণ্ডা ও শত শত যে প্রামাণিক তথ্য রয়েছে' তাতে এই কথা সমর্থিত হয় যে সোভিয়েতগুলি বহু স্থানে কার্যত 'পূর্ণ ক্ষমতা' ভোগ করলেও 'ভগ্নদশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিছুটা সন্তোষজনক ফলাফল দেখাতে পারে নি'। দরকার এমন যন্ত্র যা 'উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা অনুসারে বিভক্ত, প্রতিটি শাখার পরিসীমায় কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত এবং একটি সাধারণ রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের অধীন'। 'ব্যাপারটা হচ্ছে,' দেখুন না কেন, 'সাবেকী যন্ত্রের বদল নয়, মাত্র তার সংস্কারসাধন... যে সব লোকের কোনো একটা পরিকল্পনা আছে তাদের নিয়ে বলশেভিকরা যতই ঠাট্টা করুক না কেন...'

কমরেড বাজারভের এই সমস্ত যুক্তিই একেবারে আশ্চর্য রকমের অসহায়, বুর্জোয়া যুক্তির প্রতিধ্বনি, তার শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি!

সত্যি, রাশিয়ার কোথাও কখনো সোভিয়েতগুলো 'পূর্ণ ক্ষমতা' ভোগ করেছে একথা বলা স্রেফ হাস্যকর (যদি অবশ্য এটা পুঁজিপতিদের স্বার্থগৃধ্নু শ্রেণীগত মিথ্যার পুনরুক্তি না হয়ে থাকে)। পূর্ণ ক্ষমতা মানে সমস্ত জমি, সমস্ত ব্যাঙ্ক, সমস্ত কলকারখানার ওপর ক্ষমতা; অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে যে লোক ইতিহাসের ঘটনা ও বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত সে এই 'ছোট্ট' ব্যাপারটা 'ভুলতে' পারে না।

বুর্জোয়াদের কপট কায়দাটা হল এই যে তারা সোভিয়েতগুলোকে ক্ষমতা না দিয়ে তাদের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে **বানচাল করছে**, নিজেদের হাতে সরকার রেখে, জমি ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদির ওপর ক্ষমতা বজায় রেখে ভগ্নদশার জন্য দোষ চাপাচ্ছে সোভিয়েতগুলোর ওপর!! কোয়ালিশনের শোচনীয় গোটা অভিজ্ঞতাটাই এই।

সোভিয়েতগুলো কখনো পূর্ণ ক্ষমতা পায় নি, এবং যে সব ব্যবস্থা তারা নিয়েছে তা থেকে ছিটেফোঁটা সুবিধা ও বিভ্রান্তি-বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রত্যয়ে, কর্মসূচিতে এবং গোটা পার্টির রণকৌশলে যারা কেন্দ্রিকতাবাদী, সেই বলশেভিকদের কাছে কেন্দ্রিকতার প্রয়োজন বোঝাতে যাওয়ার অর্থ সত্যিকরেই খোলা দুয়োর ভেঙে ঢোকা। 'নভায়া জিজ্‌ন'এর লেখকেরা যে এই বাজে কাজে ব্যস্ত থাকছে তার কারণ শুধু এই যে, তাদের 'সাধারণ রাষ্ট্রীয়' দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের ঠাট্টার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তারা একেবারেই বোঝে নি। আর নভায়া-জিজ্‌নওয়ালারা এটা বোঝে নি এইজন্য যে শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদটা তারা মুখে মানে, মগজে নয়। শ্রেণী-সংগ্রামের মুখস্থ করা কথাগুলোর পুনরুক্তি ক'রে তারা প্রতি সেকেণ্ডেই তত্ত্বের দিক থেকে মজাদার এবং ব্যবহারের দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল 'শ্রেণী-উর্ধ্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে' পতিত হয়, আর বুর্জোয়ার এই দাস্যবৃত্তিকে অভিহিত করে 'সাধারণ রাষ্ট্রীয়' পরিকল্পনা।

ওহে মিষ্টি লোকেরা, রাষ্ট্র হল একটা শ্রেণীগত ধারণা। রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর ওপর বলপ্রয়োগের সংস্থা বা যন্ত্র। যতদিন তা প্রলেতারিয়েতের ওপর বুর্জোয়ার বলপ্রয়োগের যন্ত্র থাকছে, ততদিন প্রলেতারীয় ধ্বনি হতে পারে কেবল একটাই: এ রাষ্ট্রকে চূর্ণ করা। আর

রাষ্ট্র যখন হবে প্রলেতারীয়, যখন তা হবে বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের বলপ্রয়োগের যন্ত্র, তখন আমরা অবশ্য-অবশ্যই পুরোপুরি থাকব সুদৃঢ় ক্ষমতা ও কেন্দ্রিকতার পক্ষে।

জনবোধ্য ঢঙে বললে: 'পরিকল্পনা' নিয়ে আমরা ঠাট্টা করি না, ঠাট্টা করি এইজন্য যে বাজারভ কোম্পানি বোঝেন না যে 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ' প্রত্যাখ্যান করে, 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা বুর্জোয়ার একনায়কত্বের **পক্ষ নিচ্ছেন**। মাঝামাঝি কিছু নেই, মাঝামাঝিটা হল পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীর ফাঁকা স্বপ্ন।

সোভিয়েতগুলির **কেন্দ্রিকতার** বিরুদ্ধে, তাদের সম্মিলনের বিরুদ্ধে কোনো কেন্দ্র, কোনো একজন বলশেভিকও কখনো তর্ক তোলে নি। উৎপাদনের শাখায় শাখায় কারখানা কমিটি ও তাদের কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে আমরা কেউ আপত্তি করি না। বাজারভ **হাওয়ার সঙ্গে** যুঝছেন।

আমরা হাসাহাসি করি, করেছি ও করব 'কেন্দ্রিকতা' নিয়ে নয়, 'পরিকল্পনা' নিয়ে নয়, **সংস্কারবাদ** নিয়ে। কেননা কোয়ালিশনের অভিজ্ঞতার পর আপনাদের সংস্কারবাদ একেবারে হাস্যকর। 'যন্ত্রের বদল নয়, তার সংস্কারসাধন একথা বলার অর্থ বিপ্লবী নয়, সংস্কারবাদী গণতন্ত্রী বনা। সংস্কারবাদ আর কিছুই নয়, শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়া, তার উচ্ছেদ **নয়, তার হাতে** ক্ষমতা রেখে ছাড় দেওয়া।

ঠিক এই জিনিসটারই পরীক্ষা হয়েছে ছয়মাসের কোয়ালিশনে।

এই নিয়েই আমরা হাসাহাসি করি। শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদটা ভেবে না বুঝে বাজারভ নিজেকে বুর্জোয়ার হাতে ধরা পড়তে দিয়েছেন, সমস্বরে তারা গাইছে: 'ঠিক কথা, একেবারে ঠিক কথা, সংস্কারসাধনের বিপক্ষে আমরা আদৌ নই, সাধারণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের পক্ষপাতী আমরা, পুরোপুরি আমরা রাজী', এবং ভালোমানুষ বাজারভ **কার্যক্ষেত্রে** পুঁজিপতিদের দোহারের কাজ করছেন।

তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের পরিস্থিতিতে যারা 'মাঝামাঝি' অবস্থানে থাকতে চেষ্টিত তাদের বেলায় বরাবর এই ঘটেছে, এই ঘটবে। আর 'নভায়া জিজ্ন'এর লেখকেরা শ্রেণী-সংগ্রাম বুঝতে অক্ষম বলেই তাদের রাজনীতিটা হয় বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে অমন হাস্যকর, অবিরাম দোলায়মানতা।

'পরিকল্পনা' নিয়ে লেগে পড়ুন, অমায়িক নাগরিকেরা, এটা রাজনীতি নয়, এটা শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপার নয়, এ ক্ষেত্রে আপনারা জনগণের উপকারে লাগতে পারেন। আপনাদের পত্রিকায় গাদা গাদা অর্থনীতিবিদ। যে সব ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতিরা উৎপাদন ও বণ্টন নিয়মনের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে রাজী, তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হোন, রাশিয়ায় উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ে, ব্যাঙ্ক ও সিণ্ডিকেট প্রভৃতি নিয়ে যথাযথ তথ্যের কার্যকরী সংকলনে ব্যয় করুন আপনাদের বৃহৎ 'যন্ত্রের' (পত্রিকার) ক্রোড়পত্র, — এতে আপনারা লোকের উপকার করবেন, এইখানে আপনাদের দুই নৌকায় পা দেওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হবে না, 'পরিকল্পনা' নিয়ে এই কাজটায় মজুররা উপহাস করবে না, ধন্যবাদ দেবে।

বিজয়ী হলে প্রলেতারিয়েত করবে এইটে: 'পরিকল্পনা' সংরচনের জন্য, তা যাচাইয়ের জন্য, কেন্দ্রীকরণের মারফৎ শ্রমলাঘব পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য, সবচেয়ে সহজ, শস্তা, সুবিধাজনক ও সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ও প্রণালী বার করার জন্য অর্থনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ প্রভৃতিকে তারা বসাবে শ্রমিক সংগঠনের **নিয়ন্ত্রণাধীনে**। সেজন্য আমরা অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, টেকনিশিয়ানদের ভালোমতো টাকা দেব, কিন্তু... কিন্তু একাজটা তারা যদি সততার সঙ্গে এবং পুরোপুরি **মেহনতীদের স্বার্থে** পালন না করে, তাহলে আমরা তাদের খেতে দেব না।

আমরা কেন্দ্রিকতা ও 'পরিকল্পনা' উভয়েরই পক্ষপাতী, কিন্তু সে কেন্দ্রিকতা ও সে পরিকল্পনা **প্রলেতারীয়** রাষ্ট্রের, শোষকদের **বিরুদ্ধে** গরিব, মেহনতী ও শোষিতদের স্বার্থে উৎপাদন ও বণ্টনের প্রলেতারীয় নিয়মনের। পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ যা চূর্ণ করছে, জনগণের অধিকাংশকে, অর্থাৎ প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়দের, শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের যা পূর্ণ ক্ষমতা দিচ্ছে, 'সাধারণ রাষ্ট্রীয়' বলতে আমরা কেবল তাই বুঝি।

* * *

পঞ্চম যুক্তিটি হল বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না, কারণ 'পরিস্থিতি অসাধারণ রকমের জটিল'...

আহা জ্ঞানবৃদ্ধ! তা বিপ্লবও তারা মেনে নিতে রাজী — কেবল 'অসাধারণ রকমের জটিল পরিস্থিতি' ছাড়া।

তেমন বিপ্লব ঘটে না এবং সেরূপ বিপ্লবের জন্য দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়াশীল বিলাপ ছাড়া আর কিছু নেই। এমনকি বিপ্লব যদি তেমন পরিস্থিতিতেও শুরু হয় যা মনে হবে তত জটিল নয়, তাহলেও বিপ্লব তার বিকাশপথে **সর্বদাই** পরিস্থিতির **অসাধারণ** জটিলতা ঘটায়। কেননা বিপ্লব, সত্যিকারের, সুগভীর, মার্কসের উক্তিমতো 'জনচরিত্রের' বিপ্লব হল পুরনো সমাজব্যবস্থার মৃত্যু ও নতুন সমাজব্যবস্থার, কোটি কোটি লোকের নতুন জীবনধারার জন্মগ্রহণের অবিশ্বাস্য রকমের জটিল ও যন্ত্রণাকর এক প্রক্রিয়া। বিপ্লব হল সবচেয়ে তীক্ষ্ন, উন্মাদ ও মরিয়া শ্রেণী-সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধ। ইতিহাসে বৃহৎ কোনো একটা বিপ্লবও গৃহযুদ্ধ ছাড়া হয় নি। আর 'অসাধারণ রকমের জটিল পরিস্থিতি' ছাড়াই গৃহযুদ্ধ কল্পনীয় একথা ভাবতে পারে কেবল মাফলার জড়ানো লোকে।

অসাধারণ রকমের জটিল পরিস্থিতি না থাকলে বিপ্লবও থাকত না। নেকড়ের ভয় করলে বনে ঢুকো না।

পঞ্চম যুক্তিতে আলোচনার কিছু নেই, কেননা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো অর্থ তাতে নেই। তাতে আছে শুধু বিপ্লবে কাতর ও ভয়াতুর লোকের দীর্ঘশ্বাস। এ দীর্ঘশ্বাসের চরিত্র নির্ণয়ের জন্য আমার ব্যক্তিগত দুটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলতে চাই।

জুলাই দিনগুলির সামান্য আগে এক ধনী ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে আলাপ। ইঞ্জিনিয়রটি একদা ছিলেন বিপ্লবী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক এমনকি বলশেভিক পার্টিরই সভ্য। এখন তিনি উত্তাল ও অদম্য শ্রমিকদের দেখে একেবারেই ভীত ও ক্ষিপ্ত। 'এরা যদি অন্তত জার্মান শ্রমিকদের মতো হত,' বললেন তিনি (শিক্ষিত লোক, বিদেশে ছিলেন), 'সাধারণভাবে সমাজবিপ্লবের অনিবার্যতা আমি অবশ্য বুঝি, কিন্তু যুদ্ধ শ্রমিকদের মানে যে অবনতি ঘটিয়েছে, তাতে... তাতে এটা বিপ্লব নয়, এ হল অতলগহ্বর।'

সমাজবিপ্লব স্বীকার করতে তিনি রাজী, যদি ইতিহাস সে বিপ্লবে এসে পৌঁছত জার্মান এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টেশনে আসার মতো শান্ত, সুস্থির, মসৃণ ও নিখুঁত ভাবে। ধীরস্থির কনডাক্টর গাড়ির দরজা খুলে ঘোষণা করল:

'সমাজবিপ্লবের স্টেশন। Alle aussteigen (সকলে নেমে আসুন)!' তখন তিত্ তিতিচের অধীনে ইঞ্জিনিয়র পদ থেকে শ্রমিক সংগঠনগুলির অধীনে ইঞ্জিনিয়র পদে যেতে আপত্তি কি।

এ লোকটি ধর্মঘট দেখেছেন। তিনি জানেন এমনকি সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ সময়ে, সবচেয়ে মামুলী ধর্মঘটেও আবেগের কী ঝড় ওঠে। শ্রেণী-সংগ্রাম যখন বিরাট এক দেশের সমগ্র মেহনতী জনকে উত্থিত করেছে, যখন যুদ্ধ ও শোষণ কোটি কোটি মানুষকে প্রায় মরিয়া করে তুলেছে যাদের শতকের পর শতক নির্যাতিত করেছে জমিদাররা, দশকের পর দশক লুণ্ঠিত ও দলিত করেছে পুঁজিপতি ও জার আমলারা, তখন সে ঝড় যে কত লক্ষগুণ প্রচণ্ড হওয়ার কথা, সেটা তিনি অবশ্যই বোঝেন। এ সবই তিনি বোঝেন 'তত্ত্বগতভাবে', এ সবই ইনি মানেন কেবল মুখে, 'অসাধারণ রকমের জটিল পরিস্থিতিতে' তিনি স্রেফ ভীতিগ্রস্ত।

জুলাই দিনগুলির পর কেরেনস্কি সরকার আমার প্রতি বিশেষ সযত্ন মনোযোগ অর্পণ করে যে সম্মান দেখিয়েছিল তার ফলে আমায় আত্মগোপন করতে হয়। নিজেদের ভাইকে লুকিয়ে রাখে অবশ্যই শ্রমিক। পেত্রগ্রাদের এক সুদূর শ্রমিক উপকণ্ঠে, ছোট্ট একটি শ্রমিক ফ্ল্যাটে আহারের আয়োজন হচ্ছে। গৃহিণী রুটি আনলেন। গৃহকর্তা বলে উঠলেন, 'দ্যাখো তো, কী খাসা রুটি। 'ওরা' নিশ্চয় আর আমাদের শুঁছা রুটি দিতে সাহস পাবে না। পেত্রগ্রাদে খাসা রুটি পাওয়া সম্ভব একথা ভাবতেও ভুলে গিয়েছিলাম।'

জুলাই দিনগুলোর এই শ্রেণী খতিয়ান আমায় অবাক করেছিল। আমার চিন্তা ঘুরছিল ঘটনাবলীর রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে, সাধারণ বিকাশধারায় তার ভূমিকা খতিয়ে দেখছিলাম, বিচার করছিলাম কী পরিস্থিতি থেকে ইতিহাসের এই আঁকাবাঁকাটা ঘটল, কী তার পরিণতি, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য কী ভাবে আমাদের ধ্বনি ও আমাদের পার্টি যন্ত্রকে বদলে নিতে হবে। আর রুটির কথা আমি, অভাব না-জানা একটা লোক, ভাবিই নি। রুটি আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ, লেখকের কাজের একটা উপজাত দ্রব্য বিশেষ। সবার মূল কথাটায়, রুটির জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের কথাটায় ভাবনা পৌঁছয় অসাধারণ জটিল ও এলোমেলো পথের এক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে।

আর নিপীড়িত শ্রেণীর একটা লোক, এমনকি ভালো বেতনভোগী ও রীতিমতো বুদ্ধিমান শ্রমিকদের একটা লোক মূল কথাটা ধরছে এমন আশ্চর্য সহজে ও সোজাসুজি, এমন দৃঢ়চিত্তে, দৃষ্টিভঙ্গির এমন আশ্চর্য স্বচ্ছতায় যা আমাদের বুদ্ধিজীবী ভাইটির কাছে আকাশের তারার মতো সুদূর। গোটা বিশ্ব ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুটি শিবিরে: 'আমরা' মেহনতীরা আর 'ওরা' শোষকরা। যা ঘটেছে তা নিয়ে অস্বস্তির ছায়ামাত্র নেই: পুঁজির সঙ্গে শ্রমের দীর্ঘ সংগ্রামের এ একটা খণ্ডযুদ্ধ। কাঠে কুড়ুল চালালে চটা তো ছিটকোবেই।

'কী যন্ত্রণাকর ব্যাপার এই বিপ্লবের 'অসাধারণ রকমের জটিল পরিস্থিতিটা'' — এই কথা ভাবে ও অনুভব করে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী।

'আমরা 'ওদের' চেপে ধরেছি, আগের মতো ত্যাঁদড়ামি করতে 'তারা' সাহস পাচ্ছে না। আরো চেপে ধরব — ভাগিয়ে দেব একেবারেই' — এই কথা ভাবে ও অনুভব করে শ্রমিক।

* * *

ষষ্ঠ ও শেষ যুক্তি: প্রলেতারিয়েত 'শত্রুশক্তির সমস্ত চাপ প্রতিরোধ করতে পারবে না, যা শুধু প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকেই নয়, অধিকন্তু গোটা বিপ্লবকেই ঝেঁটিয়ে দূর করবে'।

ভয় দেখাবেন না মশাইরা, আমরা ভয় পাবার লোক নই। এই সব শত্রুশক্তি ও তাদের চাপ আমরা দেখেছি কর্নিলভ হাঙ্গামায় (যা থেকে কেরেনস্কিপনার এতটুকু তফাৎ নেই)। প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকেরা কী ভাবে কর্নিলভকে ঝেঁটিয়ে দূর করেছিল, বুর্জোয়াদের পক্ষপাতীরা এবং স্থানীয় ক্ষুদে ভূস্বামী স্তরের বিশেষ সম্পন্ন ও বিপ্লবের প্রতি বিশেষ রকমের 'শত্রুভাবাপন্ন' স্বল্পসংখ্যক লোকেরা কী করুণ ও অসহায় অবস্থায় পড়েছিল, সেটা সবাই দেখেছে, লোকে সেটা মনে রেখেছে। ৩০শে সেপ্টেম্বরের 'দেলো নারোদা' সংবিধান সভা (যা বসবে অভ্যুত্থানী কৃষকদের বিরুদ্ধে 'সামরিক ব্যবস্থার' প্রহরায়!) পর্যন্ত কেরেনস্কিপনা (অর্থাৎ কর্নিলভপনা) এবং সেরেতেলি-মার্কা জাল বুলিগিন দুমাকে 'সহ্য করে যাবার' উপদেশ দিয়েছে শ্রমিকদের এবং প্রাণপণে 'নভায়া জিজন'এর এই ষষ্ঠ যুক্তিটিরই পুনরাবৃত্তি করে গলা ভেঙে

চেঁচিয়েছে: 'কেরেনস্কি সরকার কোনোক্রমেই নতিস্বীকার করবে না' (সোভিয়েতের ক্ষমতার কাছে, শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতার কাছে, দাঙ্গাবাজ ও ইহুদীবিরোধী, রাজতন্ত্রী ও কাদেতদের চেয়ে পিছিয়ে না থাকার জন্য 'দেলো নারোদা' যেটাকে আখ্যা দিয়েছে 'ত্রৎস্কি ও লেনিনের ক্ষমতা': কী কায়দাই না নিচ্ছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা!!)।

কিন্তু সচেতন শ্রমিকদের ভয় পাওয়াতে 'নভায়া জিজ্‌ন' বা 'দেলো নারোদা' কেউই পারবে না। আপনারা বলছেন, 'কেরেনস্কি সরকার কোনোক্রমেই নতিস্বীকার করবে না', অর্থাৎ সহজে, সোজা কথায় ও পরিষ্কার করে বললে, কর্নিলভপনার পুনরাবৃত্তি করবে। এবং 'দেলো নারোদা' পত্রিকার মহাশয়রা স্পর্ধা করে বলছেন সেটা নাকি হবে 'গৃহযুদ্ধ', সেটা নাকি 'ভয়ংকর পরিপ্রেক্ষিত'!

না, মশাইরা, শ্রমিকদের ঠকাতে পারবেন না। ওটা গৃহযুদ্ধ হবে না, হবে মুষ্টিমেয় কর্নিলভপন্থীদের আশাহীন এক বিদ্রোহ। আর যদি তারা জনগণের কাছে 'নতিস্বীকার করতে না' চায় এবং ভিভর্গে, কর্নিলভপন্থী-দের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল যে করেই হোক ব্যাপকায়তনে তার পুনরাবৃত্তি করতে জনগণকে প্ররোচিত করে, **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যদি এই চায়,** সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির সভ্য কেরেনস্কি যদি এই চান, তাহলে তিনি জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতেই পারবেন। কিন্তু শ্রমিক ও সৈনিকদের আপনারা এতে করে ভয় খাওয়াতে পারবেন না।

কী সীমাহীন ধৃষ্টতা: জাল করা হল এক নতুন বুলিগিন দুমা, কারচুপি করে সহায়ক হিশেবে নিজেদের চারপাশে জোটানো হল প্রতিক্রিয়াশীল সমবায়ী ও গ্রাম্য কুলাকদের, তাদের সঙ্গে যোগ করা হল পুঁজিপতি ও জমিদারদের (তথাকথিত সম্পত্তিধরেরা), আর কর্নিলভপন্থীদের এই দঙ্গলটা দিয়ে চাওয়া হচ্ছে কিনা **জনগণের অভিপ্রায়,** শ্রমিক ও কৃষকদের অভিপ্রায় **ব্যর্থ করতে।**

কৃষক দেশে অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে সর্বত্রই কৃষক অভ্যুত্থানের বন্যা বইছে প্রসারিত নদী ছাপিয়ে! শুধু একবার ভেবে দেখুন: যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৮০ শতাংশ অধিবাসীই কৃষক, সেখানে কৃষকদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে কৃষক বিদ্রোহে... 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের'

মুখপত্র, চের্নোভের পত্রিকা, ওই যে 'দেলো নারোদা' শ্রমিক কৃষকদের 'সহ্য করে যাবার' নির্লজ্জ উপদেশ দিয়েছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর, সেই একই পত্রিকা ২৯শে সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্বীকার করতে বাধ্য হয়:

'মধ্য রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলেই যে সব **গোলামী** সম্পর্কের এখনো **প্রাধান্য রয়েছে** তা দূর করার জন্য আজও পর্যন্ত **প্রায় কিছুই** করা হয় নি।'

এই একই 'দেলো নারোদা' **২৯শে** সেপ্টেম্বরের ওই একই সম্পাদকীয়তে বলছে যে 'বিপ্লবী মন্ত্রীদের' পদ্ধতিতে 'স্তলিপিনের মুঠো এখনো পর্যন্ত খুবই জানান দিচ্ছে,' অর্থাৎ অন্য কথায়, পরিষ্কার ও সহজ করে বললে, কেরেনস্কি, নিকিতিন, কিশকিন কোম্পানিকে **স্তলিপিনপন্থী** বলে অভিহিত করেছে।

'স্তলিপিনপন্থী' কেরেনস্কি কোং কৃষকদের ঠেলে দিয়েছে অভ্যুত্থানে, এখন কৃষকদের বিরুদ্ধে চালু করছে 'সামরিক ব্যবস্থা', আর জনগণকে সংবিধান সভার (২৯) স্তোক দিচ্ছে (যদিও কেরেনস্কি ও সেরেতেলি জনগণকে ইতিমধ্যেই **প্রতারিত করেছেন** ৮ই জুলাই সগাম্ভীর্যে এই ঘোষণা করে যে সংবিধান সভা বসবে নির্ধারিত তারিখে, ১৭ই সেপ্টেম্বর, তারপর **নিজের কথা খেলাপ করে,** এমনকি **মেনশেভিক দানের** পরামর্শও অগ্রাহ্য করে তার আহ্বান পেছিয়ে দিয়েছে, তখনকার মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি যা চেয়েছিল সে ভাবে অক্টোবরের শেষে নয়, পিছিয়ে দিয়েছে নভেম্বরের শেষে)। 'স্তলিপিনপন্থী' কেরেনস্কি কোং জনগণকে স্তোক দিচ্ছে শীঘ্রই সংবিধান সভা ডাকা হবে, যেন এ ব্যাপারে একবার যে মিথ্যা কথা বলেছে জনগণ তাকে বিশ্বাস করতে পারে; যে সরকার গহন গ্রামাঞ্চলে **সামরিক ব্যবস্থা** নিচ্ছে, অর্থাৎ স্পষ্টতই সচেতন কৃষকদের স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার ও নির্বাচন **জালিয়াতি ধামাচাপা দিচ্ছে,** সে সরকার যেন **ন্যায্যভাবে** সংবিধান সভা বসাবে বলে জনগণ বিশ্বাস করতে পারে।

কৃষকদের অভ্যুত্থানে ঠেলে দিয়ে তারপর কিনা নির্লজ্জের মতো তাদের এই কথা বলা: 'একটু 'সহ্য করা' দরকার, সবুর করা দরকার, সেই সরকারকে বিশ্বাস করা দরকার যারা অভ্যুত্থানী কৃষকদের শান্ত করছে 'সামরিক ব্যবস্থায়'!'

১৯শে জুনের পর আক্রমণাভিযানে লক্ষ লক্ষ রুশী সৈন্যকে ঠেলে দেওয়া হল ধ্বংসে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় জার্মান নাবিকদের অভ্যুত্থানে, যারা জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিজেদের ওপরওয়ালাদের; অবস্থা এই পর্যায়ে তুলে অনবরত শান্তির বচন ঝেড়ে কিন্তু **সমস্ত** যুধ্যমানদের কাছে ন্যায়সঙ্গত শান্তির **প্রস্তাব না দিয়ে** এখন কিনা নির্লজ্জের মতো শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে, মুমূর্ষু সৈনিকদের কাছে বলা হচ্ছে: 'সহ্য করা দরকার', বিশ্বাস করো 'স্তালিপিনপন্থী' কেরেনস্কির সরকারকে, আরো মাস খানেক কর্নিলভী জেনারেলদের বিশ্বাস করো, হয়ত মাসখানেকের মধ্যে তারা আরো কয়েক দশ হাজার সৈন্যকে মশানে পাঠাতে পারবে... 'সহ্য করা দরকার'।

নির্লজ্জতা নয় কি??

না, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মশাইরা, কেরেনস্কির পার্টি-সহযোগীরা, সৈন্যদের আপনারা ঠকাতে পারবেন না!

কেরেনস্কির সরকারকে একটা দিন, একটা **বাড়তি** ঘণ্টাও সহ্য করবে না শ্রমিক ও সৈনিকেরা, তারা জানে যে **সোভিয়েত** সরকার **অবিলম্বেই** সমস্ত যুধ্যমানদের কাছে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব দেবে এবং সুতরাং **খুবই সম্ভব** ঘটবে অবিলম্ব যুদ্ধবিরতি ও দ্রুত শান্তি।

একটা দিন, একটা **বাড়তি** ঘণ্টাও আমাদের কৃষক ফৌজের সৈনিকেরা এ জিনিস সহ্য করবে না যে কৃষক অভ্যুত্থানকে **সামরিক ব্যবস্থায়** যারা শান্ত করছে সেই কেরেনস্কি সরকার সোভিয়েত অগ্রাহ্য করে টিকে থাকবে।

না, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মশাইরা, কেরেনস্কির পার্টি-সহযোগীরা, শ্রমিক ও কৃষকদের আপনারা আর ঠকাতে পারবেন না।

* * *

মরণাধিক ভয়ে ভীত 'নভায়া জিজ্‌ন'এর উক্তিমতো শত্রুশক্তির যে চাপ প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে ঝেঁটিয়ে দূর করবে, সে প্রশ্নে আরো একটা বিকট যৌক্তিক ও রাজনৈতিক ভুল আছে যা চোখে না পড়তে পারে কেবল তেমন লোকেদের, যারা ভয়ে নিজেদের প্রায় আত্মহারা করে তুলেছে।

'শত্রুশক্তির চাপ প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে ঝেঁটিয়ে দূর করবে,' বলছেন আপনারা। বেশ। কিন্তু অমায়িক সহনাগরিকেরা, আপনারা তো সবাই

অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষিত লোক। আপনারা সবাই জানেন যে বুর্জোয়ার সঙ্গে গণতন্ত্রের তুলনা করা অর্থহীন ও অজ্ঞতাসূচক, ওটা হল আর্শিনের সঙ্গে পুদ* তুলনার সমতুল্য। কেননা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াও আছে, আবার পেটি বুর্জোয়ার অ-গণতান্ত্রিক স্তরও আছে (যারা ভাঁদে (৩০) ঘটাতে সক্ষম)।

'শত্রুশক্তি' হল একটা বুলি। শ্রেণীগত অর্থ হল **বুর্জোয়া** (যার পেছনে আছে জমিদাররাও)।

জমিদারসমেত বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত, পেটি বুর্জোয়া, ক্ষুদে মালিক সর্বাগ্রে কৃষক — এই তিনটি মূল 'শক্তিতে' রাশিয়া, তথা **যে কোনো** পুঁজিবাদী দেশ বিভক্ত। এই তিনটি মূল 'শক্তিকেই' প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশে (তথা রাশিয়াতেও) দেখা গেছে শুধু বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেই নয়, **সমস্ত** দেশের সমস্ত আধুনিক ইতিহাসের **রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাতেও,** ১৮ শতক থেকে শুরু করে **সমস্ত** ইউরোপীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতায়, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের **দুটি** রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতায়।

তাহলে আপনাবা প্রলেতারিয়েতকে এই ভয় দেখাচ্ছেন যে বুর্জোয়ার চাপে তাদেব ক্ষমতা ভেসে যাবে? আপনাদের হুমকিটার মানে দাঁড়ায় কেবল এই, অন্য কোনো অর্থ তার নেই।

বেশ। যদি ধরা যাক, শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের ক্ষমতা বুর্জোয়ারা ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারে, তাহলে 'কোয়ালিশন' ছাড়া, অর্থাৎ বুর্জোয়ার সঙ্গে পেটি বুর্জোয়ার জোট অথবা রফা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর কিছু ভাবাই চলে না!!

কিন্তু কোয়ালিশন তো পরখ করা হল ছয় মাস, পেঁছিল তা বিপর্যয়ে এবং আপনারা 'নভায়া জিজ্ন'এর অমায়িক কিন্তু চিন্তাক্ষমতাহীন নাগরিক নিজেরাই কোয়ালিশন **ত্যাগ করেছেন।**

কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে?

'নভায়া জিজ্ন'এর নাগরিকেরা, আপনারা এমনই গুলিয়ে বসেছেন,

* পুদ —১৬ কিলোগ্রামের সমান রুশী ওজন। আর্শিন — দৈর্ঘ্যের সাবেকী রুশী মাপ, ০ ৭১ মিটারের সমান। — সম্পাঃ

নিজেদের এমনই ভীত হতে দিয়েছেন. যে একান্ত সহজ যুক্তির ক্ষেত্রে, **পাঁচ নয় এমনকি তিন পর্যন্ত গুণতেও** আপনারা খেই পাচ্ছেন না।

হয় সমস্ত ক্ষমতা যাবে বুর্জোয়াদের হাতে, এটা আপনারা বহুদিন থেকেই সমর্থন করছেন না, এবং বুর্জোয়ারা নিজেরাই সে ইঙ্গিত করতে সাহস পাচ্ছে না, তারা জানে যে ২০শে—২১শে এপ্রিলেই জনগণ কাঁধের এক ঝাঁকুনিতেই সে ক্ষমতা ছুঁড়ে ফেলেছে এবং বর্তমানে তিনগুণ সংকল্পে, নির্মমভাবে তা ছুঁড়ে ফেলবে। নয় সমস্ত ক্ষমতা পেটি বুর্জোয়াদের হাতে, অর্থাৎ বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের কোয়ালিশনে (জোট, রফায়), কেননা স্বাবলম্বী ও স্বাধীন ভাবে পেটি বুর্জোয়া ক্ষমতা নিতে চায় না, নিতে পারে না, সেটা দেখা গেছে সমস্ত বিপ্লবের অভিজ্ঞতায়, দেখা যাচ্ছে অর্থনীতি বিদ্যাতেও, যা বলে যে পুঁজিবাদী দেশে পুঁজির পেছনে দাঁড়ানো যায়, শ্রমের পেছনে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। নানা উপায়ে রাশিয়ায় এই কোয়ালিশনটার পরীক্ষা হয়েছে ছয় মাস ধরে এবং ব্যর্থ হয়েছে।

নয় শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের হাতে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, তার প্রতিরোধ চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। এখনো এটার পরখ হয় নি এবং আপনারা, 'নভায়া জিজ্‌ন'এর মহাশয়েরা, জনগণকে তা করতে **মানা করছেন,** বুর্জোয়ার সামনে আপনাদের নিজস্ব ভীতি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন।

চতুর্থ কোনো বিকল্প উদ্ভাবন অসম্ভব।

তার মানে 'নভায়া জিজ্‌ন' যদি প্রলেতারীয় একনায়কত্বে ভয় পায় এবং বুর্জোয়ার হাতে প্রলেতারীয় ক্ষমতার বুঝিবা সম্ভবপর পরাজয়ের কথা ভেবে তাতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে সেটা হবে **গোপনে** পুঁজিপতিদের সঙ্গে **আপোসরফায় প্রত্যাবর্তনের** সমার্থক!!! দিনের আলোর মতো একথা পরিষ্কার: যে প্রতিরোধে ভয় পায়, সে প্রতিরোধ চূর্ণ করার সম্ভাবনায় যে বিশ্বাস করে না, যে জনগণকে বলে: 'পুঁজিপতিদের প্রতিরোধে ভয় পাও, তার সঙ্গে তোমরা পারবে না', সে **এতে করে** পুঁজিপতিদের সঙ্গে ফের আপোসরফারই ডাক দিচ্ছে।

করুণ ও অসহায় ভাবে 'নভায়া জিজ্‌ন' গুলিয়ে বসেছে, বর্তমানে

যেমন গুলিয়ে বসেছে সমস্ত পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, যারা কোয়ালিশনের ভরাডুবি দেখতে পাচ্ছে, প্রকাশ্যে তা সমর্থনের সাহস পাচ্ছে না, সেই সঙ্গে বুর্জোয়ার সমর্থনাধীনে ভয় পাচ্ছে প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের সার্বভৌমত্বে।

* * *

পুঁজিপতিদের প্রতিরোধে ভয় পাওয়া, সেই সঙ্গে নিজেকে বিপ্লবী বলা, সমাজতন্ত্রী বলে গণ্য হতে চাওয়া — কী লজ্জার কথা! এরূপ কণ্ঠস্বর শোনা সম্ভব হতে হলে সুবিধাবাদে কলুষিত বিশ্ব সমাজতন্ত্রের কী ভাবাদর্শগত পতনই না প্রয়োজন হয়!

পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ আমরা আগেই দেখেছি, গোটা জনগণ দেখেছে, কেননা অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে বেশি সচেতন হওয়ায় পুঁজিপতিরা সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েতগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ও সোভিয়েতগুলি **চূর্ণ করার জন্য**, তাদের নিষ্ফল করার জন্য, (মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সাহায্যে) তাদের ব্যভিচার ঘটাবার জন্য, তাদেরকে আড্ডাখানায় পরিণত করার জন্য, মাসের পর মাস ফাঁকা কথা ও বিপ্লব নিয়ে খেলাখেলিতে কৃষক ও শ্রমিকদের অবসন্ন করে তোলার জন্য তারা সঙ্গে সঙ্গেই শেষ বিন্দু পর্যন্ত **নিজেদের সমস্ত শক্তি** নিয়োগ করে, সমস্ত ও সবকিছু চালু করে, প্রাণপণে নামে, মিথ্যা ও কুৎসার অশ্রুতপূর্ব পদ্ধতির ও সামরিক চক্রান্তের আশ্রয় নেয়।

কিন্তু প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের প্রতিরোধ **আমরা এখনো দেখি নি**, কেননা এ শক্তি তার পূর্ণ দৈর্ঘ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়াবে কেবল তখন, যখন ক্ষমতা থাকবে প্রলেতারিয়েতের হাতে, যখন অভাব-অনটন ও পুঁজিবাদী দাসত্বে অবদমিত কোটি কোটি লোক অভিজ্ঞতায় দেখবে, **টের পাবে** যে রাষ্ট্রক্ষমতা গেছে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির হাতে, জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়তে সে ক্ষমতা গরিবদের সাহায্য করছে, তাদের প্রতিরোধ **চূর্ণ করছে। কেবল** তখনই আমরা দেখতে পাব পুঁজিপতিদের প্রতি প্রত্যাঘাতের কী অব্যবহৃত শক্তি লুকিয়ে আছে জনগণের মধ্যে, এঙ্গেলস যাকে 'নিহিত সমাজতন্ত্র' বলেছিলেন সেটা কেবল তখনই দেখা দেবে, কেবল তখনই শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতার প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত, সক্রিয় কর্মে অথবা নিষ্ক্রিয়

একগংয়েমিতে আত্মপ্রকাশিত প্রতি **দশ হাজার** শত্রুর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে **দশ লক্ষ করে** নতুন নতুন যোদ্ধা, যারা এতদিন ছিল রাজনৈতিকভাবে ঘুমিয়ে, অভাবের যন্ত্রণায় ও হতাশায় খিন্ন, এ বিশ্বাসও যারা হারিয়েছিল যে তারা মানুষ, বাঁচার অধিকার আছে তাদের, আধুনিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি তাদের সেবায় লাগতে পারে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি, প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অংশগ্রহণের জন্য পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে **তাদেরকেই** ডাক দিচ্ছে প্রলেতারীয় মিলিসিয়া বাহিনী।

প্লেখানভ, ব্রেশকোভস্কায়া, সেরেতেলি, চের্নোভ কোম্পানির আনুকূল্যে পুঁজিপতি ও জমিদাররা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে **কলুষিত করার জন্য সবকিছু** করেছে, ধনের দাস্যবৃত্তি দিয়ে এমন মাত্রায় কলুষিত যে জনগণ অনীহা ও উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, **তাদের কিছুই এসে যায় না,** কেননা রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের তফাৎ বুভুক্ষুর বোঝা সম্ভব নয়, শীতার্ত, নগ্নপদ, ক্লিষ্ট যে সৈনিক পরের স্বার্থে প্রাণ দিচ্ছে, প্রজাতন্ত্রকে ভালোবাসতে সে অক্ষম।

আর যখন শেষ মুটে-মজুরটা, যে কোনো বেকার, প্রতিটি রাঁধুনী, যে কোনো ভাগ্যহত চাষী খবরের কাগজ থেকে নয়, নিজের চোখে দেখবে যে প্রলেতারীয় ক্ষমতা ধনের দাসত্ব করছে না, গরিবদের সাহায্য করছে, বিপ্লবী ব্যবস্থা গ্রহণে সে ক্ষমতা থেমে যাচ্ছে না, পরজীবীদের উদ্বৃত্ত খাদ্য নিয়ে তা বুভুক্ষুদের দিচ্ছে, হাঘরেদের তা জোর করে ধনীদের ফ্ল্যাটে বসাচ্ছে, দুধের জন্য দাম দিতে ধনীদের বাধ্য করছে, কিন্তু **সমস্ত** গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ যোগাতে না পারা পর্যন্ত ধনীদের একবিন্দু দুধও দিচ্ছে না, জমি চলে যাচ্ছে মেহনতীদের হাতে, কলকারখানা এবং ব্যাঙ্ক যাচ্ছে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে, ধন গোপন করলে কোটিপতিদের হচ্ছে অবিলম্বে গুরুতর শাস্তি — গরিবেরা যখন এটা দেখবে, এটা টের পাবে, তখন পুঁজিপতি ও কুলাকদের কোনো শক্তি, শত শত কোটি টাকার খেল দেখানো বিশ্ব ফিনান্স পুঁজির কোনো শক্তিই জনবিপ্লবকে পরাস্ত করতে পারবে না, উল্টে বরং **জনবিপ্লবই** সারা বিশ্বকে জয় করবে, কেননা সমস্ত দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পেকে উঠছে।

আমাদের বিপ্লব অপরাজেয় যদি সে নিজেকেই ভয় না পায়, যদি পূর্ণ

ক্ষমতা সে তুলে দেয় প্রলেতারিয়েতের হাতে, কেননা আমাদের পেছনে আছে আরো অতুলনীয় রকমের বৃহৎ, আরো পরিণত, আরো সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব শক্তি, যুদ্ধ তাকে সাময়িকভাবে অবদমিত করেছে, কিন্তু বিলুপ্ত করে নি, বরং বর্ধিত করে তুলেছে।

* * *

পুঁজিপতি মহাশয়েরা নাকি বলশেভিকদের ক্ষমতা, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা, যাদের পেছনে গরিব কৃষকদের নিঃস্বার্থ সমর্থন সুনিশ্চিত, তাদের ক্ষমতা 'ঝেঁটিয়ে দূর করবে' এই ভেবে ভয়! কী খর্বদৃষ্টি, কী লজ্জাকর জনভয়, কী ভণ্ডামি! এ ভয় যারা পায় তারা সেই 'উচ্চ' (পুঁজিবাদী মাপকাঠিতে, কিন্তু আসলে পচে যাওয়া) 'সমাজের' লোক, যেখানে 'ন্যায্যতা' কথাটা উচ্চারিত হয় নিজেরাই তাতে বিশ্বাস না করে, অভ্যাসবশে, ফাঁকা বুলি হিশেবে, তাতে কোনো অর্থ আরোপ না করে।

দৃষ্টান্ত:

শ্রী পেশেখোনভ একজন সুবিদিত আধা-কাদেত। তাঁর চেয়ে বেশি নরমপন্থী ত্রুদোভিক (৩১), ব্রেশকোভস্কায়া ও প্লেখানভদের সমধর্মী আর মিলবে না। বুর্জোয়ার সেবাদাস মন্ত্রী তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ ছিল না। 'কোয়ালিশনের', পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপোসরফার বেশি সোচ্চার পক্ষপাতী আর কাউকে বিশ্বে দেখা যায় নি!

আর 'গণতান্ত্রিক' (পড়ুন বুলিগিন) সম্মেলনে এ ভদ্রলোক তাঁর বক্তৃতায় কী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন দেখুন। প্রতিরক্ষাবাদী 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'র রিপোর্ট অনুসারে:

'কর্মসূচি আছে দুটি। একটা হল গোষ্ঠী দাবি, শ্রেণীগত ও জাতিগত দাবির কর্মসূচি। এ কর্মসূচির সবচেয়ে খোলাখুলি সমর্থক হল বলশেভিকরা। কিন্তু গণতন্ত্রের অন্যান্য অংশের পক্ষেও এ কর্মসূচি অস্বীকার করা আদৌ সহজ নয়। কেননা এ হল মেহনতী জনের দাবি, প্রতারিত ও নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির দাবি। তাই বলশেভিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, এ সব শ্রেণীগত দাবি অস্বীকার করা গণতন্ত্রের পক্ষে সহজ নয় সর্বাগ্রে এইজন্য যে দাবিগুলি মূলত ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এই যে জন্য আমরা বিপ্লবের আগে লড়েছি, যার জন্য আমরা বিপ্লব করেছি এবং অন্য পরিস্থিতিতে যা আমরা সবাই একযোগে

সমর্থন করতাম, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই বিপজ্জনক। বিপজ্জনকতা এখন আরো বেড়েছে, কারণ এ সব দাবি পেশ করা হচ্ছে এমন সময় যখন তা মেটানো রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব। আগে দরকার সমগ্রটা, রাষ্ট্রটা রক্ষা করা, ধ্বংস থেকে তাকে বাঁচানো, আর তার শুধু একটাই পথ: যতই ন্যায়সঙ্গত ও জোরালো হোক না কেন, দাবি পূরণ না করা, উল্টে, দরকার সঙ্কোচন, সমস্ত দিক থেকেই আত্মত্যাগ।' ('কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজ্ভেস্তিয়া', ১৭ই সেপ্টেম্বর।)

শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে পুঁজিপতিরা যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকছে, ততক্ষণ তিনি সমগ্রটা নয়, রুশী ও 'মিত্রশক্তি' সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অর্থগৃধ্নু স্বার্থই রক্ষা করছেন। শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে যুদ্ধের রাজ্যগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী, লুঠেরা চরিত্র লোপ পায় কেবল পুঁজিপতি ও তাদের গোপন চুক্তি, তাদের রাজ্যগ্রাস (পরভূমি দখল), তাদের ব্যাঙ্ক ও ফিনান্স ঘটিত জুয়াচুরির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর। শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে কেবল এর পরে, আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব শত্রু প্রত্যাখ্যান করলে তবেই যুদ্ধটা হয় প্রতিরক্ষামূলক, ন্যায়সঙ্গত। শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে পুঁজির নিগড় উচ্ছেদ করলে, কৃষককে জমি দিলে, ব্যাঙ্ক ও কলকারখানা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে আনলে দেশের প্রতিরক্ষা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রতিরক্ষাসক্ষম।

এবং প্রধান কথা, শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে বলশেভিকবাদের ন্যায্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে, তার দাবি যে 'মেহনতী জনের', অর্থাৎ জনগণের অধিকাংশের দাবি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর নিজের সমস্ত অবস্থান, সমগ্র পেটি বুর্জোয়ার সমস্ত অবস্থানের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করে বসছেন।

এইখানেই আমাদের শক্তি। এইজন্যই আমাদের সরকার হবে অপরাজেয়, কারণ এমনকি প্রতিপক্ষীয়রাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে বলশেভিক কর্মসূচি হল 'মেহনতী জন' ও 'নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির' কর্মসূচি।

শ্রী পেশেখোনভ কাদেতদের 'ইয়েদিনস্ত্ভো' ও 'দেলো নারোদা'র লোকেদের, ব্রেশকোভস্কায়া ও প্লেখানভদের রাজনৈতিক বান্ধব, ইনি কুলাকদের ও সেই সব ভদ্রলোকের মুখপাত্র, কর্নিলভ বা (একই কথা) কেরেনস্কির

সৈন্যদের হাতে বলশেভিকরা পরাস্ত হলে যাঁদের স্ত্রী ও ভগিনীরা ছাতা দিয়ে আহত বলশেভিকদের চোখ গেলে দেবার জন্য ছুটবেন।

অথচ এই ভদ্রলোকই বলশেভিক দাবির 'ন্যায্যতা' স্বীকারে **বাধ্য হয়েছেন।**

তাঁর কাছে 'ন্যায্যতা' একটা ফাঁকা বুলি। কিন্তু আধা-প্রলেতারীয় জনগণের কাছে, শহর ও গ্রামের যে পেটি বুর্জোয়া অধিকাংশ যুদ্ধের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিকলাঙ্গ, ক্লিষ্ট তাদের কাছে এটা বুলি নয়, অনশন মৃত্যু ও রুটির টুকরো সবচেয়ে তীব্র, সবচেয়ে জ্বলন্ত, সবচেয়ে বৃহৎ প্রশ্ন। সেইজন্যই 'কোয়ালিশনের' ওপর, বুভুক্ষু ও ধ্বংসপ্রাপ্তদের স্বার্থের সঙ্গে শোষকদের স্বার্থের 'আপোসের' ওপর **কোনো** নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে **পারে না।** এইজন্যই বলশেভিক সরকারের প্রতি **এই** জনগণের, তাদের বিপুল অধিকাংশের সমর্থন **সুনিশ্চিত।**

ন্যায্যতা একটা ফাঁকা কথা, বলে বুদ্ধিজীবীরা ও সেই সব হারামজাদারা, যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলতে উৎসুক এই উদাত্ত যুক্তিতে যে তারা অর্থনৈতিক বস্তুবাদের '**পশ্চাদ্দেশ** নিয়ে ধ্যানস্থ'।

ভাবাদর্শ যখন জনগণকে পেয়ে বসে তখন তা হয়ে দাঁড়ায় শক্তি। এবং ঠিক এই সময়টাতেই বলশেভিকরা, অর্থাৎ বৈপ্লবিক-প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মুখপাত্ররা নিজেদের রাজনীতিতে রূপায়িত করেছে যে ভাবাদর্শ তা সারা বিশ্বে অগণিত মেহনতী জনগণকে সচল করছে।

শুধু ন্যায্যতা, শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের শুধু রোষ কখনো তাদের সমাজতন্ত্রের সঠিক পথে পৌঁছে দিতে পারে না। কিন্তু যখন পুঁজিবাদের দৌলতে বেড়ে উঠেছে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট, রেলপথ ইত্যাদির বৈষয়িক যন্ত্র; যখন অগ্রণী দেশগুলির সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় জমে উঠেছে অলৌকিক টেকনলজির ভাণ্ডার, যার প্রয়োগ **ব্যাহত করছে** পুঁজিবাদ; যখন সমস্ত মেহনতী ও শোষিতদের সমর্থনে ও যন্ত্রটিকে সুপরিকল্পিতভাবে হাতে নিয়ে চালু করার জন্য সচেতন শ্রমিকেরা সংহত হয়ে উঠেছে আড়াই লক্ষের এক পার্টিতে, — যখন এ সব সর্ত **বিদ্যমান,** তখন বলশেভিকরা **যদি নিজেদের ভয় পেতে না দিয়ে** ক্ষমতা দখল করতে পারে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারে, তাহলে তাদের বাধা দেবার মতো শক্তি দুনিয়ায় মিলবে না।

পুনশ্চ

আগের পঙক্তিগুলো যখন লেখা হয়ে গেছে, তখন ১লা অক্টোবরের 'নভায়া জিজ্ন'এর সম্পাদকীয়তে স্থূলবুদ্ধির নতুন রত্ন পাওয়া গেল, সেটা আরো বেশি বিপজ্জনক এইজন্য যে তা ঢাকা আছে বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতি এবং এই প্রাজ্ঞ কূপমণ্ডূক যুক্তির আড়ালে: 'নিজেদের প্ররোচিত হতে দিয়ো না' (বলশেভিকদের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা দখল থেকে তাদের **নিরস্ত** করার উদ্দেশ্যে তোলা প্ররোচনা নিয়ে চিৎকারের ফাঁদে পা দিয়ো না)।

রত্নটি এই:

> 'একদিকে ৩রা—৫ই জুলাইয়ের মতো আন্দোলন এবং অন্যদিকে কর্নিলভী দিনগুলোর শিক্ষা থেকে পরিষ্কার দেখা গেছে যে জনগণের মধ্যে অতি প্রভাবশালী সংস্থাদি হাতে থাকায় গণতন্ত্র যখন গৃহযুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেয়, তখন তা অপরাজেয় হয়, আর যখন আক্রমণোদ্যোগ নিজের হাতে নেয়, তখন সমস্ত অন্তর্বর্তী ও দোলায়মান লোকেদের হারিয়ে তা পরাজয় বরণ করে।'

এ বক্তব্যে যে কূপমণ্ডূক বুদ্ধিস্থূলতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে যদি কোনো না কোনো ভাবে, কিছু না কিছু সায় দেয় বলশেভিকরা, তাহলে তারা তাদের পার্টি ও বিপ্লব দুই-ই ধ্বংস করবে।

কেননা গৃহযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে (সমস্ত দিক থেকে প্রীতিকর এক মহিলারই যোগ্য প্রসঙ্গ) এই যুক্তির লেখক এ প্রশ্নে **ইতিহাসের শিক্ষা** বিকৃত করেছে অবিশ্বাস্য রকমের হাস্যকরতায়।

এই সব শিক্ষা, এই প্রশ্নে ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে প্রলেতারীয়-বিপ্লবী রণকৌশলের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস আলোচনা করেছেন এই ভাবে:

'ঠিক যুদ্ধের মতোই, অন্যান্য সব বিদ্যার মতোই অভ্যুত্থান হল একটা বিদ্যা। কতকগুলি নিয়মের তা অধীন, তা ভুললে ধ্বংস পাবে সেই পার্টি যা এগুলি মেনে না চলার দোষে দোষী। পার্টিগুলির মূল প্রকৃতি, এরূপ ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতিতে চলতে হচ্ছে তার মূল প্রকৃতি থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তস্বরূপ এই নিয়মগুলি এতই পরিষ্কার ও সহজ যে জার্মানদের পক্ষে তার পরিচয় লাভ করতে ১৮৪৮ সালে সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। প্রথমত, শেষ পর্যন্ত যাবার (আক্ষরিক অনুবাদে: সে খেলার সমস্ত ফলাফল সইবার) দৃঢ়তা না থাকলে অভ্যুত্থান নিয়ে খেলা উচিত নয়। অভ্যুত্থান হল অতিমাত্রায় অনির্দিষ্ট রাশির সমীকরণ, প্রতি দিনই যার মূল্য বদলে যেতে পারে। যার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, সে সমর শক্তির পক্ষে আছে সংগঠন, শৃঙ্খলা ও চিরাচরিত কর্তৃত্বের সবকিছু প্রাধান্য' (সবচেয়ে 'কঠিন' ধরনের অভ্যুত্থানের কথা বলছেন মার্কস: যখন তা ঘটছে 'মজবুত' সাবেকী ক্ষমতার বিরুদ্ধে, বিপ্লবের প্রভাবে ও সরকারের দ্বিধাগ্রস্ততায় যে সৈন্যবাহিনী স্খলিত হয়ে পড়ে নি, তার বিরুদ্ধে); 'অভ্যুত্থান যদি প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি শক্তি সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে তা পরাস্ত ও ধ্বংস হবে। দ্বিতীয়ত, একবার অভ্যুত্থান শুরু করলে বিপুল দৃঢ়সংকল্পে কাজ করে আক্রমণে চলে যেতে হবে। প্রতিরক্ষা হল যে কোনো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু; প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষার আগেই তা মারা পড়বে। শত্রুকে দখল করতে হবে আচমকা, যখন সে তখনো বিশৃঙ্খল, সামান্য হলেও প্রতিদিনই নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করা চাই; অভ্যুত্থানীদের প্রথম সফলাভিযানে যে নৈতিক প্রাধান্য পাওয়া গেল তা বজায় রাখতে হবে; যেসব দোলায়মানরা সর্বদাই বেশি শক্তিশালীর পেছনে যায়, বেশি ভরসাজনকদের পক্ষ নেয় তাদের স্বপক্ষে টানতে হবে; তোমার বিরুদ্ধে শত্রু তার সৈন্য সংগ্রহ করতে পারার আগেই তাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করতে হবে; এক কথায়, এ যাবৎ যা জানা আছে বৈপ্লবিক রণকৌশলের সেই মহাগুরু দাঁতোঁর কথা অনুসারে চলো: স্পর্ধা, স্পর্ধা, পুনরপি

স্পর্ধা।' ('জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব', জার্মান সংস্করণ, ১৯০৭, পৃঃ ১১৮।)

'নভায়া জিজ্ন' পত্রিকার 'বলিহারি-মার্কসবাদীরা' মনে মনে বলতে পারেন যে এটা আমরা সব ঢেলে সেজেছি, তিন তিনটে স্পর্ধার বদলে আমাদের আছে দুটি যোগ্যতা: 'আমাদের, মশাই, দুটি: পরিমিতিবোধ আর পরিপাটীত্ব'। 'আমাদের' কাছে বিশ্ব ইতিহাসের অভিজ্ঞতা, ফরাসী মহাবিপ্লবের অভিজ্ঞতা কিছুই নয়। 'আমাদের' পক্ষে জরুরী কেবল মলচালিন চশমায় বিকৃত (৩২) ১৯১৭ সালের দুটি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা।

এই মনোহর চশমা ছাড়াই অভিজ্ঞতাটা বিচার করা যাক।

৩রা—৫ই জুলাইকে আপনারা 'গৃহযুদ্ধের' সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেননা আপনারা আলেক্সিনস্কি, পেরেভের্জেভ কোংকে বিশ্বাস করেছেন। 'নভায়া জিজ্ন' পত্রিকার মহোদয়দের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁরা এই ধরনের লোকেদের বিশ্বাস করেন (বিরাট একটা দৈনিক পত্রিকার বিপুল যন্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও ৩রা—৫ই জুলাইয়ের সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্বাধীনভাবে তাঁরা আদৌ কিছুই করেন নি)।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যও নয় ধরা যাক যে ৩রা—৫ই জুলাই বলশেভিকগণ কর্তৃক প্রাথমিক অবস্থায় ধরে রাখা এক গৃহযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা নয়, সত্যিকারের গৃহযুদ্ধই। নয় ধরাই গেল।

সে ক্ষেত্রে এ শিক্ষায় কী প্রমাণ হল?

প্রথমত, বলশেভিকরা আক্রমণে চলে যায় নি, কেননা একথা তর্কাতীত যে ৩রা—৪ঠা জুলাইয়ের রাত্রে এমনকি ৪ঠা জুলাই আক্রমণে নামলে তারা অনেক কিছু দখল করতে পারত। (ঘটনায় যা বলছে, সে ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণকে ২০শে—২১শে এপ্রিল ধরনের শোভাযাত্রায় পরিণতি নয়, 'নভায়া জিজ্ন' যা বলছে সেই) গৃহযুদ্ধের কথা আলোচনা করতে হলে, প্রতিরক্ষা ছিল তাদের দুর্বলতা।

তাই 'শিক্ষাটা' যাচ্ছে 'নভায়া জিজ্ন'এর প্রাজ্ঞদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত, বলশেভিকরা যে ৩রা—৪ঠা জুলাইয়ে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য আরোপ করে নি, বলশেভিকদের একটি মণ্ডলীও যে এ প্রশ্ন তোলে নি, তার কারণটা রয়েছে 'নভায়া জিজ্ন'এর সঙ্গে আমাদের বিতর্কের বাইরে।

কেননা আমাদের তর্ক 'গৃহযুদ্ধ', অর্থাৎ অভ্যুত্থানের **শিক্ষা** নিয়ে, এ নিয়ে নয় যে নিজেদের স্বপক্ষে যে অধিকাংশ নেই তা জানা থাকায় বিপ্লবী পার্টি অভ্যুত্থানের ভাবনা থেকে বিরত হয়।

সবাই যেহেতু জানে যে রাজধানী দুটির সোভিয়েতে এবং সারা দেশে (মস্কোয় ৪৯ শতাংশের বেশি) ভোট বলশেভিকরা পায় কেবল ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের **অনেক পরে,** সুতরাং সমস্ত দিক থেকে প্রীতিকর নভায়া-জিজ্‌নওয়ালী মহিলাটির যা বাঞ্ছনীয়, 'শিক্ষাটা' দাঁড়াচ্ছে ফের আদৌ সেরকম নয়।

না গো, না, 'নভায়া জিজ্‌ন'এর নাগরিকেরা, রাজনীতিতে না নামাই আপনাদের পক্ষে শ্রেয়!

বিপ্লবী শ্রেণীগুলির অগ্রবাহিনীতে এবং সারা দেশে যদি বিপ্লবী পার্টিটির পক্ষে সংখ্যাধিক্য না থাকে, তাহলে অভ্যুত্থানের কথাই ওঠে না। তা ছাড়া, এর জন্য দরকার: ১) সর্বজাতীয় আয়তনে বিপ্লবের বৃদ্ধি; ২) পুরনো, দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'কোয়ালিশন' সরকারের পরিপূর্ণ নৈতিক ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা; ৩) সমস্ত অন্তর্বর্তী লোকেদের শিবিরে, অর্থাৎ কাল সরকারের পক্ষে পুরোপুরি থাকলেও এখন পুরোপুরি তার পক্ষে নয়, এমন লোকেদের বিপুল দোলায়মানতা।

৩রা—৫ই জুলাইয়ের 'শিক্ষার' কথা বলতে গিয়ে 'নভায়া জিজ্‌ন' কেন এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটির প্রতি দৃষ্টিপাতও করে নি? কারণ রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনায় নেমেছে রাজনীতিকেরা নয়, বুর্জোয়ার দেখানো ভয়ে ভীতিগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী চক্রের লোকেরা।

তারপর। তৃতীয়ত, ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে ঠিক ৩রা—৪ঠা জুলাইয়ের **পরেই**, তাদের **জুলাই** নীতিতে শ্রীযুত সেরেতেলিদের **স্বরূপমোচন** প্রসঙ্গেই, **জনগণ** যে বলশেভিকদের মধ্যে **নিজেদের** অগ্রণী যোদ্ধা আর 'সোশ্যাল-জোটওয়ালাদের' মধ্যে বিশ্বাসঘাতকদের দেখতে পেল, ঠিক এই সূত্রেই শুরু হয়ে যায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের মধ্যে **ভাঙন**। কর্নিলভ হাঙ্গামার **আগেই** এ ভাঙন পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে পেত্রগ্রাদে ২০শে আগস্টের নির্বাচনে, যাতে জয় হয় বলশেভিকদের, বিপর্যয় হয় 'সোশ্যাল-জোটওয়ালাদের' ('দেলো নারোদা' সম্প্রতি **সমস্ত** পার্টির ফলাফল

লুকিয়ে রেখে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে; কিন্তু এটা আত্মপ্রতারণা ও পাঠকপ্রতারণা; ২৪শে আগস্টের 'দেন' পত্রিকায় প্রকাশিত কেবল নগর সম্পর্কিত তথ্য অনুসারে কাদেতদের পক্ষে ভোট শতকরা হিশেবে বাড়ে ২২% থেকে ২৩% আর মোট সংখ্যায় ভোট কমে ৪০%; বলশেভিকদের পক্ষে শতকরা হিশেবে ভোট বাড়ে ২০% থেকে ৩৩% আর মোট সংখ্যায় ভোট কমে কেবল ১০%; সমস্ত 'মধ্যবর্তীদের' পক্ষে শতকরা হিশেবে ভোট কমে ৫৮% থেকে ৪৪% আর মোট ভোটসংখ্যায় তা কমে ৬০%!!)।

জুলাই দিনগুলির পর থেকে কর্নিলভ হাঙ্গামা পর্যন্ত উভয় পার্টিতে 'বাম' অংশের যে শক্তি বেড়ে উঠেছে প্রায় ৪০ শতাংশে, তাতেও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের ভাঙন প্রমাণিত হয়: শ্রীযুত কেরেনস্কিদের বলশেভিক দলনের 'প্রতিশোধ'।

প্রলেতারীয় পার্টি তার কয়েক শত সভ্য 'হারালে'ও ৩রা—৪ঠা জুলাই থেকে বিপুল **লাভবান হয়েছে,** কেননা এই দুঃসময়েই **জনগণ** এ পার্টির বিশ্বস্ততা এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের **বিশ্বাসঘাতকতা** উপলব্ধি করে ও দেখে। অর্থাৎ, 'শিক্ষা' দাঁড়াচ্ছে একেবারেই, একেবারেই 'নভায়া জিজ্‌ন মার্কা' নয়, অন্যবিধ: উত্তাল জনগণকে ফেলে 'মলচালিন-মার্কা গণতন্ত্রে' যেও না, আর যদি অভ্যুত্থান করতে হয়, তাহলে শত্রু বিশৃঙ্খল থাকতে থাকতেই আক্রমণে চলে যাও, তাকে দখল করো আচমকা।

তাই নয় কি, 'নভায়া জিজ্‌ন'এর 'বলিহারি-মার্কসবাদী' মহাশয়েরা?

নাকি 'মার্কসবাদ' বলতে বোঝায় রণকৌশলের মূলে **অবজেকটিভ** পরিস্থিতির যথাযথ খতিয়ান গ্রহণ **নয়,** না-ভেবে-চিন্তে নির্বিচারে 'গৃহযুদ্ধ' এবং 'সোভিয়েত কংগ্রেস ও সংবিধান সভা আহ্বান' উভয়ই?

কিন্তু মশাইরা, এটা যে স্রেফ হাস্যকর ব্যাপার, এটা যে মার্কসবাদ এবং সর্ববিধ যুক্তির ষোলো-আনা প্রহসন!

অবজেকটিভ পরিস্থিতিতে যদি 'গৃহযুদ্ধের' মাত্রায় শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির হেতু **না থাকে,** তাহলে 'সোভিয়েত কংগ্রেস ও সংবিধান সভা' **উপলক্ষে** আপনারা 'গৃহযুদ্ধের' কথা তুললেন কেন? ('নভায়া জিজ্‌ন'এর আলোচ্য সম্পাদকীয়টির শিরোনামা ঠিক এই-ই)। সেক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে

পরিষ্কার করে বলা ও প্রমাণ করা দরকার ছিল যে অবজেকটিভ পরিস্থিতিতে গৃহযুদ্ধের কোনো ভিত্তি নেই এবং সেইহেতু রণকৌশলের মূল কথা হতে পারে ও হতে হবে সোভিয়েত কংগ্রেস ও সংবিধান সভার মতো শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিকতায় বৈধ, আদালতী, পার্লামেণ্টী ধরনের সব 'সাধারণ' ব্যাপার। সেক্ষেত্রে এ মত সমর্থন করা যায় যে অনুরূপ কংগ্রেস ও অনুরূপ সভা সত্যসত্যই সমাধান দানে সক্ষম।

আর যদি বর্তমান মুহূর্তের অবজেকটিভ পরিস্থিতিতে গৃহযুদ্ধের অনিবার্যতা, এমনকি কেবল সম্ভাব্যতাও নিহিত থাকে, আপনারা যদি সে কথা 'খামোকা' নয়, গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থার বিদ্যমানতা পরিষ্কার দেখে, অনুভব করে, টের পেয়ে থাকেন, তাহলে সোভিয়েত কংগ্রেস বা সংবিধান সভাকে মূল কথা করা যায় কি ভাবে?? এ তো বুভুক্ষু ও ক্লিষ্ট জনগণের প্রতি বিদ্রূপ! বলতে চান বুভুক্ষুরা দু'মাস 'অপেক্ষা করতে' রাজী হবে? নাকি যে ভগ্নদশার কথা আপনারা নিজেরাই রোজ লেখেন তা সোভিয়েত কংগ্রেস বা সংবিধান সভা পর্যন্ত 'অপেক্ষা করতে' রাজী থাকবে? নাকি আমাদের পক্ষ থেকে শান্তির কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়া হলেও (সমস্ত যুধ্যমানদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব না দিলেও) জার্মান আক্রমণ সোভিয়েত কংগ্রেস বা সংবিধান সভা পর্যন্ত 'অপেক্ষা করতে' রাজী? নাকি আপনাদের হাতে এমন তথ্য আছে যাতে আপনারা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অসাধারণ উত্তাল ও অশ্রুতপূর্ব দ্রুত বেগে ধেয়ে যাওয়া রুশ বিপ্লবের ইতিহাস ১লা অক্টোবর থেকে ২৯শে নভেম্বর (৩৩) পর্যন্ত যাবে অতি-সুস্থির, শান্তিপূর্ণ, আইনে বেঁধে দেওয়া সমতাল এক গতিতে, যাতে বিস্ফোরণ, উল্লম্ফন, সামরিক পরাজয় ও অর্থনৈতিক সংকট একেবারে ঘটবে না? নাকি যে ফৌজ 'লড়বে না' ব'লে অ-বলশেভিক, অফিসার দুবাসভ ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন সে ফৌজ 'নির্ধারিত' তারিখ পর্যন্ত চুপচাপ উপোস দেবে ও শীতে জমবে? নাকি কৃষক অভ্যুত্থানকে আপনারা 'নৈরাজ্য' ও 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' বলছেন ব'লে, কৃষকদের বিরুদ্ধে কেরেনস্কি 'সমর' শক্তি পাঠাবেন ব'লে, সে কৃষক অভ্যুত্থান গৃহযুদ্ধের উপাদান হয়ে আর থাকবে না? নাকি কৃষক দেশে সরকার কৃষক অভ্যুত্থান

দমন করতে থাকলেও তার পক্ষে সংবিধান সভা আহ্বানের সুস্থির, সঠিক ও **সাচ্চা** কাজ চালানো সম্ভবপর, বা **কল্পনীয়?**

'স্মোল্‌নি ইনস্টিটিউটের হতবুদ্ধিতা' (৩৪) নিয়ে হাসাহাসি করবেন না, মশাইরা! আপনাদের হতবুদ্ধিতা কম নয়। গৃহযুদ্ধের ভয়ঙ্কর প্রশ্নের সামনে আপনারা জবাব দিচ্ছেন হতবুদ্ধি বুলিতে ও করুণ সাংবিধানিক মোহে। সেইজন্যই আমি বলি যে বলশেভিকরা যদি এরূপ মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন হয়, তাহলে তারা তাদের পার্টি ও তাদের বিপ্লবকে ধ্বংস করবে।

ন. লেনিন

১লা অক্টোবর, ১৯১৭

লিখিত: সেপ্টেম্বরের শেষ — ৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৭—৩৩৯
১লা অক্টোবর, ১৯১৭

সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য (৩৫)

রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কর্তব্য

তার সমস্ত দুর্বিষহতা ও সমস্ত অস্থায়িত্ব সত্ত্বেও শান্তি অর্জনের (৩৬) কল্যাণে রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কিছুটা সময়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহতম দিকটায়, যথা সংগঠনের কাজে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ পাচ্ছে।

এই কাজটা সমস্ত মেহনতী ও নিপীড়িত জনগণের সামনে সুস্পষ্ট ও যথাযথ ভাবে পেশ করা হয়েছে ১৯১৮ সালের ১৫ই মার্চ মস্কোর জরুরী সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের ৪র্থ অনুচ্ছেদে (৪র্থ অংশে) — সিদ্ধান্তের সেই অনুচ্ছেদে (বা সেই অংশে) যেখানে মেহনতীদের আত্মশৃঙ্খলার কথা এবং বিশৃঙ্খলা ও অসংগঠনশীলতার বিরুদ্ধে নির্মম লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে*।

রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যে শান্তি অর্জন করেছে তার অস্থায়িত্ব অবশ্যই এইখানে নিহিত নয় যে রাশিয়া এখন যুদ্ধকর্ম পুনরারম্ভের কথা ভাবছে; — বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী ও তাদের ধুয়াধারীরা (মেনশেভিক প্রভৃতি) ছাড়া কোনো দায়িত্বমনা রাজনীতিকই সে কথা ভাবে না। শান্তির অস্থায়িত্বের কারণ এই যে রাশিয়ার সাময়িক দুর্বলতায় প্রলুব্ধ এবং সমাজতন্ত্র বিদ্বেষী, লুণ্ঠনোৎসুক পুঁজিপতিদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ভেতর সমর পার্টি যে কোনো মুহূর্তে প্রাধান্য লাভ করতে পারে।

* ভ ই লেনিন, 'সারা-রুশ চতুর্থ জরুরী সোভিয়েত কংগ্রেসে ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত'। — সম্পাঃ

এইরূপ অবস্থায় শান্তির কাগুজে নয়, বাস্তব গ্যারাণ্টি হল একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত যা চরম মাত্রায় উঠেছে, যা প্রকাশ পাচ্ছে একদিকে পশ্চিমে জনগণের সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ডের পুনর্বৃদ্ধিতে এবং অন্যদিকে, বিশাল মহাসমুদ্র ও তার উপকূলের ওপর প্রাধান্য নিয়ে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার চরম তীব্রায়ণে।

বোঝাই যায় যে, এতটা নড়বড়ে প্রহরায় রক্ষিত আমাদের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রয়েছে অসাধারণ অস্থায়ী, নিঃসন্দেহেই সংকটাপন্ন এক আন্তর্জাতিক অবস্থায়। প্রয়োজন আমাদের সমস্ত শক্তির চূড়ান্ত প্রয়োগ, যাতে রাশিয়ার সমগ্র সমাজদেহে যুদ্ধ যে দুঃসহ ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার চিকিৎসার জন্য এবং যা ছাড়া প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির কথাই উঠতে পারে না, দেশের সেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঘটনাচক্রের যোগাযোগে প্রাপ্ত দম নেবার এই অবকাশটাকে কাজে লাগানো যায়।

এটাও বোধগম্য যে, আমাদের সম্মুখস্থ সাংগঠনিক কর্তব্য আমরা যে মাত্রায় সাধন করব, কেবল সেই মাত্রায় আমরা একগুচ্ছ কারণে বিলম্বিত পশ্চিমের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করতে পারব।

আমাদের সম্মুখস্থ, সর্বাগ্রে সাংগঠনিক কর্তব্যের সফল সমাধানের মূল সর্ত হল এই যে জনগণের রাজনৈতিক পরিচালকদের অর্থাৎ রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সভ্যদের এবং তৎপর মেহনতী জনগণের সমস্ত সচেতন প্রতিনিধিদের পুরোপুরি আত্মস্থ করতে হবে এই দিক থেকে পূর্বতন সব বুর্জোয়া ও বর্তমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে মূল পার্থক্যটাকে।

বুর্জোয়া বিপ্লবগুলিতে মেহনতীদের প্রধান কর্তব্য ছিল সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, মধ্যযুগীয়তা বিলোপের নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক কাজটা পালন করা। নব সমাজ গড়ার ইতিবাচক বা সৃষ্টিমূলক কাজটা পালন করেছে জনগণের সম্পত্তিবান, বুর্জোয়া সংখ্যাল্পেরা। এবং শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সে কাজটা তারা অপেক্ষাকৃত অনায়াসে পালন করেছে শুধু এইজন্য নয় যে পুঁজি দ্বারা শোষিতদের প্রতিরোধ সে সময় তাদের বহু বিক্ষিপ্ততা ও অপরিণতাবস্থার জন্য ছিল চূড়ান্ত রকমের দুর্বল; এইজন্যও

বটে যে বিশৃঙ্খলায় গঠিত পুঁজিবাদী সমাজের মূল সংগঠনবিধায়ক শক্তি ছিল প্রসারতায় ও গভীরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ধমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার।

উল্টোদিকে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, সুতরাং ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর রাশিয়ায় আমরা যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করেছি তাতেও, প্রলেতারিয়েত ও তৎপরিচালিত গরিব কৃষকদের প্রধান কর্তব্য হল পরিকল্পিত উৎপাদন এবং কোটি কোটি লোকের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যক উৎপন্ন বণ্টনসমেত নতুন নতুন সাংগঠনিক সম্পর্কের এক অসাধারণ জটিল বা সূক্ষ্ম জাল-ব্যবস্থাকে গুছিয়ে তোলার ইতিবাচক বা সৃজনমূলক কাজ। এরূপ বিপ্লব সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা যায় কেবল অধিকাংশ জনগণের, সর্বাগ্রে অধিকাংশ মেহনতীদের স্বাবলম্বী, ঐতিহাসিক সৃজনশীলতায়। প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকেরা যথেষ্ট সচেতনতা, নীতিনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, ও অধ্যবসায় আয়ত্ত করতে পারলে তবেই শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় হবে নিশ্চিত। নব সমাজের স্বাবলম্বী নির্মাণে মেহনতী ও নিপীড়িত জনগণের সক্রিয়তর অংশগ্রহণের সুযোগ খুলে দেওয়া এই নতুন, সোভিয়েত ধরনের রাষ্ট্র গঠন ক'রে আমরা কেবল দুরূহ কর্তব্যটার অল্পাংশ মাত্র সাধন করেছি। প্রধান দুরূহতা রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যথা: দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর কঠোরতম ও সার্বত্রিক হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, **কার্যক্ষেত্রে** উৎপাদনের **সামাজীকরণ।**

বর্তমানে যারা রাশিয়ার শাসক পার্টি সেই বলশেভিক পার্টির বিকাশ থেকে বিশেষ জাজ্বল্যমানরূপে দেখা যায় কী সেই ঐতিহাসিক বাঁকটা, যার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, বর্তমান রাজনৈতিক মুহূর্তের যা বৈশিষ্ট্য, সোভিয়েত রাজের নতুন দিক-বদল, অর্থাৎ নতুন নতুন কাজের নতুন উপস্থাপন যাতে প্রয়োজন হচ্ছে।

ভবিষ্যতের যে কোনো পার্টির প্রথম কর্তব্য হল তার কর্মসূচি ও রণকৌশলের সঠিকতায় জনগণের অধিকাংশের প্রতীতি জন্মানো। যেমন জারতন্ত্রের আমলে, তেমনি কেরেনস্কি ও কিশকিনদের সঙ্গে চের্নোভ ও

সেরেতেলিদের সমঝোতার পর্বেও এই কর্তব্যটা ছিল সর্বপ্রধান। এই যে কর্তব্যটা, বলাই বাহুল্য, এখনো মোটেই সুসম্পূর্ণ হয় নি (ষোলো আনা সম্পূর্ণ যা কদাচই হতে পারে না), তা মোটের ওপর সাধিত হয়েছে, কেননা, মস্কোর বিগত সোভিয়েত কংগ্রেসে যা তর্কাতীতরূপে দেখা গেল, রাশিয়ার অধিকাংশ শ্রমিক ও কৃষক স্পষ্টতই বলশেভিকদের পক্ষে।

আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ও শোষকদের প্রতিরোধ দমন। এ কর্তব্যটাও শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয় নি এবং সেটা উপেক্ষা করা অসম্ভব, কেননা একদিকে রাজতন্ত্রী ও কাদেতরা এবং অন্যদিকে তাদের ধুয়াধারী ও লেজুড় মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের জন্য সম্মিলিত হবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে (মোটামুটি) ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি, অথবা বগায়েভস্কির আত্মসমর্পণ — এই পর্বের মধ্যে শোষকদের প্রতিরোধ দমনের কর্তব্য মোটের ওপর সাধিত হয়েছে।

এবার পরবর্তী এবং বর্তমান মুহূর্তের বৈশিষ্ট্যসূচক হিশেবে সামনে আসছে তৃতীয় কর্তব্য — রাশিয়ার **প্রশাসন** সংগঠন। বলাই বাহুল্য, এ কর্তব্যটা ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পরের দিনই আমরা গ্রহণ করি ও সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শোষকদের প্রতিরোধ তখনো প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়ে যাচ্ছিল, ততদিন পর্যন্ত প্রশাসনের কাজটা **প্রধান** ও **কেন্দ্রীয়** হয়ে উঠতে পারে নি।

এখন এটা তাই হয়েছে। আমরা, বলশেভিক পার্টি, রাশিয়ার **প্রতীতি জন্মিয়েছি**। আমরা ধনীদের কাছ থেকে গরিবদের জন্য, শোষকদের কাছ থেকে মেহনতীদের জন্য **জয় করেছি** রাশিয়াকে। এবার রাশিয়াকে **চালাতে** হবে। এবং বর্তমান মুহূর্তের সমস্ত বৈশিষ্ট্য, সমস্ত দুরূহতা হল জনগণের প্রতীতি জন্মানো ও শোষকদের সামরিক দমনের প্রধান কর্তব্য থেকে প্রশাসনের প্রধান কর্তব্যে **উৎক্রমণের বৈশিষ্ট্যটা** বোঝা।

বিশ্ব ইতিহাসে এই প্রথম একটা সমাজতান্ত্রিক পার্টি ক্ষমতা জয় ও শোষকদের দমন করার কাজ প্রধান প্রধান দিক দিয়ে সমাপ্ত করতে পেরেছে, সোজাসুজি প্রশাসনের কাজের সম্মুখীন হতে পেরেছে। সমাজতান্ত্রিক

পরিবর্তনের এই দুরূহতম (ও সবচেয়ে চরিতার্থ) কর্তব্যের যোগ্য সাধক হতে পারা চাই আমাদের। **বুঝে রাখা** চাই যে সার্থক প্রশাসনের জন্য প্রত্যয় জাগাতে পারার কৃতিত্ব **ছাড়াও**, গৃহযুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্ব ছাড়াও দরকার **কার্যক্ষেত্রে সংগঠনের** কৃতিত্ব। এটা হল সবচেয়ে কঠিন কাজ, কেননা প্রশ্নটা হল কোটি কোটি লোকের জীবনের গভীরতম অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করা। এটা সবচেয়ে ধন্যবাদের কাজ, কেননা তার সমাধানের (প্রধান প্রধান ও মূল দিকগুলিতে) **পরেই** কেবল আমরা বলতে পারব যে রাশিয়া শুধু সোভিয়েত নয়, **হয়ে উঠেছে** সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

এই মুহূর্তের সাধারণ ধ্বনি

চূড়ান্ত রকমের গুরুভার ও অস্থায়ী শান্তি, এবং যুদ্ধ ও বুর্জোয়া প্রভুত্ব (কেরেনস্কি ও তৎসমর্থক মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মারফত) যে যন্ত্রণাকর ধ্বংসাবস্থা, বেকারি ও বুভুক্ষার উত্তরাধিকার রেখে গেছে, তার ফলে সৃষ্ট অবজেকটিভ পরিস্থিতির একটা বর্ণনা আগে দিয়েছি, এ সবের ফলে ব্যাপক মেহনতী জনের চরম ক্লান্তি এমনকি শক্তি-নিঃশেষ ঘটেছে। দৃঢ়ভাবে তারা খানিকটা বিশ্রামের দাবি করছে, এবং তা দাবি না করে পারে না। দিনের প্রধান কর্তব্যকর্ম হয়ে আসছে যুদ্ধ ও বুর্জোয়া কর্তাত্বিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত উৎপাদন শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা; — যুদ্ধের ফলে, যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, চোরাবাজারির ফলে এবং উৎখাত শোষক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টার ফলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার চিকিৎসা; — দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন; — প্রাথমিক শৃঙ্খলার পাকাপাকি রক্ষাব্যবস্থা। আপাতবিপরীত ব'লে শোনালেও, প্রকৃতপক্ষে, উল্লিখিত অবজেকটিভ পরিস্থিতির কারণে, একথা একেবারেই সন্দেহাতীত যে বর্তমান মুহূর্তে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সোভিয়েত রাজ পাকা করতে পারে কেবল সেই ক্ষেত্রে, যদি সে বুর্জোয়া, মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও

সমাজপালনের ঠিক এই অতি প্রাথমিক ও প্রাথমিকতম কর্তব্যগুলি কার্যক্ষেত্রে সাধন করতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতির মূর্ত-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং ভূমির সামাজীকরণ (৩৭), শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আইনসমেত সোভিয়েত রাজের অস্তিত্বের ফলে এই সব প্রাথমিকতম কর্তব্যের সমাধান ও সমাজতন্ত্রের দিকে প্রথম পদক্ষেপের সাংগঠনিক দুরূহতা অতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে একই পদকের দুই দিক।

টাকার নিখুঁত ও বিবেকসম্মত হিশেব রাখো, মিতব্যয়ীর মতো কারবার চালাও, আড্ডা মেরো না, চুরি-চামারি করো না, মেহনতের ক্ষেত্রে কড়া শৃঙ্খলা মেনে চলো — এই ধরনের যে সব কথা ব'লে বুর্জোয়ারা যখন শোষক শ্রেণী হিশেবে নিজেদের প্রভুত্ব চাপা দিত তখন সঙ্গতভাবেই বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত যাকে বিদ্রূপ করত, ঠিক এই ধরনের ধ্বনিই এখন, বুর্জোয়া উচ্ছেদের পর হয়ে উঠছে বর্তমান মুহূর্তের আশু ও প্রধান ধ্বনি। এবং একদিকে মেহনতী **জনগণের পক্ষ** থেকে এই সব ধ্বনিকে কার্যক্ষেত্রে চালু করাই হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রকদের (কেরেনস্কি যাদের নেতা) নির্যাতনে অর্ধমৃত দেশটার উদ্ধারের **একমাত্র** সর্ত, অন্যদিকে, **সোভিয়েত** রাজ, **তার** আইনগুলির ভিত্তিতে অনুসৃত **তার** পদ্ধতিতে কার্যক্ষেত্রে এই ধ্বনিগুলিকে কার্যকর করাটা সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও **যথেষ্ট**। আর ঠিক এই কথাটাই তারা বুঝতে অক্ষম, যারা 'চর্বিতচর্বণ' ও 'তুচ্ছ' ধ্বনিকে এতটা প্রধান করে তোলাকে ঘৃণা ভরে উড়িয়ে দেয়। মাত্র এক বছর আগে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ-করা ও ছয় মাসেরও কম আগে কেরেনস্কিদের হাত থেকে মুক্তি-পাওয়া ক্ষুদে কৃষি দেশটায় স্বভাবতই যে কোনো দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের সহগামী পাশবিকতা ও বন্যতায় প্রবল হয়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত অরাজকতা থেকে গেছে কম নয়, হতাশা ও লক্ষ্যহীন বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে উঠেছে কম নয়; এর সঙ্গে যদি বুর্জোয়া খানসামাদের (মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি প্রভৃতি) প্ররোচনামূলক রাজনীতির কথা ধরি, তাহলে খুবই বোধগম্য হয়ে ওঠে জনগণের মেজাজে একটা পুরো বাঁক ঘটিয়ে সঠিক, সহিষ্ণু ও সুশৃঙ্খল শ্রমে তাদের উৎক্রমণের জন্য সেরা ও সচেতন শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষ থেকে কী দীর্ঘকালীন ও একরোখা

উদ্যোগ দরকার। গরিব জনগণ (প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়) কর্তৃক কার্যকৃত এইরূপ উত্তরণই কেবল বুর্জোয়া ও বিশেষ করে অসংখ্য কৃষক বুর্জোয়াদের ওপর বিজয় সম্পূর্ণ করতে সক্ষম।

বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামের নতুন পর্যায়

আমাদের এখানে বুর্জোয়ারা পরাস্ত, কিন্তু এখনো তাদের মূল উৎপাটিত হয় নি, তাবা বিলুপ্ত হয় নি, এমনকি পুরোপুরি চূর্ণও হয় নি। সেইজন্যই দিনের কর্তব্যকর্ম হয়ে আসছে বুর্জোয়ার সঙ্গে একটা নতুন, উচ্চতর রূপের সংগ্রাম, পুঁজিপতিদের আরো উচ্ছেদের সরলতম কর্তব্য থেকে বুর্জোয়ার অস্তিত্ব যাতে অসম্ভব হয়ে ওঠে, বুর্জোয়ার পুনরুদয় অসম্ভব হয়ে ওঠে এমন সর্ত সৃষ্টির অনেক জটিল ও দুরূহ কর্তব্যে উত্তরণ। একথা পরিষ্কাব যে এ কর্তব্য অতুলনীয় রকমের অনেক উচ্চ স্তরের এবং তা সাধন না করলে সমাজতন্ত্র হয় না।

যদি পশ্চিম ইউরোপীয় মাপকাঠি ধবি, তাহলে আমরা এখন মোটামুটি ১৭৯৩ ও ১৮৭১ সালের (৩৮) মাত্রায় পেঁছেছি। আমরা সঙ্গতভাবেই এই গর্ববোধ করতে পারি যে আমরা এই মাত্রায় উঠেছি ও একদিক থেকে নিঃসন্দেহেই খানিকটা এগিয়েছি, যথা: সারা রাশিয়ায় উচ্চতর ধরনের রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাজ ঘোষণা ও চালু করেছি। কিন্তু অর্জিতটুকু নিয়েই তৃপ্ত থাকতে আমরা কোনোক্রমেই পারি না, কেননা আমরা সমাজতন্ত্রে উত্তরণ করছি, অথচ সেদিক দিয়ে নির্ধারক এখনো কিছু কার্যকর করি নি।

নির্ধারক জিনিসটা হল উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর কঠোরতম দেশব্যাপী হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ। অথচ যে সব উদ্যোগ, অর্থনীতির যে সব শাখা ও দিক আমরা বুর্জোয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি, সেখানে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ এখনো কার্যকর হয় নি, আর তা ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের সমান গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বৈষয়িক সর্তের কথাই ওঠে না, যথা: সর্বজাতীয় আয়তনে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

সেইজন্য, পুঁজির ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাও, এই সাধারণ সূত্রে

বর্তমান মুহূর্তের কর্তব্য নির্ধারণ করা চলে না। পুঁজিকে যদিও আমরা নিঃসন্দেহেই খতম করি নি, এবং মেহনতীদের এই দুষমনের ওপর আক্রমণ যদিও একান্তই প্রয়োজন, তাহলেও এরূপ নির্ধারণ হবে অযথার্থ, অনির্দিষ্ট, তাতে বর্তমান মুহূর্তের **বৈশিষ্ট্যের** কথা ভাবা হচ্ছে না, যখন **আরো** আক্রমণের সাফল্যের স্বার্থেই **বর্তমানে** আক্রমণ 'থামানো' দরকার।

এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় যদি পুঁজির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধটাকে তুলনা করি এক বিজয়ী সৈন্যদলের অবস্থার সঙ্গে, যারা শত্রুর, ধরা যাক, অর্ধেক কি দুই-তৃতীয়াংশ জমি অধিকার করার পর শক্তিসংগ্রহ, সামরিক সরঞ্জাম বৃদ্ধি, যোগাযোগ পথের মেরামতি ও সংহতি, নতুন নতুন গুদাম নির্মাণ, নতুন মজুদ-বাহিনী আনয়ন ইত্যাদির জন্য আক্রমণ থামাতে বাধ্য হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ বন্ধ আবশ্যক হয় শত্রুর বাকি এলাকাটা জয় করার স্বার্থে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিজয়ের স্বার্থে। যে একথা বোঝে নি যে বর্তমান মুহূর্তে ঘটনার অবজেকটিভ অবস্থায় পুঁজির ওপর এইরূপ আক্রমণ 'থামানো' আমাদের প্রয়োজন হয়েছে, সে বর্তমান রাজনৈতিক মুহূর্তের কিছুই বোঝে নি।

বলাই বাহুল্য যে পুঁজির ওপর আক্রমণ 'থামানোর' কথা বলা যায় কেবল উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে, অর্থাৎ কেবল রূপকার্থে। মামুলী যুদ্ধে আক্রমণ বন্ধের সাধারণ নির্দেশ দেওয়া সম্ভব, কার্যক্ষেত্রে অগ্রাভিযান বন্ধ করা যায়। পুঁজির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রাভিযান থামানো চলে না, আমরা পুঁজির আরো উচ্ছেদে আপত্তি করব এমন কথাই হতে পারে না। প্রশ্নটা আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজের **ভারকেন্দ্রের** পরিবর্তন নিয়ে। এ পর্যন্ত উচ্ছেদকারীদের সরাসরি উচ্ছেদের ব্যবস্থাই ছিল প্রধান। এখন প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুঁজিপতিরা যেখানে ইতিমধ্যেই উৎখাত হয়েছে, তথা বাকি সমস্ত অর্থনীতিতে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

এখন যদি আমরা আগের গতিবেগে পুঁজির উচ্ছেদ আরো চালিয়ে যাই, তাহলে নিশ্চয় পরাজিত হব, কেননা সমস্ত চিন্তাশীল লোকের কাছেই একথা স্পষ্ট যে প্রলেতারীয় হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ সংগঠন নিয়ে আমাদের কাজ 'উচ্ছেদকারীদের' **সরাসরি** 'উচ্ছেদের' কাজ থেকে **পেছিয়ে আছে**। এখন যদি আমরা সমস্ত শক্তি নিয়ে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের কাজে লাগি,

তাহলে আমরা এ কর্তব্য সাধন করতে পারব, ঘাটতি পুষিয়ে নেব, পুঁজির বিরুদ্ধে আমাদের **গোটা** 'অভিযানটা' জিতে যাবে।

কিন্তু ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার কথা বলা কি কোনো একটা **ভুল** স্বীকৃতির সমতুল্য? মোটেই নয়। ফের সামরিক উপমা নেওয়া যাক। যদি কেবল লঘু অশ্বারোহী বাহিনী দিয়েই শত্রুকে ঘায়েল ও কোণঠাসা করা যায়, তাহলে সেটা করা উচিত। আর যদি এটা সাফল্যের সঙ্গে করা যায় কেবল **একটা** মাত্রা অবধি, তাহলে, খুবই বোঝা যায় যে সে মাত্রার পর ভারি গোলন্দাজ বাহিনী আনার প্রয়োজন হয়। ভারি গোলন্দাজ বাহিনী আনার ঘাটতিটা এখন পুষিয়ে নেওয়া দরকার, একথা এখন স্বীকার করে আমরা মোটেই অশ্বারোহী বাহিনীর বিজয়ী আক্রমণকে ভুল বলছি না।

বুর্জোয়ার খানসামারা আমাদের প্রায়ই এই বলে তিরস্কার করে যে আমরা পুঁজির বিরুদ্ধে 'লালরক্ষী' আক্রমণ চালিয়েছি। তিরস্কারটা উদ্ভট, ঠিক টাকার থলির খানসামাদেরই যোগ্য। কেননা পুঁজির ওপর 'লালরক্ষী' আক্রমণ **যথাকালে** নিঃসন্দেহেই প্রয়োজন হয়েছিল ঘটনাচক্রের ফলে: প্রথমত, পুঁজি **সে সময়** কেরেনস্কি আর ক্রাস্‌নভ, সাভিনকভ আর গোৎস (গেগেচকরি এখনো তেমনি প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন), দুতোভ আর বগায়েভস্কি মারফত সামরিকভাবে প্রতিরোধ দিচ্ছিল। সামরিক প্রতিরোধকে সামরিক উপায়ে ছাড়া চূর্ণ করা যায় না, এবং লালরক্ষীরা শোষকদের জোয়াল থেকে মেহনতী ও শোষিতদের মুক্তির উদাত্ত ও মহত্তম ঐতিহাসিক কর্মই সম্পাদন করছিল।

দ্বিতীয়ত, আমরা তখন দমন পদ্ধতির বদলে পরিচালন পদ্ধতিকে প্রধান করে তুলতে পারি নি আরো এইজন্য যে, পরিচালন বিদ্যা লোকে পায় জন্মসূত্রে **নয়**, অভিজ্ঞতা থেকে। তখন এ অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। এখন সেটা আছে। তৃতীয়ত, সে সময় জ্ঞান ও টেকনলজির বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ আমাদের আয়ত্তে থাকা সম্ভব হয় নি, কেননা তারা হয় বগায়েভস্কিদের দলভুক্ত হয়ে লড়ছিল, নয় **অন্তর্ঘাত** মারফত নিয়মিত ও একরোখা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সুযোগ তখনো পাচ্ছিল। এখন আমরা অন্তর্ঘাত চূর্ণ করেছি। পুঁজির ওপর 'লালরক্ষী' আক্রমণ সার্থক ও বিজয়ী হয়, কেননা আমরা পুঁজির সামরিক প্রতিরোধ ও অন্তর্ঘাতমূলক প্রতিরোধ উভয়কেই পরাস্ত করি।

তার মানে কি এই যে পুঁজির ওপর 'লালরক্ষী' হামলা **সর্বদাই** যুক্তিযুক্ত, **সর্ববিধ** পরিস্থিতিতেই যুক্তিযুক্ত, পুঁজির সঙ্গে লড়াইয়ের অন্য কোনো পদ্ধতি আমাদের **নেই**? একথা ভাবা হবে ছেলেমানুষি। লঘু অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আমরা জয়লাভ করেছি, কিন্তু ভারি গোলন্দাজ বাহিনীও আমাদের আছে। আমরা জয়লাভ করেছি দমন পদ্ধতি দিয়ে, পরিচালন পদ্ধতি দিয়েও জয়লাভ করতে আমরা সক্ষম। পরিস্থিতি যখন বদলে যায় তখন শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের পদ্ধতিকেও বদলাতে পারা উচিত। অন্য সমস্ত জমিদার ও বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদের মতোই সর্বশ্রী সাভিনকভ আর গেগেচকরিদের ওপরেও 'লালরক্ষী' দমনকার্য আমরা মুহূর্তের জন্য পরিহার করব না। কিন্তু লালরক্ষী হামলার আবশ্যিকতার যুগটা যখন মূলত সমাপ্ত (এবং সমাপ্ত হয়েছে বিজয়ে), যখন আদৌ যাতে কোনো বুর্জোয়া জন্মাতে না পারে তার জন্য নতুন করে জমিতে হাল দেবার উদ্দেশ্যে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাবার যুগটা করাঘাত করছে দরজায়, তখন 'লালরক্ষী' পদ্ধতিকেই প্রধান করে তোলার মতো নির্বোধ আমরা হব না।

এটা একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের যুগ, অথবা বলা ভালো, বিকাশস্তর, এবং পুঁজির ওপর পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করতে হলে এরূপ স্তরের বৈশিষ্ট্যসূচক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের রূপকে খাপ খাইয়ে নিতে পারা চাই।

জ্ঞান, টেকনলজি, অভিজ্ঞতার বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের পরিচালনা ছাড়া সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অসম্ভব, কেননা সমাজতন্ত্রের জন্য দরকার পুঁজিবাদের তুলনায় ও পুঁজিবাদ রচিত ভিত্তির ওপর শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনশীলতার দিকে সচেতন ও গণ-আয়তনে অগ্রগমন। সমাজতন্ত্রকে **নিজের মতো ক'রে,** নিজের পদ্ধতি দিয়ে, মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে বলা যাক, **সোভিয়েত** পদ্ধতি দিয়ে এই অগ্রগমন সাধন করতে হবে। আর ব্যাপকভাবে বিশেষজ্ঞরা হল অনিবার্যই বুর্জোয়া চরিত্রের, যে জীবন-পরিস্থিতি তাদের বিশেষজ্ঞ করেছে, তারই প্রভাবস্থ। আমাদের প্রলেতারিয়েত যদি ক্ষমতা দখল করার পর দেশজোড়া আয়তনে হিশেব, নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠনের কাজটা দ্রুত সাধন করতে পারত, — (যুদ্ধ ও রাশিয়ার পশ্চাৎপদতার জন্য তা ছিল অসম্ভব) —

তাহলে অন্তর্ঘাত চূর্ণ করে সার্বজনীন হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদেরও পুরোপুরি আমাদের অধীনস্থ করতে পারতাম। সাধারণভাবে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রীতিমতো 'বিলম্ব' ঘটায় আমরা অন্তর্ঘাতকে পরাস্ত করতে পারলেও বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের আমাদের আজ্ঞাধীন কবার মতো অবস্থা এখনো গড়ে তুলতে পারি নি; গাদা গাদা অন্তর্ঘাতক 'কাজে যাচ্ছে', কিন্তু সেরা সংগঠক ও বড়ো দরের বিশেষজ্ঞদের রাষ্ট্র কাজে লাগাতে পারে হয় পুরনো ধরনে, বুর্জোয়া কায়দায় (অর্থাৎ মোটা বেতন দিয়ে), নয় নতুন কায়দায়, প্রলেতারীয় ধরনে (অর্থাৎ দেশব্যাপী হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের এমন পরিস্থিতি গ'ড়ে যাতে অনিবার্যতই ও আপনা থেকেই বিশেষজ্ঞরা অধীনস্থ ও আকৃষ্ট হবে)।

আমাদের এখন সাবেকী বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছে, বড়ো দরের বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের 'কাজের জন্য' মোটা মাইনে দিতে রাজী হতে হয়েছে। ব্যাপারটা যারা জানে তারা সবাই এটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্য নিয়ে সবাই ভাবছে না। একথা পরিষ্কার যে এরূপ ব্যবস্থা হল আপোস, প্যারিস কমিউন ও যে কোনো প্রলেতারীয় ক্ষমতার নীতি থেকে বিচ্যুতি, যা দাবি করে পারিশ্রমিককে শ্রমিকের গড় বেতনের মাত্রার সমান করা, ভাগ্যান্বেষণের সঙ্গে কথায় নয়, কাজে লড়াই দাবি করে।

শুধু তাই নয়। একথা পরিষ্কার যে এরূপ ব্যবস্থা কেবল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ও কিছুটা পরিমাণে পুঁজির ওপর আক্রমণে ক্ষান্তিই নয়, (কেননা পুঁজি জিনিসটা টাকার পুঞ্জ নয়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক), আমাদের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষ থেকে **এক পা পিছু হটা**, একেবারে গোড়া থেকেই এ ক্ষমতা মোটা বেতনকে গড়পড়তা শ্রমিকের মাইনের মাত্রায় নামাবার নীতিকে ঘোষিত ও চালু করেছিল (৩৯)।

অবশ্যই বুর্জোয়ার খানসামারা, বিশেষ করে মেনশেভিক, নভায়া-জিজ্‌নওয়ালা, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের মতো চুনোপুঁটিরা এই স্বীকৃতি দেখে হাসাহাসি করবে যে আমরা এক পা পিছু হটছি। কিন্তু হাসাহাসিতে কর্ণপাত করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের দরকার সমাজতন্ত্রের দিকে অতি মাত্রায় কঠিন ও নতুন পথটার

বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা, ভুলচুক ও দুর্বলতা চাপা না দিয়ে সময় থাকতেই অকৃতটা করে ফেলার চেষ্টা করা। অসাধারণ বেশি মাইনে দিয়ে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের টেনে আনাটা যে কমিউনের নীতি থেকে বিচ্যুতি, এটা জনগণের কাছে চেপে যাওয়ার অর্থ বুর্জোয়া রাজনীতিবাজদের স্তরে নেমে যাওয়া, জনগণকে ঠকানো। কী ভাবে ও কেন আমরা পশ্চাৎপদক্ষেপ করলাম, তা প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করা ও তারপর ঘাটতি পুষিয়ে নেবার কী কী উপায় আছে তা জনসমক্ষে আলোচনা করা — এর অর্থ জনগণকে শিক্ষিত করা, অভিজ্ঞতা থেকে নিজেরা শেখা, জনগণের সঙ্গে একত্রে সমাজতন্ত্র নির্মাণ শেখা। ইতিহাসে কেবলি বিজয়ী এমন একটা সমরাভিযান বড়ো একটা দেখা যায় নি, যেখানে কোনো ভুলচুক করতে হয় নি বিজয়ীকে, আংশিক পরাজয় সইতে হয় নি, ক্ষণকালের জন্য কোনো কিছু ছাড় দিতে, ও কোথাও-বা পিছু হটতে হয় নি। আর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমরা যে 'অভিযানে' নেমেছি তা সবচেয়ে কঠিন সমরাভিযানের চেয়েও লক্ষগুণ কঠিনতর, এবং একটা বিশেষ ও আংশিক পশ্চাৎপসরণে বিমর্ষ বোধ করা বোকামি ও লজ্জার কথা।

প্রশ্নটার ব্যবহারিক দিকে যাওয়া যাক। ধরা যাক, দেশের যথাসম্ভব দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমের পরিচালনার জন্য জ্ঞান, টেকনলজি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন শাখায় হাজার জন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ দরকার রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের। ধরা যাক, এই 'প্রথম আয়তনের তারকাদের' বেতন দিতে হচ্ছে বছরে ২৫,০০০ রুবল — বলাই বাহুল্য, এদের অধিকাংশ শ্রমিকদের অধঃপতন নিয়ে যত চেঁচায়, বুর্জোয়া নৈতিকতায় নিজেরাই তারা তত অধঃপতিত। ধরা যাক, এই টাকাটা (আড়াই কোটি রুবল) দ্বিগুণ (এই কথা ধরে নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক-টেকনিকাল কাজ বিশেষ দ্রুত ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনের জন্য বোনাস দেওয়া হচ্ছে) এমনকি চতুর্গুণ করা দরকার (এই কথা ধরে নিয়ে যে আরো থাঁই-ওয়ালা কয়েক শ' বিদেশী বিশেষজ্ঞদের টানা হল)। জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞান ও টেকনলজির সর্বশেষ কৃতিত্বের ওপর জাতীয় শ্রমের পুনঃসংগঠনে বছরে এই পাঁচ কি দশ কোটি রুবল ব্যয় কি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে অত্যধিক বা সাধ্যাতিরিক্ত বলে ধরা সম্ভব? নিশ্চয় নয়।

সচেতন শ্রমিক ও কৃষকদের বিপুল অধিকাংশই এরূপ ব্যয় অনুমোদন করবে, ব্যবহারিক জীবন থেকে তারা জানে যে আমাদের **পশ্চাৎপদতার** ফলে আমরা শত কোটি টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছি, আর **আমাদের** কাজে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের 'তারকাদের' সকলের, স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ ঘটাবার মতো মাত্রায় সংগঠনশীলতা, হিশেব ও নিয়ন্ত্রণে আমরা **এখনো** পেণছই নি।

বলাই বাহুল্য, প্রশ্নটার আরেকটা দিকও আছে। মোটা বেতনের অধঃপাতক প্রভাব সোভিয়েত রাজ (সেটা আরো এই কারণে যে এ রাজ স্থাপনের বিপ্লবটা দ্রুত ঘটায় কিছু সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী ও চোর না এসে পারে নি, নানা ধরনের অপদার্থ অথবা বিবেকহীন কমিসারের সঙ্গে মিলে তারা রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরুপের... 'তারকা' হতে গররাজী নয়) এবং শ্রমিক জনগণ উভয়ের ক্ষেত্রেই তর্কাতীত। কিন্তু শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল ও সৎ তারা আমাদের সঙ্গে সায় দেবে, স্বীকার করবে যে পুঁজিবাদের কদর্য উত্তরাধিকার থেকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পেতে আমরা অক্ষম, ৫ কি ১০ কোটি রুবল 'সেলামী' (নিচু থেকে **দেশব্যাপী** হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আমাদের পেছিয়ে থাকার জন্য সেলামী) থেকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র অব্যাহতি পেতে পারে কেবল সংগঠিত হয়ে, নিজেদের মধ্যেই শৃঙ্খলা টেনে তুলে, নিজেদের মধ্য থেকে 'পুঁজিবাদের উত্তরাধিকার রক্ষক', 'পুঁজিবাদের ঐতিহ্য বাহকদের', অর্থাৎ ফাঁকিবাজ, পরজীবী, রাষ্ট্র তহবিল তছরুপকারীদের (এখন সমস্ত জমি, সমস্ত কলকারখানা, সমস্ত রেলপথই হল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের 'রাষ্ট্রীয় তহবিল') সাফ করে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে নয়। সচেতন, অগ্রণী শ্রমিক ও গরিব কৃষকেরা যদি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় এক বছরের মধ্যে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থিত হতে পারে, একটা প্রবল শ্রম-শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে পারে, তাহলে আমরা এক বছর পরেই এই 'সেলামী' ঝেড়ে ফেলতে পারি, সেটা কমানো যায় এমনকি আরো আগেই... আমাদের শ্রমিক-কৃষক শ্রম-শৃঙ্খলা ও সংগঠনশীলতার সাফল্যের সমপরিমাণে। বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেরাই, শ্রমিক ও কৃষকেরাই যত তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠ শ্রম-শৃঙ্খলা ও উচ্চতম মাত্রার শ্রম-টেকনিক শিখে নেব, তত দ্রুতই আমরা এই সব

বিশেষজ্ঞদের জন্য যতকিছ্ব 'সেলামীর' হাত থেকে রেহাই পাব।

প্রলেতারিয়েতের পরিচালনায় সংগঠন নিয়ে আমাদের কাজ, দেশব্যাপী হিশেব এবং উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাদের কাজ উচ্ছেদকারীদের সরাসরি উচ্ছেদের কাজ থেকে ভয়ানক পেছিয়ে আছে। বর্তমান ম্বহ্বর্তের বৈশিষ্ট্য ও তা থেকে আসা সোভিয়েত রাজের কর্তব্য বোঝার পক্ষে এই অবস্থাটাই হল ম্বল কথা। ব্বর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভারকেন্দ্র সরে যাচ্ছে এই র্বপ হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনায়। কেবল এইখানটা থেকে এগিয়েই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বহির্বাণিজ্যে একচেটিয়া স্থাপন, ম্বদ্রা সঞ্চালনের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, প্রলেতারীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তোষজনক একটা সম্পত্তিকর ও আয়কর প্রবর্তন, শ্রমবাধ্যতা চাল্বর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতির দিক থেকে উপস্থিত কর্তব্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।

এই সব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্বনর্গঠনের দিক থেকে আমরা ভয়ানক পেছিয়ে আছি (আর এগ্বলো খ্ববই গ্বর্ত্বপ্বর্ণ ক্ষেত্র), আর পেছিয়ে আছি কারণ সাধারণভাবে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত হয়েছে কম। বলাই বাহ্বল্য যে এ কর্তব্যটা খ্ববই দ্বর্হ, এবং য্বদ্ধজনিত ধ্বংসাবস্থার ক্ষেত্রে তার সমাধান সম্ভব কেবল দীর্ঘকাল ধরে, কিন্তু ভোলা উচিত নয় যে ঠিক এইখানটাতেই ব্বর্জোয়ারা — বিশেষ করে অসংখ্য ক্ষ্বদে ও কৃষক ব্বর্জোয়ারা — আমাদের সঙ্গে গ্বর্বতর লড়াই চালাচ্ছে, প্রবর্তমান নিয়ন্ত্রণ বানচাল করছে, দৃষ্টান্তস্বর্প, শস্য একচেটিয়া বানচাল করছে, দাঁওবাজি এবং চোরাবাজারি ব্যবসার জন্য ঘাঁটি জয় করছে। যে সব ডিক্রি আমরা পাশ করেছি তা এখনো মোটেই যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবে চাল্ব করতে পারি নি, এবং বর্তমান ম্বহ্বর্তের প্রধান কর্তব্য হল প্বনর্গঠনের যে সব ম্বল কথাগ্বলো ইতিমধ্যেই আইনে পরিণত হয়েছে (কিন্তু এখনো বাস্তব হয় নি), কাজের লোকের মতো তাদের ব্যবহারিক র্বপায়ণে সমস্ত শক্তি সংহত করা।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ চালিয়ে গিয়ে অটলভাবে তাদেরকে সমাজতন্ত্রের আমলে সামাজিক হিশেব নিকেশের গ্রন্থিবিন্দ্বতে পরিণত করার পথে এগ্বতে হলে সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি দরকার জাতীয় ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যাবৃদ্ধি, আমানত আকর্ষণ, জনসাধারণের পক্ষে টাকা জমা দেওয়া ও

তোলার কাজটা সহজ করা, 'লাইন' দূর করা, ঘুষখোর ও চোরদের পাকড়াও করা ও **গুলি করা** ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তব সাফল্য অর্জন। প্রথমে সবচেয়ে সরলতম জিনিসগুলোকে বাস্তবে কার্যকরী কবতে হবে, যা আছে তাকে সংগঠিত করতে হবে ভালোভাবে, তারপর তৈরি হতে হবে আরো জটিল কাজের জন্য।

যে সব রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে (শস্য, চামড়া ইত্যাদি) তাকে জোরদার ও সুশৃঙ্খল করতে হবে, — এবং তদ্দ্বারাই তৈরি হতে হবে বহির্বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া স্থাপনে; এ ছাড়া আমরা বিদেশী পুঁজিকে 'সেলামী' দেওয়া থেকে 'রেহাই পাব' না। আর নির্দিষ্ট একটা উৎক্রমণকালের জন্য বিদেশী পুঁজিকে খানিক সেলামী দিয়ে নিজেদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন আমরা রক্ষা করতে পারব কিনা তার ওপবেই নির্ভর করছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সমস্ত সম্ভাবনা।

সাধারণভাবে কর আদায়ে এবং বিশেষ করে সম্পত্তিকর ও আয়কর আদায়েও আমরা অসাধারণ পেছিয়ে আছি। বুর্জোয়ার ওপর খেসারত ধার্যের ব্যবস্থাটা নীতিগতভাবে নিঃসন্দেহেই প্রযোজ্য এবং প্রলেতারিয়েতের অনুমোদন লাভের যোগ্য, — এটা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই দিক থেকে পরিচালন পদ্ধতির চেয়ে বিজয় পদ্ধতির (ধনীদের কাছ থেকে রাশিয়াকে গরিবদের জন্য জয়) বেশি সন্নিকট। কিন্তু শক্তিশালী হতে হলে, নিজের পায়ের ওপর কায়েমী হয়ে দাঁড়াতে হলে আমাদের প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সরে আসতে হবে, বুর্জোয়ার কাছ থেকে খেসারত আদায়ের বদলে যেতে হবে পাকাপাকি ও সঠিকভাবে আদায় করা সম্পত্তি-ও-আয় করে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্র তাতে পাবে **বেশি**, আর তার জন্য আমাদের দরকার বেশি সংগঠনশীলতা, হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের উন্নত ব্যবস্থাপনা।

শ্রমবাধ্যতা প্রবর্তনে আমাদের বিলম্ব থেকে আরো একবার দেখা যাচ্ছে যে, দিনের আশু কর্তব্য হিশেবে এগিয়ে আসছে একদিকে প্রস্তুতিমূলক সাংগঠনিক কাজ, যাতে অর্জিতটা চূড়ান্তরূপে সংহত হওয়ার কথা, অন্যদিকে পুঁজিকে 'ঘেরাও করে' 'আত্মসমর্পণে' বাধ্য করার মতো ক্রিয়াকলাপের জন্য তৈরি হওয়া প্রয়োজন। শ্রমবাধ্যতা আমাদের প্রবর্তন করা উচিত অবিলম্বে, কিন্তু প্রবর্তিত করতে হবে অত্যন্ত ক্রমিকতা ও

বিচক্ষণতার সঙ্গে, প্রতিটি পদক্ষেপকে যাচাই করতে হবে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায়, এবং বলাই বাহুল্য, **ধনীদের জন্য** শ্রমবাধ্যতা প্রবর্তনই হবে প্রথম পদক্ষেপ। গ্রাম্য বুর্জোয়া সমেত সমস্ত বুর্জোয়ার জন্য শ্রম ও পরিভোগ-বাজেটের খাতা চালু করতে পারলে সেটা হবে শত্রুকে পুরোপুরি 'ঘেরাও করা' এবং উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর সত্যিকার দেশব্যাপী হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ।

দেশব্যাপী হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রামের তাৎপর্য

রাষ্ট্র যুগের পর যুগ জনপীড়ন ও লুণ্ঠনের সংস্থা হয়ে থাকায় সবকিছু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের প্রতি জনগণের প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের এক উত্তরাধিকার রেখে গেছে আমাদের জন্য। সেটাকে জয় করা খুবই দুরূহ কাজ, শুধু সোভিয়েত রাজের পক্ষেই তা সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু তার জন্য সোভিয়েত রাজের পক্ষেও প্রয়োজন দীর্ঘ কাল ও প্রচুর অধ্যবসায়। কিন্তু হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে, বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করার পর দিনই এই যে প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে মূলগত, এতে এরূপ 'উত্তরাধিকারের' প্রভাব হয় খুবই তীক্ষ্ম। অনিবার্যই কিছুটা সময় যাবে, তারপর এই যে জনগণ জমিদার ও বুর্জোয়া উচ্ছেদের পর প্রথম নিজেদের স্বাধীন বলে অনুভব করছে, তারা বুঝবে, বই থেকে নয়, নিজেদের **সোভিয়েতী** অভিজ্ঞতা থেকে বুঝবে ও **টের পাবে** যে উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর সর্বাঙ্গীন রাষ্ট্রীয় হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মেহনতীদের ক্ষমতা, মেহনতীদের স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে **না,** পুঁজির জোয়ালে প্রত্যাবর্তন **অনিবার্য**।

সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের ও বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়াদের সমস্ত অভ্যাস ও ঐতিহ্যও **রাষ্ট্রীয়** নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানা', 'পবিত্র' ব্যক্তিগত উদ্যোগের পক্ষে। নৈরাজ্যবাদ ও নৈরাজ্য-সিণ্ডিক্যালিজম যে **বুর্জোয়া** ধারা এই মার্কসীয় প্রতিপাদ্যটা যে কী পরিমাণ সঠিক, সমাজতন্ত্র, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কমিউনিজমের সঙ্গে তার কী আপোসহীন বিরোধ, তা আমরা এখন বিশেষ স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি। জনগণের

মধ্যে **সোভিয়েতী,** রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হিশেবের ধারণাটা চাল্ করার সংগ্রাম, তাকে কার্যে পরিণত করা, খাদ্য আর পরিচ্ছদ অর্জনকে যে অতীত একটা 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার, বেচা-কেনাকে 'শ্ধ্ আমার ব্যাপার' বলে দেখতে শিখিয়েছিল, সে অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য এই সংগ্রামটাই হল ব্র্জোয়া-নৈরাজ্যবাদী স্বতঃস্ফ্র্তির বির্দ্ধে সমাজতান্ত্রিক সচেতনতার মহত্তম, বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্যের একটা সংগ্রাম।

শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশে আইন হিশেবে জারি হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমনকি ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণের চেতনাতেই তা সবেমাত্র প্রবেশ করতে শ্র্ করেছে। উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ক্ষেত্রে বেহিশেবীপনা ও নিয়ন্ত্রণহীনতার মানে যে সমাজতন্ত্রের অঙ্কুর ধ্বংস, সেটা যে রাষ্ট্রীয় তহবিল তছর্প (কেননা সমস্ত সম্পত্তিই রাষ্ট্রীয় তহবিলের মধ্যে পড়ে আর রাষ্ট্রীয় তহবিলই হল সোভিয়েত রাজ, অধিকাংশ মেহনতীদের রাজ); হিশেব ও নিয়ন্ত্রণে অবহেলা যে সরাসরি জার্মান ও র্শী কর্নিলভদের সহায়তার সমান, মেহনতীদের ক্ষমতা যারা উৎখাত করতে পারে **কেবল** আমাদের পক্ষ থেকে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের কর্তব্য কব্জা করতে না পারার পরিস্থিতিতে, আর সমস্ত চাষী ব্র্জোয়ার সাহায্য নিয়ে, কাদেত, মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সাহায্য নিয়ে তারা 'ওঁৎ পেতে আছে' আমাদের জন্য, স্যোগের অপেক্ষায় আছে — এ নিয়ে আমাদের আন্দোলনে আমরা কথা বলি কম, এ নিয়ে অগ্রণী শ্রমিক ও কৃষকেরা ভাবে ও বলে কম। আর যতদিন শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে না উঠছে, অগ্রণী শ্রমিকেরা যতদিন এ নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গকারীদের বির্দ্ধে, অথবা নিয়ন্ত্রণে অবহেলাকারীদের বির্দ্ধে বিজয়ী ও নির্মম অভিযান না চালাচ্ছে, ততদিন সমাজতন্ত্রের দিকে প্রথম পদক্ষেপটি থেকে (শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ থেকে) দ্বিতীয় পদক্ষেপে যাওয়া যায় না, অর্থাৎ শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদন নিয়মনে যাওয়া যায় না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উদিত হতে পারে কেবল উৎপাদনী-পরিভোগী এমন সব কমিউনের জালি-ব্নট হিশেবে, যারা সবিবেকে নিজেদের উৎপাদন ও পরিভোগের হিশেব রাখছে, শ্রমের ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ করছে, অটলভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে চলছে, এবং তাতে করে শ্রমদিনকে সাত, ছয়

এমনকি আরও কম ঘণ্টায় নামিয়ে আনার সুযোগ পাচ্ছে। **শস্যের** ওপর এবং **শস্য সংগ্রহের** ওপর (তারপর অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর ওপর) কঠোরতম, দেশব্যাপী, ও সর্বাঙ্গীন হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা ছাড়া এখানে কিছুতেই চলবে না। পুঁজিবাদ আমাদের এমন সব গণ সংগঠনের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে, যা গণ আয়তনে হিশেব ও উৎপন্ন বণ্টনের নিয়ন্ত্রণে উত্তরণের কাজটাকে সহজ করে দিতে পারে — যথা, খরিদ্দার সমিতি। অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় রাশিয়ায় তা কম বিকশিত, তাহলেও তার সভ্যসংখ্যা কোটি খানেকের বেশি। কিছু দিন আগে খরিদ্দার সমিতি নিয়ে যে ডিক্রি জারি হয়েছে তা খুবই লক্ষণীয় ঘটনা, তা থেকে বর্তমান মুহূর্তে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য দেখা যাবে খুবই স্পষ্টভাবে।

ডিক্রিটা হল বুর্জোয়া সমবায় এবং বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে অবস্থিত শ্রমিক সমবায়গুলির সঙ্গে একটা রফা। রফা বা আপোসটা হচ্ছে প্রথমত, এই যে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরা শুধু যে ডিক্রির আলোচনায় অংশ নিয়েছে তাই নয়, কার্যক্ষেত্রে একটা নির্ধারক ভোটেরও অধিকার পায়, কেননা এই সব প্রতিষ্ঠান ডিক্রির যে অংশটার দৃঢ় বিরোধিতা করে তা বর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মূলত আপোসটা এই যে সমবায়ে বিনামূল্যে অন্তর্ভুক্তির নীতি (একমাত্র সুসঙ্গত প্রলেতারীয় নীতি), তথা নির্দিষ্ট অঞ্চলটির সমস্ত অধিবাসীকে **একই** সমবায়ে অন্তর্ভুক্তির নীতি সোভিয়েত রাজ বর্জন করেছে। শ্রেণী-বিলোপের কর্তব্যোপযোগী এই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে 'শ্রমিক শ্রেণীগত সমবায়গুলিকে' বিদ্যমান থাকার অধিকার দেওয়া হয়েছে (এগুলি এক্ষেত্রে নিজেদের 'শ্রেণীগত' বলছে শুধু এইজন্য যে তারা বুর্জোয়ার শ্রেণী-স্বার্থের অধীন)। শেষত, সমবায়গুলির ব্যবস্থাপকমণ্ডলী থেকে বুর্জোয়াদের একেবারে বাদ দেবার যে প্রস্তাব সোভিয়েত রাজ দেয়, তাও খুবই তরল করে দেওয়া হয়েছে, ব্যবস্থাপকমণ্ডলীতে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়েছে কেবল ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী চরিত্রের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ক্ষেত্রে।

প্রলেতারিয়েত যদি সোভিয়েত রাজ মারফত কাজ চালিয়ে সর্বরাষ্ট্রীয় আয়তনে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ, অন্তত তার বনিয়াদটা সংগঠিত করতে পারত, তাহলে এরূপ আপোসের প্রয়োজন থাকত না। বুর্জোয়া সমবায়কে পুরোপুরি

নিজের অধীনস্থ করা, উভয়কে মিলিয়ে **সমস্ত** ব্যবস্থাপকমণ্ডলীকে **নিজেদের** হস্তগত করা এবং ধনীদের পরিভোগের ওপর তত্ত্বাবধানটা **নিজেদের** হাতে নেওয়ার **বদলে** শ্রমিক সমবায়গুলি বুর্জোয়া সমবায়গুলির **পাশাপাশি** শ্রমিক সমবায় হয়ে থাকার তাগিদ পাচ্ছে যে নির্ভেজাল বুর্জোয়া নীতি থেকে, তার কাছে নতিস্বীকার ছাড়াই, বুর্জোয়ার সমবায়গুলির সহায়তা ছাড়াই সোভিয়েতগুলির খাদ্য বিভাগ মারফত, সোভিয়েতগুলির সরবরাহ সংস্থা মারফত আমরা সমস্ত অধিবাসীদের একটি একক, প্রলেতারীয় ধারায় চালিত সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতাম।

বুর্জোয়া সমবায়গুলির সঙ্গে এরূপ আপোস ক'রে সোভিয়েত রাজ বর্তমান বিকাশস্তরে• নিজের রণকৌশল ও কাজের স্বকীয় পদ্ধতি মূর্ত-নির্দিষ্টরূপে নির্ণয় করেছে, যথা: বুর্জোয়া লোকজনদের পরিচালনা ক'বে, তাদের কাজে লাগিয়ে, তাদের জন্য খানিকটা আংশিক ছাড় দিয়ে আমরা এমন অগ্রগতির পরিস্থিতি গড়ব, যা আমাদের প্রথমদিককার অনুমানের তুলনায় মন্থর হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে হবে আরো পাকাপোক্ত, ঘাঁটি ও যোগাযোগ লাইন হবে অনেক জোরদার, জিতে-নেওয়া অবস্থান হবে অনেক সংহত। সোভিয়েতগুলি এখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে তাদের সাফল্যের পরিমাপ করতে পারে (**এবং করা উচিত**) অসাধারণ পরিষ্কার, সরল ও ব্যবহারিক একটা মাপকাঠি দিয়ে. ঠিক কতগুলি লোকগোষ্ঠীতে (কমিউন বা গ্রাম, পাড়া ইত্যাদি) সমবায়গুলির বিকাশ সমস্ত অধিবাসীদের আলিঙ্গন করার দিকে কতটা এগিয়েছে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেই প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজ নিষ্পন্ন হবার পর উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ ও তাদের প্রতিরোধ দমনের প্রধান ও মূল কাজটা যে পরিমাণে সাধিত হবে, সেই পরিমাণে আবশ্যিক-ভাবেই প্রধান হয়ে এগিয়ে আসে পুঁজিবাদের চেয়ে উচ্চতর সমাজব্যবস্থা গঠনের মূল কর্তব্য, যথা: শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সেই প্রসঙ্গে

(ও তারই জন্য) শ্রমের উচ্চতর সংগঠন। আমাদের সোভিয়েত রাজ ঠিক এমন একটা পরিস্থিতিতে রয়েছে, যখন কেরেনস্কি থেকে কর্নিলভ পর্যন্ত সমস্ত শোষকদের ওপর বিজয়লাভের কল্যাণে তা সরাসরি এ কর্তব্যের সম্মুখীন হওয়ার, তাতে পুরোপুরি লেগে যাবার সুযোগ পেয়েছে। আর এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতা যদি দখল করা সম্ভব হয় কয়েকটা দিনের মধ্যে, শোষকদের সামরিক (এবং অন্তর্ঘাতী) প্রতিরোধ যদি এক বৃহৎ দেশের কোণে কোণে পর্যন্ত দমন করা যায় কয়েকটা সপ্তাহে, তাহলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কর্তব্য পাকাপাকি সাধন করতে হলে দরকার অন্তত (বিশেষ করে যন্ত্রণাকর এবং ধ্বংসসাধক যুদ্ধের পর) কয়েক বছর। কাজের দীর্ঘকালব্যাপী চরিত্রটা এক্ষেত্রে নিশ্চিতই অবজেকটিভ ঘটনাচক্র প্রসূত।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা তুলতে হলে দরকার সর্বাগ্রে, বৃহৎ শিল্পের বৈষয়িক বনিয়াদকে নিশ্চিত করা: জ্বালানি, লোহা, যন্ত্র-নির্মাণ ও রসায়ন শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো। রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে এই দিক থেকে যে এমনকি ব্রেস্ত শান্তিচুক্তির পরও তার দখলে আছে বিপুল আকরিক (উরালে), পশ্চিম সাইবেরিয়ার (পাথুরে কয়লা), ককেশাস ও দক্ষিণ-পূর্বের (তেল), কেন্দ্রাঞ্চলের জ্বালানি (পীট) স্তর, বিশাল বনসম্পদ, জলশক্তি, রসায়ন শিল্পের কাঁচা মাল (কারাবুগাজ) প্রভৃতি। আধুনিকতম টেকনিকের ভিত্তিতে এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগালে উৎপাদন শক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির ভিত্তি রচিত হবে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বিতীয় সর্ত হল, প্রথমত, জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়ন। এই উন্নয়নটা এখন চলছে প্রচণ্ড দ্রুত, বুর্জোয়া রুটিনে অন্ধ লোকেরা যা দেখতে পাচ্ছে না, সোভিয়েত সংগঠনের কল্যাণে জনগণের নিচের 'তলায়' এখন আলোকের জন্য কী ব্যাকুলতা ও উদ্যমশীলতা ছাড়া পাচ্ছে তা তারা বুঝতে অক্ষম। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্ত হল মেহনতীদেরও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি, কাজ করতে পারার কৃতিত্ব, শ্রমের কার্যকারিতা, প্রখরতা, তার উৎকৃষ্ট সংগঠন।

বুর্জোয়ারা যাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে, অথবা স্বার্থোদ্দেশ্যে যারা

বুর্জোয়ার সেবা করছে, তাদের বিশ্বাস করতে হলে এই দিক থেকে ব্যাপারটা আমাদের এখানে খুবই খারাপ, এমনকি নৈরাশ্যজনক। এই সব লোকেরা বোঝে না যে তেমন বিপ্লব কখনো হয় নি, হতে পারে না, যেখানে পুরনোর পক্ষপাতীরা ভাঙচুর, অরাজকতা ইত্যাদি নিয়ে সোরগোল না তুলেছে। এটা স্বাভাবিক যে সদ্য সদ্য একটা অভূতপূর্ব রকমের বর্বর জোয়াল ছুঁড়ে-ফেলা জনগণের মধ্যে একটা গভীর ও ব্যাপক আলোড়ন ও উৎসার চলবে, — জনগণ কর্তৃক শ্রম-শৃঙ্খলার নতুন বনিয়াদ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটা খুবই দীর্ঘকালব্যাপী, জমিদার ও বুর্জোয়ার ওপর পুরিপূর্ণ জয়লাভের আগে সে রূপ কাজ শুরু হতেও পারে না।

কিন্তু, বুর্জোয়ারা ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা (নিজেদের সাবেকী বিশেষ সুবিধা বজায় রাখার ব্যাপারে হতাশ হয়ে) যে হতাশা এবং প্রায়ই মেকি হতাশা ছড়ায় তাতে আত্মসমর্পণ না করলেও আমাদের কোনোক্রমেই সুস্পষ্ট অকল্যাণটাকে চাপা দেওয়া উচিত নয়। উল্টে বরং, আমরা তাকে উদ্ঘাটিত করব, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সোভিয়েতী কায়দাকে জোরদার করব, কেননা স্বতঃস্ফূর্ত পেটি বুর্জোয়া অরাজকতা, কেরেনস্কি আমল ও কর্নিলভ আমলের সম্ভাব্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই সত্যিকারের গ্যারাণ্টিটার ওপর সচেতন প্রলেতারীয় সংগঠনশীলতার বিজয় ছাড়া সমাজতন্ত্রের সাফল্য অকল্পনীয়।

রুশ প্রলেতারিয়েতের বেশি সচেতন অগ্রবাহিনী ইতিমধ্যেই শ্রম-শৃঙ্খলা বৃদ্ধির কর্তব্য নিয়েছে। যেমন, ধাতু কর্মী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও ডিক্রির খসড়া রচনার কাজ শুরু হয়েছে (৪০)। এ কাজটাকে সমর্থন ক'রে সর্ব-শক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এবার সামনে রাখতে হবে ফুরন মজুরিকে কার্যত প্রয়োগ ক'রে পরখ করার প্রশ্ন, টেইলর প্রথায় বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল যা কিছু আছে তা ব্যবহার করা, মোট উৎপাদনের সঙ্গে অথবা রেলওয়ে, জল পরিবহন ইত্যাদির কার্যফলের সঙ্গে বেতনকে সমানুপাতিক করা।

অগ্রণী জাতিগুলির তুলনায় রুশীরা খারাপ শ্রমিক। জার আমল ও ভূমিদাস প্রথার দুর্মর জেরের ফলে তা না হয়ে পারে না। কাজ করতে

শেখো — জনগণের সামনে পূর্ণ আয়তনে এই কর্তব্যটা পেশ করতে হবে সোভিয়েত রাজকে। এ দিক দিয়ে পুঁজিবাদের শেষ কথা — টেইলর প্রথা পুঁজিবাদের অন্য সমস্ত প্রগতির মতোই হল বুর্জোয়া শোষণের সূক্ষ্ম পাশবিকতার সঙ্গে শ্রমের সময় যান্ত্রিক গতির বিশ্লেষণ, অবান্তর ও আনাড়ী গতির বর্জন, কাজের সঠিকতম পদ্ধতি রচনা, হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে একগুচ্ছ সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের সম্মিলন। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও টেকনলজির সব কিছু মূল্যবান কৃতিত্বকেই যে করেই হোক গ্রহণ করতে হবে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে। সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্যতা নির্ধারিত হচ্ছে ঠিক সোভিয়েত রাজ ও পরিচালনায় সোভিয়েত সংগঠনের সঙ্গে পুঁজিবাদের অতি সাম্প্রতিক প্রগতিকে মেলানোর ওপর। রাশিয়ায় টেইলর প্রথা নিয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা, তাকে নিয়মিতভাবে পরখ করা, খাপ খাইয়ে নেবার কাজ শুরু করা উচিত রাশিয়ায়। সেই সঙ্গে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে এগুবার সময় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার উৎক্রমণ কালটার বৈশিষ্ট্য হিশেবে রাখা উচিত, যা একদিকে দাবি করে যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার বনিয়াদটা যেন পাতা হয়, অন্যদিকে বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের দাবি করে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধ্বনিটা যেন প্রলেতারীয় রাজের মধুমাখা আচরণে কলুষিত না হয়।

[প্র]তিযোগিতা সংগঠন

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বুর্জোয়ারা যে সব ছাইভস্ম সাগ্রহে প্রচার করে, তার মধ্যে এই কথাটা পড়ে যে সমাজতন্ত্রীরা বুঝি প্রতিযোগিতার গুরুত্ব মানে না। আসলে শ্রেণী, ও সেইহেতু জনগণের দাসত্ব বিলোপ ক'রে কেবল সমাজতন্ত্রই প্রথম সত্যিকারের গণ আয়তনে প্রতিযোগিতার পথ খুলে দেয়। এবং বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক গণতান্ত্রিকতা থেকে প্রশাসনে মেহনতী জনগণের সত্যিকার অংশগ্রহণে গিয়ে ঠিক সোভিয়েত সংগঠনই ঢালাওভাবে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

তা করা অনেক সহজ, কিন্তু সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ঠিক প্রথমটাই গ্রুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিযোগিতা সংগঠনের একটা উপায় — প্রকাশ্যতার কথা ধরা যাক। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র তা কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে মানে, আসলে তা সংবাদপত্রকে পুঁজির অধীন করে। চটকদার রাজনৈতিক ছাইভস্ম দিয়ে 'জনতাকে' মজা দেয় আর কলকারখানায়, কারবারী চুক্তিগুলোয়, অর্ডার সরবরাহ ইত্যাদিতে 'পবিত্র মালিকানাকে' রক্ষা-করা 'বাণিজ্যিক গোপনীয়তার' আড়ালে কী চলছে তা চেপে রাখে। বাণিজ্যিক গোপনীয়তা সোভিয়েত রাজ নাকচ করেছে, নতুন পথে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যতাকে ব্যবহার করার দিকে আমরা প্রায় কিছুই করি নি। পুরোপুরি মিথ্যাচারী ও বেহায়ার মতো কুৎসাজীবী বুর্জোয়া সংবাদপত্রকে নির্মমভাবে দমনের সঙ্গে সঙ্গে এমন সংবাদপত্র সৃষ্টির কাজে নিয়মিতভাবে লাগতে হবে, যা রাজনৈতিক চটকদারি ও ছাইভস্ম দিয়ে জনগণকে মজা দেবে না ও বোকা বানাবে না, বরং দৈনন্দিন অর্থনীতির সমস্যা জন-দরবারে পেশ করবে, তার গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। প্রতিটি কারখানা, প্রতিটি গ্রাম হল উৎপাদনী-পরিভোগী কমিউন, সাধারণ সোভিয়েত আইন নিজেদের মতো ক'রে প্রয়োগের অধিকার ও দায়িত্ব তাদের আছে ('নিজেদের মতো' ক'রে মানে তা লঙ্ঘন নয়, কার্যকরী করার রকমারি রূপের অর্থে), উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের হিশেবের সমস্যাটা নিজেদের মতো ক'রে সমাধানের অধিকার ও দায়িত্ব আছে। পুঁজিবাদের আমলে এটা ছিল এক একজন পুঁজিপতি, জমিদার, কুলাকের 'ব্যক্তিগত কাজ'। সোভিয়েত রাজের আমলে এটা ব্যক্তিগত কাজ নয়, অতি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ।

কমিউনগুলির প্রতিযোগিতা সংগঠন করা, শস্য, পোষাক ইত্যাদির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় হিশেব ও প্রকাশ্যতা চালু করা, শুকনো, নিষ্প্রাণ, আমলাতান্ত্রিক হিশেবকে জীবন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত করা, যার কোনোটা ঘৃণ্য, কোনোটা মনোহর — এই বিরাট, সুকঠিন কিন্তু ধন্যবাদার্হ কাজটায় আমরা এখনো প্রায় নামি নি। উৎপাদনের পুঁজিবাদী প্রথার আমলে, ধরা যাক, কোনো একটা উৎপাদনী আর্টেলের দৃষ্টান্তের গুরুত্ব ছিল অনিবার্যই খুবই চূড়ান্ত মাত্রায় সীমাবদ্ধ; আদর্শ, শুভঙ্কর প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ফেলে পুঁজিবাদকে

'সংশোধন করার' স্বপ্ন দেখা সম্ভব ছিল কেবল পেটি বুর্জোয়া বিভ্রান্তির পক্ষে। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রলেতারিয়েতের হাতে আসার পর, উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদের পর ব্যাপারটা আমূল বদলে যাচ্ছে, এবং বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রীরা যা একাধিকবার বলেছেন, সেই অনুসারে দৃষ্টান্তের জোর এই প্রথম গণ আয়তনে প্রভাবপাতের সুযোগ পাচ্ছে। আদর্শ কমিউনগুলিকে হতে হবে, এবং হবে পশ্চাৎপদ কমিউনগুলির পালক, শিক্ষক, উন্নয়নসাধক। সংবাদপত্রকে হতে হবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের হাতিয়ার, তারা জানাবে বিস্তারিতভাবে আদর্শ কমিউনগুলির সাফল্যের কথা, তাদের সাফল্যের কারণ, তাদের কারবার চালানোর পদ্ধতি বিশ্লেষণ করবে, আর অন্যদিকে যে সব কমিউন একরোখার মতো 'পুঁজিবাদের ঐতিহ্য', অর্থাৎ অরাজকতা, আড্ডাবাজি, বিশৃঙ্খলা, দাঁওবাজি বজায় রাখছে, তাদের নাম তুলবে 'কালা বোর্ডে'। পুঁজিবাদী সমাজে পরিসংখ্যান ছিল একমাত্র 'সরকারী লোক' বা সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞদের এক্তিয়ারে, তাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে জনগণের মধ্যে, জনপ্রিয় করে তুলতে হবে যাতে মেহনতীরা নিজেরাই ক্রমে ক্রমে দেখতে ও বুঝতে শেখে কী ভাবে ও কতটা খাটতে হবে, কী ভাবে ও কতটা বিশ্রাম নিতে হবে, এক একটা কমিউনের কাজের ফলাফলের তুলনা যেন হয় সাধারণ আগ্রহ ও বিশ্লেষণের বস্তু, বিশিষ্ট কমিউনগুলি যেন পুরস্কৃত হয় অবিলম্বে (শ্রমদিন কিছুকালের জন্য হ্রাস ক'রে, বেতন বৃদ্ধি ক'রে, বেশি পরিমাণে সাংস্কৃতিক বা নান্দনিক কল্যাণ বা মূল্যবস্তু সরবরাহ ক'রে ইত্যাদি)।

ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে নতুন শ্রেণী যখন সমাজের নেতা ও পরিচালক হিশেবে এগিয়ে আসে, তখন একদিকে প্রবল 'দুলুনি', ঝাঁকুনি, সংগ্রাম ও ঝঞ্ঝার একটা পর্ব এবং অন্যদিকে নতুন অবজেক্টিভ পরিস্থিতির উপযোগী নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত পদক্ষেপ, পরীক্ষা, দ্বিধা এবং দোলায়মানতার একটা পর্ব কখনো এড়ানো যায় না। মুমূর্ষু সামন্ত অভিজাতবর্গ বিজয়ী ও তার অপসরণকারী বুর্জোয়াদের ওপর প্রতিহিংসা নিয়েছিল শুধু বিদ্রোহ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত ও প্রচেষ্টা দিয়েই নয়, যে 'ভুঁইফোর', 'বেহায়ারা' প্রিন্স, ব্যারন, অভিজাত ও সম্ভ্রান্তদের বহু যুগের তালিম ছাড়াই রাষ্ট্রের 'পবিত্র হাল' ধরার স্পর্ধা করেছে, তাদের অকর্মণ্যতা, আনাড়ীপনা, ভুলভ্রান্তি নিয়ে উপহাসের বন্যা বইয়েও; হুবহু ঠিক তেমনি

করেই এখন কর্নিলভ আর কেরেনস্কি, গোৎস আর মার্তভরা, বুর্জোয়া জোচ্চুরি অথবা বুর্জোয়া সংশয়বাদের এই সমগ্র বীর ভায়ারা ক্ষমতা দখলের 'স্পর্ধার' জন্য প্রতিশোধ নিচ্ছে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ওপর।

বলাই বাহুল্য, নতুন সামাজিক শ্রেণীটি, তদুপরি যে শ্রেণীটি এতদিন পর্যন্ত ছিল নিপীড়িত, অভাব অনটন ও তমসায় অবদমিত, তার পক্ষে নতুন পরিস্থিতিটাকে আয়ত্ত করা, চারপাশটা চেয়ে দেখা, নিজের কাজ গুছনো, নিজেদের সংগঠকদের তুলে ধরার জন্য দরকার কয়েক সপ্তাহ নয়, সুদীর্ঘ মাস ও বৎসর। বোঝাই যায় যে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পরিচালক পার্টিটির মধ্যে অযুত অযুত ও কোটি কোটি লোককে নিয়ে বড়ো বড়ো সাংগঠনিক উদ্যোগের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে নি; আমাদের পুরনো, প্রায় পুরোপুরি আন্দোলনমূলক অভ্যাসগুলিকে ঢেলে সাজার কাজটা খুবই সময়সাপেক্ষ। কিন্তু অসম্ভব বলে এখানে কিছু নেই, এবং বদল যে আবশ্যক, তার পরিষ্কার চেতনা যদি একবার আমাদের হয়, তাকে কার্যে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প এবং মহান ও দুরূহ লক্ষ্যার্জনে সহ্যগুণ যদি আমাদের থাকে, তাহলে আমরা তা কার্যে পরিণত করব। 'জনগণের' মধ্যে, অর্থাৎ শ্রমিক এবং অপরের মেহনত শোষণ করে না এমন কৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক প্রতিভা আছে প্রভূত; পুঁজি তাদের হাজারে হাজারে দমন করেছে, ধ্বংস করেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে; আমরা এখনো তাদের সন্ধান পাচ্ছি না, চাঙ্গা করে তুলতে, পায়ের ওপর দাঁড় করাতে, সামনে এগিয়ে দিতে পারছি না। কিন্তু সেটা আমরা শিখে নেব, যদি যে জিনিসটা ছাড়া বিজয়ী বিপ্লব হয় না, সেই বিপ্লবী উদ্দীপনা সবখানি নিয়ে আমরা তা শিখতে শুরু করি।

নোংরা গাঁজলা ছাড়া, অনভিজ্ঞ নবোদ্ভাবকের ঘাড়ে চাপা ভাগ্যান্বেষী ও চোর, হামবড়া ও গলাবাজ ছাড়া, বিদঘুটে সোরগোল, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অনর্থক শশব্যস্ততা ছাড়া, ২০টা কাজ ঘাড়ে নিয়ে একটাও শেষ করতে না-পারা এক একজন 'নেতা' ছাড়া কোনো গভীর ও প্রবল গণ আন্দোলন ইতিহাসে হয় নি। বিশাল একটা পুরনো গাছ কোপাবার সময় প্রতিটি উড়ন্ত ছিলকা দেখে বেলোরুসভ থেকে মার্তভ পর্যন্ত বুর্জোয়া সমাজের পোষাকী কুকুরেরা গোঁ গোঁ ও ঘেউ ঘেউ করতে চায় করুক। কুকুর বলেই তো প্রলেতারীয় হাতি দেখে ঘেউ ঘেউ করবে। তা করুক। আমরা নিজেদের পথ

ধরে যাব, যথাসম্ভব সাবধানে ও ধৈর্য ধরে সত্যিকারের সংগঠকদের পরখ করে সনাক্ত করার চেষ্টা করব, তারা হবে এমন সব লোক যাদের ধীরস্থির বুদ্ধি ও ব্যবহারিক ক্ষিপ্রতা আছে, এমন সব লোক, সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে যাদের আছে বিনা সোরগোলে (এবং তালগোল ও শশব্যস্ততা অগ্রাহ্য করেই) সোভিয়েত সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে বহুসংখ্যক লোকের পাকাপোক্ত ও সুসমঞ্জস সম্মিলিত কাজ গুছিয়ে তোলার নৈপুণ্য। দশ বার করে পরীক্ষার পর **কেবল** এই রকম লোকেদেরই সরলতম কাজ থেকে জটিলতম কাজে এগিয়ে দিয়ে জাতীয় শ্রমের দায়িত্বশীল পরিচালক পদে, প্রশাসনের দায়িত্বশীল পরিচালক পদে তুলে ধরা দরকার। এটা আমরা এখনো শিখি নি। কিন্তু শিখে নেব।

'সুঠাম সংগঠন' ও একনায়কত্ব

বিগত (মস্কো) সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বর্তমানের প্রাথমিক কর্তব্য হিশেবে রাখা হয় 'সুঠাম সংগঠন' সৃষ্টি ও শৃঙ্খলা উন্নয়ন*। এই ধরনের সিদ্ধান্তে আজকাল সবাই সাগ্রহে 'ভোট দেয়' ও 'সমর্থন করে', কিন্তু তা বাস্তবে কার্যকরী করতে হলে যে দরকার বাধ্যবাধকতা, এবং ঠিক একনায়কত্ব ধরনের বাধ্যবাধকতা, তা নিয়ে সাধারণত ভাবা হয় না। অথচ বাধ্যবাধকতা ছাড়া ও একনায়কত্ব ছাড়া পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব বলে ধরা হবে মহা নির্বুদ্ধিতা ও একান্ত ছেঁদো ইউটোপিয়াবাদ। এই পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও নৈরাজ্যবাদী ছেঁদোমির বিরুদ্ধে মার্কসের তত্ত্ব দেখা দেয় বহুকাল আগেই এবং একান্ত সুনির্দিষ্টরূপেই। এবং এই দিক থেকে ১৯১৭—১৯১৮ সালের রাশিয়া মার্কসের তত্ত্বকে এমন জাজ্বল্যমান, অনুভবযোগ্য ও অমোঘভাবে সমর্থন করেছে যে কেবল হতাশ রকমের ভোঁতা বা একগুঁয়ের মতো সত্যের দিকে পিছন ফিরে থাকতে কৃতসংকল্প লোকেরাই কেবল এখনো এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হতে পারে। হয় কর্নিলভের একনায়কত্ব (যদি তাকে বুর্জোয়া কাভেনিয়াকের রুশী টাইপ

* ভ. ই. লেনিন, 'সারা-রুশ চতুর্থ জরুরী সোভিয়েত কংগ্রেসে ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত'। — সম্পাঃ

বলে ধরি), নয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, — সবচেয়ে প্রাণান্তকর এক যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট চূড়ান্ত ভগ্নদশার মধ্যে অসাধারণ খাড়াই বাঁক নিয়ে অসাধারণ দ্রুত বিকাশ ঘটানো দেশটার পক্ষে অন্য কোনো পথের কথাই হতে পারে না। সমস্ত মধ্যপন্থী সমাধান হয় বুর্জোয়া কর্তৃক জনপ্রতারণা, যে বুর্জোয়া সত্য কথাটা বলতে অক্ষম, এ কথা বলতে অক্ষম যে তাদের দরকার কর্নিলভকে, নয় এটা হল গণতন্ত্রের ঐক্য, গণতন্ত্রের একনায়কত্ব, সাধারণ গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট ইত্যাদি বাজে কথা নিয়ে বক বক করা পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের, চের্নোভ, সেরেতেলি, মার্তভদের নির্বুদ্ধিতা। ১৯১৭—১৯১৮ সালের রুশ বিপ্লবের গতিধারার মধ্যেও যে একথা বোঝে নি যে মধ্যপন্থা অসম্ভব, তার আশা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অন্যদিকে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন নয় যে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যে কোনো উত্তরণে একনায়কত্ব দরকার দুটি প্রধান কারণে, বা দুটি প্রধান ধারায়। প্রথমত, শোষকদের প্রতিরোধকে নির্মমভাবে দমন না করে পুঁজিবাদকে পরাস্ত ও উৎপাটিত করা যায় না, এই শোষকদের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সম্পদ থেকে, তাদের সংগঠনশীলতা ও জ্ঞানের প্রাধান্য থেকে বঞ্চিত করা যায় না, এবং সেই হেতু তারা গরিবদের যে ক্ষমতাকে ঘৃণা করে তা উচ্ছেদের জন্য অনিবার্যই যথেষ্ট দীর্ঘ পর্ব ধরে চেষ্টা করে যাবে। দ্বিতীয়ত, যে কোনো মহা বিপ্লব, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বাইরের যুদ্ধ না ঘটলেও ভেতরকার যুদ্ধ ছাড়া অকল্পনীয়, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ, যাতে ছারখার হয় বহির্যুদ্ধের চেয়েও বেশি, যাতে দোলায়মানতা এবং পক্ষ থেকে পক্ষান্তরে গমনের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ঘটনা ঘটে, যা প্রচণ্ডতম অনির্দিষ্টতা, ভারসাম্যহীনতা, বিশৃঙ্খলার এক অবস্থার পরিচায়ক। এবং, বলাই বাহুল্য, পুরনো সমাজ ভাঙনের সমস্ত উপাদান, অনিবার্যভাবেই যা অত্যন্ত সংখ্যাবহুল ও প্রধানত পেটি বুর্জোয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (কেননা যে কোনো যুদ্ধ ও যে কোনো সংকট তারই সর্বনাশ ও ধ্বংস ঘটায় সর্বাগ্রে), এরূপ গভীর ওলটপালটের সময় নিজেকে 'জাহির' না 'করে' পারে না। আর অপরাধ, গুণ্ডামি, ঘুষখোরি, দাঁওবাজি ও সব ধরনের অনাচার বৃদ্ধি ছাড়া ভাঙনের উপাদানগুলি নিজেদের 'জাহির করতে' পারে না। এটা সামলে দেবার জন্য দরকার সময় ও দরকার লৌহমুষ্টি।

ইতিহাসে এমন একটাও বৃহৎ বিপ্লব হয় নি যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা টের না পেয়েছে এবং চোরকে অপরাধস্থলেই গুলি করে পরিত্রাণলাভের মতো দৃঢ়তা না দেখিয়েছে। প্রাক্তন বিপ্লবগুলির দুর্ভাগ্য হয়েছিল এই যে জনগণের যে বিপ্লবী উদ্দীপনার ফলে তারা তাদের চাপ-পিষ্ট অবস্থা সইতে পারছিল ও ভাঙনের উপাদানগুলির বিরুদ্ধে নির্মম দমন প্রয়োগের শক্তি পাচ্ছিল, তা বেশি দিন টেকে নি। জনগণের বিপ্লবী উদ্দীপনার এই রূপ অস্থায়িত্বের সামাজিক, অর্থাৎ শ্রেণীগত কারণ ছিল প্রলেতারিয়েতের দুর্বলতা, আর **কেবল তারাই** (যদি তারা হয় যথেষ্ট সংখ্যাবহুল, সচেতন, সুশৃঙ্খল) মেহনতী ও শোষিতদের **অধিকাংশকে** (সহজ করে ও জনবোধ্যরূপে বললে, অধিকাংশ গরিবদের) নিজের দিকে টানতে এবং সমস্ত শোষকদের ও ভাঙনের সমস্ত উপাদানকে পুরোপুরি দমনের জন্য যথেষ্ট দীর্ঘকাল ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম।

সমস্ত বিপ্লবের এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, এই বিশ্ব-ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাটাই মার্কস সারসংক্ষেপিত করে একটা সংক্ষিপ্ত, সুতীক্ষ্ম, যথাযথ ও উজ্জ্বল সূত্র দিয়েছেন: প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। রুশ বিপ্লব যে সঠিকভাবে এই বিশ্ব-ঐতিহাসিক কর্তব্য সাধনের সম্মুখীন হয়েছে তা **প্রমাণিত হয়েছে** রাশিয়ার সমস্ত জনগণ ও ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সংগঠনের বিজয়ী অভিযানে। কেননা সোভিয়েত রাজ হল আর কিছুই নয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের, অগ্রণী শ্রেণীটির একনায়কত্বের সাংগঠনিক রূপ, যে শ্রেণী নতুন গণতন্ত্রে, রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বাবলম্বী অংশগ্রহণের পর্যায়ে উত্থিত করছে কোটি কোটি এমন সব মেহনতী ও শোষিতদের, যারা নিজ অভিজ্ঞতায় প্রলেতারিয়েতের সুশৃঙ্খল ও সচেতন অগ্রবাহিনীর মধ্যে নিজেদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নেতাকে চিনতে শিখছে।

কিন্তু একনায়কত্ব একটা বড়ো কথা। আর বড়ো কথা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না। একনায়কত্ব হল লৌহকঠিন ক্ষমতা, যেমন শোষকদের তেমনি গুন্ডাদের দমনেও বৈপ্লবিক ধরনে স্পর্ধিত, ক্ষিপ্র, নির্মম। আর আমাদের রাজটা অপরিমেয় রকমের নরম, প্রায়ই লোহার চেয়ে বরং জেলির সঙ্গেই তার সাদৃশ্য বেশি। এক মুহূর্তের জন্যও ভোলা চলে না যে বুর্জোয়া

ও পেটি বুর্জোয়া ভৌতশক্তি সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে লড়ছে দু'ভাবে: একদিকে তা ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে বাইরে থেকে, সাভিনকভ, গোৎস, গেগেচকরি, কর্নিলভদের পদ্ধতিতে, ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থান নিয়ে, আর তাদের নোংরা 'ভাবাদর্শগত' প্রতিফলনস্বরূপ কাদেত, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের সংবাদপত্রে মিথ্যা ও কুৎসার স্রোত বইয়ে; — অন্যদিকে এই ভৌতশক্তি কাজ করছে ভেতর থেকে, ভাঙনের সমস্ত উপাদান, সমস্ত দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে ঘুষখোরির জন্য, শৃঙ্খলাহীনতা, অবহেলা ও লণ্ডভণ্ড অবস্থা বাড়িয়ে তোলার জন্য। যত আমরা বুর্জোয়ার পরিপূর্ণ সামরিক দমনের সন্নিকট হব, ততই এই পেটি বুর্জোয়া অরাজকতার ভৌতশক্তিটা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। আর এ ভৌতশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু প্রচার ও আন্দোলন দিয়ে, শুধু প্রতিযোগিতা সংগঠন করে, শুধু সংগঠক বাছাই করে চালানো যায় না — সংগ্রাম চালাতে হবে বাধ্যকরণ মারফতও।

ক্ষমতার মূল কর্তব্যটা যে পরিমাণে হয়ে দাঁড়াবে সামরিক দমন নয়, প্রশাসন, সেই পরিমাণেই দমন ও বাধ্যকরণের প্রতিভূস্থানীয় অভিব্যক্তি হবে অকুস্থলেই গুলি করা নয়, আদালত। আর এ দিক দিয়ে ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পর জনগণ বুর্জোয়া-আমলাতান্ত্রিক বিচারযন্ত্র ভেঙে দেবার যত কিছু ডিক্রির অনেক আগেই নিজেদের শ্রমিক ও কৃষক আদালত স্থাপন শুরু ক'রে সঠিক পথই নেয় ও বিপ্লবের প্রাণশক্তি প্রমাণ করে। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী গণ আদালতগুলি অপরিমেয় রকমের, অবিশ্বাস্য রকমের দুর্বল। আদালতকে একটা সরকারী পরকীয় ব্যাপার বলে দেখার যে অভ্যাস জনগণ জমিদার ও বুর্জোয়াদের জোয়াল থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছে তা যে এখনো চূড়ান্তরূপে বিদূরিত হয় নি, তা টের পাওয়া যাচ্ছে। এ চেতনা যথেষ্ট নেই যে আদালতগুলি হল ঠিক সমস্ত গরিবদের রাষ্ট্রপ্রশাসনে টেনে আনার সংস্থা (কেননা আদালতঘটিত ক্রিয়াকলাপ হল রাষ্ট্রপ্রশাসনের অন্যতম কাজ), আদালত হল প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের ক্ষমতার সংস্থা, আদালত হল শৃঙ্খলা শিক্ষা দেবার হাতিয়ার। এই সরল ও স্বতঃস্পষ্ট ব্যাপারটা সম্পর্কে যথেষ্ট চেতনা নেই যে রাশিয়ার প্রধান দুর্বিপাক যদি হয় বুভুক্ষা ও বেকারি, তাহলে কোনো উৎসাহের দমকে

সে বিপদ জয় করা যাবে না, যাবে কেবল সর্বমুখী, সর্বাঙ্গীন, দেশব্যাপী সংগঠন ও শৃঙ্খলা দিয়ে, যাতে লোকের জন্য খাদ্য ও শিল্পের জন্য খাদ্যের (জ্বালানির) উৎপাদন বাড়ে, সময়মতো তার সরবরাহ ও সঠিক বণ্টন সম্ভব হয়; — এবং সেই হেতু যে কোনো কারখানায়, যে কোনো কারবারে, যে কোনো কাজে যারা শ্রম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করবে, বুভুক্ষা ও বেকারির ক্লেশের জন্য তাদের প্রত্যেকে **দায়ী**, — আর এ ব্যাপারে দোষীদের খোঁজ করে, আদালতে সোপর্দ করে নির্মম শাস্তি দিতে পারা চাই। যে পেটি বুর্জোয়া ভৌতশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এখন অতি একরোখা লড়াই চালাতে হবে, তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে ঠিক এইখানে যে সংগঠন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সকলের ও প্রত্যেকের অবহেলার সঙ্গে বুভুক্ষা ও বেকারির যে জাতীয়-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে সে চেতনাটা ক্ষীণ; এই **ক্ষুদে-মালিকী** দৃষ্টিভঙ্গি পাকাপোক্ত টিকে থাকছে: নিজের কোলে বেশি ঝোল টানতে পারলেই হল, তাতে অন্যের যা হবার হোক।

বৃহৎ পুঁজি সৃষ্ট একটা দেহযন্ত্রের অর্থনৈতিক যোগাযোগগুলি যেখানে বলা যায় সবচেয়ে প্রকটভাবে রূপায়িত হয়েছে, সেই রেলপথের ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় সংগঠনশীলতার সঙ্গে পেটি বুর্জোয়া অবহেলার ভৌতশক্তির এই সংগ্রাম বিশেষ প্রবলরূপে অনুভূত হচ্ছে। 'প্রশাসনিক' উপাদান অন্তর্ঘাতক ও ঘুষখোরদের বসাচ্ছে প্রচুর সংখ্যায়; সেরা প্রলেতারীয় অংশের উপাদান শৃঙ্খলার জন্য লড়ছে; কিন্তু এই উভয় উপাদানের মধ্যেই অবশ্যই দোদুল্যমান এমন অনেকেই আছে যারা 'দুর্বল', যে যন্ত্রটার সঠিক কাজের ওপর বুভুক্ষা ও বেকারির ক্ষেত্রে জয়লাভ নির্ভর করছে, তাকে নষ্ট করার মূল্যে পাওয়া দাঁওবাজি, ঘুষ, ব্যক্তিগত লাভের 'প্রলোভন' প্রতিরোধ করতে অক্ষম।

রেলপথ পরিচালনার হালের যে ডিক্রিটায় এক একজন কর্মকর্তাকে একনায়কী অধিকার (অথবা 'সীমাহীন' অধিকার) দেওয়া হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে এই ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম বেধে উঠেছে, তা বৈশিষ্ট্যসূচক। পেটি বুর্জোয়া অবহেলার সচেতন (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অচেতন) মুখপাত্ররা কর্মকর্তাবিশেষকে 'সীমাহীন' (অর্থাৎ একনায়কী) অধিকার দেওয়ার মধ্যে মণ্ডলী নীতি থেকে, গণতান্ত্রিকতা থেকে এবং সোভিয়েত

রাজের নীতি থেকে বিচ্যুতি দেখতে চাইছে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের (৪১) মধ্যে কোথাও কোথাও একনায়কী ডিক্রির বিরুদ্ধে সোজাসুজি গুণ্ডামি আন্দোলন, অর্থাৎ দুষ্ট প্রবৃত্তি ও 'কোলে ঝোল টানার' ক্ষুদে-মালিকী আকাঙ্ক্ষার কাছে আবেদন জানিয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছে। প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যসত্যই বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ: প্রথমত, নীতিগত প্রশ্নটা — একনায়কের সীমাহীন অধিকার দিয়ে ব্যক্তিবিশেষকে নিয়োগ করা কি সোভিয়েত রাজের মূলনীতির সঙ্গে খাপ খায়? দ্বিতীয়ত, বর্তমানের মূর্ত-নির্দিষ্ট মুহূর্তে ক্ষমতার বিশেষ কর্তব্যের সঙ্গে এই ঘটনাটার — যদি চান, এই নজিরটার সম্পর্ক কী? দুটো প্রশ্নকেই আমাদের মন দিয়ে আলোচনা করতে হবে।

বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব অতি প্রায়শই বিপ্লবী শ্রেণীগুলির একনায়কত্বের অভিব্যক্তি, বাহক ও সারার্থ হয়েছে, তা ইতিহাসের অকাট্য অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব নিঃসন্দেহেই খাপ খেয়েছে। কিন্তু এই পয়েন্টে সোভিয়েত রাজের বুর্জোয়া নিন্দুকেরা এবং সমান তালে তাদের পেটি বুর্জোয়া ধুয়াধারীরা সর্বদাই একটা হাত সাফাই চালায়: একদিকে তারা সোভিয়েত রাজকে সোজাসুজি উদ্ভট, নৈরাজ্যবাদী, ও বন্য কিছু একটা বলে ঘোষণা করে এবং আমাদের যে সব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও তাত্ত্বিক প্রমাণে সোভিয়েতগুলিকে গণতন্ত্রের উচ্চতম রূপ, এমনকি আরো বেশি, **সমাজতন্ত্রের** সূত্রপাত বলে দেখা যায়, তা প্রাণপণে এড়িয়ে যায়; অন্যদিকে, তারা আমাদের কাছে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে উচ্চতর গণতন্ত্রের দাবি জানায় ও বলে: তোমাদের, বলশেভিকী (অর্থাৎ বুর্জোয়া নয়, **সমাজতান্ত্রিক**) সোভিয়েত গণতন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত একনায়কত্ব একেবারেই খাপ খায় না।

যুক্তিটা একেবারেই বাজে। আমরা যদি নৈরাজ্যবাদী না হই, তাহলে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের জন্য রাষ্ট্রের, **অর্থাৎ বাধ্যকরণের** প্রয়োজনীয়তা আমাদের মানতে হবে। বাধ্যকরণের রূপটা নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট বিপ্লবী শ্রেণীটির বিকাশের মাত্রা দিয়ে, তারপর, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের দায়ভাগের মতো বিশেষ পরিস্থিতি দিয়ে, তারপর বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ার প্রতিরোধের রূপ দিয়ে। এই

ব্যাপারে সোভিয়েত (**অর্থাৎ** সমাজতান্ত্রিক) গণতন্ত্র ও ব্যক্তিবিশেষের একনায়কী ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে কোনো নীতিগত বিরোধ একেবারেই **নেই**। বুর্জোয়া একনায়কত্ব থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রভেদ হল এই যে দ্বিতীয়টা তার আঘাত চালায় শোষক সংখ্যাল্পের ওপর, সংখ্যাধিক শোষিতদের স্বার্থে, আর তা ছাড়া আরও তফাৎ এই যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে রূপায়িত করে — **ব্যক্তিবিশেষ মারফতও বটে** — শুধু মেহনতী ও শোষিত জনগণ নয়, এমন সব সংগঠনও, যা ঠিক এই সব জনগণকে জাগরিত ও ঐতিহাসিক সৃজনকর্মে উত্থিত করার মতো করে গঠিত (সোভিয়েত সংগঠনগুলি হল এই ধরনের সংগঠন)।

আর নির্দিষ্ট মুহূর্তটির বিশেষ কর্তব্যের দৃষ্টি থেকে এই এক ব্যক্তির একনায়কী ক্ষমতার তাৎপর্য বিষয়ক দ্বিতীয় প্রশ্নটির বেলায় এ কথা বলা দরকার যে সমস্ত বৃহৎ যন্ত্রশিল্প, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক, উৎপাদনী উৎস ও বনিয়াদটাই দাবি করে সর্তহীন ও কঠোরতম **ইচ্ছার ঐক্য**, যা হাজার হাজার লোকের সম্মিলিত কাজটা চালায়। এর টেকনিকাল, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা স্বতঃস্পষ্ট, সমাজতন্ত্র নিয়ে যারা ভেবেছেন তাঁরা সবাই এটাকে সমাজতন্ত্রের সর্ত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কঠোরতম ইচ্ছার ঐক্য নিশ্চিত করা যায় কী ভাবে? — হাজার হাজার লোকের ইচ্ছাকে একের ইচ্ছার অধীন ক'রে।

সাধারণ কাজটার অংশীদের মধ্যে আদর্শ সচেতনতা ও নিয়মানুবর্তিতা থাকলে এই অধীনতাটায় বরং মনে পড়বে অর্কেস্ট্রা পরিচালকের লঘু কর্তৃত্বের কথা। আদর্শ নিয়মানুবর্তিতা ও সচেতনতা না থাকলে তা একনায়কত্বের তীক্ষ্ম রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ধরনে সংগঠিত কোনো কর্ম-প্রক্রিয়ায় সাফল্যের জন্য একটি ইচ্ছার কাছে **তর্কাতীত অধীনতা** নিঃসন্দেহেই আবশ্যক। রেলপথের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ ও তিনগুণ। এবং একটি রাজনৈতিক কর্তব্য থেকে **বাইরের দিক থেকে** একেবারেই সাদৃশ্যহীন আরেকটি কর্তব্যে এই উত্তরণটার মধ্যেই রয়েছে বর্তমান মুহূর্তের সমস্ত মৌলিকত্ব। বিপ্লব সবেমাত্র চূর্ণ করেছে সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে পোক্ত, সবচেয়ে গুরুভার নিগড়টাকে, ডাণ্ডা চালিয়ে যা অধীনস্থ করত লোককে। সেটা গতকালের

ঘটনা। আর আজ ঠিক বিপ্লবের বিকাশ ও সংহতির স্বার্থেই, ঠিক সমাজতন্ত্রের স্বার্থেই বিপ্লব দাবি করছে শ্রম-প্রক্রিয়ায় পরিচালকের **একক ইচ্ছার** কাছে জনগণের **প্রশ্নহীন বাধ্যতা**। বোঝাই যায় যে এরূপ উত্তরণ সঙ্গে সঙ্গেই করতে পারা অকল্পনীয়। বোঝাই যায় যে তা কার্যকর করা সম্ভব কেবল প্রচণ্ড সব ধাক্কা, ঝাঁকুনি, পুরনোয় প্রত্যাবর্তন, এবং জনগণকে নতুনের দিকে পরিচালিত করছে যে প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনী তার বিপুল কর্মোদ্যোগ প্রয়োগের মূল্যে। একথা নিয়ে ভাবে না তারা, যারা 'নভায়া জিজ্‌ন' অথবা 'ভ্‌পেরিওদ', (৪২) 'দেলো নারোদা' অথবা 'নাশ ভেক'এর (৪৩) কূপমণ্ডূক হিস্টিরিয়ায় পতিত হয়।

মেহনতী ও শোষিত জনগণের সাধারণ, গড়পড়তা প্রতিনিধির মনোভাব ধরুন, তার সঙ্গে তুলনা করুন তার সমাজজীবনের অবজেকটিভ বৈষয়িক পরিস্থিতি। অক্টোবর বিপ্লবের আগে সে কার্যক্ষেত্রে কখনো দেখে নি যে সম্পত্তিবান শোষক শ্রেণীরা তার জন্য সত্যিকরেই কোনো একটা আত্মত্যাগ করেছে, তার উপকার করেছে। তখনো সে দেখে নি যে সে বহুবার প্রতিশ্রুত জমি ও স্বাধীনতা পেল, শান্তি পেল, 'মহাশক্তির' স্বার্থ ও মহাশক্তি গোপন চুক্তির স্বার্থ নাকচ হল, পুঁজি ও মুনাফা দূর হল। এটা সে দেখেছে কেবল ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের **পরে**, যখন সে নিজেই তা সবলে অধিকার করল ও কেরেনস্কি, গোৎস, গেগেচকরি, দুতোভ, কর্নিলভদের হাত থেকে অধিকৃতটা সবলে রক্ষা করতে হল। বোঝাই যায় যে কিছুটা কাল তার সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত মনোবল কেন্দ্রীভূত হবে দম নেওয়া, খাড়া হওয়া, হাত পা ছড়ানো এবং জীবনের আশু যে কল্যাণ নেওয়া সম্ভব, উৎখাত শোষকরা তাকে যা দিচ্ছিল না তা কেড়ে নেওয়ায়। বোঝাই যায় যে কিছুটা সময় দরকার যাতে জনগণের সাধারণ লোকটা শুধু নিজে দেখল নয়, শুধু যুক্তিতে বুঝল তাই নয়, অনুভবও করল যে সরাসরি 'নেওয়া', কাড়া, মেরে দেওয়া চলে না, তার ফল হবে ভগ্নদশা বৃদ্ধি, ধ্বংস, কর্নিলভদের আওতায় প্রত্যাবর্তন। সাধারণ মেহনতী জনগণের জীবনে (সুতরাং মনোবৃত্তিতেও) উপযোগী বাঁক এই সবেমাত্র শুধু হচ্ছে। এবং আমাদের, শোষিতদের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার সচেতন প্রবক্তা কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির সমস্ত কর্তব্যই হল এই বাঁকটাকে স্বীকার করা, তার

আবশ্যিকতা বোঝা, অবসন্ন যে জনগণ ক্লান্তভাবে উপায় খ‍ুঁজছে তাদের নেতৃত্ব নেওয়া, তাদের সঠিক পথে চালনা করা, শ্রম-শ‍ৃঙ্খলার পথে, শ্রমের পরিস্থিতি নিয়ে মিটিঙবাজির কর্তব্যের সঙ্গে কাজের সময় সোভিয়েত পরিচালকের, একনায়কের অকুণ্ঠ ইচ্ছাধীন হবার কর্তব্যটাকে মিলিয়ে নেবার পথে।

'মিটিঙবাজি' নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে, আর সবিদ্বেষে ব‍ুর্জোয়া, মেনশেভিক নভায়া-জিজ‍্নওয়ালারা তার চেয়েও বেশি করে ফোঁস-ফোঁস, তাদের চোখে পড়ছে কেবল বিশ‍ৃঙ্খলা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, ক্ষ‍ুদে-মালিকী স্বার্থপরতার বিস্ফোরণ। কিন্তু মিটিঙবাজি ছাড়া নিপীড়িত জনগণ শোষকদের চাপানো বাধ্যতাম‍ূলক শ‍ৃঙ্খলা থেকে সচেতন ও স্বেচ্ছাম‍ূলক শ‍ৃঙ্খলায় চলে আসতে পারে না। মিটিঙবাজিই হল মেহনতীদের সাঁচ্চা গণতান্ত্রিকতা, তাদের খাড়া হয়ে দাঁড়ানো, নব জীবনে তাদের জাগরণ, সেই ক্ষেত্রটায় তাদের প্রথম পদক্ষেপ, যেখান থেকে তারা সাপ-খোপ (শোষক, সাম্রাজ্যবাদী, জমিদার, প‍ুঁজিপতি) সাফ করেছে, যেটার স‍ুবন্দোবস্ত তারা নিজেরাই করতে চায় নিজেদের ধরনে, নিজেদের জন্য, নিজেদের **সোভিয়েতী** প্রেরণায় — পরের ক্ষমতা, নবাবী ক্ষমতা, ব‍ুর্জোয়া ক্ষমতার প্রেরণায় নয়। উচ্চতর র‍ূপের শ্রম-শ‍ৃঙ্খলায়, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আবশ্যিকতার কথাটা সচেতনভাবে আত্মস্থ করায়, কাজের সময় সোভিয়েত রাজ প্রতিনিধির একব্যক্তিক আজ্ঞার প্রতি প্রশ্নহীন বাধ্যতায় পাকাপাকি চলে আসা সম্ভব হবার জন্য দরকার হয়েছিল ঠিক শোষকদের ওপর মেহনতীজনের অক্টোবর বিজয়ের, জীবনের নতুন অবস্থা ও নতুন কর্তব্য মেহনতীরা প্রাথমিকভাবে নিজেরাই আলোচনা করে দেখছে, প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটা প‍ুরো ঐতিহাসিক পর্যায়ের।

সে উৎক্রমণ এবার শ‍ুর‍ু হয়েছে।

বিপ্লবের প্রথম কর্তব্যটা আমরা সাফল্যের সঙ্গে সাধন করেছি, আমরা দেখেছি, কী ভাবে মেহনতীজন সে সাফল্যের ম‍ূল সর্তটা নিজেরা বার করেছে, যথা: শোষকদের উচ্ছেদের জন্য তাদের বির‍ুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। ১৯০৫ সালের অক্টোবর, ১৯১৭ সালের ফেব্র‍ুয়ারি ও অক্টোবরের (৪৪) মতো পর্যায়ের তাৎপর্য বিশ্ব-ঐতিহাসিক।

বিপ্লবের দ্বিতীয় কর্তব্যটা আমরা সাফল্যের সঙ্গে সাধন করেছি, যথা: সমাজের ঠিক সেই 'নিচুটাকেই' উদ্বুদ্ধ ও উত্থিত করা, শোষকরা যাদের নিচে ঠেলে রেখেছিল, মাত্র ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পরেই যারা শোষকদের উচ্ছেদ করে চারিদিক দেখেশুনে নিজেদের মতো করে গুছিয়ে নেওয়া শুরু করার স্বাধীনতা পেয়েছে। ঠিক সবচেয়ে নিপীড়িত ও জর্জরিত, সবচেয়ে কমপ্রস্তুত মেহনতী জনগণেরই মিটিঙবাজি, তাদের বলশেভিক পক্ষ গ্রহণ, সর্বত্র তাদের নিজেদের সোভিয়েত সংগঠন স্থাপন — এই হল বিপ্লবের দ্বিতীয় মহান পর্যায়।

শুরু হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়। আমরা নিজেরাই যা জয় করে নিয়েছি, নিজেরাই আমরা যা ডিক্রি-জারি করেছি, আইন পাশ করেছি, আলোচনা করেছি, সংকল্প করেছি তা দৃঢ়ীভূত করা দরকার, যথা: **দৈনন্দিন শ্রম-শৃঙ্খলাকে** পাকাপোক্ত রূপ দিয়ে সংহত করা। এটা সবচেয়ে কঠিন কিন্তু সবচেয়ে ধন্যবাদার্হ কাজ, কেননা কেবল এইটে নিষ্পন্ন করতে পারলেই তবে আমরা পাব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। মেহনতী জনগণের যে মিটিঙবাজি গণতান্ত্রিকতা বাসন্তী বন্যার মতো ঝোড়ো, উদ্দাম, তীর ছাপিয়ে উত্তাল তার সঙ্গে কাজের সময় **লৌহদৃঢ়** শৃঙ্খলা, কাজের সময় একটি ব্যক্তির, সোভিয়েত পরিচালকটির ইচ্ছার **অকুণ্ঠ আজ্ঞাধীনতাকে** একত্রে মেলানো শিখতে হবে।

এটা আমরা এখনো শিখে উঠি নি।

এটা আমরা শিখে নেব।

গতকাল কর্নিলভ, গোৎস, দুতোভ, গেগেচকরি, বগায়েভস্কিদের মারফত বুর্জোয়া শোষণ প্রত্যাবর্তনের বিপদ দেখা দিয়েছিল। তাদের আমরা পরাস্ত করেছি। এই প্রত্যাবর্তন, এই একই প্রত্যাবর্তনের বিপদ আজ দেখা দিয়েছে অন্য রূপে, পেটি বুর্জোয়া অবহেলা ও অরাজকতার আকারে: 'আমার তাতে বয়ে গেল' এই ক্ষুদে-মালিকী মনোবৃত্তিতে, প্রলেতারীয় নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধে এই ভৌতশক্তির দৈনন্দিন, তুচ্ছ, কিন্তু অসংখ্য আক্রমণ ও হামলার মাধ্যমে। পেটি বুর্জোয়া অরাজকতার এই ভৌতশক্তিকে আমাদের পরাস্ত করতে হবে এবং পরাস্ত করব।

সোভিয়েত সংগঠনের বিকাশ

মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রয়োগে সোভিয়েতী, অর্থাৎ **প্রলেতারীয়** গণতান্ত্রিকতার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র, প্রথমত, এইখানে যে নির্বাচকরা হল মেহনতী ও শোষিত জনগণ, বুর্জোয়ারা ভোটাধিকার-বর্জিত। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের সর্বকিছু আমলাতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতা ও সীমাবদ্ধতা ঝরে যাচ্ছে, জনগণ নিজেরাই নির্বাচনের বিধিব্যবস্থা ও মেয়াদ স্থির করছে, নির্বাচিতদের প্রত্যাহার করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকছে; তৃতীয়ত, মেহনতীদের অগ্রবাহিনীর, বৃহৎ শিল্পের প্রলেতারিয়েতের সেরা গণসংগঠন গড়ে উঠছে, যাতে তারা ব্যাপক শোষিত জনগণকে পরিচালিত করার, তাদের স্বাবলম্বী রাজনৈতিক জীবনে টেনে আনার, ও তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় তাদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ পাচ্ছে, এবং এই ভাবে জনগণের **প্রত্যেকেই** যাতে শাসন চালাতে শেখে ও শাসন চালাতে শুরু করে তার দিকে প্রথম এগুতে শুরু করছে।

এই হল রাশিয়ায় প্রযুক্ত গণতান্ত্রিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ, এ হল অনেক উচ্চতর **ধরনের** গণতান্ত্রিকতা, গণতান্ত্রিকতার বুর্জোয়া বিকৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতা ও রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার পরিস্থিতির দিকে উৎক্রমণ।

বলাই বাহুল্য, পেটি বুর্জোয়া সংগঠন-নাশা ভৌতশক্তি (যে কোনো প্রলেতারীয় বিপ্লবেই কোনো না কোনো মাত্রায় তা **অনিবার্যভাবেই** আত্মপ্রকাশ করে এবং আমাদের বিপ্লবে তা দেশের পেটি বুর্জোয়া চরিত্র, পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের ফলাফলের কারণে আত্মপ্রকাশ করছে বিশেষ তীব্রভাবে) সোভিয়েতগুলির ওপরেও তাদের ছাপ না ফেলে পারে না।

সোভিয়েতের ও সোভিয়েত রাজের সংগঠন নিয়ে অটলভাবে খাটতে হবে। সোভিয়েতের সভ্যদের 'পার্লামেণ্টারিয়ান' বা অন্যদিক থেকে আমলতন্ত্রীতে পরিণত করার একটা পেটি বুর্জোয়া প্রবণতা বর্তমান। প্রশাসনে ব্যবহারিক অংশগ্রহণের জন্য সোভিয়েতের **সমস্ত** সদস্যকে টেনে এনে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোভিয়েতের

বিভাগগুলি ক্রমশ কমিসারিয়েতের সঙ্গে মিলে-যাওয়া সংস্থায় পরিণত হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রশাসন কার্যে ব্যবহারিক অংশগ্রহণে **সমস্ত গরিবদের** টেনে আনা, এবং তা কার্যকরী করার দিকে প্রতিটি পদক্ষেপকে (তা যত বিচিত্র হয়, তত ভালো) খুটিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত, বিশ্লেষিত, প্রণালীবদ্ধ, ব্যাপকতর অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত ও আইনসিদ্ধ করা দরকার। আমাদের উদ্দেশ্য হল উৎপাদনী শ্রমের আট ঘণ্টা 'শিক্ষার' পর **প্রতিটি** শ্রমিক **বিনা বেতনে** রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করবে: এ উৎক্রমণ খুবই কঠিন, কিন্তু কেবল এই উৎক্রমণেই রয়েছে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত মজবুতির গ্যারাণ্টি। পরিবর্তনের অভিনবত্ব ও দুরূহতার ফলে স্বভাবতই এমন পদক্ষেপের প্রাচুর্য ঘটে, যাকে বলা যায় হাতড়ে হাতড়ে চলা, ভুলভ্রান্তি, দোদুল্যমানতার প্রাচুর্য ঘটে — এ ছাড়া কোনো প্রখর সম্মুখগতি হতে পারে না। নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে ভাবতে চায় এমন অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্তমান মুহূর্তটা অদ্ভুত *লাগে এইজন্য যে লোকে* পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিমূর্ত প্রতিতুলনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে, দুটির মধ্যে তারা গভীরভাবে একটি কথা বসিয়ে দেয়: 'লম্ফ' [কেউ কেউ এঙ্গেলস থেকে পঠিত ছিন্নাংশের কথা মনে ক'রে আরও গভীরভাবে যোগ করে: 'আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে উল্লম্ফন' (৪৫)]। বিশ্ব ইতিহাস একটা বাঁক নিচ্ছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমাজতন্ত্রের গুরুরা পরিবর্তনকে 'উল্লম্ফন' বলেছিলেন, এবং এরূপ ধরনের উল্লম্ফন যে হতে পারে দশ কি ততোধিক বছর ধরে, তা নিয়ে আমাদের বেশির ভাগ তথাকথিত সমাজতন্ত্রী ভাবতে অক্ষম, সমাজতন্ত্র তারা 'পুঁথিতে পড়েছে' কিন্তু কখনোই গুরুত্বসহকারে তার মর্মে প্রবেশ করে নি। স্বভাবতই, এরূপ সময়ে কুখ্যাত 'বুদ্ধিজীবীদের' মধ্য থেকে মৃতের জন্য কাঁদুনি-গাইয়ে মিলবে অপরিসীম সংখ্যায়: একদল কাঁদছে সংবিধান সভা নিয়ে, আরেক দল বুর্জোয়া শৃঙ্খলা, তৃতীয় দল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, চতুর্থ দল সংস্কৃতিবান জমিদারদের জন্য, পঞ্চম দল সাম্রাজ্যবাদী মহাশক্তিমত্তা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে।

বড়ো বড়ো উল্লম্ফন যুগের আসল আকর্ষণ এই যে পুরনোর যে ভগ্নাংশ মাঝে মাঝে নতুনের দ্রূণসংখ্যার (যা সর্বদা চোখে পড়ে না) চেয়ে বেশি দ্রুত পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তার প্রাচুর্যের ফলে বিকাশের ধারা বা

শৃঙ্খলপরম্পরায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটাকে আলাদা করে নিতে পারার নৈপুণ্য প্রয়োজন হয়। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসে, যখন বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে জরুরী হয়ে ওঠে যত বেশি সম্ভব ভগ্নাংশ জমিয়ে তোলা, অর্থাৎ যথাসম্ভব বেশি করে পুরোনো প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দেওয়া; আবার এমন মুহূর্তও হয় যখন উড়িয়ে দেওয়ার কাজ যথেষ্ট হয়েছে, আশু হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাঙচুরগুলো থেকে জমি পরিষ্কার করার 'গদ্যজাতীয়' (পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীর কাছে 'বিরক্তিকর') কাজ; আবার এমন মুহূর্ত আসে যখন তখনো ভালো করে আবর্জনা-মুক্ত না হওয়া জমিতেই ভগ্নাংশগুলোর তল থেকে বিকাশমান অঙ্কুরগুলোর সযত্ন পরিচর্যাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী অথবা সাধারণভাবে কমিউনিস্ট হওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তে শেকলের সেই বিশেষ গ্রন্থিটা আবিষ্কার করার কৃতিত্ব রাখতে হবে ও প্রাণপণে চেপে ধরতে হবে যাতে গোটা শেকলটাই টিকে থাকে ও পরের গ্রন্থিতে পাকাপোক্ত উত্তরণের প্রস্তুতি চালানো যায়; তবে ঘটনার ঐতিহাসিক শেকলের গ্রন্থিপরম্পরা, তাদের রূপ, তাদের গ্রন্থন, পরস্পর থেকে তাদের পার্থক্য কামারের গড়া সাধারণ শেকলের মতো অমন সরল ও স্থূল নয়।

মেহনতী ও শোষিত এই অর্থে যারা 'জনগণ' তাদের সঙ্গে সোভিয়েত-গুলির সম্পর্কের দৃঢ়তা, এবং সে সম্পর্কের নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা দিয়েই নিশ্চিত হচ্ছে সোভিয়েত সংগঠনের আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে বিশ্বে যা সেরা, এমনকি সেই পুঁজিবাদী প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া পার্লামেন্টকেও গরিবেরা কখনো 'নিজ' প্রতিষ্ঠান বলে ভাবে নি। আর শ্রমিক কৃষক জনগণের কাছে সোভিয়েতগুলি অপরের নয়, *নিজেদের জিনিস*। সোভিয়েতগুলি দেখে শেইদেমান, বা যা প্রায় একই কথা, মার্তভের মতো আধুনিক 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের' ঠিক তেমনি করেই পিত্তি জ্বলে, ঠিক তেমনি করেই তারা শোভন বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বা সংবিধান সভার দিকে আকৃষ্ট হয়, যে ভাবে ৬০ বছর আগে তুর্গেনেভ আকৃষ্ট হয়েছিলেন নরমপন্থী রাজতান্ত্রিক ও অভিজাত সংবিধানের প্রতি, যে ভাবে দব্রলিউবভ ও চের্নিশেভস্কির চাষাড়ে গণতন্ত্রে তাঁর পিত্তি জ্বলত।

মেহনতী 'জনগণের' সঙ্গে সোভিয়েতগুলির ঠিক এই সান্নিধ্য থেকেই দেখা দিচ্ছে প্রতিনিধি-প্রত্যাহার ও নিচু থেকে নিয়ন্ত্রণের বিশেষ সব রূপ, এখন তাদের বিশেষ উৎসাহে বিকশিত করে যেতে হবে। যেমন, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে সোভিয়েত রাজের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আহূত সোভিয়েত নির্বাচক ও তাদের প্রতিনিধিদের পর্যায়িক সম্মেলন হিশেবে জনশিক্ষার সোভিয়েতগুলি পুরোপুরি সহানুভূতি ও সমর্থনের যোগ্য। সোভিয়েতগুলিকে কিছু একটা শিলীভূত ও আত্মসম্পূর্ণে পরিণত করার মতো মূর্খতা আর হয় না। নির্মমরূপে সুদৃঢ় একটা ক্ষমতার পক্ষে, **বিশুদ্ধ কার্যনির্বাহক** কাজের নির্দিষ্ট মুহূর্তগুলিতে **নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্মপ্রক্রিয়ায়** ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্বের পক্ষে আমাদের এখন যত দৃঢ়সংকল্পে দাঁড়ানো উচিত, ততই সোভিয়েত রাজের বিকৃতি ঘটার ছায়ামাত্র সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে দেবার জন্য, বার বার করে ও অক্লান্তভাবে আমলাতন্ত্রের আগাছা উৎপাটনের জন্য নিচু থেকে নিয়ন্ত্রণের রূপ ও পদ্ধতি হওয়া উচিত বিচিত্র।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক দিক থেকে অসাধারণ দুর্বিষহ, কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি; এদিক-ওদিক করা ও পিছু হটার প্রয়োজনীয়তা; পশ্চিমে যন্ত্রণাকররূপে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিপক্কমান বিপ্লবের নতুন বিস্ফোরণের জন্য প্রতীক্ষার পর্ব; দেশের অভ্যন্তরে মন্থর নির্মাণ, নির্মম 'কোমার বাঁধা' এবং পেটি বুর্জোয়া অবহেলা ও অরাজকতার ভয়াবহ ভৌতশক্তির সঙ্গে নিষ্করুণ প্রলেতারীয় নিয়মানুবর্তিতার সুদীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রামের পর্ব, — এইগুলি হল সংক্ষেপে আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান বিশেষ পর্যায়ের পার্থক্যসূচক উপাদান। এই হল ঘটনার ঐতিহাসিক 'শৃঙ্খলের সেই গ্রন্থি যা আমাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে হবে যাতে পরের গ্রন্থিতে উৎক্রমণের পূর্ববর্তী কর্তব্যের সমপর্যায়ে উঠতে পারি, সেই গ্রন্থি, যা একটা বিশেষ উজ্জ্বলতায়, আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের উজ্জ্বলতায় আকর্ষণকারী।

'বিপ্লবীর' সাধারণ, চলতি অর্থের সঙ্গে তুলনা করতে চেষ্টা করুন বর্তমান পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক ধ্বনিগুলিকে, যথা: এদিক-ওদিক করা, পিছু হটা, অপেক্ষা করা, ধীরে ধীরে নির্মাণ, নির্মম হয়ে কোমর বাঁধা, নিষ্করুণ নিয়মানুবর্তিতা, অবহেলার মনোভাবকে চূর্ণ করা ... কিছু কিছু 'বিপ্লবী' যে একথা শুনে মহান ক্রোধে আবিষ্ট হবে এবং অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্য বিস্মরণের জন্য, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সমঝোতার জন্য, বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের জন্য, পেটি বুর্জোয়াপনা, সংস্কারবাদ ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য আমাদের 'চূর্ণ করতে' শুরু করবে, তাতে অবাক হবার কিছু আছে কি?

এই সব শোকাবহ বিপ্লবীর দুর্ভাগ্য এই যে তাদের মধ্যে যারা বিশ্বের সেরা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও সমাজতন্ত্রের প্রতি সন্দেহাতীত আনুগত্যে পরিচালিত, এমনকি তারাও সেই বিশিষ্ট ও বিশেষরূপে 'অপ্রীতিকর' অবস্থাটা পুরো বোঝে না, যার ভেতর দিয়ে পশ্চাৎপদ, প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্ভাগা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, অনেক বেশি অগ্রণী দেশের চেয়ে অনেক আগেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু-করা দেশটাকে অনিবার্যই যেতে হচ্ছে; — দুরূহ উৎক্রমণের সুকঠিন মুহূর্তগুলোয় তাদের সহ্যশক্তিতে কুলায় না। স্বভাবতই, আমাদের পার্টির প্রতি **এই ধরনের** 'আনুষ্ঠানিক' বিরোধিতা করছে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি। গ্রুপগত ও শ্রেণীগত টাইপ থেকে ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম অবশ্যই হয় এবং সর্বদাই হবে। কিন্তু সামাজিক টাইপ থেকেই যায়। যে দেশটায় নির্ভেজাল প্রলেতারীয় অধিবাসীদের তুলনায় ক্ষুদে-মালিকী অধিবাসীদের প্রাধান্য প্রচণ্ড, সেখানে প্রলেতারীয় বিপ্লবী ও পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীর পার্থক্য প্রকাশ পাবে এবং মাঝে মাঝে প্রকাশ পাবে চূড়ান্ত রকমের তীক্ষ্ণতায়। পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী ঘটনার প্রতিটি বাঁকেই দোলে ও টলে, ১৯১৭ সালের মার্চের প্রচণ্ড বিপ্লবীয়ানা থেকে সে চলে যায় মে মাসে 'কোয়ালিশনের' গুণগানে, জুলাই মাসে বলশেভিকদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণতায় (অথবা তাদের 'হঠকারিতা' নিয়ে কাঁদুনি গাওয়ায়), অক্টোবরের শেষে সতর্কের মতো তাদের সঙ্গ-পরিহারে, ডিসেম্বরে তাদের সমর্থনে, এবং শেষত ১৯১৮ সালের মার্চ-এপ্রিলে এই ধরনের টাইপ তাচ্ছিল্যভরে ঘন ঘন নাসিকা কুঞ্চিত করে বলছে: 'যারা 'আঙ্গিক'

ক্রিয়াকলাপ, ব্যবহারিকতা আর ক্রমিকতার স্তুতি গাইছে, আমি তাদের দলে নই।'

এই ধরনের টাইপের সামাজিক উৎস হল সেই ক্ষুদে মালিকটি, যে যুদ্ধের বীভৎসতায়, আকস্মিক সর্বনাশে, বুভুক্ষা ও ধ্বংসের অশ্রুতপূর্ব যন্ত্রণায় ক্ষেপে গিয়েছে, উদ্ধার ও পরিত্রাণ খুঁজে পাগলার মতো ছোটাছুটি করছে, একদিকে প্রলেতারিয়েতের ওপর ভরসা ও তাকে সমর্থন, অন্যদিকে হতাশার দমকের মধ্যে দোল খাচ্ছে। পরিষ্কার করে বোঝা ও দৃঢ়ভাবে মনে গেঁথে নেওয়া দরকার যে এই ধরনের সামাজিক ভিত্তির ওপর কোনো রকম সমাজতন্ত্রই গড়া চলে না। মেহনতী ও শোষিত জনগণকে পরিচালিত করতে পারে শুধু সেই শ্রেণী, বিনা দ্বিধায় যে নিজের পথে চলেছে, সবচেয়ে দুরূহ, দুর্বিষহ ও বিপজ্জনক উৎক্রমণগুলোর সময় মনোবল হারায় না, হতাশ হয় না। হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত উত্তেজনা আমরা চাই না। আমাদের দরকার প্রলেতারিয়েতের লৌহ ব্যাটালিয়নগুলির সুপরিমিত অগ্রগতি।

লিখিত: ১৯১৮ সালের ১৩ই ও ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে ৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ১৬৫—২০৮

'বামপন্থী' ছেলেমানুষি ও পেটি বুর্জোয়াপনা

সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য* বিষয়ে আমার পুস্তিকায় যা বলেছিলাম তা 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' ছোট গ্রুপটির প্রকাশিত নিজস্ব পত্রিকা 'কমিউনিস্ট' (৪৬) (১ম সংখ্যা, ২০শে এপ্রিল, ১৯১৮) এবং তাদের 'থিসিস' থেকে চমৎকার সমর্থিত হচ্ছে। পেটি বুর্জোয়া যে শিথিলতা মাঝে মাঝে 'বামপন্থী' ধ্বনির আড়াল নেয়, তা সমর্থনের সমগ্র বাতুলতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রাজনৈতিক সাহিত্যে এর বেশি আশা করা যায় না। 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' যুক্তিগুলির বিচার হিতকর ও আবশ্যক, কেননা এগুলি চলতি মুহূর্তটার বৈশিষ্ট্যসূচক; এগুলিতে অসাধারণ স্পষ্টতায় নেতিবাচকভাবে ফুটে উঠেছে এ মুহূর্তটার 'মূলকথা'; যুক্তিগুলি শিক্ষাপ্রদ, কেননা এ লোকগুলি হল বর্তমান মুহূর্তটা যারা বুঝছে না তাদের মধ্যেকার সেরা লোক, জ্ঞান ও নিষ্ঠার দিক থেকে ওরা একই ভুলের **মামুলী** প্রতিনিধিদের চেয়ে, অর্থাৎ বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের চেয়ে বহু উর্ধ্বে।

১

রাজনৈতিক সত্তা হিশেবে, অথবা রাজনৈতিক ভূমিকার দাবিদার হিশেবে 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপ তাদের 'বর্তমান মুহূর্তের থিসিস' দিয়েছে। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজেদের রণকৌশলের মূল নীতিগুলির সুসম্বদ্ধ ও সামগ্রিক বিবরণ দেওয়ার এই রীতিটি ভালো মার্কসবাদী রীতি। এবং

* এই খণ্ডের পৃঃ ৭৬—১১৬ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এই উত্তম মার্কসবাদী রীতিটি থেকেই আমাদের 'বামপন্থীদের' ভুল উদ্ঘাটনে সাহায্য হচ্ছে, কেননা ঘোষণাদানের বদলে যুক্তি দেবার চেষ্টা করলেই যুক্তির অসারতা ফাঁস হয়ে যায়।

ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি করা সঠিক ছিল কি? — এই পুরনো প্রশ্নটা প্রসঙ্গে আভাস, ইঙ্গিত ও পলায়ন প্রচেষ্টার প্রাচুর্যটা চোখে লাগে সবচেয়ে আগে। এ প্রশ্নটা সরাসরি হাজির করতে 'বামপন্থীরা' সাহস পায় নি এবং হাস্যকরভাবে হোঁচট খেয়েছে তারা, যুক্তির পর যুক্তির পাহাড় গড়েছে, হেতু তল্লাশ চালিয়েছে, সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ করেছে যত রকমের 'একদিক থেকে এই' এবং 'অন্যদিক থেকে ওই', যত রাজ্যের বিষয় নিয়ে ভাবিত হয়েছে এবং কী ভাবে নিজেরাই নিজেদের পরাস্ত করছে সেটা না দেখবার চেষ্টা করছে। পার্টি কংগ্রেসে (৪৭) শান্তির বিপক্ষে ছিল ১২ ভোট আর পক্ষে ২৮ এই সংখ্যাটা 'বামপন্থীরা' সযত্নে তুলে ধরেছে, কিন্তু সোভিয়েত কংগ্রেসে বলশেভিক গ্রুপের বহু শত ভোটের মধ্যে তারা যে দশমাংশেরও কম পেয়েছিল সে সম্পর্কে সবিনয়ে নির্বাক থেকেছে (৪৮)। 'তত্ত্ব' বানানো হয়েছে এই যে শান্তিটা নাকি কার্যকরী করে 'ক্লান্ত ও শ্রেণীচ্যুতরা', শান্তির বিরুদ্ধে নাকি ছিল 'দক্ষিণের অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর প্রাণবান ও শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির শ্রমিক ও কৃষকেরা'... এতে না হেসে পারা যায়? সারা-ইউক্রেন সোভিয়েত কংগ্রেসে যে শান্তির পক্ষে ভোট পড়েছিল সে সম্পর্কে টুঁ শব্দটি নেই, রাশিয়ায় শান্তির বিরোধী টিপিক্যাল পেটি বুর্জোয়া ও শ্রেণীচ্যুত রাজনৈতিক সমাহারটির (বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টি) সামাজিক ও শ্রেণী চরিত্র নিয়ে কথাটি নেই। 'বিজ্ঞানের ভেকে' মজাদার সব ব্যাখ্যা দিয়ে বিশুদ্ধ ছেলেমানুষী কায়দায় চাপা দেওয়া হয়েছে নিজেদের ভরাডুবি, চাপা দেওয়া হয়েছে এমন সব প্রত্যক্ষ ঘটনা, যার সরল খতিয়ান টানলেই দেখা যেত যে ঠিক শ্রেণীচ্যুত, বুদ্ধিজীবী পার্টি-'শীর্ষ' ও চুড়োটাই বিপ্লবী পেটি বুর্জোয়া বুলিবাগীশ ধ্বনি দিয়ে শান্তিতে আপত্তি করেছিল, আর শ্রমিক ও শোষিত কৃষকদের ব্যাপকজন শান্তি চালু করেছে।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে 'বামপন্থীদের' উল্লিখিত সবকিছু ঘোষণা ও কথার প্যাঁচের মধ্য দিয়েও কিন্তু সাদামাটা ও পরিষ্কার সত্যটা ফুটে বেরয়।

থিসিস-রচয়িতারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে 'শান্তি চুক্তিতে আপাতত সাম্রাজ্যবাদীদের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত-প্রচেষ্টা দুর্বল হয়েছে' ('বামপন্থীদের' এ বক্তব্য নিখুঁত নয়, কিন্তু খুঁত নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই এখানে)। 'শান্তি চুক্তির পরিণামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সংঘাত বৃদ্ধি হয়েছে।'

এই হল ঘটনা। এইটের তাৎপর্যই **নির্ধারক**। সেইজন্যই শান্তি চুক্তির বিরোধীরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কার্যত সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল, ধরা দিয়েছিল তাদের ফাঁদে। কেননা কয়েকটি দেশ জুড়ে যতদিন না জেগে উঠছে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং এতটা প্রবল বিপ্লব যে তা **আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে** পরাস্ত করতে পারছে, ততদিন একটিমাত্র (বিশেষ করে পশ্চাৎপদ) দেশের বিজয়ী সমাজতন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদী মহাকায়দের সঙ্গে লড়াইয়ে না নামা, লড়াই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা, সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্সংঘাত যতদিন না তাদের **আরো** দুর্বল করে তুলছে, অন্যান্য দেশে বিপ্লবকে আরো কাছিয়ে না আনছে, ততদিন অপেক্ষা করে থাকা। এই সহজ সত্যটা আমাদের 'বামপন্থীরা' জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বোঝে নি, আর এখনও সেটা খোলাখুলি স্বীকার করতে তারা ভয় পাচ্ছে; তাদের 'একদিকে স্বীকার না করে পারা যায় না, অন্যদিকে কিন্তু মানতে হবে' ধরনের সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সে সত্য ফুটে বেরুচ্ছে।

'বামপন্থীরা' তাদের থিসিসে লিখছে: 'সামনের বসন্ত ও গ্রীষ্মের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিপর্যয় শুরু হওয়া উচিত, যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিজয় ঘটলে সেটা শুধু বিলম্বিত হবে এবং তখন আরো তীব্ররূপেই তা প্রকাশ পাবে।'

বৈজ্ঞানিকতার সবকিছু শখ সত্ত্বেও সূত্রায়ণটা এখানে আরো বেশি ছেলেমানুষের মতো ও অযথার্থ। বাচ্চাদের বৈশিষ্ট্যই হল বিজ্ঞানকে এমনভাবে 'বোঝা' যেন কোন বছরে বসন্তে ও গ্রীষ্মে নাকি শরতে ও শীতে 'বিপর্যয় শুরু হওয়া' 'উচিত', সেটা বুঝি বিজ্ঞান নির্দিষ্ট করে দিতে পারে।

এ হল যা জানা অসম্ভব সেটা জানার হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টা; গুরুত্বমনা কোনো রাজনীতিক কদাচ বলবে না কবে 'ব্যবস্থার' কোন বিপর্যয় 'শুরু

হওয়া উচিত' (এবং সেটা আরো এইজন্য যে **ব্যবস্থার** বিপর্যয় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, প্রশ্ন হল **বিশেষ বিশেষ** দেশে তার বিস্ফোরণের মুহূর্ত নিয়ে)। কিন্তু সূত্রায়ণের ছেলেমানুষী অসহায়তার মধ্য দিয়েও ফুটে বেরুচ্ছে তর্কাতীত এই সত্য: বেশি অগ্রসর অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিস্ফোরণ মাস দেড়েক আগের চেয়ে এখন শান্তির মুহূর্ত থেকে সূচিত 'দম নেবার অবকাশের' মাস খানেক পর **আরো কাছিয়ে এসেছে**।

তার অর্থ?

তার অর্থ শক্তি-অনুপাতের হিশেব করতে হবে, সমাজতন্ত্র যখন দুর্বল এবং যখন যুদ্ধের ফলাফল সম্ভাবনা সমাজতন্ত্রের পক্ষে লাভজনক **নয়** বলে জানাই আছে তখন সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধটা সহজ করে সাম্রাজ্যবাদকে **সাহায্য করা নয়** — এই কথা চাঞ্চল্যপ্রিয়দের মাথায় ঢোকাতে চেয়েছিল শান্তির যে পক্ষপাতীরা তারাই পুরোপুরি সঠিক এবং ইতিহাস তাদের ন্যায্যতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে।

কিন্তু আমাদের 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা, যারা আবার নিজেদের 'প্রলেতারীয়' কমিউনিস্ট বলতেও ভালোবাসে — প্রলেতারীয়ত্ব তাদের মধ্যে খুবই কম এবং পেটি বুর্জোয়াত্ব খুবই বেশি বলেই — শক্তি-অনুপাত নিয়ে, শক্তি-অনুপাতের খতিয়ান নিয়ে ভাবতে পারে না। মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী রণকৌশলের এইটেই হল মূলকথা, কিন্তু সে 'মূলকথাটা' তারা পাশ কাটিয়ে যায় 'সগর্ব' সব বুলি দিয়ে, যথা:

> '...জনগণের মধ্যে নিষ্ক্রিয় 'শান্তি মনোবৃত্তির' প্রবলতা বর্তমান রাজনৈতিক মুহূর্তের বাস্তব ঘটনা...'

একেবারেই হীরের টুকরো! তিন বছরের একান্ত জ্বালিয়ে-মারা ও একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এক যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাজ ও তার সঠিক, বুলিবাগীশিতে পা-না-দেওয়া রণকৌশলের কল্যাণে জনগণ পেয়েছে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, একেবারে অল্প, নড়বড়ে ও একান্ত অপূর্ণ একটা দম নেবার অবকাশ, আর 'বামপন্থী' পুঁচকে বুদ্ধিজীবীরা আত্মপ্রেমী নার্সিসাসের মহিমা নিয়ে ভাবগভীর বাণী দিচ্ছে: 'জনগণের মধ্যে (???) নিষ্ক্রিয় (!!!???) শান্তি মনোবৃত্তির প্রবলতা (!!!)।' পার্টি কংগ্রেসে যে আমি বলেছিলাম যে 'বামপন্থীদের' পত্র

পত্রিকার 'কমিউনিস্ট' নাম দিলে চলবে না, 'শ্লিয়াখৎিচ' নাম দেওয়া উচিত, সেটা কি ঠিক বলি নি? (৪৯)

কেননা মেহনতীদের, শোষিত জনগণের জীবনাবস্থা ও মনোবৃত্তি খানিকটা বোঝে এমন কোনো কমিউনিস্ট কি কখনো এক নবাব বা শ্লিয়াখতিচের মেজাজওয়ালা টিপিক্যাল বুদ্ধিজীবী, পেটি বুর্জোয়া, শ্রেণীচ্যুতের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সরে যেতে পারে যাতে 'শান্তির মনোবৃত্তিকে' ঘোষণা করা হয় 'নিষ্ক্রিয়' বলে আর পিচবোর্ডের তরবারি আস্ফালনটাকে মনে করা হয় 'সক্রিয়তা'? কেননা, তিন বছরের রক্তস্নানে জর্জরিত জনগণ যে দম নেবার অবকাশ ছাড়া লড়তে অক্ষম, জাতীয় আয়তনে সংগঠিত করতে না পারলে যে যুদ্ধ থেকে প্রলেতারীয় লৌহ শৃঙ্খলার নয়, পেটি বুর্জোয়া ভাঙনের মনোভাবই দেখা দেয়, সর্বজনবিদিত ও ইউক্রেনের যুদ্ধে পুনরপি প্রমাণিত এই ঘটনাটা যখন আমাদের 'বামপন্থীরা' এড়িয়ে যায় তখন সেটা নিতান্তই পিচবোর্ডের তরবারি আস্ফালন। 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় প্রতি প্রদেই আমরা দেখছি যে আমাদের 'বামপন্থীরা' প্রলেতারীয় লৌহ শৃঙ্খলা ও তার প্রস্তুতির কথাটা একদম বোঝে না, শ্রেণীচ্যুত পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মনোবৃত্তিতে তারা একেবারে আচ্ছন্ন।

২

কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে 'বামপন্থীদের' উক্তিগুলো হয়ত বা ছেলেমানুষী আবেগ মাত্র, তাও সেটা অতীত প্রসঙ্গেই, তাই তাতে এতটুকু রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই? কেউ কেউ আমাদের 'বামপন্থীদের' এই বলে রক্ষা করে। কিন্তু কথাটা সঠিক নয়। যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবি করতে হয়, তাহলে রাজনৈতিক কর্তব্য **ভেবে ঠিক করতে** পারা চাই, আর তা না হলে 'বামপন্থীরা' পরিণত হয় দোলায়মানতার মেরুদণ্ডহীন প্রচারকে যার বাস্তব তাৎপর্য শুধু একটি: এই দোলায়মানতা দিয়ে 'বামপন্থীরা' রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যে যুদ্ধটা অলাভজনক বলে জানা আছে তাতে তাকে প্ররোচিত করায় **সাহায্য করছে** সাম্রাজ্যবাদীদের, আমাদের ফাঁদে ঠেলে দেবার জন্য **সাহায্য করছে** সাম্রাজ্যবাদীদের। শুনুন কী বলা হয়েছে:

'...আন্তর্জাতিক বিপ্লবী পথ থেকে সরে গিয়ে, অবিরাম যুদ্ধ এড়িয়ে ও আন্তর্জাতিক পুঁজির আক্রমণের সামনে পিছু হটে, 'স্বদেশী পুঁজিকে' ছাড় দিয়ে রুশ শ্রমিক বিপ্লব 'আত্মরক্ষা করতে' পারে না।

'এই দিক থেকে আবশ্যক দৃঢ়সংকল্প আন্তর্জাতিক শ্রেণী পলিসি, যা কথায় ও কাজে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রচারকে ঐক্যবদ্ধ করবে, এবং দরকার আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে (আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার সঙ্গে নয়) আঙ্গিক সম্পর্কের শক্তিবৃদ্ধি...'

আভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রসঙ্গে এখানে যে আক্রমণ আছে তা নিয়ে বিশেষ করে পরে বলব। লক্ষ্য করুন বহির্নীতির ক্ষেত্রে বুলির উন্দামতা — আর সেই সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে ভীরুতা। সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনার হাতিয়ার হতে ও **বর্তমান** মুহূর্তে ফাঁদে পা দিতে যারা চায় না তাদের সকলের পক্ষেই কোন রণকৌশল **বাধ্যতামূলক**? প্রতিটি রাজনীতিককেই এ প্রশ্নের সোজাসুজি পরিষ্কার জবাব দিতে হবে। আমাদের পার্টির জবাবটা সুবিদিত: **বর্তমান** মুহূর্তে **পিছু হটতে** হবে, লড়াই এড়াতে হবে। আমাদের 'বামপন্থীরা' বিপরীত কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছে না, শূন্যে গুলি ছুঁড়ছে: 'দৃঢ়সংকল্প আন্তর্জাতিক শ্রেণী পলিসি'!!

এ হল লোক ঠকানো। এই মুহূর্তে লড়তে যদি চান, তবে সেটা সোজাসুজি বলুন। এই মুহূর্তে **পিছু হটতে** যদি না চান, সেটা সোজাসুজি বলুন। নইলে আপনাদের অবজেকটিভ ভূমিকায় আপনারা সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনার হাতিয়ার। আর আপনাদের সাবজেকটিভ 'মনোবৃত্তিটা' হল ক্ষিপ্ত পেটি বুর্জোয়ার মনোবৃত্তি, যে বাহাদুরি দেখায় ও বড়াই করে, কিন্তু মনে মনে ভালোই টের পাচ্ছে যে পিছু হটে ও সংগঠিতভাবে পিছু হটার চেষ্টা করে প্রলেতারিয়েত **ঠিকই** করছে; — এটা ভেবে প্রলেতারিয়েত ঠিকই করছে যে যতদিন পর্যন্ত শক্তি না থাকছে ততদিন এমনকি উরাল পর্যন্ত হলেও পিছু হটতে হবে (প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উভয় সাম্রাজ্যবাদের সামনে), কেননা পশ্চিমে বিপ্লব পেকে ওঠার পর্বে, সে বিপ্লবকে 'বসন্তে বা গ্রীষ্মে' শুরু হতে 'হবে' না ('বামপন্থীদের' বাচালতা সত্ত্বেও), কিন্তু **প্রতি মাসেই** সে বিপ্লব কাছিয়ে আসছে ও আরো সম্ভাব্য হয়ে উঠছে, এইটেই **জেতার একমাত্র** চান্স।

'বামপন্থীদের' 'নিজস্ব' পলিসি নেই; **বর্তমান মুহূর্তে** পিছু হটা নিষ্প্রয়োজন এ ঘোষণা করতে তারা **সাহস পায় নি**। পাক খায় তারা, লেজ

নাড়ে, কথার প্যাঁচ কষে, **বর্তমান মুহূর্তে** যুদ্ধ এড়ানোর প্রশ্নের বদলে তারা টেনে আনে 'অবিরাম' যুদ্ধ এড়ানোর প্রশ্ন। সাবানের ফেনার ফানুস ছাড়ে তারা: 'কাজে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রচার'!! কী তার অর্থ?

এর অর্থ হওয়া সম্ভব এই দুইয়ের মাত্র একটি: হয় এটা নজদ্রিওভপনা (৫০), নয় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। খোলাখুলি এ প্রলাপ উচ্চারণ সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি সচেতন প্রলেতারীয়র উপহাস থেকে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের বাঁচতে হচ্ছে তূর্যনাদী ও শূন্যগর্ভ বুলির আড়ালে: দেখাই যাক না, 'কাজে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রচার' জিনিসটার সঠিক অর্থ কী তা হয়ত অমনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করবে না।

গুরুগম্ভীর বুলি বিতরণ — এ হল শ্রেণীচ্যুত পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর বৈশিষ্ট্য। সংগঠিত প্রলেতারীয়-কমিউনিস্টরা নিশ্চয় এই 'অভ্যাসের' জন্য শায়েস্তা করবে অন্তত পক্ষে উপহাস হেনে ও সমস্ত দায়িত্বশীল পদ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করে। এই তিক্ত সত্যটা জনগণকে বলা উচিত স্পষ্ট করে, পরিষ্কার করে, সোজাসুজি: জার্মানিতে সমর পার্টিটি আরো একবার প্রাধান্য লাভ করবে সেটা সম্ভব, এমনকি হয়ত নিশ্চিত (সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের অর্থে) এবং আনুষ্ঠানিক অথবা নীরব বোঝাপড়ায় জাপানের সঙ্গে মিলে জার্মানি আমাদের খণ্ডিত ও দলিত করবে। চিৎকারপ্রিয়দের কথায় কান না দিতে চাইলে আমাদের রণকৌশল হওয়া উচিত: অপেক্ষা করা, বিলম্বিত করা, যুদ্ধ এড়ানো, পিছু হটা। আমরা যদি চিৎকারপ্রিয়দের দূর করে সত্যিকারের লৌহদৃঢ়, সত্যিকারের প্রলেতারীয়, সত্যিকারের কমিউনিস্ট শৃঙ্খলা গড়ে তুলে নিজেদের 'কোমর বাঁধতে' পারি, তাহলে বহু মাস সময় লাভ করার গুরুতর চান্স আমাদের আছে। এবং সেক্ষেত্রে এমনকি (সর্বাধিক নিকৃষ্ট পরিস্থিতিতে) উরাল পর্যন্ত পিছু হটে আমরা আমাদের সহযোগীদের পক্ষে (আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত) আমাদের সাহায্যে আসতে পারার সম্ভাবনা, বিপ্লবের সূত্রপাত থেকে বিপ্লবের বিস্ফোরণের মাঝখানে ব্যবধানটা (ক্রীড়ার পরিভাষায় বললে) 'মেরে আনার' সম্ভাবনা **সহজ করে দেব।**

এই এবং কেবল এই রণকৌশলেই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন-হয়ে-পড়া একটা বাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য বাহিনীর

যোগাযোগ কার্যত জোরদার হবে আর আপনাদের ক্ষেত্রে, পেয়ারের 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা', দাঁড়াবে কেবল, সত্যি কথা বললে, একটা গুরুগম্ভীর বুলির সঙ্গে আরেকটা গুরুগম্ভীর বুলির 'আঙ্গিক সম্পর্কের শক্তিবৃদ্ধি'। সেটা খারাপ 'আঙ্গিক সম্পর্ক'!

এবং আপনাদের বুঝিয়ে বলি, প্রিয় বন্ধু, কেন আপনাদের কপালে এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে: কেননা বিপ্লবের ধ্বনিগুলি ভেবে বার করার চাইতে তা আপনারা মুখস্থ ও ঠোঁটস্থ করে রাখেন। সেইজন্যই আপনারা 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষা' কথাটা উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেন, যাতে নিশ্চিতই আপনাদের ব্যঙ্গ প্রচেষ্টাই বোঝানো উচিত, কিন্তু আসলে তাতে আপনাদের মাথায় গোবরের প্রমাণই মিলছে। 'প্রতিরক্ষাবাদকে' আপনারা বিশ্রী ও জঘন্য একটা ব্যাপার বলেই ভাবতে অভ্যস্ত, সেটা আপনারা মনে রেখেছেন ও মুখস্থ করে রেখেছেন, এটা আপনারা ভয়ানক রকম ঠোঁটস্থ করে রেখেছেন এমন জেদে যে আপনাদের কয়েকজন এই উদ্ভট কথাটাই বলে বসেছেন যেন সাম্রাজ্যবাদী যুগে পিতৃভূমি রক্ষা জিনিসটাই অমার্জনীয় (প্রকৃতপক্ষে সেটা অমার্জনীয় কেবল বুর্জোয়া পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধে)। কিন্তু আপনারা ভেবে দেখেন নি কেন ও কখন 'প্রতিরক্ষাবাদটা' জঘন্য জিনিস।

পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা মানার অর্থ যুদ্ধটার বৈধতা ও ন্যায্যতা স্বীকার করা। *কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধতা ও ন্যায্যতা? কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক* প্রলেতারিয়েত এবং মুক্তির জন্য তার সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে; অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আমরা মানি না। যুদ্ধ যদি চালায় শোষক শ্রেণী, শ্রেণী হিশেবে নিজ প্রভুত্ব জোরদার করার লক্ষ্যে, তাহলে সে যুদ্ধ অপরাধ, এবং সে যুদ্ধে 'প্রতিরক্ষাবাদ' হল পাষণ্ডতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যুদ্ধ যদি চালায় নিজ দেশের বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ী প্রলেতারিয়েত, এবং চালায় সমাজতন্ত্রের সংহতি ও বিকাশের জন্য, তাহলে সে যুদ্ধ বৈধ ও 'পবিত্র'।

১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পর আমরা প্রতিরক্ষাবাদী। একান্ত সুনির্দিষ্টতায় এ কথাটা আমি বহুবার বলেছি, এবং তাতে আপত্তি করার সাহস নেই আপনাদের। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 'যোগাযোগ জোরদার

করার' স্বার্থেই **সমাজতান্ত্রিক** পিতৃভূমি রক্ষা করা **বাধ্যতামূলক**। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করবে সেই ব্যক্তি যে এমন দেশের প্রতিরক্ষায় লঘুচিত্ততা অবলম্বন করে যেখানে প্রলেতারিয়েত ইতিমধ্যেই বিজয়ী হয়েছে। আমরা যখন ছিলাম শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পিতৃভূমি রক্ষা প্রসঙ্গে আমরা লঘুচিত্ততা দেখাই নি, নীতিগতভাবে আমরা সে প্রতিরক্ষা অস্বীকার করেছি। যখন আমরা পরিণত হই সমাজতন্ত্র গঠন করতে নামা শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিতে, তখন দেশের প্রতিরক্ষার প্রতি সকলের কাছ থেকেই **গুরুত্ব** প্রদর্শনের দাবি করি আমরা। আর দেশের প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে গুরুত্ব অবলম্বন করার অর্থ আমূলভাবে তৈরি হওয়া ও কঠোরভাবে শক্তি-অনুপাতের হিশেব করা। যদি জানাই থাকে যে শক্তি কম, তাহলে প্রতিরক্ষার সর্বোত্তম উপায় হল **দেশের গভীরে পিছু হটা** (এ কথায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে সূত্রের অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলে যাঁর মনে হবে তিনি সামরিক ব্যাপারের অন্যতম মহান লেখক বৃদ্ধ ক্লাউজেভিৎসের বই পড়ে এ ব্যাপারে ইতিহাসের শিক্ষাসার কী দেখতে পারেন)। কিন্তু 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' মধ্যে এতটুকু আভাস পর্যন্ত নেই যে তারা শক্তি-অনুপাতের তাৎপর্যটা বুঝেছে।

আমরা যখন ছিলাম নীতিগতভাবে প্রতিরক্ষাবাদের বিরোধী, তখন যারা যেন-বা সমাজতন্ত্রের স্বার্থে নিজ পিতৃভূমি 'বাঁচাতে' চেয়েছিল তাদের উপহাস করার অধিকার ছিল আমাদের। যখন আমরা প্রলেতারীয় প্রতিরক্ষাবাদী হবার অধিকার অর্জন করলাম, তখন সমস্যার সমগ্র উপস্থাপনটা আমূল বদলে গেছে। আমাদের কর্তব্য দাঁড়াচ্ছে অতি সাবধানে শক্তির পরিমাপ করা, আমাদের সহযোগী (আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত) এসে পৌঁছতে পারবে কিনা তার নিখুঁত হিশেব করা। পুঁজির স্বার্থ হল সব দেশের শ্রমিকেরা সম্মিলিত (কার্যক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিপ্লব শুরু মারফৎ) হয়ে উঠতে পারার আগে খণ্ডে খণ্ডে শত্রুকে (বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে) পরাস্ত করা। আমাদের স্বার্থ — একটি মহান আন্তর্জাতিক ফৌজে বিপ্লবী বাহিনীগুলির সেরূপ সম্মিলনের মুহূর্ত পর্যন্ত (অথবা সে মুহূর্তের **'পরে পর্যন্ত'**) চূড়ান্ত লড়াইটা বিলম্বিত করার জন্য সম্ভবপর সবকিছু করা, এমনকি সামান্যতম চান্সেরও সদ্ব্যবহার করা।

৩

আভ্যন্তরীণ পলিসির ক্ষেত্রে আমাদের 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' দুর্গতিতে আসা যাক। **বর্তমান** মুহূর্তের থিসিসের নিম্নোক্ত বাক্যটি না হেসে পড়া কঠিন:

'...উৎপাদনের যে উপায়গুলি অক্ষত রয়ে গেছে তাদের সুপরিকল্পিত সদ্ব্যবহারের কথা ভাবা যায় কেবল একান্ত দৃঢ়সংকল্প সামাজীকরণের ক্ষেত্রে'... 'বুর্জোয়া ও তাদের পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী দালালদের কাছে নতিস্বীকার নয়, বুর্জোয়ার পূর্ণ সংহার এবং সাবোতাজের চূড়ান্ত দমন...'

প্রিয়বর 'বামপন্থী কমিউনিস্ট', কী অপার তাদের দৃঢ়সংকল্প... আর কী অল্পই না তাদের চিন্তাশীলতা! 'একান্ত দৃঢ়সংকল্প সামাজীকরণ' — এর মানেটা কী?

দৃঢ়সংকল্প বা অদৃঢ়সংকল্প হওয়া সম্ভব জাতীয়করণের প্রশ্নে, বাজেয়াপ্তির প্রশ্নে। কিন্তু আসল কথাটা এই যে জাতীয়করণ ও বাজেয়াপ্তি থেকে সামাজীকরণ'এ যেতে হলে এমনকি বিশ্বের প্রচণ্ডতম দৃঢ়সংকল্পও যথেষ্ট নয়। আমাদের 'বামপন্থীদের' বিপদ এই যে তারা 'একান্ত দৃঢ়সংকল্প... সামাজীকরণ' শব্দগুলির বাতুল ও ছেলেমানুষী সমন্বয় মারফত প্রকাশ করছে যে তারা সমস্যাটির মূলকথা, 'বর্তমান' মুহূর্তের মূলকথা কিছুই বোঝে নি। 'বামপন্থীদের' দুর্গতিটাও এইখানে যে তারা 'বর্তমান মুহূর্তের' সারমর্মটাই লক্ষ্য করে নি, যথা বাজেয়াপ্তি থেকে (যা চালু করার জন্য রাজনীতিকের প্রধান গুণ হল দৃঢ়সংকল্পতা) সামাজীকরণে (যা চালু করতে হলে বিপ্লবীর দরকার অন্য গুণ) উত্তরণ।

গতকালের চলতি মুহূর্তের মূলকথাটা ছিল যথাসম্ভব দৃঢ়সংকল্পে জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তি, বুর্জোয়ার সংহার ও পূর্ণ সংহার, সাবোতাজ দমন। আজকে কেবল অন্ধেরই চোখে পড়বে না যে আমরা জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তি, সংহার ও দমনাদি করেছি গুণে উঠতে পারার চেয়েও অনেক বেশি। আর সাধারণ বাজেয়াপ্তি থেকে সামাজীকরণের তফাৎটাই ঠিক এই যে বাজেয়াপ্তি করা সম্ভব একমাত্র 'দৃঢ়সংকল্পের জোরেই', সঠিক হিশেব ও সঠিক বণ্টনের নৈপুণ্য ছাড়াই, কিন্তু সে নৈপুণ্য বিনা সামাজীকরণ অসম্ভব।

আমাদের ঐতিহাসিক কৃতিত্বটা হল এই যে আমরা বাজেয়াপ্ত, বুর্জোয়ার সংহার ও সাবোতাজ দমনে গতকাল ছিলাম (এবং আগামীকালও থাকব) দৃঢ়সংকল্প। আজ 'বর্তমান মুহূর্তের থিসিসে' সে কথা লিখতে যাওয়ার অর্থ অতীতের দিকে মুখ ফেরানো, ভবিষ্যতের দিকে উত্তরণটা না বোঝা।

...'সাবোতাজের চূড়ান্ত দমন'... কর্তব্য বার করেছে বটে! সাবোতাজকারীরা তো আমাদের দেশে বেশ যথেষ্টরূপেই 'দমিত'। আমাদের যেখানে অভাব সেটা একেবারে অন্য জিনিস: কোন কোন সাবোতাজকারীকে কোথায় বহাল করতে হবে তার **হিশেব**, আমাদের কাজে লাগতে আসছে এমন শত শত সাবোতাজকারীর ওপর, বলব, একজন বলশেভিক পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক, তদারকির জন্য **নিজস্ব** শক্তির সংগঠন। এই যখন অবস্থা তখন 'একান্ত দৃঢ়সংকল্প সামাজীকরণ', 'পূর্ণ সংহার', 'চূড়ান্ত দমন' ইত্যাদি বুলি ছড়ানোর অর্থ একেবারেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া। পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীর বৈশিষ্ট্যই হল এইটে না দেখা যে সমাজতন্ত্রের জন্য পূর্ণ সংহার, দমন ইত্যাদিই যথেষ্ট নয়, বৃহৎ মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষেপে-ওঠা ক্ষুদে মালিকের কাছে এইটুকুই যথেষ্ট — কিন্তু প্রলেতারীয় বিপ্লবী যেন কদাচ সে ভ্রান্তিতে না পড়ে।

উল্লিখিত কথাগুলোয় যদি বা কেবল হাসিই পায়, তাহলে সোজাসুজি হোমারিক হাস্যই উঠবে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' এই আবিষ্কারে যেন 'দক্ষিণপন্থী বলশেভিক বিচ্যুতিতে' সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকে বিবর্তনের' আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সত্যিই, বলা যেতে পারে, ভয় দেখিয়েছে বটে! আর কী সজোরেই না তাদের থিসিসে ও প্রবন্ধে এই ভয়ঙ্কর আবিষ্কারটির পৌনঃপুনিক ঘোষণা করে চলেছে 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা'...

অথচ এইটে তারা বোঝে নি যে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হবে একটি **অগ্রপদক্ষেপ**। যদি মোটের ওপর আধ-বছরের মধ্যে আমাদের এখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সেটা হবে একটা প্রচণ্ড সাফল্য এবং এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে যে সমাজতন্ত্র পাকা ও অপরাজেয় হয়ে উঠবে তার নিশ্চিত গ্যারান্টি।

আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি এ কথায় 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' কী উদাত্ত ক্রোধেই না পিছিয়ে যাবে এবং 'দক্ষিণপন্থী বলশেভিক বিচ্যুতির' বিরুদ্ধে কী করাল সমালোচনাই না হানবে শ্রমিকদের কাছে। কী বলছ! সোভিয়েত **সমাজতান্ত্রিক** প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকে এগুলে সেটা হবে অগ্রপদক্ষেপ?.. এটা কি সমাজতন্ত্রের প্রতি বেইমানি নয়?

ঠিক এইখানেই 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' **অর্থনৈতিক** ভুলের মূল। তাই ঠিক এই পয়েন্টটা নিয়েই বিশদ আলোচনা দরকার।

প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত হবার অধিকার ও যৌক্তিকতা পাচ্ছি যে কারণে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে সেই **উৎক্রমণটা** ঠিক কী তা 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' বোঝে নি।

দ্বিতীয়ত, তারা তাদের পেটি বুর্জোয়াপনা ফাঁস করছে ঠিক এই ব্যাপারটাতে যে তারা পেটি বুর্জোয়া ভৌতশক্তিকে আমাদের এখানে সমাজতন্ত্রের **প্রধান** শত্রু হিশেবে **দেখছে না**।

তৃতীয়ত, 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের' জুজু দেখাতে গিয়ে তারা এইটেই ফাঁস করছে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পার্থক্যটা তারা বোঝে নি।

এই তিনটে ব্যাপারই বিচার করা যাক।

মনে হয় এখনো এমন লোক দেখা দেয় নি যে রাশিয়ার অর্থনীতির প্রশ্ন বিচার করতে গিয়ে অর্থনীতির উৎক্রমণমূলক চরিত্র অস্বীকার করেছে। কোনো কমিউনিস্টই, মনে হয়, একথাও অস্বীকার করে নি যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কথাটায় সূচিত হচ্ছে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ হাসিল করার জন্য সোভিয়েত রাজের সংকল্প, মোটেই মেনে নেওয়া হচ্ছে না যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা সমাজতান্ত্রিক।

কিন্তু উৎক্রমণ কথাটার মানে কী? অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার অর্থ কি এই নয় যে বর্তমান ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র **উভয়েরই** উপাদান, অংশ ও টুকরো বর্তমান? সবাই স্বীকার করবেন, হ্যাঁ। কিন্তু সেটা স্বীকার করলেও সকলেই ভাববেন না বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঠিক কী কী উপাদান রাশিয়ায় বর্তমান। এই হল সমস্ত সমস্যাটির মূলকথা।

এই উপাদানগুলির তালিকা দেওয়া যাক:

১) পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ বেশ কিছু পরিমাণে প্রাকৃতিক অর্থনীতি, কৃষক অর্থনীতি;

২) ক্ষুদে পণ্য উৎপাদন (যে সব কৃষক শস্য বিক্রয় করে তাদের অধিকাংশই এর মধ্যে পড়ে);

৩) ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ;

৪) রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ;

৫) সমাজতন্ত্র।

রাশিয়া এতই বিপুল ও এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই সবকটি বিভিন্ন ধরনই জড়াজড়ি করে আছে। পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যটা ঠিক এইখানেই।

প্রশ্ন উঠবে ঠিক কোন উপাদানগুলো প্রধান? ক্ষুদে কৃষক দেশে পেটি বুর্জোয়া ভৌতশক্তিরই যে প্রাধান্য থাকছে, না থেকে পারে না, সে কথা পরিষ্কার; কর্ষকদের অধিকাংশ, বিপুল অধিকাংশই ক্ষুদে পণ্যোৎপাদক। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মলাটটার (শস্য একচেটিয়া, নিয়ন্ত্রণাধীন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী, বুর্জোয়া সমবায়ী) কখনো এখানে কখনো সেখানে ছিদ্র করছে **চোরাবাজারীরা,** আর চোরাবাজারির প্রধান বস্তুই হল **শস্য**।

প্রধান সংগ্রাম অবারিত হচ্ছে ঠিক এই ক্ষেত্রটাতেই। 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' ধরনের অর্থনৈতিক বর্গভেদের পরিভাষা ব্যবহার করলে, এ সংগ্রামটা চলছে কার সঙ্গে কার? আমি এখানে যে তালিকা দিয়েছি তার ৫ নম্বরের সঙ্গে ৪ নম্বরের? অবশ্যই নয়। এখানে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ লড়াই চালাচ্ছে না, পেটি বুর্জোয়া ও ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ একত্রে ও এক হয়ে লড়ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের বিরুদ্ধেই। যেমন রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী তেমনি রাষ্ট্রীয়-সমাজতান্ত্রিক **যে কোনো** রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দিচ্ছে পেটি বুর্জোয়া। এটা হল একেবারেই অকাট্য একটি বাস্তব ঘটনা, সেটা না বোঝাই হল 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' অর্থনৈতিক ভুলের মূল। চোরাবাজারী, লুঠেরা ব্যবসায়ী, একচেটিয়া লঙ্ঘনকারী — এরাই হল আমাদের প্রধান 'আভ্যন্তরীণ' শত্রু, সোভিয়েত রাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির শত্রু। 'নির্বাচিত' অল্প কিছু

ব্যক্তিবিশেষের শিরশ্ছেদ ও ঘোষণার বজ্রনাদ দিয়ে চোরাবাজার দমনের প্রচেষ্টা ১২৫ বছর আগে ফরাসী পেটি বুর্জোয়ার পক্ষে — অতি উগ্র ও অতি অকপট বিপ্লবীর পক্ষে মার্জনীয় হলেও, বর্তমানে সমস্যাটির প্রতি কোনো বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারির বিশুদ্ধ বুলিবাগীশী মনোভাবে প্রতিটি সচেতন বিপ্লবীই ঘেন্না ও বিবমিষা বোধ করবে। আমরা ভালোই জানি যে চোরাবাজারির অর্থনৈতিক ভিত্তি হল রাশিয়ায় অসাধারণ ব্যাপক ক্ষুদে-মালিকী স্তরটা এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ, যার দালাল রয়েছে **প্রতিটি** পেটি বুর্জোয়ার মধ্যেই। আমরা জানি যে এই পেটি বুর্জোয়া দানবের লক্ষ লক্ষ নখরে কখনো এখানে কখনো সেখানে শ্রমিকদের এক একটা উপস্তর বাঁধা পড়ছে এবং **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়ার বদলে** চোরাবাজারই মাথা তুলছে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের সমস্ত ছিদ্র দিয়ে।

এটা যার চোখে পড়ে না সে তার অন্ধতা দিয়েই প্রমাণ করছে যে সে পেটি বুর্জোয়া কুসংস্কারের কাছে বন্দী। আমাদের 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' ঠিক তাই, যারা কথায় (এবং অবশ্যই নিজেদের অকপট বিশ্বাসেও) পেটি বুর্জোয়ার নির্মম শত্রু, কিন্তু কাজে কেবল তাকেই সাহায্য করে, কেবল তাকেই সেবা করে এবং — **১৯১৮ সালের এপ্রিলে!!** — 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের'... বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে কেবল তারই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করে! একেবারেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তারা!

পেটি বুর্জোয়ার টাকা আছে কয়েক হাজার করে, তা সে সঞ্চয় করেছে যুদ্ধের সময় 'ন্যায্য' এবং বিশেষ করে অন্যায্য পথে। এই অর্থনৈতিক টাইপটাই হল চোরাবাজারি ও ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের যা ভিত্তি তার বৈশিষ্ট্য। টাকাটা হল সামাজিক সম্পদ পাবার সার্টিফিকেট, আর বহু কোটির ক্ষুদে-মালিকী স্তরটা এই সার্টিফিকেটটা আঁকড়ে ধরে আছে, লুকিয়ে রেখেছে 'রাষ্ট্রের' কাছ থেকে, কোনো সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমে সে বিশ্বাস করে না, প্রলেতারীয় ঝড়টা কেটে যাবার জন্য সে 'বসে আছে'। হয় আমরা এই পেটি বুর্জোয়ার ওপর **আমাদের** নিয়ন্ত্রণ ও হিশেব ব্যবস্থা চালু করব (সেটা আমরা করতে পারি যদি সচেতন প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর চারপাশে সংগঠিত করি গরিবদের, অর্থাৎ অধিবাসীদের অধিকাংশের অথবা আধা-প্রলেতারীয়দের), নয় সে অনিবার্যই ও অবধার্যই আমাদের শ্রমিক রাজকে

ছুঁড়ে ফেলে দেবে, যেমন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এই ক্ষুদে-মালিকী জমি থেকেই উত্থিত নেপোলিয়ন ও কাভেনিয়াকরা। সমস্যাটা এই। 'মেহনতী' কৃষক — এই বুলি ঝেড়ে কেবল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাই এই সিধে ও পরিষ্কার সত্যটা দেখে না, কিন্তু বুলিতে নিমগ্ন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কথায় গুরুত্ব দেবে কে?

হাজার হাজার টাকা জমানো পেটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের শত্রু, এই হাজার হাজার টাকাটা সে খাটিয়ে আয় করতে চায় একান্তই নিজের জন্য গরিবদের বিরুদ্ধে, যে কোনো সর্বরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আর হাজারগুলো থেকে দাঁড়ায় চোরাবাজারির বহু শতকোটির ঘাঁটি, যা বানচাল করে আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ। ধরা যাক, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক কয়েক দিনে যে পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করছে সেটা ১,০০০। ধরা যাক, তার ২০০ মারা পড়ছে ছ্যাঁচড়া চোরাবাজারি, নানা ধরনের কারচুপি এবং সোভিয়েত ডিক্রি ও সোভিয়েত নির্দেশগুলির চোখে ক্ষুদে-মালিকী 'ধুলো দিয়ে'। প্রতিটি সচেতন শ্রমিকই বলবে: যদি এই ১,০০০ থেকে ৩০০ খরচ করে একটা বড়ো রকমের শৃঙ্খলা ও সংগঠন সৃষ্টি করা যায়, তাহলে আমি সাগ্রহেই দুইশ'র বদলে তিনশ' দিতেই রাজী, কেননা শৃঙ্খলা ও সংগঠন যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়ার ক্ষুদে-মালিকী লঙ্ঘন যদি একবার চূড়ান্তরূপে দমিত হয়, তাহলে সোভিয়েত রাজের আমলে এই 'সেলামীটা' পরে ধরা যাক একশ'য় কি পঞ্চাশে কমিয়ে আনা খুবই সহজ হবে।

সংখ্যার এই সহজ দৃষ্টান্ত — জনবোধ্যরূপে বলার জন্য যা ইচ্ছে করেই একান্ত সরল করে হাজির করা হয়েছে, তাতে বর্তমান পরিস্থিতির, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের **পরস্পর সম্পর্ক** বোঝা যাবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে, পুরো হাজারটাই 'নেবার' পরিপূর্ণ আইনী সুযোগ তাদের আছে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে ছাড়া এক কোপেকও তারা না দিতে পারে। শ্রমিকদের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতার বাস্তব হস্তান্তরের ওপর দাঁড়ানো এই আইনী সুযোগটাই হল সমাজতান্ত্রিক উপাদান।

কিন্তু ক্ষুদে-মালিকী ও ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী ভৌতশক্তি বহু পথে এই আইনী প্রতিষ্ঠাকে দীর্ণ করছে, চোরাবাজারি টেনে আনছে, সোভিয়েত

৮*

ডিক্রি পালন বানচাল করছে। এখন যা খেসারত দিচ্ছি তার চেয়ে **এমনকি বেশি** দিতে **হলেও** (এবং সেটা ভালো করে দেখাবার জন্যই আমি ইচ্ছে করে সংখ্যার দৃষ্টান্তটা দিয়েছি) রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ একটা প্রকাণ্ড অগ্রপদক্ষেপ হবে, কেননা 'বিদ্যালাভের' জন্য টাকা খরচে ক্ষতি নেই, কেননা এটা শ্রমিকদের পক্ষে হিতকর, কেননা বিশৃঙ্খলা, ভগ্নদশা ও অবহেলার উপর বিজয়লাভ সবচেয়ে জরুরী, কেননা ক্ষুদে-মালিকী নৈরাজ্য চলতে থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ, যা **নিশ্চিতই** আমাদের ধ্বংস করবে (তাকে আমরা জয় না করলে), অথচ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের জন্য বেশি সেলামী দিলে তাতে আমরা ধ্বংস পাব না তাই নয়, সবচেয়ে নিশ্চিত পথেই তা আমাদের সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেবে। ক্ষুদে-মালিকী নৈরাজ্যপনার বিরুদ্ধে কী ভাবে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়, কী ভাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ভিত্তিতে উৎপাদনের বৃহৎ সর্বরাষ্ট্রীয় সংগঠনের ব্যবস্থা করতে হয়, তা শিখে নেওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর হাতে তখন থাকবে — উক্তিটার জন্য মাপ চাইছি — সবকটি তুরুপের তাস এবং সমাজতন্ত্রের সংহতি হবে নিশ্চিত।

আমাদের বর্তমান অর্থনীতির চেয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ **অর্থনৈতিক দিক দিয়ে** অতুলনীয় রকমের বেশি উঁচু, এই হল প্রথম কথা।

এবং দ্বিতীয়ত, তাতে সোভিয়েত রাজের পক্ষে ভয় পাবার কিছু নেই, কেননা সোভিয়েত রাষ্ট্র হল এমন রাষ্ট্র যাতে শ্রমিক ও গরিবদের ক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' এই তর্কাতীত সত্যগুলি বোঝে নি — মস্তিষ্কে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সাধারণভাবে কোনো ভাবনাই সুসম্বদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকায় 'বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের' পক্ষে তা অবশ্যই কদাচ বোধগম্য না হলেও প্রতিটি মার্কসবাদী যা মানতে **বাধ্য**। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে তর্ক করারও প্রয়োজন হয় না, বাক্যবাগীশির একটা 'বিরক্তিকর দৃষ্টান্ত', হিশেবে তাদের দিকে আঙুল দেখানোই যথেষ্ট, কিন্তু 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' সঙ্গে তর্কে নামা **দরকার**, কেননা এখানে ভুলটা করছে মার্কসবাদীরা এবং তাদের ভুলের বিচার করলে সঠিক পথ নির্ধারণে **শ্রমিক শ্রেণীর** সাহায্য হবে।

৪

প্রশ্নটা আরো ভালো করে ব্যাখ্যার জন্য রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আরো সুনির্দিষ্ট একটা দৃষ্টান্ত দেব। সে দৃষ্টান্তটা কী তা সবাই জানেন — এটা জার্মানি। এখানে আমরা পাচ্ছি আধুনিক বৃহৎ পুঁজিবাদী টেকনিক ও পরিকল্পিত সংগঠনের 'শেষ কথা' যা **যুঙ্কার-বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের** অধীন। মোটা হরফে চিহ্নিত কথাগুলো বাদ দিন — সামরিক, য়ুঙ্কার, বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদী **রাষ্ট্রের** বদলে **রাষ্ট্রই** বসান, তবে অন্য সমাজ চরিত্রের, অন্য শ্রেণীসত্তার রাষ্ট্র, **সোভিয়েত**, অর্থাৎ প্রলেতারীয় রাষ্ট্র — তাহলেই পাওয়া যাবে সমাজতন্ত্র লাভের **সবকটি** সর্তের সমষ্টি।

সাম্প্রতিকতম বিজ্ঞানের শেষ কথার ভিত্তিতে গঠিত বৃহৎ পুঁজিবাদী টেকনিক ছাড়া, উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে একক নর্মে চালিত কোটি কোটি লোককে অধীনস্থ রাখার মতো একটা সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া সমাজতন্ত্র অকল্পনীয়। একথা আমরা মার্কসবাদীরা সর্বদাই বলে এসেছি এবং যে লোকেরা একথাটাও বোঝে নি (নৈরাজ্যবাদীরা ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অর্ধাংশ) তাদের সঙ্গে আলাপে দু' সেকেন্ড কালক্ষেপেরও মানে হয় না।

সেই সঙ্গে রাষ্ট্রে প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য ছাড়াও সমাজতন্ত্র অকল্পনীয়। এটাও অ-আ-ক-খ। এবং ইতিহাস (সম্ভবত নির্বোধ-শিরোমণি মেনশেভিকরা ছাড়া যে ইতিহাসের কাছে কেউ কখনো আশা করে নি যে তা 'সম্পূর্ণ' সমাজতন্ত্রটা এনে দেবে নির্বিঘ্নে, শান্তিতে, অনায়াসে ও সোজাসুজি) এমনই স্বকীয়রূপে এগোয় যে ১৯১৮ সাল নাগাদ **জন্ম নিয়েছে** সমাজতন্ত্রের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-সন্নিহিত দুই অর্ধখণ্ড, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের একই খোলার নিচে ঠিক যেন দুই ভবিষ্যত মুরগীছানা। ১৯১৮ সালে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে খুবই সুস্পষ্ট মূর্ত হয়ে উঠেছে একদিকে সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিগত, উৎপাদনগত, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক সর্তের বৈষয়িক রূপায়ণ।

জার্মানিতে বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষে তৎক্ষণাৎ অতি সহজে সাম্রাজ্যবাদের সবকিছু খোলা চূর্ণ করা সম্ভব (দুঃখের বিষয় খোলাটা

সেরা ইস্পাতে তৈরি, তাই **যে কোনো**... মুরগীছানার শক্তিতে তা ভাঙার নয়), বিনা দুরূহতায় অথবা নগণ্য দুরূহতায় তা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিতই সম্ভব করতে পারে — অবশ্যই 'দুরূহতার' পরিমাণটা যদি কূপমণ্ডূক-চক্রের মানদণ্ডে নয়, বিশ্ব ঐতিহাসিক মানদণ্ডে বিচার করি।

জার্মানিতে বিপ্লব যতদিন 'জন্মগ্রহণে' দেরি করছে, ততদিন আমাদের কর্তব্য হল জার্মানদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদটা শিখে নেওয়া, **সর্বশক্তিতে** তা গ্রহণ করা, বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বর্বর পদ্ধতিতে দ্বিধা না করে পিটার যে ভাবে বর্বর রাশিয়ার পশ্চিমী সভ্যতা গ্রহণ ত্বরান্বিত করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি করে এ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য **একনায়কী** পদ্ধতিতে কার্পণ্য না করা। নৈরাজ্যবাদী ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মধ্যে যদি এমন লোক থাকে (কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে কারেলিন ও গে'র বক্তৃতা আমার হঠাৎ-করে মনে পড়ছে) যারা নার্সিসাস ধরনে এ যুক্তি দিতে সক্ষম যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে 'শিক্ষা নেওয়া' আমাদের শোভা পায় না, তাহলে শুধু একটি কথাই বলতে হয়: এ রকম লোকেদের গুরুত্ব দিয়ে নিলে বিপ্লব নিশ্চিতই ধ্বংস পাবে (এবং তাই উচিত)।

রাশিয়ায় বর্তমানে পেটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদেরই প্রাধান্য, তা থেকে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র **উভয়ে** পেশছবার **রাস্তাটা একই**, সে রাস্তা গিয়েছে **একই** অন্তর্বর্তী স্টেশনের মধ্য দিয়ে যাকে বলা যায় 'উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর সর্বজনগণের হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ'। এটা যে বোঝে না সে একটা অমার্জনীয় অর্থনৈতিক ভুল করছে, হয় সে বাস্তব ঘটনাটা জানে না, যেটা ঘটনা সেটা দেখছে না, সত্যটার দিকে সোজাসুজি চাইতে পারছে না, নয় 'সমাজতন্ত্রের' সঙ্গে 'পুঁজিবাদের' বিমূর্ত বৈপরীত্যে সীমাবদ্ধ থেকে বর্তমানে আমাদের দেশে এ উৎক্রমণের নির্দিষ্ট রূপ ও পর্যায়গুলির ভেতরে ঢুকছে না। বন্ধনীর মধ্যে বলে রাখা যাক যে এটা সেই একই তাত্ত্বিক ভুল যা 'নভায়া জিজ্ন' ও 'ভ্পেরিওদ' শিবিরের সেরা লোকেদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছে: তাদের মধ্যেকার নিকৃষ্ট ও মাঝারি লোকেরা মূর্খ ও মেরুদণ্ডহীন হওয়ায় ভয় পেয়ে বুর্জোয়ার লেজুড় বনছে; সেরা লোকেরা বোঝে নি যে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পুরো একটা পর্বের কথা সমাজতন্ত্রের গুরুরা অযথা বলেন নি এবং নতুন সমাজের 'দীর্ঘ' প্রসব

যন্ত্রণার' কথায় বৃথায় জোর দেন নি। তদুপরি এ নতুন সমাজটাও হল একটা বিমূর্তায়ণ, যা জীবন্ত রূপ নিতে পারে কেবল হয় এরূপ নয় অন্যরূপ একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের একগুচ্ছ বিচিত্র অ-নিখুঁত প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ছাড়া অন্যভাবে নয়।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে **যেটা সাধারণ বস্তু** (সর্বজনগণের হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ) সেইটার মধ্য দিয়ে ছাড়া রাশিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সামনে এগুনো অসম্ভব বলেই 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের **দিকে** বিবর্তনের' ('কমিউনিস্ট', নং ১, পৃঃ ৮, স্তম্ভ ১) কথা বলে অন্যকে এবং নিজেদের ভয় দেখানো হল পুরোপুরি একটা তাত্ত্বিক উদ্ভটতা। তার অর্থ 'বিবর্তনের' সত্যিকার পথটা থেকে 'অন্য দিকে'ই চিন্তাচারণ, সে পথটা না বোঝা; কার্যক্ষেত্রে এইটেই ক্ষুদে-মালিকী পুঁজিবাদের দিকে পিছু টানা।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের 'উচ্চ' মূল্য শুধু যে আমি এখনই দিচ্ছি তা নয়, বলশেভিকদের ক্ষমতাগ্রহণের **আগেও** দিয়েছিলাম, পাঠকদের সেটা দেখাবার জন্য আমি ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা আমার 'উদ্যত বিপর্যয় ও প্রতিকারের পথ' পুস্তিকা থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দিলাম:

'...কিন্তু য়ুঙ্কার-পুঁজিবাদী, জমিদার-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের **বদলে** একবার **বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক** রাষ্ট্র বসিয়ে দেখুন, অর্থাৎ এমন রাষ্ট্র যা **সমস্ত** বিশেষাধিকার চূর্ণ করে বিপ্লবী উপায়ে, পরিপূর্ণতম গণতন্ত্র কার্যকর করতে ভয় পায় না। তাহলে দেখবেন যে সত্যসত্যই বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকলে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ অবধারিতরূপে, অনিবার্যই হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রের দিকে এক ও একাধিক পদক্ষেপ!

'...কেননা সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয় রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী একচেটিয়া থেকে সামনের দিকে আশু পদক্ষেপ মাত্র।

'...রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণতম **বৈষয়িক** প্রস্তুতি, তার **দ্বারদেশ**, ঐতিহাসিক সোপান-শ্রেণীর সেই ধাপটা, যার (যে ধাপের) 'পরে এবং সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত ধাপটির আগে **কোনো অন্তর্বর্তী ধাপ নেই**।'*

লক্ষণীয় যে এটা লেখা হয়েছিল কেরেনস্কির আমলে, এবং প্রশ্নটাও তখন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিয়ে **নয়**, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে **নয়**, 'বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র নিয়ে। একথা কি পরিষ্কার নয় যে আমরা সে রাজনৈতিক ধাপটা ছাড়িয়ে **যত উঁচুতে** উঠেছি, সোভিয়েতের মধ্যে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে **যত পূর্ণ করেই** মূর্ত করে তুলেছি, 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে' আমাদের ভয় পাওয়া উচিত **ততই কম?** সত্যিই কি একথা পরিষ্কার নয় যে **বৈষয়িক**, অর্থনৈতিক ও উৎপাদনের দিক থেকে আমরা এখনো সমাজতন্ত্রের 'দ্বারদেশে' পৌঁছই নি? এবং এখনো না-পৌঁছনো এই 'দ্বারদেশটার' মধ্য দিয়ে ছাড়া সমাজতন্ত্রের দরজার ভেতরে ঢোকা চলে না?

যে দিক দিয়েই সমস্যাটির দিকে এগুনো যাক, সিদ্ধান্তটা একই দাঁড়ায়: বুঝিবা আশংকাজনক 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' নিয়ে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' যুক্তিগুলো অর্থনীতির দিক থেকে পুরোপুরি ভুল এবং একেবারে পেটি বুর্জোয়া মতাদর্শেই যে তারা পুরোপুরি বন্দী, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

৫

নিম্নোক্ত ব্যাপারটাও অতি শিক্ষাপ্রদ।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে যখন কমরেড বুখারিনের সঙ্গে আমাদের তর্ক হয়, তখন তিনি প্রসঙ্গত বলেন· বিশেষজ্ঞদের মোটা বেতন দেওয়ার প্রশ্নে 'আমরা' (স্বভাবতই আমরা 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা') 'লেনিনের চেয়ে বেশি দক্ষিণে', কেননা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে 'এ দঙ্গলটার কাছ থেকে টাকা দিয়ে মুক্তিলাভ করা' (৫১) (পুঁজিপতি দঙ্গলটার কাছ থেকেই, অর্থাৎ বুর্জোয়ার কাছ থেকে ভূমি কলকারখানা এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায় কিনে নেওয়া) শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে খুবই সঙ্গত হতে পারে, মার্কসের এই কথা মনে রাখায় আমরা এক্ষেত্রে নীতি থেকে কোনো বিচ্যুতিই দেখছি না।

এই অসাধারণ চিত্তাকর্ষক মন্তব্যটিতে উদ্ঘাটিত হচ্ছে প্রথমত এই যে, বুখারিন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও নৈরাজ্যবাদীদের

চেয়ে মাথায় দু' হাত উঁচু, উনি মোটেই বুলির পাঁকে নিঃশেষে তলিয়ে যান নি, বরং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যে উৎক্রমণ যন্ত্রণাকর ও দুঃসহ সে উৎক্রমণের **সুনির্দিষ্ট** দুরূহতা নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়ত, এ মন্তব্যে বুখারিনের ভুলটাই আরো স্পষ্ট করে ফাঁস হচ্ছে।

আসল কথা হল, মার্কসের ভাবনাটা তলিয়ে দেখুন।

কথাটা বলা হয়েছিল গত শতকের ৭০-এর দশকের ইংলণ্ড নিয়ে, প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদের শীর্ষ পর্ব প্রসঙ্গে, এমন একটা দেশ নিয়ে যেখানে সমরচক্র ও আমলাতন্ত্র ছিল সবচেয়ে কম, যেখানে শ্রমিকগণ কর্তৃক বুর্জোয়াদের 'কিনে নেওয়ার' অর্থে সমাজতন্ত্রের 'শান্তিপূর্ণ' বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। এবং মার্কস বলেছিলেন কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াদের কিনে নিতে শ্রমিকেরা মোটেই আপত্তি করবে না। বিপ্লবের রূপ, প্রণালী ও পদ্ধতির দিক থেকে মার্কস নিজের এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভবিষ্যত কর্মীদের হাত বেঁধে রাখেন নি, কী বিপুল পরিমাণ নতুন সমস্যা তখন দেখা দেবে, বিপ্লবের গতিপথে সমস্ত পরিস্থিতি যে বদলে যাবে, বিপ্লবের গতিপথে কত **ঘন ঘন** ও **তীব্রভাবে** যে তা বদলাতে থাকবে, সেটা মার্কস চমৎকার বুঝতেন।

কিন্তু প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলের **পর**, শোষকদের সামরিক ও সাবোতাজমূলক প্রতিরোধ দমনের **পর** — একথা কি স্বতঃস্পষ্ট নয় যে সোভিয়েত রাশিয়ায় **কতকগুলি** এমন ধরনের পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে যা অর্ধশতাব্দী আগে, শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ শুরু হলে ইংলণ্ডে গড়ে উঠতে পারত? সেক্ষেত্রে ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর নিকট পুঁজিপতিদের অধীনতা নিশ্চিত হতে পারত নিম্নোক্ত ঘটনাচক্রে: (১) কৃষকসম্প্রদায় না থাকায় জনসংখ্যায় শ্রমিকদের, প্রলেতারিয়েতের পূর্ণ প্রাধান্য (৭০-এর দশকে ইংলণ্ডে কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের অসাধারণ দ্রুত সাফল্যের আশা করার মতো লক্ষণ ছিল); (২) ট্রেড ইউনিয়নে প্রলেতারিয়েতের চমৎকার সংগঠনশীলতা (এই দিক থেকে ইংলণ্ড তখন ছিল বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য দেশ); (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতার যুগযুগ বিকাশের বিদ্যালয়োত্তীর্ণ প্রলেতারিয়েতের অপেক্ষাকৃত উচ্চ সংস্কৃতি; (৪) আপোসের

পথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইংলণ্ডের চমৎকার সুসংগঠিত পঃজিপতিদের সুদীর্ঘ কালের অভ্যাস — সে সময় তারা ছিল বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংগঠিত পঃজিপতি (বর্তমানে এই প্রথম স্থানে উঠেছে জার্মানি)। এই ধরনের ঘটনাচক্রের জন্যই তখন ইংলণ্ডের শ্রমিকদের কাছে তার পঃজিপতিদের **শান্তিপূর্ণ** অধীনতার সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারত।

বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশে এই অধীনতা কতকগুলি মৌলিক পূর্বসর্তে নিশ্চিত (অক্টোবরের বিজয় এবং অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পঃজিপতিদের সামরিক ও সাবোতাজমূলক প্রতিরোধ দমন)। আমাদের দেশে জনসংখ্যায় শ্রমিকদের, প্রলেতারিয়েতের পূর্ণ প্রাধান্য ও উচ্চ সংগঠনশীলতার **বদলে** প্রলেতারিয়েতের পক্ষে দরিদ্রতম ও দ্রুত ধ্বংসশীল কৃষকদের সমর্থনই ছিল বিজয়ের কারণ। শেষত, আমাদের দেশে উচ্চ সংস্কৃতি নেই, আপোসের অভ্যাসও নেই। এই বাস্তব পরিস্থিতিগুলির কথা যদি ভাবি, তাহলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতিহীন যে পঃজিপতিরা কোনো 'রাষ্ট্রীয় পঃজিবাদেই' রাজী নয়, কোনো আপোসের কথাই ভাবে না, চোরাবাজারি, গরিবদের উৎকোচে ক্রয় ইত্যাদি মারফত সোভিয়েত ব্যবস্থাগুলিকে বানচাল করে চলেছে, তাদের নির্মম দলনের* পদ্ধতির সঙ্গে সংস্কৃতিবান যে পঃজিপতিরা 'রাষ্ট্রীয় পঃজিবাদে' রাজী, সেটা কার্যকরী করতে সক্ষম, কোটি কোটি লোককে সত্যসত্যই সামগ্রী যোগানোর কাজ নেওয়া **বৃহত্তম** সব প্রতিষ্ঠানের নিপুণ ও অভিজ্ঞ সংগঠক হিশেবে যারা প্রলেতারিয়েতের কাজে লাগছে তাদের প্রসঙ্গে

* এক্ষেত্রে সত্যটা সোজাসুজি দেখা দরকার: সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে নির্মমতা প্রয়োজন সেটা আমাদের এখানে এখনো কম এবং সেটা এই কারণে নয় যে আমাদের দৃঢ়সংকল্প নেই। দৃঢ়সংকল্প আমাদের যথেষ্টই। নেই যথেষ্ট সংখ্যায় চোরাবাজারী, লুঠেরা, পঃজিপতিদের — সোভিয়েত ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারীদের যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ধরতে পারার নৈপুণ্য। কেননা এ 'নৈপুণ্য' গড়ে ওঠে কেবল হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের সংগঠন মারফত। দ্বিতীয়ত, আদালতগুলির দৃঢ়তাও যথেষ্ট নেই — ঘুষখোরদের গুলি করার বদলে আদালতগুলি রায় দেয় ছয় মাসের কারাদণ্ড। উভয় দুটিরই সামাজিক মূল একটি: পেটি বুর্জোয়া ভৌতশক্তির প্রভাব, তার শৈথিল্যপরতা।

আপোস অথবা কিনে নেওয়ার **পদ্ধতি সম্মিলিত করতে** আমরা পারি ও বর্তমানে তা করতে হবে।

বুখারিন চমৎকার শিক্ষিত মার্কসবাদী-অর্থনীতিবিদ। সেইজন্যই তিনি স্মরণ করেছেন যে, মার্কস যখন শ্রমিকদের এই শিক্ষা দেন যে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ সহজ করার স্বার্থেই বৃহত্তম উৎপাদনের সংগঠন বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং অবস্থা **যদি** এমন হয় যে পুঁজিপতিরা শান্তিপূর্ণভাবে বশ মানবে ও সভ্যভাবে, সংগঠিতভাবে খেসারত প্রাপ্তির সর্তে সমাজতন্ত্রে এসে যাবে (ব্যতিক্রম হিশেবে: ইংলণ্ড তখন ছিল ব্যতিক্রম), তাহলে **পুঁজিপতিদের ভালো রকম দান দেওয়া,** কিনে নেওয়ার কথা ভাবা পুরোপুরি অনুমোদনীয় — তখন তিনি ছিলেন গভীরভাবেই সঠিক।

কিন্তু বুখারিন ভুল করে বসেছেন, কেননা রাশিয়ায় বর্তমান মুহূর্তের মূর্ত বৈশিষ্ট্যটা নিয়ে তিনি ভাবেন নি — এটা একেবারেই ব্যতিক্রমমূলক একটা মুহূর্ত, যখন আমরা, রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত যে কোনো ইংলণ্ড, যে কোনো জার্মানির চেয়ে **এগিয়ে আছি** আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে, শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে, আর সেই সঙ্গেই পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রের চেয়েও **পেছিয়ে আছি** একটা ভালো রকম রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সংগঠনের দিক থেকে, সংস্কৃতির উচ্চতার দিক থেকে, বৈষয়িকভাবে ও উৎপাদনের অর্থে সমাজতন্ত্র 'প্রচলনের' প্রস্তুতির পর্যায়ের দিক থেকে। একথা কি স্পষ্ট নয় যে পরিস্থিতির এই বৈশিষ্ট্যের ফলে বর্তমান মুহূর্তে ঠিক একটা বিশেষ ধরনের 'কিনে নেওয়ারই' আবশ্যিকতা আসছে, এবং শ্রমিকদের সেটা প্রস্তাব করা উচিত বেশি সংস্কৃতিসম্পন্ন, প্রতিভাবান, সংগঠনের একান্ত সামর্থ্যধারী পুঁজিপতিদের কাছে, যারা সোভিয়েত রাজের কাজে লাগতে এবং বৃহৎ ও বৃহত্তম 'রাষ্ট্রীয়' উৎপাদনের সুব্যবস্থায় ভালো রকম সাহায্য করতে রাজী? একথা কি পরিষ্কার নয় যে এরূপ বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে দুই ধরনের ভুলই এড়াতে, যার প্রতিটিই হল এক এক ধরনের পেটি বুর্জোয়া ভুল? একদিকে একটা প্রতিকারহীন ভুল হত এই ঘোষণা করা যে আমাদের অর্থনৈতিক 'শক্তি' ও রাজনৈতিক শক্তির অসামঞ্জস্য যখন স্বীকারই করা হচ্ছে, তখন 'দাঁড়াচ্ছে' যে আমাদের ক্ষমতা নেওয়া উচিত হয় নি। এই ভাবেই যুক্তি দেয় 'মাফলার

জড়ানো মানুষেরা' (৫২), যারা ভুলে যায় যে 'সামঞ্জস্য' কখনই ঘটবে না, যেমন প্রকৃতির বিকাশে তেমনি সমাজের বিকাশে সামঞ্জস্য থাকতে পারে না, শুধু এক সার প্রচেষ্টার পথেই, — আলাদা আলাদা ভাবে তাদের প্রত্যেকটিই হবে একপেশে, প্রত্যেকটিই খানিকটা অসামঞ্জস্যে ভুগবে, — **সমস্ত** দেশের প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সহযোগিতা থেকে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্র।

অন্যদিকে চিৎকারবাজ ও বুলিবাগীশদের স্বাধীনতা দিলে স্পষ্টতই ভুল হবে, এরা 'দীপ্ত' বিপ্লবীপনায় নিজেদের মত্ত করে তোলে, কিন্তু লেগে-থাকা, সুচিন্তিত, সুবিবেচিত, দুরূহতম উৎক্রমণের হিশেব-নেওয়া বিপ্লবী কাজে অক্ষম।

সৌভাগ্যের বিষয়, বিপ্লবী পার্টিগুলির বিকাশ এবং তাদের সঙ্গে বলশেভিকবাদের সংগ্রামের ইতিহাস থেকে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি টাইপের উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি, যাদের মধ্যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও নৈরাজ্যবাদীরা হল নিকৃষ্ট বিপ্লবীর যথেষ্ট জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তারা এখন চ্যাঁচাচ্ছে — একেবারে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো খাবি খেয়ে গলা ভেঙে চ্যাঁচাচ্ছে 'দক্ষিণপন্থী বলশেভিকদের' 'আপোসপন্থার' বিরুদ্ধে। কিন্তু 'আপোসপন্থায়' খারাপ **কী** ছিল এবং **কেন** সঙ্গত কারণেই তা ধিক্কৃত হয়েছে ইতিহাস ও বিপ্লবের গতিপথে তা ভাবার ক্ষমতা নেই এদের।

কেরেনস্কির কালে আপোসপন্থায় ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার হাতে, আর ক্ষমতার প্রশ্নটাই হল সমস্ত বিপ্লবের মূল প্রশ্ন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বলশেভিকদের একাংশের আপোসপন্থা হয় প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলে ভয় পাচ্ছিল, নয় ক্ষমতাটা সমান সমান **ভাগ করে দিতে** চেয়েছিল শুধু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মতো 'অনির্ভর সহযাত্রীদের' সঙ্গেই নয়, শত্রুদের সঙ্গেও, চের্নোভপন্থীদের সঙ্গেও, মেনশেভিকদের সঙ্গেও, যারা অনিবার্যই বাধা দিত আমাদের মূল কর্তব্যে: যথা, সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে, বগায়েভস্কিদের নির্মম দমনে, সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলির পুরো প্রতিষ্ঠায়, প্রতিটি বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে।

বর্তমানে ক্ষমতা গৃহীত, রক্ষিত ও সংহত হয়েছে একটি পার্টির হাতে, প্রলেতারীয় পার্টির হাতে, এমনকি 'অনির্ভর সহযাত্রীদের' বাদ দিয়েই। এখন, যখন **ক্ষমতা** ভাগ করে দেওয়ার, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব পরিহার করার কোনো কথাই ওঠে না, উঠতে পারে না, তখন আপোসপন্থার প্রশ্ন তোলার অর্থ নিতান্তই ময়নার মতো মুখস্থ-করা ও না-বোঝা বুলি আওড়ানো। আমরা এমন অবস্থায় পেঁাছেছি যে আমরা দেশ শাসন করতে পারি ও তা করতে হবে, এবং সেই অবস্থায় আমরা যে টাকার মায়া না করে পুঁজিবাদে-শিক্ষিত সর্বাধিক সংস্কৃতিশীল উপাদানগুলিকে নিজেদের দিকে টানতে চাইছি, পেটি বুর্জোয়া ভাঙনের বিরুদ্ধে তাদের কাজে লাগাতে চাইছি, এটাকে 'আপোসপন্থা' বলার অর্থ সমাজতন্ত্র নির্মাণের অর্থনৈতিক কর্তব্য নিয়ে আদৌ ভাবতে না পারা।

এবং সেইজন্যই — কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে কারেলিন ও গে'র কাছ থেকে পাওয়া 'উপকারে' কমরেড বুখারিন তৎক্ষণাৎ যে 'লজ্জা বোধ করেছিলেন' তাতে তাঁর সম্পর্কে যত ভালো ধারণাই হোক — তা সত্ত্বেও 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' **ধারাটা** প্রসঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সহযোগীদের যে উক্তি দেখি সেটা গুরুতর রকমের আশঙ্কার কথা হয়েই থাকছে।

যেমন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মুখপত্র 'জ্নামিয়া ত্রুদা'র ১৯১৮, ২৫শে এপ্রিলের সংখ্যায় সদর্পে বলা হয়েছে: 'আমাদের পার্টির বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে বলশেভিকবাদের অভ্যন্তরস্থ অন্য ধারাটির সঙ্গে ঐক্য আছে (বুখারিন, পক্রভস্কি ইত্যাদির সঙ্গে)।' যেমন, ঐ তারিখের মেনশেভিক পত্রিকা 'ভ্পেরিওদ'এ প্রসঙ্গত কুখ্যাত মেনশেভিক ইসুভের নিম্নোক্ত 'থিসিসটি' স্থান পেয়েছে:

'একেবারে গোড়া থেকেই সোভিয়েত রাজের যে পলিসি ছিল সত্যিকার প্রলেতারীয় চরিত্র বর্জিত, তা ইদানীং ক্রমেই প্রকাশ্যে বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের পথ নিচ্ছে ও স্পষ্টতই শ্রমিক-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করছে। শিল্প জাতীয়করণের নামে চালানো হচ্ছে শিল্প ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার নীতি, দেশের উৎপাদন-শক্তি পুনরুদ্ধারের নামে ৮-ঘণ্টা কর্মদিন লোপ, ফুরন মজুরি, টেইলর প্রথা প্রবর্তন, কালা তালিকা ও জঘন্য পাসপোর্ট প্রচলনের চেষ্টা চলছে। এ প্রচেষ্টায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের মৌলিক অর্জনগুলি থেকে বঞ্চিত ও বুর্জোয়ার সীমাহীন শোষণের শিকারে পরিণত হবার বিপদ দেখা দিয়েছে।'

অপূর্ব, তাই না?

কেরেনস্কির যে বন্ধুরা তাঁরই সঙ্গে একত্রে রুশ পুঁজিপতিদের জন্য রাজ্যগ্রাসের প্রতিশ্রুতি-দেওয়া গোপন চুক্তিগুলির জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়েছেন, যে সেরেতেলি ১১ই জুনই শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার উদ্যোগ করেছিলেন, তাঁর সহকর্মীরা, যে লিবেরদানরা (৫৩) বুর্জোয়ার ক্ষমতা চাপা দিচ্ছিলেন বড়ো বড়ো কথায়, এঁরা, এই লোকেরাই কিনা সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে 'বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস', 'ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা' (অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' প্রতিষ্ঠা!), টেইলর প্রথা প্রবর্তনের অভিযোগ আনছেন।

সত্যিই বলশেভিকদের উচিত ইসুভকে পদক দেওয়া এবং **বুর্জোয়ার প্ররোচনামূলক বক্তৃতার** নিদর্শন হিশেবে তাঁর থিসিসটার প্রদর্শনী করা উচিত প্রতিটি শ্রমিক ক্লাব ও ইউনিয়নে। শ্রমিকেরা এখন ভালোই জানে, অভিজ্ঞতায় জানে এই লিবেরদান, সেরেতেলি, ইসুভদের এবং **বুর্জোয়ার এমন সেবাদাসরা** কেন শ্রমিকদের টেইলর প্রথা ও 'ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার' বিরুদ্ধে উসকাচ্ছেন সেটা মন দিয়ে ভাবলে শ্রমিকদের খুবই উপকার হবে।

সর্বশ্রী লিবেরদান ও সেরেতেলিদের বন্ধু ইসুভের 'থিসিসটার' সঙ্গে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' নিম্নোক্ত থিসিসটিও সচেতন শ্রমিকেরা সমনোযোগেই মিলিয়ে দেখবে:

> 'উৎপাদনে পুঁজিপতিদেব পবিচালনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে যে শ্রম-নিযমানুবর্তিতা চালু করা হচ্ছে, তাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেশি কিছু বাড়ানো যাবে না, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-স্বাবলম্বন, সক্রিয়তা ও সংগঠনশীলতা কমে যাবে। এতে শ্রমিক শ্রেণীর শৃঙ্খলিত হওয়ার বিপদ দেখা দিয়েছে, প্রলেতারিয়েতের পশ্চাৎপদ স্তর তথা অগ্রবাহিনী উভয়ের মধ্যেই অসন্তোষ জাগিয়ে তুলবে। প্রলেতারিযেতের অভ্যন্তরে 'সাবোতাজকারী পুঁজিপতিদের' বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রাধান্য থাকায় এ প্রথা কার্যকরী করতে হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্ভর করতে হবে শ্রমিকদের বিবুদ্ধে পেটি বুর্জোয়ার উপর, এবং তাতে করে প্রলেতারিয়েতের পার্টি হিশেবে তা নিজেকে ধ্বংস করবে।' ('কমিউনিস্ট', নং ১, পৃঃ ৮, স্তম্ভ ২)।

'বামপন্থীরা' যে ফাঁদে পা দিয়েছে, ইসুভ ও পুঁজিবাদের অন্যান্য জুদাসদের প্ররোচনায় ভুলেছে, এটা তারই জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। মজুরদের পক্ষে এ একটা ভালো শিক্ষা, যারা জানে যে প্রলেতারিয়েতের ঠিক

অগ্রবাহিনীটাই শ্রম-নিয়মানুবর্তিতার পক্ষে আর সে নিয়মানুবর্তিতা লঙ্ঘনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে পেটি বুর্জোয়ারাই সবচেয়ে বেশি। 'বামপন্থীদের' উপরোক্ত থিসিসে যা বলা হচ্ছে এরকম কথা হল ভয়ানক রকমের লজ্জার কথা, এ হল কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি কমিউনিজম বিসর্জন ও ঠিক পেটি বুর্জোয়ার পক্ষেই পুরোপুরি চলে যাওয়া।

'উৎপাদনে পুঁজিপতিদের পরিচালনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে' এই কথা দিয়ে 'আত্মসমর্থনের' আশা করছে 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা'। একেবারেই অকেজো আত্মসমর্থন, কেননা পুঁজিপতিদের হাতে 'পরিচালনা' সোভিয়েত রাজ তুলে দিচ্ছে, প্রথমত, শ্রমিক কমিসার বা শ্রমিক কমিটিগুলির বিদ্যমানতায়, যারা পরিচালকের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছে, তার পরিচালনী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে, এবং শুধু পরিচালকের আদেশের বিরুদ্ধে নালিশ করাই নয়, সোভিয়েত রাজের সংস্থা মারফত তাকে অপসারণ করারও সুযোগ আছে তাদের। দ্বিতীয়ত, পুঁজিপতিদের 'পরিচালনা' ভার দেওয়া হচ্ছে কার্যনির্বাহক দায়িত্বগুলির জন্য, কার্যকালের সময়টুকুর জন্য, যার সর্ত সোভিয়েত রাজই নির্দিষ্ট করছে এবং সোভিয়েত রাজই যা নাকচ করতে পারে ও পুনর্বিচার করতে পারে। তৃতীয়ত, সোভিয়েত রাজ পুঁজিপতিদের 'পরিচালনা' ভার দিচ্ছে পুঁজিপতি হিশেবে নয়, টেকনিক বিশেষজ্ঞ বা সংগঠক হিশেবে, উচ্চ পারিশ্রমিকে। এবং শ্রমিকেরা ভালোই জানে যে সত্যিকারের বৃহৎ ও বৃহত্তম উদ্যোগ, ট্রাস্ট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠকেরা, তথা প্রথম শ্রেণীর টেকনিশিয়ানরা শতকরা ৯৯ ভাগই পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ঠিক তাদেরই আমাদের প্রলেতারীয় পার্টির নেওয়া উচিত শ্রম-প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সংগঠনের 'পরিচালক' হিশেবে, কেননা হাতে কলমে, অভিজ্ঞতায় এ কাজ জানে এমন লোক অন্য কেউ নেই। কেননা 'বামপন্থী' বুলি বা পেটি বুর্জোয়া শৈথিল্যের প্রভাবে বিভ্রান্ত হওয়া সম্ভব ছিল যে কালে সেই শৈশব কাটিয়ে উঠে শ্রমিকেরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগুচ্ছে ট্রাস্টের পুঁজিবাদী পরিচালনার মধ্য দিয়েই, বৃহত্তম যান্ত্রিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে, বছরে কয়েক অযুত লেনদেন চালানো প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, একমাত্র কেবল এই ধরনের উৎপাদন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শ্রমিকেরা পেটি বুর্জোয়া নয়। বৃহত্তম 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে' তারা ভয় পায় না, সেটাকে তারা

মূল্য দেয় তাদের **প্রলেতারীয়** হাতিয়ার হিশেবে, যেটাকে **তাদের সোভিয়েত** রাজ ব্যবহার করছে ক্ষুদে-মালিকী ভাঙন ও স্খলনের বিরুদ্ধে।

এটা বোঝে না কেবল শ্রেণীচ্যুতেরা, এবং সেইহেতু সমূহ পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা, 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' গ্রুপে ও তাদের পত্রিকায় যার প্রতিভূ হয়ে দেখা দেন ওসিনস্কি, যিনি লেখেন:

'...প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও পরিচালনার সমস্ত উদ্যোগ থাকবে 'ট্রাস্ট সংগঠকদের' হাতে: আমরা তো তাদের **শেখাতে** চাই না, সাধারণ কর্মীতে তাদের পরিণত করতে চাই না, চাই তাদের কাছ থেকেই **শিখতে**।' ('কমিউনিস্ট', নং ১, পৃঃ ১৪, স্তম্ভ ২)।

এ বাক্যের ব্যঙ্গ প্রচেষ্টাটা আমার 'ট্রাস্ট সংগঠকদের কাছ থেকে সমাজতন্ত্র শিক্ষা' কথাগুলি লক্ষ্য করে। ...

ওসিনস্কির কাছে সেটা হাস্যকর মনে হয়েছে। ট্রাস্ট সংগঠকদের তিনি 'সাধারণ কর্মীতে' পরিণত করতে চান। এ কথাটা যদি লিখত এমন বয়সের কোনো লোক যার প্রসঙ্গে কবি বলেছেন: 'শুধু পনেরো?'... (৫৪)—তাহলে অবাক হবার কিছু থাকত না। কিন্তু বৃহৎ পুঁজিবাদে অর্জিত টেকনিক ও সংস্কৃতি ব্যবহার না করে সমাজতন্ত্র অসম্ভব এটা যাঁর জানা আছে তেমন মার্কসবাদীর মুখে ওকথা শোনা খানিকটা তাজ্জব। এতে মার্কসবাদের চিহ্নও নেই।

না। নিজেকে কমিউনিস্ট বলার অধিকার আছে কেবল তার যে বোঝে যে ট্রাস্ট সংগঠকদের কাছ থেকে **না শিখে** সমাজতন্ত্রের সৃজন বা প্রবর্তন **অসম্ভব**। কেননা সমাজতন্ত্র একটা স্বকপোলকল্পনা নয়, এ হল ক্ষমতাধিকারী প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনী কর্তৃক আত্তীকরণ — ট্রাস্টগুলো যা গড়ে তুলেছে তার আত্তীকরণ ও প্রয়োগ। ট্রাস্টের ধরনে, ট্রাস্ট হিশেবে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠনের নৈপুণ্য আমরা প্রলেতারীয় পার্টি যদি পুঁজিবাদের প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গ্রহণ না করি, তা আর **কোথা থেকেও** পাবার নয়।

ওদের শিক্ষা দেবার কিছুই নেই আমাদের, যদি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সমাজতন্ত্র 'শেখাবার' ছেলেমানুষী কর্তব্য হাজির না করি: ওদের শিখিয়ে তোলার দরকার নেই, দরকার উচ্ছেদ করা (যেটা রাশিয়ায় যথেষ্ট 'দৃঢ়সংকল্পেই' করা হচ্ছে), দরকার তাদের সাবোতাজ **দমন করা**, স্তর বা গ্রুপ হিশেবে তাদের সোভিয়েত রাজের **অধীনস্থ করা**। আমাদেরই শিখতে

হবে ওদের কাছ থেকে — যদি আমরা বালখিল্য বয়স ও বালখিল্য বোধের কমিউনিস্ট না হই — আর শেখবার মতো জিনিস আছে, কেননা কোটি কোটি লোকের সেবারত বৃহত্তম সব প্রতিষ্ঠানের সুব্যবস্থা করার দিক থেকে স্বাবলম্বী কাজের **অভিজ্ঞতা** প্রলেতারীয় পার্টি ও প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর **নেই**।

এবং রাশিয়ার সেরা শ্রমিকেরা সে কথা বুঝেছে। পুঁজিপতি-সংগঠক, ইঞ্জিনিয়র-ব্যবস্থাপক, টেকনিশিয়ান-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিখতে শুরু করেছে তারা। সহজ থেকে দুরূহের দিকে দৃঢ় ও সতর্ক ক্রমিক উত্তরণ শুরু করেছে তারা। ধাতু শিল্পে ও যন্ত্রনির্মাণে ব্যাপারটা যে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, তার কারণ এটা কঠিনতর। আর সুতাকল শ্রমিক, তামাক কারখানার শ্রমিক, জুতা কারখানার শ্রমিকেরা শ্রেণীচ্যুত পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মতো 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে' ভয় পাচ্ছে না, 'ট্রাস্ট সংগঠকদের কাছে শিখতে' ভয় পাচ্ছে না। এই সব শ্রমিকেরা 'প্রধান চর্ম কমিটি', 'কেন্দ্রীয় সুতাকল কমিটির' মতো কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থাগুলিতে পুঁজিপতিদের পাশেই আসন নিচ্ছে, **তাদের কাছ থেকে শিখছে,** ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করছে, 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' প্রতিষ্ঠা করছে, সোভিয়েত ক্ষমতা বর্তমান থাকলে যা হল সমাজতন্ত্রের দ্বারদেশ, সমাজতন্ত্রের পাকাপাকি বিজয়ের সর্ত।

শ্রম-নিয়মানুবর্তিতা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার অগ্রণী শ্রমিকদের এই কাজটা চলেছে ও চলছে কোলাহল তুলে নয়, চোখ ধাঁধিয়ে নয়, ঝনঝনিয়ে ও ঘড়ঘড়িয়ে নয় — যা নইলে কিছু কিছু 'বামপন্থীর' চলে না — চলেছে প্রচণ্ড সতর্কতা ও ক্রমিকতায়, ব্যবহারিক ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে। এই কঠিন কাজটায়, বৃহত্তম উৎপাদন গড়ে তুলতে পারার ব্যবহারিক **শিক্ষালাভের** কাজটাতেই রয়েছে এই গ্যারাণ্টি যে আমরা সঠিক পথেই দাঁড়িয়েছি, এই গ্যারাণ্টি যে রাশিয়ার সচেতন শ্রমিকেরা লড়াই চালাচ্ছে ক্ষুদে-মালিকী ভাঙন ও স্খলনের বিরুদ্ধে, পেটি বুর্জোয়া শৃঙ্খলাহীনতার বিরুদ্ধে*, এই গ্যারাণ্টি যে কমিউনিজম বিজয়লাভ করবে।

* এটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক যে থিসিসদাতারা জীবনের **অর্থনৈতিক** ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় **একনায়কত্বের** তাৎপর্য নিয়ে একটি কথাও বলে নি। শুধু 'সংগঠনশীলতা' ইত্যাদির কথাই তারা বলেছে। কিন্তু সেটা পেটি বুর্জোয়ারাও মানে, এবং ঠিক অর্থনীতির

৬

উপসংহারে দুটি মন্তব্য।

১৯১৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল যখন 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' সঙ্গে আমাদের বিতর্ক হয় (দ্রষ্টব্য 'কমিউনিস্ট', নং ১, পৃঃ ৪, পাদটীকা) তখন আমি সোজাসুজি এই কথা বলি: রেলওয়ে ডিক্রিটিতে আপনাদের অসন্তোষ কেন সেটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন, **আপনাদের** সংশোধন দিন। প্রলেতারিয়েতের সোভিয়েতী নেতা হিশেবে এটা আপনাদের দায়িত্ব, নইলে আপনাদের কথা ফাঁকা বুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

১৯১৮ সালের ২০শে এপ্রিল প্রকাশিত হল 'কমিউনিস্ট'এর প্রথম সংখ্যা। কিন্তু 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' মতে রেলওয়ে ডিক্রিটি কী ভাবে বদল বা সংশোধন করা উচিত সে সম্পর্কে **একটি কথাও নেই।**

এই নীরবতায় 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' নিজেরাই নিজেদের ওপর রায় দিচ্ছে। নানা রূপ আভাসে-ইঙ্গিতে তারা রেলওয়ে ডিক্রিটির **বিরুদ্ধাচরণে** সীমাবদ্ধ থেকেছে (পৃঃ ৮ ও ১৬, নং ১), কিন্তু 'ডিক্রিটা ঠিক না হলে কী ভাবে তা সংশোধন করা দরকার?' এ প্রশ্নে কোনো উচ্চারিত জবাব **দেওয়া হয় নি।**

এর ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রেলওয়ে ডিক্রিটির (যা আমাদের লাইনের, দৃঢ়তার লাইন, একনায়কত্বের লাইন, প্রলেতারীয় শৃঙ্খলার যে লাইন তার নিদর্শন) **এরূপ** 'সমালোচনাকে' সচেতন শ্রমিকেরা বলবে হয় 'ইসুভ-মার্কা' সমালোচনা, নয় ফাঁকা বুলি।

দ্বিতীয় মন্তব্য। ১ নং 'কমিউনিস্ট'এ আমার পুস্তিকা 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নিয়ে বুখারিনের একটি সমালোচনা ছাপা হয়েছে যা আমার পক্ষে অতি প্রশংসাসূচক। কিন্তু বুখারিনের মতো লোকেদের মতামত আমার কাছে যতই মূল্যবান হোক না কেন, বিবেকের নির্দেশে আমায় এ কথা বলতেই হবে যে সমালোচনাটির **চরিত্রের** মধ্যে একটি খেদজনক ও অর্থময় সত্য ফুটে উঠেছে:

ব্যাপারেই তাবা শ্রমিক **একনায়কত্ব পরিহার করে।** পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিরুদ্ধে উদ্যত প্রলেতারীয় বিপ্লবের এই 'আসল মর্মটা' এরকম মুহূর্তে প্রলেতারীয় বিপ্লবী কখনই 'ভুলতে' পারে না।

বুখারিন প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কর্তব্যটা দেখেছেন ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে নয়, **অতীতের** দিকে মুখ ফিরিয়ে। রাষ্ট্রের প্রশ্নে প্রলেতারীয় ও পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী উভয়ের মধ্যেই যেটা সাধারণ হওয়া সম্ভব, বুখারিন সেইটেই লক্ষ্য করেছেন ও চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির যা পার্থক্য ঠিক সেইটেই বুখারিন 'লক্ষ্য করেন নি'।

বুখারিন এইটে দেখেছেন ও চিহ্নিত করেছেন যে সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে 'চূর্ণ করতে' হবে, 'উড়িয়ে দিতে' হবে, বুর্জোয়াকে 'সম্পূর্ণরূপে সংহার করতে' হবে ইত্যাদি। ক্ষিপ্ত পেটি বুর্জোয়ার পক্ষেও তা চাওয়া সম্ভব। এবং প্রধান প্রধান দিক থেকে এ কাজটা আমাদের বিপ্লব ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে **ইতিমধ্যেই** সম্পন্ন করেছে।

কিন্তু এমনকি সবচেয়ে বিপ্লবী পেটি বুর্জোয়ার পক্ষে যা চাওয়া সম্ভব নয়, অথচ সচেতন প্রলেতারীয় যা চায়, আমাদের বিপ্লব যেটা **এখনও** করে উঠতে পারে নি, সে বিষয়েও আমার পুস্তিকায় বলা হয়েছিল। আর এই কর্তব্যটা সম্পর্কে, আগামীকালের কর্তব্যটা সম্পর্কে বুখারিন চুপ করে থেকেছেন।

এবং এ নিয়ে মৌন না থাকার যুক্তি আমার আরো বেশি এইজন্য যে, প্রথমত, কমিউনিস্টদের কাছ থেকে গতকালের নয় আগামীকালের কর্তব্যে বেশি মনোযোগদানেরই প্রত্যাশা করা উচিত এবং, দ্বিতীয়ত, আমার পুস্তিকাটা লেখা হয়েছিল বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের **আগে,** যখন এই স্থূল-কূপমণ্ডূক মনোবৃত্তি বলশেভিকদের প্রসঙ্গে আরোপ করা চলত না, যথা: 'তা ক্ষমতা দখল করার **পরে** শৃঙ্খলার গুণগান গাইবে **বৈকি**...'

'...সমাজতন্ত্র পরিবিকশিত হবে কমিউনিজমে... কেননা বলপ্রয়োগ ছাড়া, আজ্ঞাধীনতা ছাড়াই সমাজজীবনের প্রাথমিক সর্ত মেনে চলতে লোকে অভ্যস্ত হয়ে যাবে' ('রাষ্ট্র ও বিপ্লব'*। সুতরাং 'প্রাথমিক সর্তের' কথা উঠেছিল ক্ষমতা দখলের **আগেই**)।

'...কেবল তখনই গণতন্ত্র শুকিয়ে মরতে শুরু করে...' যখন 'লোকেরা যুগযুগ ধরে জ্ঞাত এবং হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত হিতোপদেশে পুনরুক্ত

* এই সংকলনের দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৩৫। — সম্পাঃ

সমাজজীবনের প্রাথমিক নিয়মগুলি পালনে অভ্যস্ত হবে, তা পালনে অভ্যস্ত হবে বিনা জবরদস্তিতে, বিনা বাধ্যবাধকতায়, বিনা আজ্ঞাধীনতায় — বাধ্য করার সেই বিশেষ যন্ত্রটি ছাড়াই, যাকে বলা হয় রাষ্ট্র' (ঐ ;* 'হিতোপদেশের' কথা উঠেছিল ক্ষমতা দখলের **আগেই**)।

'...কমিউনিজমের উচ্চ পর্যায়ের বিকাশে' (প্রত্যেকে পাবে তার চাহিদা মতো, প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যানুযায়ী) 'ধরে নেওয়া হয় শ্রমের বর্তমান উৎপাদনশীলতাও নয়, বর্তমানের কূপমণ্ডূকদেরও নয়, যারা পমিয়ালভস্কির বুর্সাকদের (৫৫) মতো খামোকা সামাজিক সম্পদের ভাণ্ডার নষ্ট করতে এবং অসম্ভবের দাবি করতে সক্ষম' (ঐ)**।

'...কমিউনিজমের উচ্চ পর্যায় যতদিন না শুরু হচ্ছে, ততদিন সমাজতন্ত্রীরা সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষ থেকেই শ্রমের মাপ ও উপভোগের মাপের ওপর কঠোরতম নিয়ন্ত্রণ দাবি করে...' (ঐ)***।

'...হিশেব আর নিয়ন্ত্রণ — সুবন্দোবস্তের জন্য, কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে সঠিক কাজ চলার জন্য প্রধান যা দরকার তা এই' (ঐ)****। এবং এ নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে শুধু 'নগণ্য অল্পাংশ পুঁজিপতিদের ওপর, পুঁজিবাদী কেতা রক্ষণেচ্ছু ভদ্রপুঙ্গবদের ওপর' নয়, তেমন সব শ্রমিকদের ওপরেও, যারা 'পুঁজিবাদে প্রচণ্ড অধঃপতিত' (ঐ)*****, এবং 'ফাঁকিবাজ, বাবু, জোচ্চোর প্রভৃতিদের মতো পুঁজিবাদের ঐতিহ্যরক্ষকদের' ওপরেও (ঐ)*)।

এটাতে বুখারিন যে জোর দেন **নি** সেটা তাৎপর্যময়।

৫ই মে, ১৯১৮

প্রকাশিত ৯ই, ১০ই
এবং ১১ই মে, ১৯১৮

৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৩—৩১৪

* এই সংকলনের দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৪২। — সম্পাঃ

** ঐ, পৃঃ ২৫০। — সম্পাঃ

*** ঐ, পৃঃ ২৫০। — সম্পাঃ

**** ঐ, পৃঃ ২৫৪। — সম্পাঃ

***** ঐ, পৃঃ ২৫৫। — সম্পাঃ

*) ঐ, পৃঃ ২৫৫। — সম্পাঃ

মার্কিন শ্রমিকদের নিকট পত্র (৫৬)

কমরেডগণ, একজন রুশ বলশেভিক, ১৯০৫ সালের বিপ্লবে যিনি অংশ নিয়েছিলেন ও তারপর বহু বছর আপনাদের দেশে কাটিয়েছেন তিনি আপনাদের কাছে আমার চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেবেন বলেছেন। আমি অতি সানন্দেই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করি, কেননা ঠিক এই সময়টাতেই মার্কিন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে সবচেয়ে তাজা, সবচেয়ে প্রবল, পুঁজিপতিদের মুনাফা বখরা নিয়ে জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া হত্যাকাণ্ডে সর্বশেষ যোগদানকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আপোসহীন শত্রু হিশেবে। ঠিক এই সময়েই মার্কিন কোটিপতিরা, এই আধুনিক দাসমালিকেরা প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে শ্বাসরোধের লক্ষ্যে ইঙ্গ-জাপানী পশুদের সশস্ত্র অভিযানে (প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে অথবা ভণ্ডামি করে গোপনে, তাতে কিছু আসে যায় না) সম্মতি দিয়ে রক্ত-পিপাসু সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের একটি অতি ট্র্যাজিক পৃষ্ঠা উন্মোচন করেছে।

আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতোই অধিকৃত-জমি ও লুঠ-করা মুনাফার ভাগ নিয়ে রাজা জমিদার পুঁজিপতিদের সংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন বিপুল-সংখ্যক লুঠেরা যুদ্ধের মাঝখানে যে ধরনের যুদ্ধের সংখ্যা এত কম, তেমনি একটি মহান, সত্যিকারের মুক্তিসাধক, সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধ থেকেই নতুনতম সুসভ্য আমেরিকার ইতিহাস শুরু হয়েছে। সেটা ছিল ইংরেজ দস্যুদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের যুদ্ধ, যে দস্যুরা আমেরিকাকে ঠিক সেই ভাবেই দলিত করছিল, ঔপনিবেশিক দাসত্বে বেঁধে রাখছিল, যে ভাবে এই 'সুসভ্য'

রক্ত-পিপাসুরা এখনো ভারতে, মিসরে এবং বিশ্বের সর্বাঞ্চলে কোটি কোটি লোককে দলিত করছে, ঔপনিবেশিক দাসত্বে বেঁধে রাখছে।

সেদিন থেকে প্রায় ১৫০ বছর কেটেছে। বুর্জোয়া সভ্যতা তার সবকিছু সমৃদ্ধ ফল ফলিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ মনুষ্য শ্রমের উৎপাদন-শক্তির উচ্চ বিকাশে, যন্ত্র প্রয়োগে এবং আধুনিক টেকনিকের সবকিছু অলৌকিকতায় আমেরিকা স্বাধীন ও শিক্ষিত দেশগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সেই সঙ্গেই আমেরিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে একদিকে নোংরামি ও বিলাসে নিমজ্জমান মুষ্টিমেয় উদ্ধত কোটিপতি ও অন্যদিকে চিরকাল নিঃস্বতার প্রান্তে দাঁড়ানো লক্ষ লক্ষ মেহনতীদের মধ্যে ব্যবধানের অতলতার দিক থেকে প্রথম সারির একটি দেশ। সামন্ত দাসত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধের নিদর্শন বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে মার্কিন জনগণ তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুষ্টিমেয় কোটিপতির আধুনিকতম, পুঁজিবাদী মজুরি-দাস, হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাড়াটে জল্লাদের ভূমিকাধারী, যারা ধনী পিশাচদের উপকারার্থে ফিলিপাইনকে 'মুক্ত করার' (৫৭) অজুহাতে ১৮৯৮ সালে তাকে দলন করেছিল এবং ১৯১৮ সালে জার্মানদের কাছ থেকে 'রক্ষা করার' অজুহাতে দলন করছে রুশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে।

কিন্তু জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানের চার বছর বৃথা যায় নি। ইংরেজ ও জার্মান উভয় গ্রুপের পাষণ্ডগণ কর্তৃক জনপ্রতারণা তর্কাতীত ও স্বতঃস্পষ্ট ঘটনায় আমূল উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। চার বছরের যুদ্ধ তার পরিণামফল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে লুঠের বখরা নিয়ে দস্যুদের যে যুদ্ধ তাতে পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়মটা কী: যে ছিল সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে প্রবল সে মুনাফা তুলেছে ও লুঠ করেছে সবার চেয়ে বেশি; যে ছিল সবচেয়ে দুর্বল, সে হয়েছে চূড়ান্তরূপে লুণ্ঠিত, নিপীড়িত, দমিত ও দলিত।

'ঔপনিবেশিক দাসেদের' সংখ্যার দিক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দস্যুরাই ছিল সবার চেয়ে প্রবল। 'নিজেদের' (অর্থাৎ শত শত বছরে লুঠ-করা) ভূমির এক ইঞ্চিও ইংরেজ পুঁজিপতিরা হারায় নি, বরং আফ্রিকায় সমস্ত জার্মান উপনিবেশ গ্রাস করেছে, গ্রাস করেছে মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইন, গ্রীসকে দলন করেছে ও রাশিয়াকে লুঠ করতে শুরু করেছে।

'তাদের' সৈন্যদের সংগঠন ও শৃঙ্খলার দিক থেকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দস্যুরা ছিল সবচেয়ে প্রবল কিন্তু উপনিবেশের দিক থেকে দুর্বল। সমস্ত উপনিবেশ তারা হারিয়েছে কিন্তু লুঠ করেছে অর্ধেক ইউরোপ, ছোটো ছোটো দেশ ও দুর্বল জাতিদের দলিত করেছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়। উভয় পক্ষ থেকে কী মহান 'মুক্তি' যুদ্ধ! উভয় গ্রুপের দস্যুরা, ইঙ্গ-ফরাসী ও জার্মান পুঁজিপতিরা তাদের তল্পিবাহকদের, সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের অর্থাৎ '**নিজ**' বুর্জোয়ার পক্ষে চলে-আসা সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে একত্রে কী চমৎকার করেই না 'পিতৃভূমি রক্ষা করেছে'!

মার্কিন কোটিপতিরা ছিল প্রায় সবার চেয়ে ধনী, তাদের ভৌগলিক পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। মুনাফা তারা লুটেছে সবার চেয়ে বেশি। সবাইকে, এমনকি সবচেয়ে ধনী দেশকেও তারা নিজেদের করদ করে তুলেছে। শত শত কোটি ডলার তারা লুটেছে। আর প্রতিটি ডলারেই নোংরামির দাগ: ইংলন্ড ও তার 'সহযোগীদের' মধ্যে, জার্মান ও তার পেটোয়াদের মধ্যে গুপ্ত চুক্তির নোংরামি, সে চুক্তি লুঠের মাল বাঁটোয়ারা নিয়ে, শ্রমিকদের নিপীড়ন ও সমাজতন্ত্রী-আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নির্যাতনের জন্য পরস্পরকে 'সাহায্য করার' চুক্তি। প্রতিটি ডলারেই 'লাভজনক' যুদ্ধ-ঠিকার নোংরামি, যাতে প্রতি দেশেই ধনী হয়েছে ধনীরা আর সর্বনাশ হয়েছে গরিবদের। প্রতিটি ডলারেই রক্তের দাগ — সেই রক্ত-সমুদ্রের রক্ত যা ইংরেজ না জার্মান ডাকাত, কার ভাগ্যে বেশি লুঠ জুটবে, ইংরেজ না জার্মান জল্লাদ, সারা বিশ্বের দুর্বল জাতিদের **প্রধান** দলনকর্তা কে হবে তাই নিয়ে মহান, উদার, মুক্তিবিধায়ক, পূতঃপবিত্র সংগ্রামে ১ কোটি নিহত ও ২ কোটি পঙ্গুর দেহ থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

জার্মান দস্যুরা যদি তাদের সামরিক অনাচারে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে থাকে, তাহলে ইংরেজ দস্যুরা সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে শুধু গ্রাস-করা উপনিবেশের সংখ্যাতেই নয়, নিজেদের ন্যক্কারজনক ভণ্ডামির সূক্ষ্মতায়ও। ঠিক এই মুহূর্তেই ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন বুর্জোয়া সংবাদপত্র কোটি কোটি সংখ্যায় মিথ্যা ও কুৎসা রটাচ্ছে রাশিয়া সম্পর্কে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের লুঠেরা অভিযানকে ভণ্ডামি করে সমর্থন করছে জার্মানদের হাত থেকে নাকি রাশিয়ার 'রক্ষা' প্রচেষ্টার অজুহাতে!

এই জঘন্য ও ইতর মিথ্যাটাকে খণ্ডনের জন্য বেশি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নেই: শুধু একটি সর্বজনবিদিত ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রাশিয়ার শ্রমিকেরা যখন নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করে, তখন সোভিয়েত রাজ, বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের রাজ খোলাখুলি রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ বর্জিত ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব করে, সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমাধিকার মানা শান্তি — এবং সে শান্তির প্রস্তাব করে **সমস্ত** যুধ্যমান দেশের কাছেই।

ঠিক ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন বুর্জোয়ারাই আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নি; সার্বজনীন শান্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ চালাতে পর্যন্ত অস্বীকার করে ঠিক এরাই! সমস্ত জাতির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের মতো আচরণ করে ঠিক **এরাই**, ঠিক এরাই সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানকে প্রলম্বিত করে চলে!

রাশিয়াকে ফের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে টেনে আনবার মতলব করে ঠিক এরাই শান্তির আলাপ-আলোচনা বর্জন করে ও তাতে করে সমান ডাকাত জার্মান পুঁজিপতিদের হাত খোলা রেখে দেয় যারা রাজ্যগ্রাসী ও জবরদস্তিমূলক ব্রেস্ত শান্তি চাপিয়ে দেয় রাশিয়ার ওপর!

ব্রেস্ত শান্তির জন্য ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন পুঁজিপতিরা যে আমাদের ওপর 'দোষ' চাপাচ্ছে, তার চেয়ে জঘন্য ভণ্ডামি কল্পনা করা কঠিন। ব্রেস্তকে সার্বজনীন শান্তির জন্য সার্বজনীন আলাপ-আলোচনায় পরিণত করা ঠিক যেসব দেশের ওপর নির্ভর করছিল, ঠিক সেই সব দেশের পুঁজিপতিরাই কিনা হয়ে উঠেছে আমাদের 'অভিযোক্তা'! ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শকুনেরা উপনিবেশ লুণ্ঠন ও জাতিসমূহের রক্তস্নানে স্ফীত হয়ে যুদ্ধকে আজ ব্রেস্তের পরেও প্রায় পুরো এক বছর প্রলম্বিত করেছে আর ওরাই কিনা 'অভিযোগ করছে' **আমাদের বিরুদ্ধে**, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, যারা ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল সমস্ত দেশের কাছে — **আমাদের বিরুদ্ধে**, যারা ভূতপূর্ব জারের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজিপতিদের গুপ্ত অপরাধী চুক্তিগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে, প্রকাশ করে ও সর্বজনসমক্ষে ধিক্কৃত করে (৫৮)।

যে দেশবাসীই হোক না কেন সারা বিশ্বের শ্রমিকেরা আমাদের অভিনন্দিত

করেছে, সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, করতালি দিয়েছে এইজন্য যে আমরা সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক, নোংরা সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শেকলের লৌহ বেষ্টনী ছিন্ন করেছি, এইজন্য যে আমরা বেরিয়ে এসেছি স্বাধীনতায় ও তার জন্য কঠিনতম আত্মত্যাগ বরণ করেছি — এইজন্য যে আমরা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক দলিত ও লুণ্ঠিত হলেও সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিশেবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের **বাইরে** থেকেছি এবং সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছি শান্তির পতাকা, সমাজতন্ত্রের পতাকা।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের দঙ্গলটা তার জন্য আমাদের ঘৃণা করছে, আমাদের তারা 'অভিযুক্ত করছে', এবং আমাদের দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সহ সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত তল্পিবাহকেরাই আমাদের 'অভিযুক্ত করছে'। যেমন বলশেভিকদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের এই সব চৌকিদার কুকুরের ঘৃণা থেকে তেমনি সমস্ত দেশের সচেতন শ্রমিকদের সহানুভূতি থেকে আমরা আমাদের কর্মযজ্ঞের ন্যায্যতায় নতুন নিশ্চয়তা আহরণ করছি।

যে একথা বোঝে না যে বুর্জোয়ার উপর বিজয়লাভের জন্য, শ্রমিকদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের **সূত্রপাতের** জন্য কোনো আত্মোৎসর্গেই — ভূখণ্ডের একাংশ বিসর্জনের মতো, সাম্রাজ্যবাদের কাছে দুঃসহ পরাজয়ের মতো আত্মোৎসর্গেও — থেমে **না** যাওয়া সম্ভব ও উচিত, সে সমাজতন্ত্রীই নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থ কার্যত সামনে এগিয়ে দেবার জন্য যে তার 'নিজ' পিতৃভূমির দিক থেকে মহৎ আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতি **হাতে কলমে** না প্রমাণ করেছে, সে সমাজতন্ত্রীই নয়।

'নিজের' স্বার্থের জন্য, অর্থাৎ বিশ্ব আধিপত্য লাভের জন্য ইংলণ্ড ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদীরা বেলজিয়ম ও সার্বিয়া থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত একগুচ্ছ দেশের সর্বনাশ ও দলনে কুণ্ঠিত হয় নি। আর 'নিজেদের' স্বার্থের জন্য, পুঁজির জোয়াল থেকে সারা বিশ্বের মেহনতীদের মুক্তির জন্য, সার্বজনীন স্থায়ী শান্তি লাভের জন্য সমাজতন্ত্রীদের কি উচিত আত্মোৎসর্গহীন একটা পথ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা, সহজ সাফল্যের 'গ্যারাণ্টি' না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই শুরু করতে

ভয় পাওয়া, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থের চেয়ে 'নিজেদের', বুর্জোয়া সৃষ্ট 'পিতৃভূমির' নিরাপত্তা ও অখণ্ডাতাকে উ'চু করে তোলা? আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের যে নচ্ছাররা, বুর্জোয়া নীতির যে তল্পিবাহকেরা একথা ভাবে তারা তিনগুণ ধিক্কারের যোগ্য।

ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র পশুরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'সমঝোতার' অভিযোগে আমাদের 'অভিযুক্ত করে'। কী ভণ্ড! কী শয়তান, শ্রমিক সরকারের কুৎসা রটাচ্ছে এরা, অথচ 'তাদেরই' নিজ দেশের মজুরদের যে সহানুভূতি রয়েছে আমাদের প্রতি তারই ভয়ে কম্পমান হচ্ছে! তবে ভণ্ডামি তাদের ফাঁস হয়ে যাবে। তারা ভান করছে যেন বোঝে না **শ্রমিকদের বিরুদ্ধে**, মেহনতীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার (নিজ দেশের ও পর দেশের) সঙ্গে 'সমাজতন্ত্রীদের' সমঝোতা আর এক জাতীয় বর্ণের **বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে** অপর বর্ণের বুর্জোয়ার সঙ্গে নিজ বুর্জোয়াদের পরাস্তকারী শ্রমিকদের **রক্ষার জন্য** সমঝোতা, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বিভিন্ন গ্রুপের বুর্জোয়াদের বৈপরীত্যের সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে যে সমঝোতা, তার তফাৎ কী।

বস্তুতপক্ষে প্রতিটি ইউরোপীয়ই এ তফাৎটা ভালোই জানে, এবং মার্কিন জনগণ তাদের নিজস্ব ইতিহাসে খুবই সুস্পষ্টরূপে সে অভিজ্ঞতা 'লাভ করেছে', যা এখুনি দেখাব। সমঝোতা নানা রকমের আছে, আছে, ফরাসীরা যা বলে, fagots et fagots*।

আন্তর্জাতিক বিপ্লব পূর্ণ পেকে ওঠার আগেই প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক ঐক্যে বিশ্বাসী, নিরস্ত্র, নিজের ফৌজ ভেঙে-দেওয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রকেরা ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৈন্য পাঠায়, তখন ফরাসী রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট 'সমঝোতায়' আসতে আমি এতটুকু দ্বিধা করি নি। মুখে বলশেভিকদের দরদী ও কাজে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ও অনুরাগী সেবক ফরাসী ক্যাপটেন সাদুল আমার কাছে ফরাসী অফিসার দ্য লিউবেরসাককে নিয়ে আসেন। দ্য লিউবেরসাক আমায় বলেন, 'আমি রাজতন্ত্রী, আমার একমাত্র লক্ষ্য জার্মানির

---

* তফাৎ আছে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর। — সম্পাঃ

পরাজয়।' আমি জবাব দিই, সে তো বলাই বাহুল্য (cela va sans dire)। কিন্তু তাতে জার্মান আক্রমণে বাধা দেওয়ার স্বার্থে রেলপথ উড়িয়ে দেবার জন্য বিস্ফোরণ কার্যের বিশেষজ্ঞ ফরাসী অফিসাররা আমাদের যে কাজ করে দিতে চেয়েছিল তা নিয়ে দ্য লিউবেরসাকের সঙ্গে 'সমঝোতায় আসতে' এতটুকু বাধা হয় নি আমার। এ হল এমন এক 'সমঝোতার' নিদর্শন যা প্রতিটি সচেতন শ্রমিক অনুমোদন করবে, এ হল সমাজতন্ত্রের স্বার্থে সমঝোতা। ফরাসী রাজতন্ত্রী ও আমি পরস্পর করমর্দন করি এই কথা জেনেই যে পারলে উভয়েই আমরা নিজের 'পার্টনারকে' সাগ্রহে ঝুলিয়ে দিতে রাজী। কিন্তু সাময়িকভাবে আমাদের স্বার্থ মিলেছিল। আক্রমণকারী জার্মান হিংস্রকদের বিরুদ্ধে **আমরা** রুশী ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমান হিংস্র স্বার্থদ্বন্দ্ব কাজে লাগাই। এ ভাবে আমরা রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেরই সেবা করি, আমরা প্রলেতারিয়েতের শক্তি বাড়াই ও সারা বিশ্বের বুর্জোয়াদের দুর্বল করি, একগুচ্ছ অগ্রণী দেশে দ্রুত পরিপক্কমান প্রলেতারীয় বিপ্লব **পুরো পেকে ওঠার** মুহূর্তটার প্রতীক্ষায় আমরা **যে কোনো** যুদ্ধেই যা সঙ্গত ও বাধ্যতামূলক, সেই মহড়া নেওয়া, এদিক-ওদিক করা ও পিছু হটার কৌশল প্রয়োগ করি।

এবং ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাঙ্গরেরা আক্রোশে যতই ফুঁসুক, আমাদের বিরুদ্ধে যতই কুৎসা রটাক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক প্রভৃতি সোশ্যাল-দেশপ্রেমিক পত্রিকা কিনে নেবার জন্য যত কোটি কোটি টাকাই তারা খরচ করুক, রাশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিকারে প্রয়োজন হলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রকদের সঙ্গেও **একই রকম** 'সমঝোতা' চুক্তিতে **আমি মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করব না**। এবং আমি খুব ভালোই জানি যে আমার রণকৌশলকে অনুমোদন করবে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকার, — এক কথায়, সমগ্র সভ্য জগতের সচেতন প্রলেতারিয়েত। এ রণকৌশলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজে সুবিধা হয়, তার অভিযান ত্বরান্বিত হয়, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া দুর্বল হয়, সে বুর্জোয়াকে পরাস্ত করতে নামা শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

আর মার্কিন জনগণ এ রণকৌশল বহু দিন আগেই গ্রহণ করেছে, ও তাতে বিপ্লবের উপকারই হয়েছে। তারা যখন উৎপীড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের মহান মুক্তি যুদ্ধ চালায়, তখন তাদের বিরুদ্ধে ফরাসী ও স্পেনীয় উৎপীড়করাও ছিল, যাদের দখলে ছিল বর্তমান উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একাংশ। মুক্তির জন্য নিজেদের সুকঠিন যুদ্ধে মার্কিন জনগণও একদল উৎপীড়কের বিরুদ্ধে অন্য উৎপীড়কদের সঙ্গে 'সমঝোতা' করে উৎপীড়কদের দুর্বল করা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উপায়ে সংগ্রামীদের শক্তিশালী করার স্বার্থে, উৎপীড়িত জনগণের স্বার্থে। ফরাসী, স্পেনীয় ও ইংরেজদের মধ্যেকার বিরোধটা কাজে লাগায় মার্কিন জনগণ, কখনো কখনো এমনকি উৎপীড়ক ফরাসী ও স্পেনীয় সৈন্যদের সঙ্গে একত্রেই তারা লড়াই চালায় উৎপীড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে, প্রথমে তারা পরাস্ত করে ইংরেজদের, পরে মুক্তি অর্জন করে (অংশত মুক্তিপণ দিয়ে) ফরাসী ও স্পেনীয়দের হাত থেকে।

মহান রুশ বিপ্লবী চের্নিশেভস্কি বলেছিলেন — ঐতিহাসিক ক্রিয়াটা নেভস্কি সড়কের ফুটপাথ নয়। যে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব 'অনুমোদন করে' কেবল 'এই সর্তে' যে সেটা সহজে ও মসৃণভাবে এগুবে, অবিলম্বেই বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ অভিযান ঘটবে, পরাজয়ের বিরুদ্ধে আগে থেকেই গ্যারাণ্টি থাকবে, বিপ্লবের পথটা হবে প্রশস্ত, অবাধ ও সরল রেখায়, বিজয়ে পেশছতে গিয়ে মাঝে মাঝে অতি সুকঠিন আত্মোৎসর্গ, 'পরিবেষ্টিত দুর্গে অবরোধযাপন' অথবা অতি সংকীর্ণ, দুর্গম, বঙ্কিম ও বিপজ্জনক পাহাড়ে পথ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না, সে বিপ্লবী নয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতিপনা থেকে সে মুক্তি পায় নি, কার্যক্ষেত্রে তাকে অনবরতই গড়িয়ে যেতে দেখা যাবে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ার শিবিরে, যেমন গেছে আমাদের দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, মেনশেভিকরা, এমনকি (তুলনায় বিরল হলেও) বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা।

বুর্জোয়ার পেছু পেছু এই সব মহোদয়েরাও আমাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 'বিশৃঙ্খলা,' শিল্পের 'ধ্বংস', বেকারি ও খাদ্যাভাবের অভিযোগ আনতে ভালোবাসে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে যারা অভিনন্দিত করেছিল ও

সমর্থন করেছিল, অথবা সে যুদ্ধ যে চালিয়ে যাচ্ছিল সেই কেরেনস্কির সঙ্গে 'সমঝোতা করেছিল', তাদের কাছ থেকে এ অভিযোগ কী পরিমাণই না ভণ্ডামি! এ সবকিছু দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই। যুদ্ধ থেকে যে বিপ্লবের জন্ম সে বিপ্লব জাতিসমূহের বহু বছরের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল রক্তস্নানের দায়ভাগস্বরূপ এক অবিশ্বাস্য দুরূহতা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ছাড়া যেতে পারে না। আমাদের বিরুদ্ধে শিল্পের 'ধ্বংস' বা 'সন্ত্রাসের' অভিযোগ আনার অর্থ হয় ভণ্ডামি নয় একটা নির্বোধ পণ্ডিতিপনা, শ্রেণী-সংগ্রামের যে উদ্দাম ও চূড়ান্ত প্রখরতা-বৃদ্ধিকেই বিপ্লব বলা হয় তার মূল সর্তগুলি বোঝার অক্ষমতা প্রকাশ।

আসলে, এই ধরনের 'অভিযোক্তারা' যদি শ্রেণী-সংগ্রাম 'স্বীকারও করে', তাহলেও তারা সীমাবদ্ধ থাকে তার মৌখিক স্বীকৃতিতে, কার্যক্ষেত্রে তারা অবিরাম শ্রেণীসমূহের 'সমঝোতা' বা 'সহযোগিতার' পেটি বুর্জোয়া ইউটোপিয়ায় অধঃপতিত হয়। কেননা বিপ্লবের যুগে অবধার্য ও অনিবার্য রূপেই শ্রেণী-সংগ্রাম সর্বদা ও সর্বদেশেই **গৃহযুদ্ধের** রূপ পরিগ্রহ করে, এবং প্রচণ্ড রকমের ছারখার ছাড়া, সন্ত্রাস ছাড়া, যুদ্ধের স্বার্থে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সংকোচন ছাড়া গৃহযুদ্ধ অকল্পনীয়। এই আবশ্যিকতাটা লক্ষ্য না করা, উপলব্ধি না করা, অনুভব না করা সম্ভব কেবল মুখমিষ্টি পুরুতদের পক্ষে — সে পুরুত খৃষ্ট ধর্মেরই হোক বা বৈঠকখানাবাসী, পার্লামেন্টী সমাজতন্ত্রীরূপ 'ঐহিক' পুরুত হোক। ইতিহাস যখন সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানবজাতির মহত্তম সব প্রশ্নের মীমাংসা দাবি করছে তখন সমস্ত আবেগ ও দৃঢ়সংকল্পে সে লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার বদলে ঐ যুক্তিতে বিপ্লব পরিহার করতে পারে কেবল প্রাণহীন 'মাফলার জড়ানো মানুষ'।

মার্কিন জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে, মার্কিন প্রলেতারিয়েতের সেরা প্রতিনিধিরা তা বরণ করেছেন, আমাদের প্রতি, বলশেভিকদের প্রতি তাঁদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি তাঁরা প্রকাশ করেছেন একাধিকবার। এ হল ১৮শ শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের ঐতিহ্য, তারপর ১৯শ শতকে গৃহযুদ্ধের ঐতিহ্য। যদি শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতির কয়েকটা শাখার শুধুমাত্র 'ধ্বংসই' ধরি, তাহলে কিছু কিছু দিকে ১৮৭০ সালে

আমেরিকা ছিল ১৮৬০ সালের চেয়ে পেছিয়ে। অথচ এই যুক্তিতে ১৮৬৩—১৮৬৫ সালের আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের মহত্তম, বিশ্ব-ঐতিহাসিক, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী তাৎপর্য অস্বীকার করতে গেলে লোককে কী পুঁথিবাগীশ, কী নির্বোধই না হতে হয়! (৫৯)

বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা বোঝে যে নিগ্রো দাসত্বের উচ্ছেদ, দাসমালিকদের ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য গৃহযুদ্ধ, এবং যে কোনো যুদ্ধের সঙ্গেই যা জড়িত সেই অতল সর্বনাশ, ধ্বংস ও সন্ত্রাসের বহু বছর দিয়ে সমগ্র দেশের যাওয়া সঙ্গত। কিন্তু এখন যখন মজুরি দাসত্ব, পুঁজিবাদী দাসত্ব উচ্ছেদের, বুর্জোয়া ক্ষমতা উচ্ছেদের আরো অপরিসীম বৃহৎ একটা কর্তব্যের প্রশ্ন আসছে — তখন বুর্জোয়ার প্রতিনিধি ও রক্ষকেরা, তথা বুর্জোয়ার দ্বারা ভীতিগ্রস্ত, বিপ্লব এড়িয়ে-যাওয়া সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদীরা গৃহযুদ্ধের আবশ্যিকতা ও বৈধতা মানতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক।

মার্কিন শ্রমিকেরা বুর্জোয়ার পেছনে যাবে না। তারা থাকবে আমাদের সঙ্গে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের পক্ষে। আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে সারা বিশ্বের এবং মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাস থেকে। সেই সঙ্গে মার্কিন প্রলেতারিয়েতের অতি প্রিয় একজন নায়ক ইউজিন ডেব্‌সের কথাও আমার স্মরণ হচ্ছে, ইনি 'যুক্তির আহ্বানে' ('Appeal to Reason') (৬০) — মনে হয় ১৯১৫ সালের শেষে — 'What shall I fight for' ('কিসের জন্য লড়ব') প্রবন্ধে লিখেছিলেন (১৯১৬ সালের গোড়ায় সুইজারল্যান্ডে বার্নে একটি প্রকাশ্য শ্রমিক সভায় আমি সে প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম*), —

—তিনি, ডেব্‌স, বর্তমানের অপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের জন্য ক্রেডিটের পক্ষে ভোট দেওয়ার বদলে বরং গুলি খেয়ে মরতে রাজী; তিনি, ডেব্‌স, প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধু একটি পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ মানেন, যথা: পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মজুরি দাসত্ব থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ।

* ভ. ই. লেনিন, 'বার্নে আন্তর্জাতিক সভায় বক্তৃতা, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬'। — সম্পাঃ

মার্কিন কোটিপতিদের মাথা ও পংজিপতি হাঙ্গরদের সেবক উইলসন যে ডেব্‌সকে কারারুদ্ধ করেছেন তাতে আমার অবাক লাগে না। সাঁচ্চা আন্তর্জাতিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সাঁচ্চা প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পাশবিকতা করুক না বুর্জোয়ারা! তাদের পক্ষ থেকে নৃশংসতা ও পাশবিকতা যত বেশি হবে, ততই ঘনিয়ে আসবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের দিন।

আমাদের বিপ্লবে ঘটিত ধ্বংসের জন্য আমাদের অভিযুক্ত করা হয়... কিন্তু অভিযোক্তারা কারা? বুর্জোয়ার লেজুড়েরা, সেই একই বুর্জোয়া যারা চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বর্বরতা, বন্যতা ও বুভুক্ষার স্তরে ইউরোপকে টেনে নামিয়েছে। আর এই বুর্জোয়ারাই এখন আমাদের কাছে এই দাবি করছে যে, আমরা যেন বিপ্লব ঘটাই এই ধ্বংসের ওপর নয়, সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নয়, যুদ্ধজনিত ভাঙচুর ও ছারখারের মধ্যে নয়, সেই লোকগুলোকে নিয়ে নয়, যারা বন্য হয়ে উঠেছে যুদ্ধের জন্যই। আহা, কী মানবিক ও ন্যায়পর এই বুর্জোয়া!

বুর্জোয়ার ভৃত্যেরা আমাদের অভিযুক্ত করছে সন্ত্রাসের জন্য... ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভুলে গেছে তাদের ১৬৪৯, ফরাসীরা ১৭৯৩ সাল (৬১)। বুর্জোয়ারা যখন সন্ত্রাস প্রয়োগ করে নিজ হিতার্থে সামন্তদের বিরুদ্ধে, তখন সেটা ন্যায্য ও বৈধ। সন্ত্রাস হয়ে ওঠে পৈশাচিক ও অপরাধ যখন তা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগের স্পর্ধা করে শ্রমিক ও গরিব কৃষকেরা! সন্ত্রাস ছিল ন্যায্য ও বৈধ যখন তা প্রযুক্ত হয় এক শোষক সংখ্যাল্পের স্থলে অন্য শোষক সংখ্যাল্পের স্থান করার জন্য। সন্ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় পৈশাচিক ও অপরাধ যখন সেটা প্রযুক্ত হতে শুরু করে সমস্ত শোষক সংখ্যাল্পদের উচ্ছেদের স্বার্থে, সত্যসত্যই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে, প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েত, শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের স্বার্থে!

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বুর্জোয়ারা ১ কোটি লোককে হত্যা করেছে ও ২ কোটিকে পঙ্গু করেছে 'তাদের' যুদ্ধে, ইংরেজ নাকি জার্মান কোন হিংস্রকেরা সারা বিশ্বের ওপর আধিপত্য করবে তাই নিয়ে যুদ্ধে।

আমাদের যুদ্ধে, উৎপীড়ক ও শোষকদের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত ও শোষিতদের যুদ্ধে যদি সব দেশ নিয়ে ৫ লক্ষ কি ১০ লক্ষের বলিদান প্রয়োজন হয়, তাহলে বুর্জোয়ারা বলবে প্রথম বলিদানটা বৈধ, দ্বিতীয়টা অপরাধ।

প্রলেতারিয়েত বলবে একেবারেই অন্য কথা।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে প্রলেতারিয়েত এখন পুরোপুরি ও পরিষ্কার করে আত্মস্থ করছে সেই মহা সত্যটি যা সমস্ত বিপ্লবই শিখিয়ে এসেছে, সেই সত্য যা শ্রমিকদের দান করে গেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ গুরুরা, আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা। সে সত্য হল এই যে, **শোষকদের প্রতিরোধ দমন** না করে সফল বিপ্লব সম্ভব নয়। আমরা শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকেরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করলাম, তখন শোষকদের প্রতিরোধ দমন করাই ছিল আমাদের কর্তব্য। সেটা যে আমরা করেছি ও করছি তাতে আমরা গর্বিত। আমাদের আক্ষেপ এই যে সেটা আমরা করছি যথেষ্ট কঠোর ও দৃঢ় সংকল্পে নয়।

আমরা জানি যে সমস্ত দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার উন্মাদ প্রতিরোধ অনিবার্য এবং সে প্রতিরোধ এ বিপ্লবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **বাড়তে থাকবে**। এ প্রতিরোধ প্রলেতারিয়েত চূর্ণ করবে, প্রতিরোধী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের গতিপথে সে চূড়ান্তরূপে পরিণত হয়ে উঠবে বিজয়ের জন্য, ক্ষমতা লাভের জন্য।

আমাদের বিপ্লব যেসব ভুল করছে তেমন প্রতিটি ভুল নিয়েই দুনিয়া ফাটিয়ে চিৎকার করুক আত্মবিক্রীত বুর্জোয়া সংবাদপত্র। নিজেদের ভুলে আমাদের ভয় নেই। বিপ্লব শুরু হয়েছে বলেই যে লোকে দেবতা হয়ে উঠেছে তা নয়। মেহনতী যে শ্রেণীগুলি যুগের পর যুগ নিপীড়িত, পদদলিত ও সবলে নিষ্পিষ্ট হয়েছে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যাঁতাকলে, তারা বিনা ভুলে বিপ্লব করতে পারে না। এবং একদা যা বলেছিলাম, বুর্জোয়া সমাজের শবদেহটা স্রেফ কফিন এ'টে সমাধিস্থ করার মতো নয়।*

ভ. ই. লেনিন, 'সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, শ্রমিক কৃষক ও লালফৌজী প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েত এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত অধিবেশনে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রিপোর্ট', ৪ঠা জুন, ১৯১৮'। — সম্পাঃ

নিহত পুঁজিবাদ গলে পচে খসে খসে পড়ছে আমাদের মধ্যেই, সংক্রামিত করছে বাতাস, বিষাক্ত করছে আমাদের জীবন, সাবেকী, পচা ও মৃতের হাজার হাজার সূত্রে ও সম্পর্কে আঁকড়ে ধরছে নবীন, তাজা, তরুণ ও জীবন্তকে।

বুর্জোয়া ও তার তল্পিবাহকেরা (আমাদের মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তার মধ্যে পড়ে) বিশ্বজুড়ে আমাদের যে ভুল নিয়ে চিৎকার করছে তেমন প্রতিটি একশ ভুলের সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে ১০,০০০টি করে মহান ও বীরোচিত কীর্তি — সে সব কীর্তি আরো মহান ও বীরোচিত এই কারণে যে তা সাধারণ, অগোচর, কারখানা এলাকা বা সুদূর গণ্ডগ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে লুক্কায়িত, এবং তা করছে যে লোকেরা তারা তাদের প্রতিটি সাফল্য নিয়ে দুনিয়া ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে অভ্যস্ত নয় (সে সুযোগও নেই তাদের)।

কিন্তু ব্যাপারটা যদি এমনকি উল্টোই হত — যদিও আমি জানি যে সেরূপ অনুমান বিশ্বাস্য নয় — যদি আমাদের প্রতি ১০০টি সঠিক কাজের সঙ্গে ঘটত ১০,০০০টি ভুল, তাহলেও আমাদের বিপ্লব হত **এবং বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াবে** মহান ও অপরাজেয়, কেননা **এই প্রথম বার** সংখ্যাল্পেরা নয়, শুধুমাত্র ধনীরা নয়, শুধুমাত্র শিক্ষিতেরা নয় — আসল জনগণ, মেহনতীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরাই **নিজেরাই** নতুন জীবন গড়ে তুলছে, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কঠিনতম সব প্রশ্নের সমাধান করছে **নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে।**

এ কাজের প্রতিটি ভুল, নিজেদের সমগ্র জীবন ঢেলে সাজার জন্য কোটি কোটি সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের এই নিতান্ত বিবেকনিষ্ঠ ও অকপট কাজের প্রতিটি ভুলই শোষক সংখ্যাল্পদের হাজার হাজার 'নির্ভুল' সাফল্যের সমকক্ষ — যে সাফল্যে মেহনতীদের প্রবঞ্চিত ও প্রতারিতই করা হয়। কেননা কেবল এই রকম ভুলের **মধ্য দিয়েই** নব জীবন গড়ার **শিক্ষা মিলবে,** শ্রমিক ও কৃষকেরা পুঁজিপতিদের **বাদ দিয়েই** চালিয়ে নেবার শিক্ষা পাবে, কেবল এই ভাবেই, হাজার হাজার প্রতিবন্ধক ভেদ করে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পথ করে নেবে তারা।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করছে আমাদের সেই কৃষকেরা যারা এক আঘাতেই, ১৯১৭ সালের ২৫শে থেকে ২৬শে অক্টোবরের (পুরনো পঞ্জিকা মতে) এক রাত্রিতেই জমিতে সমস্ত ব্যক্তিমালিকানা নাকচ করে (৬২) ও এখন মাসের পর মাস অপার দুরূহতা জয় ক'রে, নিজেই নিজের সংশোধন ক'রে, অর্থনৈতিক জীবনের নতুন পরিস্থিতির বন্দোবস্ত, কুলাকদের সঙ্গে সংগ্রাম, **মেহনতীদের** জন্য (ধনীদের জন্য নয়) জমির ব্যবস্থা, বৃহৎ **কমিউনিস্ট** কৃষিকার্যে উত্তরণের দুরূহতম সমস্যার সমাধান করছে হাতে কলমে।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করে বসছে আমাদের সেই শ্রমিকেরা যারা বর্তমানে, কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহৎ কলকারখানা জাতীয়কৃত করেছে এবং কঠিন দৈনন্দিন পরিশ্রম মারফত গোটাগুটি এক একটা শিল্প শাখা পরিচালনার নতুন ব্যাপারটা শিখে নিচ্ছে, জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলোকে সচল করছে, গতানুগতিকতা, পেটি বুর্জোয়াপনা ও স্বার্থপরতার বিপুল প্রতিবন্ধক জয় করে **নতুন** সমাজ সম্পর্কের, **নতুন** শ্রম-শৃঙ্খলার, সদস্যদের উপর শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির **নতুন** কর্তৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তরে ইঁটের পর ইঁট গাঁথছে।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করে বসছে আমাদের সেই সোভিয়েতগুলি, যা ১৯০৫ সালেই গড়ে উঠেছিল জনগণের পরাক্রান্ত জোয়ারে। শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েত — এ হল রাষ্ট্রের নতুন **ধরন**, গণতন্ত্রের নতুন ও উচ্চতম **ধরন**, এ হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রূপ, বুর্জোয়া **ছাড়াই** ও বুর্জোয়ার **বিরুদ্ধেই** রাষ্ট্র চালাবার পদ্ধতি। গণতন্ত্র এখানে ধনীদের জন্য গণতন্ত্র নয়, সমস্ত বুর্জোয়া, এমনকি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও গণতন্ত্র যা হয়ে আছে। এই সর্বপ্রথম তা জনগণের সেবক, মেহনতীদের সেবক। কোটি কোটি লোককে নিয়ে এই সর্বপ্রথম জনগণই সমাধান করছে প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়দের একনায়কত্ব কার্যকরী করার কর্তব্য — এমন কর্তব্য যার সমাধান না করলে সমাজতন্ত্রের কথাই উঠতে পারে না।

আমাদের প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলি নিয়ে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরাসরি নির্বাচনের অবিদ্যমানতার কথা তুলে পুঁথিবাগীশেরা অথবা যে সব লোকেরা

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টী কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমগ্ন তারা নয় বিমূঢ় হয়ে মাথাই নাড়ুক। ১৯১৪--১৯১৮ সালের মহা ওলটপালটের সময়ে এই সব লোক কিছুই ভোলে নি, কিছুই শেখে নি। মেহনতীদের জন্য নতুন গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যোগ, — রাজনীতিতে জনগণকে ব্যাপকতম আকারে টেনে আনার সঙ্গে গৃহযুদ্ধের যোগ, — এরূপ যোগসাধন তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় না এবং রুটিনবাঁধা পার্লামেণ্টী গণতন্ত্রের গতানুগতিক রূপে গড়ে ওঠে না। নতুন দুনিয়া, সমাজতন্ত্রের দুনিয়াই তার রূপরেখায় আমাদের সামনে জেগে উঠছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আকারে। এবং এ দুনিয়া যে তৈরি হয়ে জন্মায় না, জুপিটারের মাথা থেকে মিনার্ভার (৬৩) মতো এক লহমায় আবির্ভূত হয় না, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

সাবেকী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংবিধানে যে ক্ষেত্রে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আনুষ্ঠানিক সমতা ও সভার অধিকারের গুণগান করা হয়েছে, সেখানে আমাদের প্রলেতারীয় ও কৃষক সোভিয়েত সংবিধানে আনুষ্ঠানিক সমতার ভণ্ডামি ঝেঁটিয়ে সাফ করা হয়েছে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যখন সিংহাসন উচ্ছেদ করে তখন তারা রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিক সমতা নিয়ে উদ্বেগ বোধ করে নি। যখন বুর্জোয়াকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আসে, তখন বুর্জোয়ার জন্য অধিকারের আনুষ্ঠানিক সমতার চেষ্টা করতে পারে কেবল বেইমানরা অথবা নির্বোধেরা। ভালো ভালো সমস্ত ভবনই যদি বুর্জোয়াদের দখলে থাকে, তাহলে শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে 'সভার অধিকারের' মূল্য মাত্র কাণাকড়ি। ধনীদের কাছ থেকে গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই সমস্ত ভালো ভালো ভবন **কেড়ে নিয়েছে** আমাদের সোভিয়েতগুলো, এবং এ **সমস্ত** ভবনই শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে **তুলে দিয়েছে তাদের** ইউনিয়ন ও **তাদের** সভার জন্য। এই হল **আমাদের** সভার স্বাধীনতা — — — মেহনতীদের জন্য! এই হল আমাদের সোভিয়েত, আমাদের সমাজতান্ত্রিক সংবিধানের তাৎপর্য ও সারার্থ! (৬৪)

সেইজন্যই আমরা সবাই এত গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ওপর আরো যত দুর্ভাগ্যই নামুক না কেন, **সে প্রজাতন্ত্র অপরাজেয়।**

তা অপরাজেয় কারণ উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আঘাত, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার হাতে আমাদের প্রতিটি পরাজয়ই শ্রমিক ও কৃষকদের নতুন নতুন স্তরকে সংগ্রামে উত্থিত করছে, প্রচণ্ডতম আত্মদানের মূল্যে তাদের শিক্ষিত করে তুলছে, পোক্ত করে তুলছে তাদের, জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন গণ বীরত্বের।

আমরা জানি যে আপনাদের কাছ থেকে, মার্কিন শ্রমিক কমরেডদের কাছ থেকে সাহায্য, বলতে কি, শীঘ্র আসবে না, কেননা বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বিকাশ চলে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন গতিবেগে (তা না হয়ে পারে না)। আমরা জানি যে, ইউরোপীয় প্রলেতারীয় বিপ্লব ইদানীং যত দ্রুত পরিণত হয়েই উঠুক না কেন, সামনের কয়েক সপ্তাহেই তা প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে নাও পারে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অনিবার্যতায় আমরা ভরসা রেখেছি, কিন্তু তার অর্থ মোটেই এই নয় যে বোকার মতো আমরা **নির্দিষ্ট** একটা স্বল্প মেয়াদের মধ্যেই বিপ্লব অনিবার্য বলে ধরেছি। নিজেদের দেশে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের দুটি মহা বিপ্লব আমরা দেখেছি ও জানি যে, বিপ্লব ফরমাশ দিয়েও হয় না, বোঝাপড়া করেও হয় না। আমরা জানি যে, ঘটনাচক্র **আমাদের** সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের রুশী বাহিনীটিকে সামনে ঠেলে দিয়েছে আমাদের গুণপনার জন্য নয়, রাশিয়ার বিশেষ এক পশ্চাৎপদতার জন্যই, জানি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিস্ফোরণের **আগে** পৃথক পৃথক এক একটা বিপ্লবের একরাশ পরাজয় সম্ভবপর।

তা সত্ত্বেও আমরা দৃঢ় বিশ্বাসেই জানি যে আমরা অপরাজেয়, কেননা সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানে মানবজাতি ভেঙে পড়বে না, সেই রক্তস্নানকেই তা পরাস্ত করবে। **আমাদের** দেশটাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কয়েদী শেকলকে প্রথম **ছিন্ন করেছে।** সে শেকল ভাঙার জন্য আমরা কঠোরতম আত্মবলি সয়েছি, কিন্তু শেকল আমরা **ভেঙেছি।** সাম্রাজ্যবাদী পরাধীনতার **বাইরে** আমরা, সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামের ঝাণ্ডা আমরা তুলে ধরেছি সারা দুনিয়ার সামনে।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যান্য বাহিনীরা আমাদের সাহায্যে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা যেন এক অবরুদ্ধ দুর্গের মধ্যে আছি। কিন্তু সে রকম বাহিনী **বর্তমান,** আমাদের চেয়ে তারা **জনবহুল,** সাম্রাজ্যবাদের

পাশবিকতা যত দীর্ঘায়ত হচ্ছে ততই পেকে উঠছে তারা, বেড়ে উঠছে, শক্তিশালী হয়ে উঠছে। নিজেদের সোশ্যাল-বেইমানদের সঙ্গে, গমপেসর্, হেন্ডের্সন, রেনোদেল, শেইদেমান, রেন্নেরদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছে শ্রমিকেরা। শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে, কিন্তু অটলভাবেই এগুচ্ছে কমিউনিস্ট, বলশেভিক রণকৌশলের দিকে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে, একমাত্র সেই বিপ্লবই পারে মুমূর্ষু সংস্কৃতি ও মুমূর্ষু মানবজাতিকে বাঁচাতে।

এক কথায়, আমরা অপরাজেয়, কেননা সারা বিশ্বের প্রলেতারীয় বিপ্লবও অপরাজেয়।

২০শে আগস্ট, ১৯১৮

ন. লেনিন

৩৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৮—৬৪

প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউৎস্কি

ভিয়েনায় সদ্য প্রকাশিত কাউৎস্কির 'প্রলেতারীয় একনায়কত্ব' নামে পুস্তিকাটির সমালোচনা করে আমি উক্ত শিরোনামায় একটি পুস্তিকা (৬৫) লিখতে শুরু করেছি। কিন্তু সে লেখাটায় বড়ো সময় নিচ্ছে দেখে আমি ওই একই প্রসঙ্গে একটা ছোটো প্রবন্ধের জায়গা দেবার জন্য 'প্রাভদা' (৬৬) সম্পাদকমণ্ডলীকে অনুরোধ করব বলে স্থির করি।

চার বর্ষাধিক এক অতি অবসন্নকর ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ তার কাজটা করেছে। বর্ধমান প্রলেতারীয় বিপ্লবের শ্বাস অনুভূত হচ্ছে ইউরোপে — এবং সেটা অস্ট্রিয়ায়, ইতালিতে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, এমনকি ইংলণ্ডেও (দৃষ্টান্তস্বরূপ, আধা-উদারনীতিক র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড দ্বারা সম্পাদিত অতি-সুবিধাবাদী 'সোশ্যালিস্ট রিভিয়ু' (৬৭) পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় 'পুঁজিপতির স্বীকৃতি' প্রবন্ধটি খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক)।

আর এই রকম মুহূর্তে ২য় আন্তর্জাতিকের (৬৮) নেতা শ্রী কাউৎস্কি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নিয়ে, অর্থাৎ প্রলেতারীয় বিপ্লব নিয়ে এমন একটি বই প্রকাশ করলেন, যা বের্নস্তাইনের কুখ্যাত 'সমাজতন্ত্রের পূর্বপ্রতিজ্ঞা' বইটির চেয়েও শতগুণ বেশি লজ্জাকর, বেশি ন্যক্কারজনক, বেশি নীতিদ্রোহাত্মক। ওই নীতিদ্রোহাত্মক বইটি প্রকাশের পর প্রায় ২০ বছর কাটল, আর এখন দেখা দিচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি, কাউৎস্কি কর্তৃক নীতিদ্রোহের চূড়ান্তকরণ!

বইয়ের একটা নগণ্য অংশই কেবল সাক্ষাৎ রুশ বলশেভিক বিপ্লব নিয়ে। মেনশেভিক বচনামৃতগুলিকে কাউৎস্কি পুরোপুরি এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন যে রুশ শ্রমিক তা দেখে কেবল হোমারিক উচ্চহাস্যেই ফেটে পড়বে।

যেমন ভেবে দেখুন, ধনী কৃষকেরা কী ভাবে জমি অধিকার করতে চেষ্টা করছে (অভিনব!), শস্যের চড়া দর তাদের কাছে কেমন লাভজনক ইত্যাদি উক্তিকে আধা-উদারনীতিক মাসলভের আধা-উদারনৈতিক রচনার উদ্ধৃতি ছিটিয়ে বলা হচ্ছে তা 'মার্কসবাদ'। আর তার পাশেই আমাদের 'মার্কসবাদীর' এই তাচ্ছিল্যসূচক, একেবারেই উদারনৈতিক ঘোষণা: 'গরিব কৃষকদের এখানে' (অর্থাৎ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে বলশেভিকগণ কর্তৃক) 'ধরা হয় 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের' সমাজতান্ত্রিক কৃষি সংস্কারের চিরস্থায়ী ও পাইকারী ফল' (কাউৎস্কির পুস্তিকা, পৃঃ ৪৮)।

চমৎকার, তাই না? সমাজতন্ত্রী, মার্কসবাদী কিনা **আমাদের কাছে** বিপ্লবের **বুর্জোয়া** চরিত্র প্রমাণ করছেন, আর সেই সঙ্গে পুরোপুরি মাসলভ, পত্রেসভ **ও কাদেতদের** ঢঙে গ্রামাঞ্চলে গরিব কৃষকদের সংগঠন নিয়ে হাসাহাসি করছেন।

'ধনী কৃষকদের উচ্ছেদের ফলে কেবল উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অশান্তি ও গৃহযুদ্ধের নতুন উপাদান প্রবিষ্ট হবে, আর এ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আরোগ্যলাভের জন্য দরকার শান্তি ও নিরাপত্তা' (পৃঃ ৪৯)।

অবিশ্বাস্য, তাহলেও ঘটনা। এ কথাটা বলছেন সাভিনকভ নয়, মিলিউকভ নয়, অক্ষরে-অক্ষরে কাউৎস্কি!

কী ভাবে কুলাকদের রক্ষকেরা 'মার্কসবাদের' আড়াল নেয় সেটা আমরা রাশিয়ায় আগেই এত দেখেছি যে কাউৎস্কি আমাদের অবাক করবেন না। হয়ত ইউরোপীয় পাঠকদের জন্য বুর্জোয়ার এই হীন দাস্যবৃত্তি ও গৃহযুদ্ধের উদারনৈতিক ভীতি নিয়ে বিশদে আলোচনা করতে হবে। রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য কাউৎস্কির এই বেইমানির দিকে আঙুল দেখানোই যথেষ্ট — — তারপর এগুনো যাক।

* * *

কাউৎস্কির বইটির প্রায় নয় দশমাংশই একটি পয়লা নম্বরের জরুরী, সাধারণ তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে, যথা: 'গণতন্ত্রের' সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের

সম্পর্ক। এবং এইখানে মার্কসবাদের সঙ্গে কাউৎস্কির পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ সবচেয়ে স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে।

কাউৎস্কি খুবই গুরুত্বসহকারে এবং অসাধারণ 'পণ্ডিতী' ভাব করে তাঁর পাঠকদের নিশ্চয় করে বলছেন যে 'প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব' বলতে মার্কস গণতন্ত্র বর্জন-করা একটা **'শাসনের রূপ'** বোঝান নি, বুঝিয়েছেন একটা **অবস্থা,** অর্থাৎ 'প্রভুত্বের অবস্থা'। আর জনসংখ্যার অধিকাংশ হিশেবে প্রলেতারিয়েতের প্রভুত্ব সম্ভব কঠোরভাবে গণতন্ত্র মেনে, এবং, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে প্যারিস কমিউন ছিল ঠিক প্রলেতারীয় একনায়কত্বই, তা নির্বাচিত হয় সাধারণ নির্বাচনে। আর প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব বলতে মার্কস যে 'শাসনের রূপ' (অথবা সরকারের রূপ, Regierungs-form) বোঝান নি, সেটা নাকি 'প্রমাণিত হচ্ছে এই থেকে যে তিনি, মার্কস, ইংলণ্ড ও আমেরিকার ক্ষেত্রে (কমিউনিজমে) উৎক্রমণ শান্তিপূর্ণ, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পথে সম্ভব বলে গণ্য করেছিলেন' (পৃঃ ২০—২১)।

অবিশ্বাস্য, তাহলেও ঘটনা! ঠিক এই যুক্তিই কাউৎস্কি দিচ্ছেন এবং বলশেভিকরা তাদের সংবিধানে, তাদের রাজনীতিতে 'গণতন্ত্র' লঙ্ঘন করেছে বলে তাদের মুণ্ডপাত করছেন ও প্রাণপণে যে কোনো উপলক্ষে প্রচার করছেন 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, একনায়কী পদ্ধতি নয়'।

এটা পুরোপুরি সেই সব সুবিধাবাদীদের পক্ষগ্রহণ (জার্মান দাভিদ, কল্‌ব প্রভৃতি সোশ্যাল-শোভিনিজমের স্তম্ভ অথবা বৃটিশ ফ্যাবিয়ান (৬৯) ও স্বাধীন (৭০), কিংবা ফরাসী ও ইতালীয় সংস্কারবাদীদের মতো), যারা আরো সোজাসুজি ও সততার সঙ্গে বলত যে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিয়ে মার্কসের শিক্ষা তারা মানে না, কেননা তা নাকি গণতান্ত্রিকতার বিরোধী।

এটা সেই প্রাক-মার্কসীয় জার্মান সমাজতন্ত্রে পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তন, যারা বলত, আমরা বাপু 'স্বাধীন জনরাষ্ট্রের' জন্য চেষ্টিত, এটা সেই কূপমণ্ডূক গণতন্ত্রীদের মতে প্রত্যাবর্তন, যারা বোঝে না যে **সর্ববিধ** রাষ্ট্রই হল এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমনের যন্ত্র।

এটা হল প্রলেতারীয় বিপ্লবকে পুরোপুরি নাকচ করা, তার জায়গায়

হাজির করা হচ্ছে 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন', 'গণতন্ত্র সদ্ব্যবহারের' উদারনৈতিক তত্ত্ব! প্রলেতারিয়েতের পক্ষে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে 'চূর্ণ করার' আবশ্যিকতা নিয়ে ১৮৫২ থেকে ১৮৯১ সাল এই ৪০ বছর ধরে মার্কস ও এঙ্গেলস যা কিছু প্রচার ও প্রমাণ করে গেছেন ব্রতভ্রষ্ট কাউৎস্কি তা সবকিছু ভুলে গেছেন, বিকৃত করেছেন, বিসর্জন দিয়েছেন।

কাউৎস্কির তাত্ত্বিক ভ্রান্তি বিশদে বিচার করতে হলে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'* পুস্তকে আমি যা কিছু বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। এক্ষেত্রে তার আবশ্যিকতা নেই। শুধু সংক্ষেপে বলি:

সর্ববিধ রাষ্ট্রই যে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমনের যন্ত্র এবং সবচেয়ে **গণতান্ত্রিক** বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও যে বুর্জোয়া কর্তৃক প্রলেতারিয়েত পীড়নের যন্ত্র তা বিস্মৃত হয়ে কাউৎস্কি মার্কসবাদ পরিহার করেছেন।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, **প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বুর্জোয়াকে** দমনের যন্ত্রটা 'শাসনের রূপ' নয়, **অন্য ধরনের রাষ্ট্র**। দমন অত্যাবশ্যক, কেননা বুর্জোয়ারা তাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সর্বদাই ক্ষিপ্ত প্রতিরোধ দেয়।

[৭০-এ দশকে মার্কস যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের সম্ভাবনা মেনেছিলেন এ নজির হল কূটতার্কিকের, অর্থাৎ সোজা করে বললে, জালিয়াতের যুক্তি, যে নজির ও উদ্ধৃতির সাহায্যে জুয়াচুরি করছে। প্রথমত, এমনকি তখুনি মার্কস এ সম্ভাবনাকে বলেছিলেন ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়ত, তখনও একচেটিয়া পুঁজিবাদ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ দেখা দেয় নি। তৃতীয়ত, ঠিক ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই তখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান কলকাঠি হিশেবে সমরচক্র ছিল না (**এখন আছে**)।]

যেখানে দমন রয়েছে, সেখানে স্বাধীনতা, সমতা ইত্যাদি থাকতে পারে না। সেই কারণেই এঙ্গেলস বলেছিলেন: 'প্রলেতারিয়েতের যতদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকছে, ততদিন সেটা তার দরকার স্বাধীনতার স্বার্থে নয়, নিজ

* এই সংকলনের দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫৪—২৭৪। — সম্পাঃ

প্রতিপক্ষকে দমনের স্বার্থে; আর যখন স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হবে, তখন ঠিক রাষ্ট্র হিশেবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না।' (৭১)

প্রলেতারিয়েতকে তালিম দেওয়ায়, সংগ্রামের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মূল্য তর্কাতীত, কিন্তু সর্বদাই তা সংকীর্ণ, কপট, মিথ্যা, জাল, সর্বদাই তা থেকে যায় ধনীদের জন্য গণতন্ত্র ও গরিবদের ক্ষেত্রে প্রতারণা।

প্রলেতারীয় গণতন্ত্র শোষকদের, বুর্জোয়াদের দমন করে, তাই সে কপটতা করে না, **তাদের জন্য** স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের **প্রতিশ্রুতি দেয় না,** কিন্তু মেহনতীদের দেয় **সত্যিকারের গণতন্ত্র**। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেবল সোভিয়েত রাশিয়াই বুর্জোয়াদের কাছ থেকে প্রাসাদ ও সৌধ কেড়ে নিয়ে (এ ছাড়া সমাবেশের স্বাধীনতা ভণ্ডামি), পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ছাপাখানা ও কাগজ কেড়ে নিয়ে (এ ছাড়া জাতির মেহনতী সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য মুদ্রণের স্বাধীনতা মিথ্যা), বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট প্রথার জায়গায় 'জনগণের' **হাজার গুণ** সন্নিকট, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের চেয়েও অনেক বেশি 'গণতান্ত্রিক' **সোভিয়েত** সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত ও সমগ্র বিপুল মেহনতী সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য এমন **স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র** এনে দিয়েছে যা কোনো একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও দেখা যায় নি, যা সেখানে অসম্ভব ও অচিন্তনীয়। **এই ভাবে আরো দেখানো যায়।**

কাউৎস্কি বিসর্জন দিয়েছেন... গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 'শ্রেণী-সংগ্রাম'! কাউৎস্কি হয়ে দাঁড়িয়েছেন ঝানু বেইমান ও বুর্জোয়ার খানসামা।

* * *

এই প্রসঙ্গে কাউৎস্কির নীতিদ্রোহের কয়েকটা রত্নের কথা না বললে চলে না।

কাউৎস্কি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে সোভিয়েত সংগঠনের তাৎপর্য শুধু রুশীয় নয়, বিশ্ব-প্রযোজ্য, এটা 'আমাদের কালের অতি **গুরুত্বপূর্ণ' ঘটনার অন্তর্গত, 'পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে যে বড়ো বড়ো লড়াই'**

আসন্ন তাতে তা 'নির্ধারক তাৎপর্য' ধরার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার পক্ষে নিরাপদে চলে-যাওয়া মেনশেভিকদের বচনামৃতের পুনরুক্তি করে কাউৎস্কি 'সিদ্ধান্ত করছেন': সোভিয়েতগুলি 'সংগ্রামের সংগঠন' হিশেবে ভালো, 'রাষ্ট্রীয় সংগঠন' হিশেবে নয়।

অপূর্ব! প্রলেতারিয়েত ও গরিব চাষীরা সোভিয়েতে সংগঠিত হও! কিন্তু দোহাই ভগবান! জয়লাভের স্পর্ধা কোরো না! জয়লাভের কথাই ভেবো না! যেই বুর্জোয়াকে পরাস্ত করবে, অমনি তোমাদের দফা শেষ, কেননা প্রলেতারীয় রাষ্ট্রে 'রাষ্ট্রীয়' সংগঠন তোমাদের হওয়া উচিত নয়। ঠিক তোমাদের বিজয়ের পরই নিজেদের ভেঙে দেওয়া উচিত তোমাদের!!

অহো, কী আশ্চর্য 'মার্কসবাদী' কাউৎস্কি! অহো, নীতিদ্রোহের কী অদ্বিতীয় 'তাত্ত্বিক'!

দ্বিতীয় রত্ন। গৃহযুদ্ধ হল 'সমাজবিপ্লবের' 'মারাত্মক দুষমন', কেননা, আগেই তো আমরা শুনেছি, এ সমাজবিপ্লবের 'দরকার শান্তি' (ধনীদের জন্য?) 'এবং নিরাপত্তা' (পুঁজিপতিদের জন্য?)।

ইউরোপের প্রলেতারিয়েত! যতদিন না এমন বুর্জোয়াকে পাচ্ছ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের জন্য সাভিনকভ আর দান, দুতোভ আর ক্রাস্‌নভ, চেকোস্লোভাক (৭২) আর কুলাকদের **ভাড়া করবে না,** ততদিন বিপ্লবের কথা মনেও স্থান দিও না!

১৮৭০ সালে মার্কস লিখেছিলেন: প্রধান ভরসা এই যে যুদ্ধ ফরাসী শ্রমিকদের অস্ত্রব্যবহারের তালিম দিয়েছে। আর 'মার্কসবাদী' কাউৎস্কি চতুর্বর্ষ যুদ্ধ থেকে প্রতীক্ষা করছেন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ কর্তৃক অস্ত্রপ্রয়োগ নয় (দোহাই ভগবান! এটা যে মোটেই 'গণতান্ত্রিক' নয়), ...সদাশয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সদাশয় একটু শান্তি!

তৃতীয় রত্ন। গৃহযুদ্ধের আরেকটা অপ্রীতিকর দিক আছে: 'গণতন্ত্রে' যেক্ষেত্রে 'সংখ্যাল্পদের রক্ষার ব্যবস্থা' আছে (বন্ধনীর মধ্যে বলি, যে রক্ষাটা হালে ভালোভাবেই টের পেয়েছেন দ্রেইফুসের ফরাসী রক্ষকেরা অথবা লিবক্লেখত, ম্যাকলিন, দেব্‌সরা), সেক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধে (শুনুন! শুনুন!) 'পরাজিতদের পরিপূর্ণ সংহারের আশঙ্কা থাকে'।

সত্যি, সাঁচ্চা বিপ্লবী নন কি এই কাউৎস্কি? উনি মনে-প্রাণে বিপ্লবের পক্ষপাতী, ...শুধু এমন বিপ্লব যাতে সংহারের আশংকা ঘটানো কোনো গুরুতর লড়াই নেই! প্রাচীন এঙ্গেলসের সুপ্রাচীন ভ্রমটাকে তিনি পুরোপুরি 'জয় করেছেন', যিনি বলাত্মক বিপ্লবের শিক্ষামূলক ক্রিয়ার জয়গান করে গেছেন সোল্লাসে। গৃহযুদ্ধ শোষিতদের পোক্ত করে, **শোষকহীন** নব সমাজ গঠন করতে তাদের শেখায়, একথা যাঁরা বলতেন তাঁদের বিভ্রান্তি থেকে ইনি, 'গুরুত্বমনা' ইতিহাসবিদ হিশেবে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন।

চতুর্থ রত্ন। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব দেখা দিয়ে ছিল কি, যা ঐতিহাসিকভাবে মহৎ ও হিতকর? মোটেই না। কেননা নেপোলিয়ন এলেন যে। 'নিম্নস্তরগুলির একনায়কত্ব তরবারির একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করে' (পৃঃ ২৬)। — — — আমাদের 'গুরুত্বমনা' ইতিহাসবিদ যে উদারনীতিকদের শিবিরে চলে গেছেন তাদের সকলের মতোই দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, 'নিম্নস্তরগুলির একনায়কত্ব' যেখানে দেখা যায় নি, যেমন জার্মানিতে, সেখানে তরবারির একনায়কত্ব ঘটে নি। ফ্রান্সের তুলনায় তরবারির আরো রূঢ়, আরো পাষণ্ড একনায়কত্ব জার্মানিতে কদাচ ছিল না, — এ সবই মার্কস ও এঙ্গেলসের মস্তিষ্কপ্রসূত অপবাদ, যাঁরা বিবেক জলাঞ্জলি দিয়ে এই মিথ্যে কথাটা বলেছিলেন যে ফ্রান্সের 'জনগণের' মধ্যে আজো পর্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও নিপীড়িতদের গর্ববোধ ইংলণ্ড ও জার্মানির চেয়ে বেশি এবং এর জন্য তারা তাদের বিপ্লবগুলির কাছেই ঋণী।

...কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে! হীন বেইমান কাউৎস্কির নীতিদ্রোহের সমস্ত রত্ন উদ্ধার করতে হলে আলাদা একটা পুস্তিকা লেখা দরকার।

* * *

শ্রী কাউৎস্কির 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' নিয়ে আলোচনা না করলে চলে না। অতর্কিতে কাউৎস্কি নিজের ওপর উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন ঠিক এইজন্য যে অতি সহানুভূতিশীল ভাষায় তিনি মেনশেভিকদের

আন্তর্জাতিকতাবাদের বর্ণনা দিয়েছেন: মধুভাষী কাউৎস্কি আশ্বস্ত করছেন, আরে, তারাও যে ৎসিমের্ভাল্দপন্থী (৭৩), তারা যে বলশেভিকদের 'ভাই', ঠাট্টা নয়!

মেনশেভিকদের 'ৎসিমের্ভাল্দপন্থার' মধুময় বর্ণনাটা এই রকম:

'মেনশেভিকরা চেয়েছিল সার্বত্রিক শান্তি। তারা চেয়েছিল যেন — রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ নয় — এই ধ্বনিটা সমস্ত যুধ্যমানেরা গ্রহণ করে। যতদিন সেটা না ঘটছে, ততদিন তাদের মতে, রুশ ফৌজের উচিত ছিল যুদ্ধপ্রস্তুতিতে দণ্ডায়মান থাকা...' কিন্তু অধম বলশেভিকরা ফৌজকে 'বিশৃঙ্খল করে দিচ্ছিল' ও অধম এক ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে... এবং স্পষ্টাধিক স্পষ্টতায় কাউৎস্কি বলছেন যে সংবিধান সভা বজায় রাখা দরকার ছিল, বলশেভিকদের ক্ষমতা নেওয়া উচিত হয় নি।

তাই, আন্তর্জাতিকতাবাদটা দাঁড়াচ্ছে এই যে **'নিজেদের'** সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে **সমর্থন করতে** হত, যেভাবে কেরেনস্কিকে সমর্থন করেছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, তার গুপ্ত চুক্তিগুলোকে গোপন রাখতে হত, জনগণকে ঠকাতে হত এই মধুময় বুলি দিয়ে: আমরা যে পশুর কাছ থেকে 'দাবি করছি' তারা লক্ষ্মী হোক, সাম্রাজ্যবাদী সরকারদের কাছে আমরা 'দাবি করছি' তারা 'রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ নয় — এই ধ্বনিটা গ্রহণ করুক'।

কাউৎস্কির মতে এই হল আন্তর্জাতিকতাবাদ।

আর আমাদের মতে এটা পরিপূর্ণ বেইমানি।

নিজেদের সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের (অর্থাৎ প্রতিরক্ষাবাদীদের) ও **নিজেদের** সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ, তার বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম, তার উৎখাত, **আন্তর্জাতিক** শ্রমিক বিপ্লবের বিকাশের জন্য আবশ্যক হলে বৃহত্তম জাতীয় আত্মত্যাগে (এমনকি ব্রেস্ত শান্তিতে) প্রস্তুত থাকা — এই হল আন্তর্জাতিকতাবাদ।

আমরা ভালোই জানি যে কাউৎস্কি ও তাঁর সখাবৃন্দ (শ্ট্রেবেল, বের্নস্তাইন প্রভৃতির মতো) ব্রেস্ত শান্তি নিষ্পন্ন হওয়ায় খুবই 'বিচলিত হয়েছিলেন': তাঁরা চেয়েছিলেন আমরা এমন 'ইঙ্গিত' দেব... যাতে তৎক্ষণাৎ ক্ষমতা চলে যায় রাশিয়ায় বুর্জোয়ার হাতে! এই সব নির্বোধ কিন্তু হিতকামী ও মধুভাষী

জার্মান কূপমণ্ডূকদের এই আগ্রহ ছিল না যে প্রলেতারীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বিশ্বে প্রথম বৈপ্লবিক উপায়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার পর অন্যান্য দেশের অগ্নিকাণ্ডে ফুঁ দিয়ে (ইউরোপে অগ্নিকাণ্ডে কূপমণ্ডূকেরা **ভয় পায়,** গৃহযুদ্ধে **ভয় পায়,** যাতে 'শান্তি এবং নিরাপত্তা' বিঘ্নিত হবে) ইউরোপে বিপ্লব ঘটা পর্যন্ত বজায় থাকুক। না, এঁদের আগ্রহ ছিল যেন **সমস্ত** দেশেই টিকে থাকে **কূপমণ্ডূক** জাতীয়তাবাদ যা নিজের 'পরিমিতিবোধ আর পরিপাটীত্বের' জন্য নিজেকে ঘোষণা করে 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' বলে। রুশ প্রজাতন্ত্র নয় বুর্জোয়া হয়েই থাকুক. . এবং কাল গুণুক... সেক্ষেত্রে দুনিয়ায় সবাই হত লক্ষ্মী, নরমপন্থী, অরণলিপ্সু কূপমণ্ডূক-জাতীয়তাবাদী এবং সেই হত আন্তর্জাতিকতাবাদ!

এই কথাই ভাবেন জার্মানিতে কাউৎস্কিপন্থীরা, ফ্রান্সে লংগেপন্থীরা (৭৪), ইংলণ্ডে স্বাধীনরা (I. L. P.), ইতালিতে তুরাতি এবং নীতিদ্রোহের দিক থেকে তাঁর 'ভাইয়েরা' ইত্যাদি।

এখন কেবল নিরেট নির্বোধদের চোখেই এটা পড়বে না যে আমরা শুধু নিজেদের বুর্জোয়াদের (এবং তার সেবাদাস মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের) উৎখাত করেই ঠিক করেছি তাই নয়, গুপ্ত চুক্তিগুলির প্রকাশ ও নাকচের সঙ্গে সঙ্গে সার্বত্রিক শান্তির জন্য আমাদের প্রকাশ্য আবেদন আঁতাঁতের (৭৫) বুর্জোয়ারা প্রত্যাখ্যান করার **পর** ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেও ঠিক করেছি। প্রথমত, আমরা যদি ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি না করতাম, তাহলে তখুনি ক্ষমতা তুলে দিতাম রুশী বুর্জোয়াদের হাতে এবং তাতে করে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচণ্ড ক্ষতি করতাম। দ্বিতীয়ত, **জাতীয়** আত্মত্যাগের মূল্যে আমরা এমন একটা **আন্তর্জাতিক** বৈপ্লবিক প্রভাব বজায় রাখতে পেরেছি যে এখন এই তো বুলগেরিয়া আমাদের সরাসরি অনুসরণ করছে, অস্ট্রিয়া ও জার্মানি টগবগ করছে, **উভয়** সাম্রাজ্যবাদই দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর আমরা শক্তিশালী হয়ে সত্যিকারের প্রলেতারীয় ফৌজ গঠন **শুরু করেছি।**

বেইমান কাউৎস্কির রণকৌশল থেকে এখন জার্মান শ্রমিকদের বুর্জোয়ার সঙ্গে একত্রে পিতৃভূমি রক্ষা করা উচিত হয়ে দাঁড়ায় এবং সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে হয় জার্মান বিপ্লবকে, কেননা ইংরেজরা তাদের ওপর একটা নতুন

ব্রেস্ত চাপিয়ে দিতে পারে। এইটেই হল নীতিদ্রোহ। এইটেই হল কূপমন্ডূক জাতীয়তাবাদ।

আর আমরা বলি: ইউক্রেনের হস্তচ্যুতি হওয়াটা একটা বৃহত্তম জাতীয় আত্মত্যাগ, কিন্তু ইউক্রেনের প্রলেতারীয় ও গরিব কৃষকদের তা পোক্ত ও **শক্তিশালী** করে তুলেছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের বিপ্লবী যোদ্ধা হিশেবে। ইউক্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে — আর জার্মান ফৌজের 'অধঃপতন ঘটিয়ে', জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে, জার্মান, ইউক্রেনীয় ও রুশ শ্রমিক বিপ্লবীদের **ঘনিষ্ঠ করে তুলে** লাভবান হয়েছে আন্তর্জাতিক বিপ্লব।

অবশ্যই স্রেফ যুদ্ধের মারফত ভিলহেল্ম আর উইলসন উভয়কেই উচ্ছেদ করতে পারলে আরও 'প্রীতিকর' হত। কিন্তু ওটা একটা প্রলাপোক্তি। বহির্যুদ্ধ মারফত তাদের উৎখাত করতে আমরা অক্ষম। কিন্তু তাদের **আভ্যন্তরীণ** অঙ্গস্খলনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। সেটা আমরা ঘটিয়েছি **বিরাট** আকারের এক সোভিয়েতী প্রলেতারীয় বিপ্লব দিয়ে।

এই ধরনের সাফল্য জার্মান শ্রমিকেরা আরও বেশি অর্জন করতে পারত, যদি তারা জাতীয় আত্মত্যাগ **গ্রাহ্য না করে** বিপ্লবে এগুত (কেবল এইটেই হল আন্তর্জাতিকতাবাদ), যদি তারা বলত (এবং **কাজে** সমর্থন করত) যে তাদের কাছে কোনো একটা রাষ্ট্রের **এবং বিশেষ করে নিজেদের** জাতীয় রাষ্ট্রের অখন্ডতা, নিরাপত্তা, প্রশান্তির চেয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের স্বার্থ **বড়ো**।

* * *

ইউরোপের বৃহত্তম দুর্ভাগ্য ও বিপদ এই যে এখানে বিপ্লবী পার্টি **নেই**। আছে শেইদেমান, রেনোদেল, হেন্ডের্সন, ওয়েব কোম্পানির মতো বেইমানদের অথবা কাউৎস্কির মতো দাসপ্রাণদের পার্টি। নেই বৈপ্লবিক পার্টি।

অবশ্যই জনগণের পরাক্রান্ত বিপ্লবী আন্দোলন ত্রুটিটা শুধরে নিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ বিপদ ও বৃহৎ দুর্ভাগ্য হয়েই তা রয়েছে।

সেইজন্য সর্বোপায়ে কাউৎস্কির মতো বেইমানদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা দরকার, ও তাতে করে সমর্থন করা দরকার সত্যিকার আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রলেতারীয়দের বিপ্লবী **গ্রুপগুলিকে,** যা **সব** দেশেই বিদ্যমান। বেইমান ও নীতিদ্রোহীদেব কাছ থেকে প্রলেতারিয়েত দ্রুত মুখ ফিরিযে নেবে এবং এইসব গ্রুপের পেছনে যাবে, তাদের মধ্যে থেকে গড়ে তুলবে নিজেদের নেতাদের। সমস্ত দেশের বুর্জোযারা যে 'বিশ্ব বলশেভিকবাদ' নিয়ে আর্তনাদ করছে, সেটা অকারণে নয়।

বিশ্ব বুর্জোযার ওপর জয়লাভ করবে বিশ্ব বলশেভিকবাদ।

৯. ১০ ১৯১৮

৩৭শ খণ্ড, পৃঃ ১০১—১১০

সোভিয়েত রাজ কী বস্তু? (৭৬)

সোভিয়েত রাজ কী বস্তু? এই যে নতুন ধরনের রাজ যা অধিকাংশ দেশের লোকে এখনো বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারে না, তার মূলকথাটা কী? তার যে মূলকথাটা প্রত্যেক দেশেই ক্রমেই বেশি বেশি শ্রমিককে আকৃষ্ট করছে তা এই যে, আগে যে ভাবেই হোক — রাষ্ট্র চালাত ধনী বা পুঁজিপতিরা আর আজ এই প্রথম এবং ব্যাপক সংখ্যায় রাষ্ট্র চালাচ্ছে ঠিক সেই সব শ্রেণী যারা এত দিন অত্যাচারিত হয়েছে পুঁজিবাদের হাতে। যতদিন পর্যন্ত পুঁজির প্রভুত্ব বজায় থাকছে, যতদিন পর্যন্ত জমি থাকছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ততদিন পর্যন্ত এমনকি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও সবচেয়ে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রেও সর্বদাই রাষ্ট্র চালায় মুষ্টিমেয় এক সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, তার দশ ভাগের নয় ভাগই আসে পুঁজিপতিদের বা ধনীদের মধ্য থেকে।

দুনিয়ায় এই প্রথম আমাদের এখানে, রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে শোষকদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র শ্রমিকেরা ও মেহনতী কৃষকেরাই গণসংগঠন গড়ে তুলেছে — সোভিয়েত গড়ে তুলছে, এবং সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে এই সব সোভিয়েতের কাছেই। এই কারণেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা যতই কুৎসা রটনা করুক, দুনিয়ার সর্বত্রই 'সোভিয়েত' শব্দটি আজ শুধু বোধগম্যই নয়, জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে, শ্রমিকের কাছে, সমস্ত মেহনতী মানুষের কাছে তা হয়ে উঠেছে আদরণীয়। আর এই কারণেই বিভিন্ন দেশে কমিউনিজমের পক্ষপাতীরা যতই নির্যাতিত হোক, অদূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্বে সোভিয়েত রাজের বিজয় অনিবার্য ও অবধারিত।

সোভিয়েত রাজের সংগঠনে যে আমাদের এখনও অনেক দোষত্রুটি আছে তা আমরা ভালোই জানি। সোভিয়েত রাজ কোনো অলৌকিক মাদুলি নয়। অতীতের ত্রুটি থেকে, নিরক্ষরতা, সংস্কৃতিহীনতা থেকে, বীভৎস এক যুদ্ধের দায়ভাগ, লুণ্ঠনজীবী পুঁজিবাদের দায়ভাগ থেকে সোভিয়েত রাজ সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য ঘটায় না। কিন্তু সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের সুযোগ করে দেয় তা। যারা দলিত হয়েছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসনটা, অর্থনীতি ও উৎপাদনের গোটা পরিচালনাটাই যাতে ক্রমেই বেশি করে স্বহস্তে তুলে নিতে পারে, তার সুযোগ এনে দেয় তা।

সোভিয়েত রাজ হল সমাজতন্ত্রে যাবার পথ, তা আবিষ্কার করেছে মেহনতী জনসাধারণ, আর তাই তা সঠিক, তাই তা অপরাজেয়।

১৯১৯ সালে মার্চের শেষে প্রদত্ত ভাষণ

৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮—২৩৯

মহান উদ্যোগ

(পশ্চাদ্ভাগে শ্রমিকদের বীরত্ব। 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক' উপলক্ষে)

লালফৌজীদের বীরত্বের নানা দৃষ্টান্তের খবর দিচ্ছে সংবাদপত্র। কলচাকী, দেনিকিনী এবং জমিদার পুঁজিপতিদের অন্যান্য সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকেরা প্রায়ই অলৌকিক সাহস ও সহ্যশক্তি দেখাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জনগুলিকে রক্ষা করেছে। পার্টিজানী অভ্যাসের জের বিলোপ এবং ক্লান্তি ও শৈথিল্য জয়ের কাজটা এগুচ্ছে ধীরে ধীরে ও কষ্টে সৃষ্টে, তাহলেও সবকিছু সত্ত্বেও তা এগুচ্ছে। সমাজতন্ত্রের বিজয়ের অভীষ্টে সচেতনভাবে আত্মত্যাগী মেহনতী জনগণের বীরত্ব — এই হল লাল ফৌজের নতুন কমরেডসুলভ শৃঙ্খলার, তার পুনর্জন্ম, সংহতি ও বৃদ্ধির ভিত্তি।

পশ্চাদ্ভাগে শ্রমিকদের বীরত্বও কম মনোযোগ্য নয়। এই দিক থেকে শ্রমিকদের নিজস্ব উদ্যোগে গঠিত **কমিউনিস্ট সুবোৎনিকগুলির** তাৎপর্য খুবই অতিকায়। বোঝা যাচ্ছে, এটা কেবল শুরু, কিন্তু এ শুরুটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এটা হল বুর্জোয়াদের উৎখাত করার চেয়ে অনেক কঠিন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক আমূল, অনেক নির্ধারক একটা ওলটপালটের শুরু, কেননা এটা হল নিজেদের জাড্য, শৈথিল্য, পেটি বুর্জোয়া স্বার্থপরতার ওপর বিজয়, সেই সব অভ্যাসের ওপর বিজয় যা অভিশপ্ত পুঁজিবাদ শ্রমিক কৃষকদের জন্য উত্তরাধিকার হিশেবে রেখে গেছে। এই বিজয় যখন সংহত হবে, তখন এবং কেবলমাত্র তখনই গড়ে উঠবে নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা, তখন এবং কেবল তখনি পেছনে ফেরা, পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন হবে অসম্ভব, কমিউনিজম হয়ে উঠবে সত্যসত্যই অপরাজেয়।

১৭ই মে'র 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত হয় কমরেড আ. জ'র প্রবন্ধ 'বিপ্লবী ধরনে কাজ (কমিউনিস্ট শনিবার)'। প্রবন্ধটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি:

বিপ্লবী ধরনে কাজ

(কমিউনিস্ট শনিবার)

বিপ্লবী ধরনে কাজ নিয়ে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি কমিউনিস্ট সংগঠন ও কমিউনিস্টদের এক প্রবল প্রেরণা দিয়েছে। সাধারণ উদ্দীপনার জোয়ারে কমিউনিস্ট রেলকর্মীদের অনেকেই ফ্রণ্টে চলে যান, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই নিজেদের দায়িত্বশীল পদ ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী ধরনে কাজের নতুন পদ্ধতি সন্ধান সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্যসমাবেশে মন্থরতার সংবাদ পেয়ে ও আপিসী গড়িমসি দেখে মস্কো-কাজান রেলপথ জেলা কমিটি রেলের কর্মব্যবস্থায় মনোযোগ অর্পণে বাধ্য হয়। দেখা গেল যে শ্রমশক্তির অপ্রতুলতা এবং শ্রমের প্রখরতা কম হওয়ায় ইঞ্জিনের জরুরী চাহিদা ও ক্ষিপ্র মেরামতি আটকে থাকছে। ৭ই মে মস্কো-কাজান রেলপথ জেলার কমিউনিস্ট ও দরদীদের সাধারণ সভায় কলচাকের ওপর বিজয়ে সহায়তা করার কথা থেকে কাজে নামার প্রশ্নটি আলোচিত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে:

'সুকঠিন আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ পরিস্থিতির কথা ভেবে কমিউনিস্ট ও দরদীদের উচিত শ্রেণী-শত্রুর ওপর ভারাধিক্য লাভের জন্য নিজেদের আরেকবার চাঙ্গা করে তুলে নিজেদের অবসর থেকে আরো এক ঘণ্টা কাজ তোলা, অর্থাৎ নিজেদের শ্রমদিনকে একঘণ্টা ক'রে বাড়িয়ে তা একত্র ক'রে শনিবার একটানা কায়িক শ্রমে পুরো ছয় ঘণ্টা বেশি খাটা, যাতে অবিলম্বে বাস্তব মূল্য-বস্তু উৎপাদিত হয়। বিপ্লবের সুকৃতির জন্য নিজেদের স্বাস্থ্য ও জীবন দানে কমিউনিস্টদের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, এই কথা মনে রেখে স্থির হল কাজ করা হবে বিনা বেতনে। কলচাকের ওপর পরিপূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত জেলায় **কমিউনিস্ট শনিবার** চালু করা হোক।'

কিছুটা দ্বিধার পর এ প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়।

শনিবার ১০ই মে সন্ধ্যা ৬টার সময় কমিউনিস্ট ও দরদীরা কাজে আসেন সৈন্যদলের মতো, পঙক্তি বাঁধেন এবং হুড়োহুড়ি না করে ফোরম্যানদের পরিচালনায় বিভিন্ন জায়গায় চলে যান।

কাজের জায়গা	কী কাজ	কত শ্রমিক	ঘণ্টার পরিমাণ		কতটা কাজ হল
			মাথা-পিছু	মোট	
মস্কো। প্রধান ইঞ্জিন কারখানা	লাইনের জন্য মাল এবং পেরোভো, মুরম, আলাতির, সিজরানে ইঞ্জিন ও ওয়াগন মেরামতির সাজসরঞ্জাম বোঝাই	৪৮ ২১ ৫	৫ ৩ ৪	২৪০ ৬৩ ২০	বোঝাই হয়েছে ৭,৫০০ পুদ, খালাস হয়েছে ১,৮০০ পুদ
মস্কো। প্যাসেঞ্জার ডিপো	ইঞ্জিনের জটিল চলতি মেরামতি	২৬	৫	১৩০	মোট ধরে ইঞ্জিন মেরামত হয়েছে ১½
মস্কো। শাণ্টিং ইয়ার্ড	ইঞ্জিনের চলতি মেরামতি	২৪	৬	১৪৪	২টি ইঞ্জিন ছাড়া হয়েছে, এবং ৪টির মেরামত করার পার্টস খোলা হয়েছে
মস্কো। ওয়াগন ডিপার্টমেণ্ট	যাত্রী ওয়াগনের চলতি মেরামতি	১২	৬	৭২	তৃতীয় শ্রেণীর ২টি ওয়াগন
পেরোভো। প্রধান ওয়াগন কারখানা	ওয়াগন মেরামতি এবং শনিবার ও রবিবারে ছোটোখাটো মেরামতি	৪৬ ২৩	৫ ৫	২৩০ ১১৫	১২টি ঢাকা মালগাড়ি এবং ২টি খোলা মালগাড়ি
	মোট	২০৫	—	১,০১৪	মোট ধরে চালু হয়েছে ৪টি ইঞ্জিন, ১৬টি ওয়াগন, এবং মাল বোঝাই ও খালাস হয়েছে ৯,৩০০ পুদ

বিপ্লবী ধরনে কাজের ফলাফল একেবারে চাক্ষুষ। প্রদত্ত খতিয়ানে উদ্যোগ ও কাজের চরিত্র দেখানো হল।

সাধারণ পারিশ্রমিকের হারে এ কাজের দাম দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ রুবল; ওভারটাইমের হার ধরলে দেড়গুণ বেশি।

বোঝাই কাজে শ্রমের প্রখরতা সাধারণ হারের চেয়ে ২৭০% ভাগ বেশি। অন্যান্য কাজেও প্রখরতা প্রায় একই রকম।

শ্রমশক্তির অভাব ও আপিসী গড়িমসির জন্য সাত দিন থেকে তিন মাস পর্যন্ত (জরুরী) বরাত আটকে থাকা দূর হয়েছে।

কাজ চলে অচল সাজসরঞ্জাম (যা সহজে মেরামত করে নেওয়া যায়) সত্ত্বেও; ফলে কোনো কোনো দল ৩০ থেকে ৪০ মিনিট আটকে থাকে।

কাজের পরিচালনায় নিযুক্ত প্রশাসকেরা নতুন নতুন কাজের ব্যবস্থা করতে প্রায় পেরে উঠছিলেন না; একজন বুড়ো ফোরম্যানের এ উক্তিটা হয়ত একটু অতিরঞ্জিত যে কমিউনিস্ট শনিবারে যা কাজ হয়েছে সেটা অচেতন ও আলসে শ্রমিকদের এক সপ্তাহ কাজের সমান।

কাজে যেহেতু সোভিয়েত রাজের সাধাবণ অকপট সমর্থকেরা হাজির থাকেন, এবং ভবিষ্যত শনিবারগুলিতেও যেহেতু একই ব্যাপার আশা করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে মস্কো-কাজান রেলপথেব কমিউনিস্ট রেলকর্মীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাব জন্য অন্যান্য এলাকার ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে, তাই বিভিন্ন জায়গার খবরের ভিত্তিতে আমি ব্যাপারটার সাংগঠনিক দিকটা বিশদে আলোচনা করব।

কাজে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের শতকরা দশ ভাগ বরাবরের জন্য নানা কাজে নিযুক্ত কমিউনিস্ট। বাকিরা রেলপথ কমিসার থেকে বিভিন্ন উদ্যোগের কমিসার, তথা ট্রেড ইউনিয়ন, পরিচালকমণ্ডলী ও রেলপথ কমিসারিয়েতে নিযুক্ত দায়িত্বশীল ও নির্বাচিত পদাধিকারী।

উদ্দীপনা ও কাজের মিলমিশ ভাবটা ছিল অসাধারণ। গালিগালাজ ও তর্কবিতর্ক ছাড়াই যখন পরিশ্রমী পিপীলিকার মতো শ্রমিক, কেরানি ও পরিচালকমণ্ডলীর লোকেরা প্যাসেঞ্জার ইঞ্জিনের জন্য একটা চাকার চল্লিশ পুদ ওজনের বেড় গড়িয়ে নিয়ে যান তার যথাস্থানে, তখন যৌথ শ্রমের জন্য তীব্র আনন্দে বুক ভরে ওঠে, এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের অব্যর্থতায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বিজয়ী শ্রমিকদের শ্বাসরুদ্ধ করার সাধ্য নেই বিশ্ব হিংস্রকদের, আভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাতকেরা বৃথাই প্রতীক্ষা করছে কলচাকের।

কাজ শেষের পর উপস্থিত লোকেরা এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখেন: ক্লান্ত কিন্তু চোখে আনন্দের দীপ্তি নিয়ে শত শত কমিউনিস্ট কাজের সাফল্যে অভিনন্দন জানান 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের সুগম্ভীর ধ্বনিতে; মনে হল যেন বিজয়ী স্তোত্রের এই

বিজয়ী তরঙ্গগুলো দেয়াল ছাপিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে শ্রমিক মস্কোয়, ঢিল-ফেলা জলের তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে যাবে তা শ্রমিক রাশিয়ায় এবং ক্লান্ত ও গেঁতোদের ঝাঁকিয়ে তুলবে।

আ. জ.

'অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত' নামে এই চমৎকার দৃষ্টান্তের খতিয়ান করে কমরেড ন. র. ২০ মে'র 'প্রাভদা'য় লিখেছেন:

'কমিউনিস্টদের এই ধরনের কাজের ঘটনা বিরল নয়। বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং বিভিন্ন রেলপথে এই ধরনের ঘটনার কথা আমি জানি। নিকোলায়েভস্কায়া রেলপথে টার্ণটেবলে পড়ে-যাওয়া একটা ইঞ্জিন তোলার জন্য কমিউনিস্টরা কয়েক রাত অতিরিক্ত খাটেন; উত্তর রেলপথে শীতের সময় সমস্ত কমিউনিস্ট ও দরদীরা কয়েক রবিবার লাইন থেকে বরফ সরাবার জন্য খাটেন, বহু মাল স্টেশনের কমিউনিস্ট চক্র মাল চুরি আটকাবার জন্য রাত্রে স্টেশন টহল দেন, — কিন্তু এসব কাজ ছিল আপতিক, নিয়মিত নয়। *কাজান রেলপথের কমরেডরা এই নতুনত্ব এনেছেন যে কাজটা হয়েছে প্রণালীবদ্ধ, স্থায়ী।* 'কলচাকের ওপর পরিপূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত' তাঁদের এই সিদ্ধান্ত, এবং এইখানেই তাঁদের কাজের তাৎপর্য। সামরিক পরিস্থিতির গোটা কালটা ধরে তাঁরা কমিউনিস্ট ও দরদীদের জন্য কাজের সময় বাড়িয়ে দিচ্ছেন এক ঘণ্টা; সেই সঙ্গে তাঁরা ফলপ্রদ কাজের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন।

এ দৃষ্টান্তের আরো অনুসরণ শুরু হয়েছে ও হওয়া উচিত। আলেক্সান্দ্রভস্কায়া রেলপথের কমিউনিস্ট ও দরদীদের সাধারণ সভায় সামরিক পরিস্থিতি ও কাজান কমরেডদের সিদ্ধান্ত আলোচনা করে স্থির হয়েছে: ১) আলেক্সান্দ্রভস্কায়া রেলপথের কমিউনিস্ট ও দরদীদের 'সুবোৎনিক' চালানো হবে। প্রথম সুবোৎনিকের দিন ধার্য হল ১৭ই মে। ২) কমিউনিস্ট ও দরদীদের সংগঠিত করতে হবে দৃষ্টান্তস্থানীয় আদর্শ ব্রিগেডে, তারা শ্রমিকদের দেখাবে কী ভাবে কাজ করতে হয়, এবং বর্তমানের বৈষয়িক, যান্ত্রিক ও খাদ্য পরিস্থিতির মধ্যেই সত্যই কতটা করা যায়।

কাজান কমরেডদের কথা অনুসারে, তাঁদের দৃষ্টান্ত খুবই প্রভাব ফেলেছে এবং সামনের শনিবারে তাঁরা কাজে বহুসংখ্যক অ-পার্টি শ্রমিকদের আশা করছেন। এই লাইনগুলো যখন লিখছি, তখনও আলেক্সান্দ্রভস্কায়া রেলপথের কলঘরগুলিতে কমিউনিস্টদের অতিরিক্ত শ্রম শুরু হয় নি, কেবল প্রস্তাবিত কাজটার গুজব ছড়িয়েছে, *কিন্তু তার মধ্যেই অ-পার্টি জনগণ সাড়া দিয়েছেন ও সায় দিচ্ছেন। চারিদিক থেকেই* শোনা যাচ্ছে: 'গতকাল আমরা জানতাম না, তাহলে আমরাও খাটার জন্য তৈরি হয়ে যেতাম,' 'সামনের শনিবারে নিশ্চয় আসব।' এই ধরনের কাজের প্রভাব যা পড়ে তা খুবই প্রকাণ্ড।

মস্কো-কাজান রেলপথ কমরেডদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে পশ্চাদ্ভাগের সমস্ত কমিউনিস্ট চক্রকে। শুধু মস্কো জংশনের কমিউনিস্ট চক্রদের নয়, রাশিয়ার সমস্ত পার্টি সংগঠনকেই এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও কমিউনিস্ট চক্রগুলিকে সর্বাগ্রে লালফৌজীদের ক্ষেত চষা ও তাদের পরিবারকে সাহায্যের কাজে লাগতে হবে।

মস্কো-কাজান রেলপথের কমরেডরা তাঁদের প্রথম কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের কাজ শেষ করেন 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত গেয়ে। গোটা রাশিয়ার সমস্ত কমিউনিস্ট সংগঠন যদি এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ও তাকে অটলভাবে কার্যে পরিণত করে, তাহলে রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তার সামনের দুরূহ মাসগুলো উত্তীর্ণ হবে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত মেহনতীদের কণ্ঠে উচ্চারিত 'আন্তর্জাতিকের' তুমুল নির্ঘোষে .

কাজে নামুন, কমরেড কমিউনিস্টরা!'

১৯১৯ সালের ২৩শে মে 'প্রাভদা' জানিয়েছে যে

'১৭ই মে আলেক্সান্দ্রভস্কায়া রেলপথে প্রথম কমিউনিস্ট 'সুবোৎনিকের' অনুষ্ঠান হয়। সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮ জন কমিউনিস্ট ও দরদী বিনা বেতনে পাঁচ ঘণ্টা অতিরিক্ত খাটেন; তাঁদের শুধু পয়সা দিয়ে দ্বিতীয় বার আহার পাবার অধিকার ছিল, তবে কায়িক শ্রমের মজুরদের ক্ষেত্রে যা প্রচলিত, পয়সা দিয়ে আহার হিশেবে দেওয়া হয় আধ-পাউণ্ড করে রুটি।'

কাজের প্রস্তুতি ও সংগঠন দুর্বল হলেও **শ্রমের উৎপাদনশীলতা সাধারণ অবস্থার চেয়ে ২—৩ গুণ বেশি।**

দৃষ্টান্তস্বরূপ·

৫ জন টার্নার ৪ ঘণ্টায় বানায় ৮০টি স্পিণ্ডল। সাধারণ উৎপাদনশীলতার তুলনায় এটা ২১৩% ভাগ।

২০ জন গতরখাটা মজুর ৪ ঘণ্টায় ৬০০ পুদ পরিমাণ পুরনো লোহা-লক্কড় এবং ৩½ পুদ করে ওজনের ৭০টি ওয়াগন স্প্রীং সংগ্রহ করেন, সব মিলিয়ে ৮৫০ পুদ। সাধারণ উৎপাদনশীলতার তুলনায় এটা ৩০০% ভাগ।

'কমরেডরা এটার এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে সাধারণ সময়ে কাজটা একঘেঁয়ে ও বিরক্তিকর লাগে, আর এখানে সবাই খাটছেন ইচ্ছে করে, উদ্দীপনার সঙ্গে। কিন্তু এবার সাধারণ সময়েও কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের চেয়ে কম কাজ তুলতে লজ্জা হবে।

'এখন অনেক অ-পার্টি শ্রমিক তাঁদের সুবোৎনিকে অংশগ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করছেন। সুবোৎনিক দিনে 'কবরখানা' থেকে ইঞ্জিন নিয়ে, মেরামত করে চালু করার জন্য ইঞ্জিন ব্রিগেড ডাক দিচ্ছে।

'খবর পাওয়া গেল যে ভিয়াজমা লাইনেও এই ধরনের সুবোৎনিকের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

এই সব কমিউনিস্ট সুবোৎনিকে কী ভাবে কাজ চলছে সে কথা ৭ই জুনের 'প্রাভদা'য় লিখেছেন কমরেড আ. দিয়াচেংকো। 'সুবোৎনিক কর্মীর কড়চা' নামে তাঁর এই প্রবন্ধের প্রধান অংশটা তুলে দিচ্ছি:

'পার্টির রেলপথ জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে শনিবারের 'পালা' সেরে কয়েক ঘণ্টার জন্য মাথাটাকে বিশ্রাম দিয়ে পেশীগুলোকে খাটাবার জন্য একজন কমরেডের সঙ্গে হাজির হলাম মহানন্দেই... আমাদের কাজ পড়ল বেলপথের ছুতোর কারখানায়। এলাম, চেনাপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হল, অভিনন্দন জানালাম, হাসি-ঠাট্টা হল, সংখ্যা গুনে দেখা গেল মোট ৩০ জন... আর সামনে আমাদের এক 'দানব' — বেশ জগদ্দলী ওজনের একটা বয়লার, ৬০০—৭০০ পুদ, ওটাকে 'সরিয়ে বসাতে' হবে, অর্থাৎ প্রায় ¼ কি ⅓ ভার্স্ট পথ ঠেলে নিয়ে যেতে হবে প্লাটফর্ম পর্যন্ত। মনে আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল... কিন্তু লেগে পড়া গেল কাজে: বয়লারের নিচে সোজাসুজি কাঠের রোলার গুঁজলে কমরেডরা, বাঁধা হল দুটো দড়ি, কাজ শুরু হল... নড়বার ইচ্ছে ছিল না বয়লারটার, তাহলে চলতে লাগল। আনন্দ হল আমাদেব, কেননা সংখ্যায় তো আমরা খুবই কম... কেননা এই বয়লারটা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে ঠেলাঠেলি করেছে অ-কমিউনিস্ট মজুরেরা, সংখ্যায় তারা ছিল আমাদের তিনগুণ, বয়লাব কিন্তু আমরা না আসা পর্যন্ত নড়ে নি... এক ঘণ্টা খাটছি প্রাণপণে, আমাদের কমরেড ফোরম্যানের মাপা তালের হাঁক মেনে — 'এক, দুই, তিন', বয়লার এগুচ্ছে তো এগুচ্ছেই। হঠাৎ, ও আবার কী? পুরো একদল লোক হাস্যকরভাবে গড়িয়ে পড়ল — আমাদের হাতের দড়িটার 'বেইমানি' আর কি... এক মিনিট কাজ বন্ধ, মোটা দড়া দিয়ে বাঁধা হল আবার... সন্ধ্যা, এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনো ছোট্ট একটা ঢিপি পেরতে হবে আমাদের, তাহলে কাজটা শেষ হবে তাড়াতাড়ি। হাত টনটন করছে, তালু জ্বলছে, গরম হয়ে উঠছি, টানছি প্রাণপণে — কাজও এগুচ্ছে। 'ব্যবস্থাপকেরা' দাঁড়িয়ে আছেন, সাফল্যে যেন একটু লজ্জিত, তাঁরাও হাত লাগালেন দড়ায়: লাগাও, লাগাও! আগেই লাগাতে হত! আমাদের কাজের দিকে চেয়েছিল একজন লালফৌজী। হাতে তার অ্যাকর্ডিয়ন। কী ভাবছে সে? কারা এই লোকগুলো? শনিবারে সবাই যখন ঘরে বসে থাকে, তখন কী দরকার পড়ল এদের? আমি তার

অনুমান ঘুচিয়ে দিয়ে বললাম: 'কমরেড! খুশির বাজনা কিছু একটা বাজাও না, আমরা তো আর যে-সে মজুর নই, খাঁটি কমিউনিস্ট, দেখছ, কেমন কাজ চলছে আমাদের হাতে, ফাঁকিজুকি নেই, কেবলই টানছি।' লালফৌজী সযত্নে তার অ্যাকর্ডিয়নটি রেখে ছুটল দড়ায় হাত লাগাতে...

'ইংরেজরা বুদ্ধিমান!' সুন্দর চড়া গলায় গেয়ে উঠল কমরেড উ.। ধুয়া ধরলাম আমরা, কলরোলে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল এই শ্রমিকদের গান: 'হেই, আমার লাঠিগাছটি, ঠুকব হে, টানব হে, টানব...'

অনভ্যাসে ক্লান্ত পেশী, কাঁধ পিঠ চিবুচ্ছে, কিন্তু.. কাল ছুটির দিন, অবকাশ, ঘুমিযে নেওযা যাবে। প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছি, কিছুটা ইতস্তত করার পর আমাদের 'দানবটি' প্রায় একেবারে প্লাটফর্মে: তক্তা গোঁজো, তোলো কাঠামোর ওপর, বহুদিন থেকে ওটার কাছ থেকে যা আশা করা হচ্ছে, এবার সেই কাজটা করতে থাকুক বয়লারটা। ঝাঁক ধরে আমরা চললাম স্থানীয় পার্টি চক্রের 'ক্লাব' ঘবে। চারিদিকে পোস্টার ঝুলছে, গাদা গাদা বন্দুক, জ্বলজ্বলে আলো, ভালোমতো একটা 'আন্তর্জাতিক' গাওয়ার পর 'রামের' সঙ্গে চা এমনকি রুটিরও সেবা করা গেল। আমাদের গুরুভার কাজের পর স্থানীয় কমরেডদের আয়োজিত এই নেমন্তন্নটা যা জমল বলার নয়। কমরেডদের কাছ থেকে ভাইয়ের মতো বিদায় নিয়ে সারি বাঁধলাম। রাতের নিস্তব্ধতায় ঘুমন্ত রাস্তায় বাজল বিপ্লবী গান, আর তাল দিতে লাগল আমাদের পদপাতের মাপা ধ্বনি। 'আন্তর্জাতিক' আর মেহনতেব গান গাইলাম আমরা: 'নির্ভযে খাড়া হও কমরেড!' 'ওঠ, ওঠ, অভিশাপদণ্ডিত!'

এক সপ্তাহ কাটল। হাত আর কাঁধ ইতিমধ্যে জিরিয়ে নিযেছে। এবাব আমরা ৯ ভার্স্ট দূরে 'সুবোৎনিকে' চললাম ওয়াগন বানাতে। জায়গাটা পেরোভোতে। একটা আমেরিকান ওয়াগনের ছাতে উঠে কমরেডরা জোর গলায় সুন্দর করে 'আন্তর্জাতিক' গাইছে। ট্রেনের যাত্রীরা কান পেতে শুনছে, এবং বোঝা যায় অবাক হয়েছে। তালে তালে ঝক ঝক করছে গাড়ির চাকা, আর আমরা ছাতে ওঠার ফুরসুত না পেয়ে পাদানিতে ঝুলছি, 'বেপরোয়া' যাত্রীর ভাব করছি। স্টেশন এল, যথাস্থানে পেঁছে গেছি, লম্বা ইয়ার্ড দিয়ে চললাম আমরা, সানন্দে দেখা করলেন কমরেড কমিসাব গ.।

'কাজ আছে, লোক কিন্তু কম! মাত্র ৩০ জন, আর ৬ ঘণ্টার মধ্যে গড়পড়তা মেরামতি করতে হবে ডজন ওয়াগনেরও বেশি! ওই রয়েছে নির্দিষ্ট করা টুইন হুইল। শুধু ফাঁকা ওয়াগনই নয়, ভর্তি সিস্টার্নও আছে — তবে ভাবনা নেই, করে নেওয়া যাবে কমরেড!'

কাজ চলছে জোর। পাঁচ জন কমরেডের সঙ্গে আমার কাজ হয়েস্ট নিয়ে। আমাদের ফোরম্যানেব তত্ত্বাবধানে এবং আমাদের কাঁধ ও দুটি হয়েস্টের জোরে ৬০ ও ৭০ পুদ ওজনের জোড়া চাকাগুলো চটপট একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনে লাফিয়ে যেতে

লাগল। একজোড়া যেতেই আরেক জোড়া এসে তার জায়গা নেয়। তারপর সবকটাকে যথাস্থানে পাঠিয়ে আমরা জরাজীর্ণ পুরনো জিনিসটাকে লাইন বেয়ে ঠেলে পাঠালাম গুদামে... এক, দুই, তিন — দেখতে না দেখতেই ঘূর্ণ্যমান লোহার হয়েস্ট তাকে লাইন থেকে তুলে নিয়ে গেল। ওখানে অন্ধকারের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে, মৌমাছির ঝাঁকের মতো বন বন করে কমরেডরা কাজ চালাচ্ছে তাদের 'রুগ্ণ' ওয়াগনগুলো নিয়ে। কেউ কাঠ চিঁড়ছে, কেউ রঙ দিচ্ছে, কেউ ছাত ঢাকছে — আমাদের কমরেড কমিসার আর আমাদের মহানন্দে কাজ চলছে জমজমাট। কামারদের কাজেও আমাদের সাহায্যের দরকার পড়ল। একটা চলমান হাপরের ওপর রয়েছে একটা ওয়াগন বড়, তেতে শাদা হয়ে আছে। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে বেঁকে গেছে সেটা। ফুলকি ছিটিয়ে সেটাকে রাখা হল নেহাইয়ের ওপর। অভিজ্ঞ কমরেডের সজাগ নজরে আমাদের নিপুণ ঘায়ে জিনিসটা তার স্বাভাবিক আকার ফিরে পেল। তখনো তা লালচে, ওই অবস্থাতেই কাঁধে করে তাকে দ্রুত যথাস্থানে পেঁছে দেওয়া গেল, ফুলকি ছুটিয়ে ফুটোয় ঢুকিয়ে কয়েক ঘা মারতেই সব ঠিক। ওয়াগনের তলে উঁকি দিলাম। এমনি যা মনে হয়, কাপলিঙের ওই সব ব্যাপারগুলো মোটেই তেমন সরল নয়, রিভেট, আর স্পাইর‍্যাল স্প্রীং সমেত এক পুরো ব্যবস্থা সেখানে...

কাজ চলছে জোর, অন্ধকার হয়ে আসছে রাত, মশাল জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। শীগগিরই শেষ হয়ে যাবে। কিছু কমরেড এক গাদা টায়ারের কাছে 'গুটিসুটি বসে'। গরম চা 'টানছে'। মে মাসের তাজা রাত, আকাশে কিশোরী চাঁদের চমৎকার কাস্তে। হাসি, ঠাট্টা, রসিকতা।

'কাজ থামাও, কমরেড গ., ১৩টা ওয়াগন তোমার হয়ে গেছে!'

কিন্তু কমরেড গ'য়ের খাঁই আরো বেশি।

শেষ হল চা, বিজয়ী গান গেয়ে চললাম ফটকের দিকে...'

'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক' সংগঠনের আন্দোলন শুধু মস্কোয় সীমাবদ্ধ নয়। ৬ই জুনের 'প্রাভদা' জানিয়েছে:

'৩১শে মে ত্ভের শহরে প্রথম কমিউনিস্ট সুবোৎনিক অনুষ্ঠিত হয়। রেলপথে কাজ করেন ১২৮ জন কমিউনিস্ট। ৩½ ঘণ্টায় বোঝাই ও খালাস করা হয় ১৪টি ওয়াগন, মেরামত করে ছাড়া হয় ৩টি ইঞ্জিন, তা ছাড়া ১০ সাজেন* কাঠ ফাড়া ও অন্যান্য কাজ হয়।' দক্ষ শ্রমিক কমিউনিস্টদের কাজের প্রখরতা সাধারণ উৎপাদনশীলতাকে ছাড়িয়ে যায় ১৩ গুণ।'

তারপর ৮ই জুনের 'প্রাভদা'য় পড়ি:

* সাজেন — দৈর্ঘ্যের সাবেকী রুশী মাপ, ২·১৩ মিটারের সমান। — সম্পাঃ

কমিউনিস্ট সুবোৎনিক

'সারাতভ, ৫ই জুন। কমিউনিস্ট রেলকর্মীরা মস্কো কমরেডদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধারণ পার্টি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে: জাতীয় অর্থনীতিকে সমর্থনের জন্য প্রতি শনিবার বিনা বেতনে অতিরিক্ত ৫ ঘণ্টা করে খাটতে হবে।'

* * *

যথাসম্ভব বিশদে ও পরিপূর্ণাকারে কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের সংবাদ তুলে দিলাম, কেননা এই ব্যাপারটায় আমরা নিঃসন্দেহেই কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের একটা গুরুত্ব পূর্ণ দিক দেখতে পাচ্ছি, যা নিয়ে আমাদের সংবাদপত্র এখনো যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না, এবং আমরাও যার মূল্য দিচ্ছি যথেষ্ট নয়।

রাজনৈতিক কচকচি যথাসম্ভব কম, কমিউনিস্ট নির্মাণের সাধারণ, কিন্তু জীবন থেকে নেওয়া ও বাস্তব জীবনে পরীক্ষিত ঘটনার প্রতি যথাসম্ভব বেশি মনোযোগ — এই ধ্বনিটিকে আমাদের সবাইকে, আমাদের লেখক, আন্দোলক, প্রচারক, সংগঠক প্রভৃতিকে অবিশ্রান্ত পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে।

এটা স্বাভাবিক ও অনিবার্য যে প্রলেতারীয় বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম সময়টুকু আমরা ব্যস্ত থাকব সর্বপ্রধান ও মূল কর্তব্যটায়, বুর্জোয়ার প্রতিরোধ দমনে, শোষকদের ওপর বিজয়লাভে, তাদের ষড়যন্ত্র দমনে (পেত্রগ্রাদের আত্মসমর্পণ নিয়ে 'দাসমালিকদের ষড়যন্ত্রটার' (৭৭) মতো, যাতে কৃষ্ণ শতক (৭৮) ও কাদেত থেকে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পর্যন্ত সবাই লিপ্ত ছিল)। কিন্তু এই কর্তব্যের পাশাপাশি সমান অনিবার্যতায় এগিয়ে আসছে, এবং যত সময় যাচ্ছে তত বেশি করে এগিয়ে আসছে অস্তিবাচক কমিউনিস্ট নির্মাণ, নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক গঠন, নব সমাজ গঠনের আরো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটা।

ইতিমধ্যে একাধিকবার আমায় যা উল্লেখ করতে হয়েছে, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ১২ই মার্চ অধিবেশনেও যা বলেছি, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের

অর্থ কেবল শোষকদের ওপর বলপ্রয়োগ মাত্র নয়, এমনকি প্রধানত বলপ্রয়োগও নয়। এই বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের অর্থনৈতিক ভিত্তি, তার প্রাণশক্তি ও সাফল্যের গ্যারাণ্টি হল এই যে প্রলেতারিয়েত পুঁজিবাদের তুলনায় একটা উচ্চতর ধরনের সামাজিক শ্রমব্যবস্থার মুখপাত্র ও তা কার্যকর করে। এই হল আসল কথা। কমিউনিজমের অনিবার্য পূর্ণ বিজয়ের উৎস, শক্তি ও গ্যারাণ্টি এইখানে।

সামাজিক শ্রমের ভূমিদাসভিত্তিক সংগঠন টিকে ছিল বেত্রদণ্ডের শৃঙ্খলায়, মেহনতীদের চূড়ান্ত তমসা ও নিপীড়নের অবস্থায়, যাদের লুট ও লাঞ্ছিত করত মুষ্টিমেয় জমিদাররা। সামাজিক শ্রমের পুঁজিবাদী সংগঠন টিকে ছিল বুভুক্ষার শৃঙ্খলায়, বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও মেহনতীদের বিশাল জনগণ সবচেয়ে অগ্রণী, সুসভ্য ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও থেকে গিয়েছে মজুরি দাস অথবা অবদমিত কৃষকদের এক তমসাচ্ছন্ন ও পযুর্দস্ত জনগণ হিশেবে, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা যাদের লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত করেছে। সামাজিক শ্রমের কমিউনিস্ট সংগঠনের প্রথম যে পদক্ষেপটি হল সমাজতন্ত্র, তা টিকে থাকে এবং যতদিন যাবে তত বেশি করেই তা টিকে থাকবে জমিদার পুঁজিপতি উভয়েরই জোয়াল ছুড়ে-ফেলা খোদ মেহনতীদেরই স্বাধীন ও সচেতন শৃঙ্খলায়।

এই নতুন শৃঙ্খলা আকাশ থেকে পড়ে না, শুভেচ্ছায় গজায় না, বেড়ে ওঠে তা বৃহৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈষয়িক পরিস্থিতি থেকে, কেবল এইটে থেকেই। তা ছাড়া এ শৃঙ্খলা অসম্ভব। আর এ বৈষয়িক পরিস্থিতির বাহক বা তার সারথি হল এই সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রেণী, যা বৃহৎ পুঁজিবাদ দ্বারা সৃষ্ট, সংগঠিত, ঘনবদ্ধ, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত ও পোক্ত হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণী হল প্রলেতারিয়েত।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কথাটার লাতিন ভাষাগত, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক-দার্শনিক অভিব্যক্তিটাকে যদি আরো সহজ করে অনুবাদ করা যায়, তবে তার মানে এই:

কেবল সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণী, যথা: শহরের ও সাধারণভাবে কলকারখানার শিল্প শ্রমিকেরাই সমস্ত মেহনতী ও শোষিত জনকে পুঁজির জোয়াল উৎখাতের সংগ্রামে, উৎখাতের গতিপথে, বিজয় অর্জন ও সংহতির

সংগ্রামে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনের কর্মে, পরিপূর্ণ শ্রেণী-লোপের গোটা সংগ্রামে পরিচালিত করতে সক্ষম। (বন্ধনীর মধ্যে বলি: সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পার্থক্য শুধু এই যে প্রথম কথাটিতে বোঝায় পুঁজিবাদী সমাজ থেকে বেড়ে-ওঠা নতুন সমাজের প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় কথাটিতে বোঝায় তার আরো উচ্চ ধাপ)।

'বার্নের' পীত আন্তর্জাতিকের (৭৯) ভুলটা হল এই যে তার নেতারা শ্রেণী-সংগ্রাম ও প্রলেতারিয়েতের নেতৃ-ভূমিকা স্বীকার করে কেবল কথায়। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখতে ভয় পায়, ঠিক সেই অপরিহার্য সিদ্ধান্তটিকেই ভয় পায়, যা বুর্জোয়ার কাছে বিশেষ রকমের ভয়াবহ ও একেবারেই অগ্রহণীয়। তারা স্বীকার করতে ভয় পায় যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বটাও শ্রেণী-সংগ্রামের পর্ব, শ্রেণীর বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত তা অপরিহার্য, রূপ বদলায় তা, পুঁজি উৎখাতের অব্যবহিত পরের সময়টায় তা হয়ে ওঠে বিশেষ রকমের নিষ্ঠুর ও বিশেষ রকমের অনন্যরূপী। রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করার পর প্রলেতারিয়েত শ্রেণী-সংগ্রাম থামায় না, তাকে চালিয়ে যায় শ্রেণীর বিলুপ্তি পর্যন্ত, কিন্তু, বলাই বাহুল্য, অন্য পরিস্থিতিতে, অন্য রূপে, অন্য উপায়ে।

কিন্তু 'শ্রেণী-বিলুপ্তি' বলতে কী বোঝায়? নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করে এমন সবাই সমাজতন্ত্রের এই চূড়ান্ত লক্ষ্যটা মানে, কিন্তু সবাই যে তার তাৎপর্য নিয়ে ভাবে এমন মোটেই নয়। শ্রেণী বলা হয় লোকেদের এমন সব বড়ো বড়ো গোষ্ঠীকে, যারা সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় তাদের স্থান, উৎপাদন উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনে নিবদ্ধ ও সংহত), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা, এবং সেই হেতু সামাজিক ঐশ্বর্যের যে অংশটা তারা ভোগ করে তা পাবার পদ্ধতি ও আয়তন অনুসারে পরস্পর পৃথক। শ্রেণী হল এমন সব জনগোষ্ঠী যাদের একদল সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় নিজেদের বিভিন্ন স্থানের দৌলতে অপর দলের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।

একথা পরিষ্কার যে শ্রেণীর পূর্ণ বিলুপ্তির জন্য দরকার কেবল শোষক, জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ শুধু নয়, কেবল তাদের সম্পত্তি খারিজই নয়, আরো দরকার উৎপাদন উপায়ের ওপর সর্ববিধ ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ,

যেমন শহর ও গ্রামের মধ্যে, তেমনি কায়িক শ্রমের লোক ও মানসিক শ্রমের লোকেদের মধ্যে সব কিছু পার্থক্যের বিলোপ। এটা অতি দীর্ঘকালের ব্যাপার। এটা সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন উৎপাদন শক্তির বিকাশে একটা বিরাট অগ্রপদক্ষেপ, দরকার হবে ক্ষুদে উৎপাদনের অসংখ্য অবশেষের প্রতিরোধ (প্রায়শই নিষ্ক্রিয়, যা খুবই একরোখা, ও পরাস্ত করা খুবই কঠিন) জয় করা, দরকার এই সব অবশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভ্যাস ও জাড্যের প্রচণ্ড শক্তিকে জয় করা।

এ কাজ সাধনে সমস্ত 'মেহনতীরই' সমান যোগ্যতা আছে — একথা একটা ফাঁকা বুলি, অথবা মান্ধাতার আমলের, প্রাক-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীর বিভ্রম। কেননা এ যোগ্যতা আপনা থেকে আসে না, ঐতিহাসিকভাবে বেড়ে ওঠে, এবং বেড়ে ওঠে **কেবল** বৃহৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈষয়িক পরিস্থিতি থেকে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যাবার পথারম্ভে এ যোগ্যতা অর্জন করে **কেবল** প্রলেতারিয়েত। তার ওপর ন্যস্ত বিরাট কর্তব্যটা সে সাধন করতে সক্ষম, কারণ, প্রথমত, তারা হল সভ্য সমাজের সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে অগ্রণী শ্রেণী; দ্বিতীয়ত, সর্বাধিক বিকশিত দেশগুলিতে তারাই হল জনসংখ্যার অধিকাংশ; তৃতীয়ত, এই কারণে যে রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী দেশের অধিকাংশ জনগণই পড়ে আধা-প্রলেতারীয়দের দলে, অর্থাৎ বছরের একাংশ যারা বরাবর প্রলেতারিয়েতের মতো কাটায়, পুঁজিবাদী উদ্যোগে মজুর খেটে যারা বরাবর নিজেদের আহার্যের একাংশ জোটায়।

স্বাধীনতা, সমতা, সাধারণভাবে গণতন্ত্র, মেহনতী গণতন্ত্রের সাম্য ইত্যাদির সাধারণ বুলি থেকে এগিয়ে যারা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের কর্তব্য সাধন করতে চেষ্টিত (যা করছেন, কাউৎস্কি, মার্তভ এবং বার্ন পীত আন্তর্জাতিকের অন্যান্য বীরপুরুষেরা), তারা তাতে করে কেবল নিজেদের পেটি বুর্জোয়া, কূপমণ্ডূক, মধ্যবিত্ত চরিত্র, ভাবাদর্শের দিক দিয়ে দাসের মতো বুর্জোয়ার পদলেহীর চরিত্রই প্রকাশ করছে। এ কর্তব্যের সঠিক সমাধান সম্ভব কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতাজয়ী বিশেষ শ্রেণীটির, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে জনগণের সমস্ত অ-প্রলেতারীয় তথা আধা-প্রলেতারীয় মেহনতী জনগণের বিশেষ সম্পর্কগুলির মূর্ত-নির্দিষ্ট বিচার থেকে — আর

এ সব সম্পর্ক দানা বাঁধে কোনো কল্পরাজ্যের সুসমঞ্জস, 'আদর্শ' পরিস্থিতিতে নয়, বুর্জোয়ার পক্ষ থেকে উন্মাদ ও বহুরূপী প্রতিরোধের বাস্তব পরিস্থিতিতে।

রাশিয়া সমেত যে কোনো পুঁজিবাদী দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা — আর মেহনতী জনগণের কথা তো বলার নেই — হাজার হাজার বার নিজেদের ক্ষেত্রে, নিজ আত্মীয়স্বজনদের ক্ষেত্রে পুঁজির নিগড়, লুণ্ঠন, অত্যাচারের অভিজ্ঞতা সয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বলুণ্ঠনে বৃটিশ নাকি জার্মান পুঁজি, কার প্রাধান্য থাকবে তা স্থির করার জন্য কোটি কোটি লোকের হত্যায় সে অভিজ্ঞতা হয়েছে তীক্ষ্ম, ব্যাপক, গভীর, সে সম্পর্কে সচেতন হতে তাদের বাধ্য করেছে। প্রলেতারিয়েত যে বীরোচিত সাহসে, বৈপ্লবিক নির্মমতায় পুঁজির জোয়াল উচ্ছেদ করছে, শোষকদের উচ্ছেদ করছে, তাদের প্রতিরোধ দমন করছে, নিজেদের রক্ত ঢেলে এমন এক নতুন সমাজের পথ কাটছে যেখানে শোষকদের স্থান থাকবে না — তার জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রতি জনগণের বিপুল সংখ্যক গরিবদের, বিশেষ করে মেহনতী জনগণের সহানুভূতি অনিবার্য এই কারণেই। অ-প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয় মেহনতী জনগণের পক্ষ থেকে পেছন দিকে, বুর্জোয়া 'সুব্যবস্থায়', বুর্জোয়ার 'পক্ষচ্ছায়ায়' ফিরে যাবার জন্য অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা যতই না বেশি, যতই না অপরিহার্য হোক, তা সত্ত্বেও তারা প্রলেতারিয়েতের নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব না মেনে পারে না — এ প্রলেতারিয়েত শুধু শোষকদের উচ্ছেদ করে তাদের প্রতিরোধ দমন করছে তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা গড়ে তুলছে একটা নতুন উচ্চতর সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক শৃঙ্খলা: এমন সব সচেতন, ঐক্যবদ্ধ কর্মীর শৃঙ্খলা, নিজেদের ঐক্যের ক্ষমতা ছাড়া, তাদের নিজস্ব, বেশি সচেতন, সাহসী, ঘনবদ্ধ, বিপ্লবী, অবিচলিত অগ্রবাহিনীর ক্ষমতা ছাড়া যাদের ঘাড়ের ওপর আর কোনো জোয়াল, আর কোনো ক্ষমতা নেই।

জয়লাভ করতে হলে, সমাজতন্ত্র গড়তে ও মজবুত করতে হলে প্রলেতারিয়েতকে দ্বৈত, অথবা দ্বিবিধ কর্তব্য সাধন করতে হবে: প্রথমত, পুঁজির বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের নিঃস্বার্থ বীরত্ব দিয়ে সমস্ত মেহনতী ও শোষিতদের টেনে আনতে হবে, টেনে এনে বুর্জোয়ার উচ্ছেদ এবং

বুর্জোয়াদের সর্ববিধ প্রতিরোধ দমনের জন্য তাদের সংগঠিত করতে হবে, পরিচালিত করতে হবে; দ্বিতীয়ত, সমস্ত মেহনতী ও শোষিত জনগণ এবং গোটা পেটি বুর্জোয়া স্তরটাকে নিজের পেছন পেছন চালাতে হবে নতুন অর্থনৈতিক নির্মাণের পথে, নতুন সামাজিক সম্পর্ক, নতুন শ্রম-শৃঙ্খলা, এবং নতুন একটা শ্রম-সংগঠনের পথে, যাতে বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদী টেকনলজির সর্বাধুনিক কৃতিত্বের সঙ্গে মিলবে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সংগঠক সচেতন শ্রমিকদের গণসম্মিলন।

এই দ্বিতীয় কাজটা প্রথমটার চেয়ে কঠিন, কেননা তা বীরত্বের এক একটা দমকে কোনো ক্রমেই সম্পন্ন হবার নয়, তার জন্য দরকার গণ আয়তনে **দৈনন্দিন** কাজের অতি দীর্ঘকালব্যাপী, অতি একরোখা, অতি দুরূহ বীরত্ব। কিন্তু এ কাজটা প্রথমটার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা শেষ বিচারে বুর্জোয়াকে পরাস্ত করার সবচেয়ে গভীর শক্তি-উৎস এবং এ সব বিজয়ের দার্ঢ্য ও অলঙ্ঘনীয়তার একমাত্র গ্যারাণ্টি হতে পারে কেবল সামাজিক উৎপাদনের উচ্চতর নতুন একটা পদ্ধতি, বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন দিয়ে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া উৎপাদনের স্থানগ্রহণ।

* * *

'কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের' বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঠিক এইজন্য যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে, নতুন শ্রম-শৃঙ্খলায় উত্তরণে, অর্থনীতি ও জীবনে সমাজতান্ত্রিক পরিস্থিতি সৃজনে শ্রমিকদের সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগই আমরা এতে দেখতে পাচ্ছি।

অল্প কয়েকজনের একজন — সঠিক হবে যদি বলি: জার্মানির অতি বিরল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ১৮৭০—১৮৭১ সালের শিক্ষার পর শোভিনিজমে নয়, জাতীয়তাবাদী উদারনীতিতে নয়, পেঁছন সমাজতন্ত্রে, তাঁদের একজন, ই. ইয়াকবি বলেছিলেন, সাদোভায়ার কাছে (৮০) লড়াইয়ের চেয়েও একটি শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বেশি। কথাটা ঠিক। জাতীয় পুঁজিবাদী জার্মান রাষ্ট্র গঠনে অস্ট্রীয় অথবা প্রুশীয় এই দুই বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের কোনটির প্রাধান্য থাকবে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় সাদোভায়ার কাছে। একটি শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হল বুর্জোয়ার

ওপর প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-বিজয়ের দিকে একটি ছোট্ট পদক্ষেপ। এ ভাবে আমরাও বলতে পারি যে ১৯১৪—১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে হিন্ডেনবুর্গ, অথবা ফশ, অথবা ইংরেজদের যে কোনো জয়লাভের চেয়ে মস্কো-কাজান রেলপথের কর্মীরা ১৯১৯ সালের ১০ই মে মস্কোয় যে প্রথম কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের আয়োজন করে, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বেশি। সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয় হল ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসী কোটিপতিদের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বলি, এ হল মুমূর্ষু ভুরিভোজী, জীবন্তেই গলে-পচে যাওয়া পুঁজিবাদের পাশবিকতা। মস্কো-কাজান লাইনের রেলকর্মীদের কমিউনিস্ট সুবোৎনিক হল সেই নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের একটি কোষ, যা পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য এনে দিচ্ছে পুঁজির জোয়াল ও যুদ্ধ থেকে মুক্তি।

শ্রীমান বুর্জোয়া এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সমেত তাদের যে লেজুড়েরা নিজেদেরকে 'জনমতের' মুখপাত্র বলে ভাবতে অভ্যস্ত, বলাই বাহুল্য, তারা কমিউনিস্টদের আশা-ভরসায় বিদ্রূপ করবে এ সব আশা-ভরসাকে বলবে 'ফুলের টবে মহীরুহ', চুরিচামারি, আলসেমি, উৎপাদনশীলতার অবনতি, কাঁচামালের ছয়লাপ, উৎপন্নের ক্ষতি ইত্যাদির রাশি রাশি ঘটনার তুলনায় নগণ্য সংখ্যক সুবোৎনিক নিয়ে হাসাহাসি করবে। এই ভদ্রলোকেদের আমরা জবাবে বলব: বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যদি রুশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের জ্ঞান অর্পণ না করে মেহনতীদের সাহায্যের জন্য অর্পণ করত, তাহলে রূপান্তরটা চলত আরো দ্রুত ও আরো শান্তিপূর্ণ পথে। কিন্তু এটা ইউটোপিয়া, কেননা প্রশ্নের মীমাংসা হয় শ্রেণীর সংগ্রামে, আর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীরই টান বুর্জোয়ার দিকে। বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য নিয়ে নয়, তাদের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করেই (অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে) প্রলেতারিয়েত জয়লাভ করবে সংশোধনাতীত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিদূরিত করে, দ্বিধাগ্রস্তদের ঢেলে সেজে, পুনঃশিক্ষিত ও নিজেদের অধীনস্থ করে, ক্রমাগত তাদের বেশি বেশি অংশকে স্বপক্ষে টেনে এনে। রূপান্তরের দুরূহতা ও অসার্থকতায় হিংসানন্দ, আতঙ্ক বপন, পেছনে ফেরার প্রচার, এ সবই হল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার ও পদ্ধতি। এ সব দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে ঠকানো যাবে না।

আর যদি মূল প্রশ্নটা ধরি, তাহলে ইতিহাসে কখনো কি এটা ঘটেছে যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি সঙ্গে সঙ্গেই গেঁথে বসল, দীর্ঘ একগুচ্ছ ব্যর্থতা, ভুল, পশ্চাৎপ্রত্যাবর্তন ছাড়াই? ভূমিদাস প্রথা অবসানের অর্ধ-শতক পরেও রাশিয়ার গ্রামে ভূমিদাসত্বের জের টিকে ছিল কম নয় (৮১)। আমেরিকায় নিগ্রোদের দাসত্ব উচ্ছেদের অর্ধ-শতক পরেও নিগ্রোদের অবস্থা সেখানে রয়ে গেছে এখনো আধা-দাস। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা, তথা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা পুঁজির সেবা ক'রে এবং সমূহ মিথ্যা যুক্তি আঁকড়ে থেকে নিজেদের প্রতি একনিষ্ঠই রয়েছে: প্রলেতারীয় বিপ্লবের আগে তারা আমাদের ইউটোপিয়তা নিয়ে তিরস্কার করত, আর বিপ্লবের পরে তারা আমাদের কাছ থেকে কল্পনাতীত দ্রুততায় অতীতের চিহ্ন লোপের দাবি করছে!

কিন্তু আমরা ইউটোপীয় নই, বুর্জোয়া 'যুক্তির' আসল দাম আমরা জানি, এটাও জানি যে বিপ্লবের পরে কিছুটা সময় যাবৎ নতুনের অঙ্কুরের চেয়ে রীতিনীতিতে অতীতের চিহ্নই প্রাধান্য করবে। নতুন সদ্য জন্ম নেবার পর কিছু কাল ধরে পুরনোটা সর্বদাই থাকে বেশি প্রবল, প্রকৃতি এবং সমাজজীবন উভয় ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে সর্বদাই। নবাঙ্কুরের দুর্বলতা নিয়ে টিটকারি, শস্তা বুদ্ধিজীবী সংশয়বাদ ইত্যাদি সবই হল মূলত প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার শ্রেণী-সংগ্রামের পদ্ধতি, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদকে রক্ষা। নতুনের অঙ্কুরকে আমাদের খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে, তার প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে, সর্বোপায়ে তাদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে হবে এবং 'পরিচর্যা করতে' হবে এই দুর্বল অঙ্কুরগুলোর। তাদের কিছু কিছু মারা পড়বে, তা অনিবার্য। এ নিশ্চিতি দেওয়া যায় না যে ঠিক 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিকগুলোই' সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সেটা আসল কথা নয়। কথাটা হল নতুনের সমস্ত ও সর্ববিধ অঙ্কুরকেই সমর্থন করা, বাস্তব জীবনই তাদের ভেতরকার সবচেয়ে প্রাণবানগুলোকে বাছাই করে নেবে। সিফিলিসের ওপর জয়লাভে মানুষকে সাহায্য করার জন্য জাপানী বিজ্ঞানী যদি নির্দিষ্ট প্রয়োজনাদি মেটাবার মতো ৬০৬ নং ওষুধটি তৈরি করার আগে ৬০৫টি ওষুধ পরীক্ষা করে দেখার মতো ধৈর্য রাখতে পেরে থাকেন, তাহলে যাঁরা আরো কঠিন

কর্তব্য সাধন করতে চান, পুঁজিবাদকে পরাস্ত করতে চান, তাঁদের পক্ষে সংগ্রামের শত শত, হাজার হাজার পদ্ধতি, প্রণালী, উপায় পরীক্ষা করে তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে উপযোগীগুলোকে গড়ে পিটে তোলার মতো অধ্যবসায় রাখা চাই।

'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক' এত গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে তার সূত্রপাত করে যে শ্রমিকেরা, তারা একান্ত **উত্তম** কোনো পরিস্থিতিতে ছিল না, সূত্রপাত করে যে সব শ্রমিক তারা বিভিন্ন বৃত্তিতে বিশেষজ্ঞ, তাদের মধ্যে ছিল বৃত্তি-বিশেষজ্ঞতাহীন শ্রমিকও, গতরখাটা মজুর, স্থাপিত তারা **সাধারণ,** অর্থাৎ **অতি দুরূহ** পরিস্থিতিতে। শ্রমের উৎপাদনশীলতার যে অবনতি এক রাশিয়ায় নয়, গোটা দুনিয়াতেই দেখা যাচ্ছে তার মূল কারণটা আমরা জানি: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রসূত সর্বনাশ ও নিঃস্বীভবন, তিক্ততা ও অবসন্নতা, পীড়া ও অপুষ্টি। গুরুত্বের দিক দিয়ে শেষ কারণটার স্থান সর্বাগ্রে। বুভুক্ষা — এই হল কারণ। আর বুভুক্ষা দূর করতে হলে কৃষি, পরিবহণ, শিল্প সর্বত্রই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। ফলে দাঁড়াচ্ছে কেমন একটা দুষ্ট চক্র: শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি চাই, আর দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

আমরা জানি যে কার্যক্ষেত্রে এরূপ বৈপরীত্যের সমাধান হয় এই দুষ্ট চক্রটাকে ভেদ করে, জনগণের মনোবৃত্তিতে একটা পরিবর্তনে, এক একটা দলের বীরোচিত উদ্যোগে, এই মনোবৃত্তির, এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তা একটা নির্ধারক ভূমিকা নিতে পারে। মস্কোর গতরখাটা মজুরেরা ও মস্কোর রেলশ্রমিকরা (বলাই বাহুল্য, অধিকাংশের কথা বলছি, মুষ্টিমেয় দাঁওবাজ, বড়োচাকুরে ইত্যাদি শ্বেতরক্ষীর কথা নয়) — এরা এমন মেহনতী যারা হতাশাজনক রকমের দুরূহ অবস্থানে বাস করছে। আধপেটা খাদ্য তাদের বারোমেসে, আর এখন নতুন ফসলের মুখে, খাদ্য পরিস্থিতির সাধারণ অবনতিতে দুর্ভিক্ষ একেবারে সামনে। আর বুর্জোয়া, মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিদ্বেষপরায়ণ, প্রতিবিপ্লবী প্রচারে ঘেরাও-হওয়া এই বুভুক্ষু শ্রমিকরাই 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের' ব্যবস্থা করছে, বিনা বেতনে অতিরিক্ত খাটছে, আর নিজেরা ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, অপুষ্টিতে শীর্ণ

হওয়া সত্ত্বেও **শ্রমের উৎপাদনশীলতায় প্রচণ্ড** বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এটা কি মহা বীরত্ব নয়? এটা কি এমন একটা বাঁক-বদল নয়, যার তাৎপর্য বিশ্ব-ঐতিহাসিক?

নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়ের পক্ষে শ্রমের উৎপাদনশীলতাই হল শেষ বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বপ্রধান। পুঁজিবাদ শ্রমের এমন উৎপাদনশীলতা গড়ে দিয়েছে যা ভূমিদাস প্রথায় অদৃষ্টপূর্ব। পুঁজিবাদ চূড়ান্ত পরাজিত হতে পারে ও পরাজিত হবে এইজন্য যে সমাজতন্ত্র শ্রমের একটা নতুন, অনেক বেশি উচ্চ মাত্রার উৎপাদনশীলতা গড়ে দেবে। এটা ভারি কঠিন ও ভারি দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, কিন্তু তা **শুরু হয়েছে,** এই হল প্রধান কথা। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে ক্ষুধার্ত মস্কোর ক্ষুধার্ত শ্রমিকেরা যদি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দুঃসহ চার বছর এবং তারপর আরো দুঃসহ গৃহযুদ্ধের আরো দেড় বছর ভুগেও এই বৃহৎ কর্মটি শুরু করতে পেরে থাকে, তাহলে কী বিকাশই না হবে ভবিষ্যতে যখন আমরা গৃহযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে শান্তি অর্জন করব?

কমিউনিজম হল অগ্রণী টেকনিক ব্যবহারক স্বেচ্ছাব্রতী, সচেতন, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের শ্রমোৎপাদনশীলতা যা পুঁজিবাদী শ্রমোৎপাদনশীলতার চেয়ে উঁচু। কমিউনিস্ট সুবোৎনিকগুলি অসাধারণ মূল্যবান **কমিউনিজমের বাস্তব** সূত্রপাত হিশেবে, আর এটা খুবই বিরল একটা ঘটনা, কেননা আমরা যে পর্যায়ে আছি তাতে 'পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণের **প্রথম পদক্ষেপগুলিই** মাত্র নেওয়া হচ্ছে' (যা খুব সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে আমাদের পার্টি কর্মসূচিতে (৮২)।

কমিউনিজম শুরু হয় তখন, যখন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য, ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকদের কাছে বা তাদের 'আপনজনদের' কাছে যা যাচ্ছে না, যাচ্ছে 'দূরাত্মীয়দের' কাছে, অর্থাৎ সমগ্রভাবে গোটা সমাজের কাছে, প্রথমে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ কোটি কোটি লোকের কাছে, এমন **প্রতিটি পুদ শস্য, কয়লা, লোহা** ও অন্যান্য সামগ্রী বাঁচাবার জন্য দেখা দেয় **সাধারণ শ্রমিকদের** আত্মোৎসর্গী, গুরুভার শ্রম জয়-করা প্রবল্প।

'পুঁজি' গ্রন্থে কার্ল মার্কস স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক

মহা সনদের বাক্যচ্ছটা ও বাগাড়ম্বরে বিদ্রূপ করেছেন, **সাধারণ** ভাবের স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্বের এই সমস্ত বুলিকেই উপহাস করেছেন, যা নচ্ছার বার্ন আন্তর্জাতিকের বর্তমান নচ্ছার বীরপুরুষরা পর্যন্ত সমস্ত দেশের পেটি বুর্জোয়া ও কূপমণ্ডূকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এই সমস্ত গালভরা অধিকার ঘোষণার বিপরীতে মার্কস হাজির করেছেন প্রলেতারিয়েত যে ভাবে সাধাসিধা, অনাড়ম্বর, ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন ধরনে প্রশ্নটাকে দেখবে: শ্রমদিন হ্রাসের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা — এই হল এই ভাবে দেখার একটা টিপিক্যাল নিদর্শন। প্রলেতারীয় বিপ্লবের অন্তঃসার যতবেশি অবারিত হয়ে উঠছে, মার্কসের মন্তব্যের সমস্ত যাথার্থ্য ও গভীরতা আমাদের কাছে হয়ে উঠছে ততই পরিষ্কার, ততই চাক্ষুষ। কাউৎস্কি, মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং বার্নস্থ তাদের পেয়ারের 'ভায়াদের' গালভরা, চাতুর্যপূর্ণ, সাড়ম্বর গলাবাজি থেকে সত্যিকার কমিউনিজমের 'সূত্রগুলির' তফাৎ এই যে তা সব কিছুকে টেনে আনে **শ্রমের অবস্থায়**। 'মেহনতী গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব', 'জনরাজ' প্রভৃতি নিয়ে বকবকানি কমুক: আমাদের কালের সচেতন শ্রমিক ও কৃষক এই সব ফাঁপানো বুলির মধ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর জোচ্চুরি ঠিক তেমনি সহজেই ধরে ফেলবে, যে ভাবে সাংসারিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ একজন লোক 'মাহাশয় বেক্তিটির' নিখুঁত রকমের 'মসৃণ' চন্দ্রবদন ও সাজগোজ দেখে তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করবে: 'খুব সম্ভব জোচ্চোর।'

গালভরা বুলি কমুক, বেশি করে চাই সাধারণ **নিত্যনৈমিত্তিক** কাজ, এক পুদ শস্য, এক পুদ কয়লার জন্য যত্ন! বুভুক্ষু শ্রমিক এবং ছিন্নবস্ত্র নগ্নপদ কৃষকদের জন্য অত্যাবশ্যক এই সব পুদ শস্য ও কয়লা যাতে **দরাদরির রফায় নয়**, পুঁজিবাদী ধরনে নয়, মস্কো-কাজান রেলপথের এই সব গতরখাটা মজুর ও রেলশ্রমিকদের মতো সাধারণ মেহনতীদের সচেতন, স্বেচ্ছাব্রতী, নিঃস্বার্থ বীরত্বপূর্ণ শ্রমের ফলে দেওয়া যায়, তার জন্য যত্ন করা হোক আরো বেশি।

আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে যে প্রতি পদে সর্বত্র, সেই সঙ্গে আমাদের পঙক্তিতেও বিপ্লবের প্রশ্নে বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীসুলভ বুলিবাগীশী ধরনে এগুবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের সংবাদপত্রগুলো

পচ-ধরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অতীতের এই পচ-ধরা অবশেষগুলির সঙ্গে লড়াই চালায় কম, সত্যিকার কমিউনিজমের সাধাসিধে, অনাড়ম্বর, নিত্যনৈমিত্তিক কিন্তু জীবন্ত অঙ্কুরগুলোকে সমর্থন করে কম।

নারীদের অবস্থা ধরুন। এই দিক থেকে আমাদের ক্ষমতার প্রথম বছরেই আমরা যা করেছি, বিশ্বের কোনো একটা গণতান্ত্রিক পার্টি সর্বাধিক অগ্রগণ্য কোনো বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেও দশকের পর দশকে তার শতাংশও করে নি। নারীর অসাম্য, বিবাহবিচ্ছেদের সীমাবদ্ধতা, তাকে ঘিরে জঘন্য সব আনুষ্ঠানিকতা, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের স্বীকৃতিহীনতা, সে প্রসঙ্গে পিতৃত্ব সন্ধান ইত্যাদি নিয়ে নচ্ছার সব আইনের আক্ষরিক অর্থে একটি ইঁটও আমরা বাকি রাখি নি, — বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদের লজ্জার কথা যে সমস্ত সুসভ্য দেশেই এ সব আইনের অসংখ্য জের বর্তমান। এক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা নিয়ে গর্ববোধের হাজার গুণ অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু সাবেকী বুর্জোয়া আইন ও প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা থেকে জমিটা আমরা যত **পরিষ্কার করে** সাফ করেছি, ততই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এটা শুধু ইমারতের জন্য জমি পরিষ্কার, এখনো এটা খাস ইমারতটা নয়।

সমস্ত মুক্তিবিধায়ক আইন সত্ত্বেও নারীরা **সাংসারিক বাঁদী** হয়েই থেকে যাচ্ছে, কেননা **তুচ্ছ ঘরকন্না** তাকে রান্নাঘরে ও শিশুকক্ষে বেঁধে রেখে, বর্বর রকমের অনুৎপাদনশীল, তুচ্ছ, পিত্তিজ্বলা, মন-ভোঁতা-করা, হাড়-ভাঙা কাজে তার পরিশ্রমের অপচয় ঘটিয়ে তাকে পিষ্ট করে, ভোঁতা করে, অবনত করে। **নারীর** সত্যিকার **মুক্তি**, সত্যিকার কমিউনিজম সেইখানে ও সেই সময় শুরু হয়, যেখানে এবং যখন শুরু হয় এই তুচ্ছ সাংসারিক কাজের বিরুদ্ধে গণ সংগ্রাম (রাষ্ট্রক্ষমতাধর প্রলেতারিয়েতের পরিচালনায়), অথবা বলা ভালো, শুরু হয় বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক কারবার হিশেবে এ সাংসারিক কাজের **গণভিত্তিক পুনর্গঠন**।

এই যে প্রশ্নটা তত্ত্বের দিক থেকে প্রতিটি কমিউনিস্টের কাছে তর্কাতীত, তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ কি আমরা দিই? অবশ্যই নয়। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কমিউনিজমের যে **অঙ্কুর** রয়েছে তার প্রতি আমরা কি যথেষ্ট যত্নপর? পুনরপি না, এবং না। জনসাধারণের জন্য ভোজনালয়,

শিশ্‌লালনাগার, কিন্ডারগার্টেন — এই হল সে সব অঙ্কুরের নমুনা, এই হল সেই সব সাধারণ, নিত্যনৈমিত্তিক উপায়, ঘটা আড়ম্বর বা সমারোহ যার মধ্যে কিছুই নেই, কিন্তু **কার্যক্ষেত্রে** তা **নারীদের মুক্তি দিতে সক্ষম**, সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকার দিক থেকে পুরুষের সঙ্গে তার যে অসাম্য আছে, কার্যক্ষেত্রে তা হ্রাস ও বিলুপ্ত করতে সমর্থ। এ সব উপায় নতুন কিছু নয়, বৃহৎ পুঁজিবাদই তা সৃষ্টি করেছে (যেমন সাধারণভাবে সৃষ্টি করেছে সমাজতন্ত্রের সমস্ত পূর্বসর্তই), কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে তা হয়ে ছিল প্রথমত, বিরল, দ্বিতীয়ত, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এগুলি ছিল হয় দাঁওবাজি, চাপ, প্রতারণা, জালিয়াতির সমস্ত নিকৃষ্ট দিক সমেত **ব্যবসাদারী** প্রতিষ্ঠান, নয় 'বুর্জোয়া বদান্যতার কসরত', সেরা শ্রমিকেরা যার প্রতি সঙ্গত কারণেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করত।

সন্দেহ নেই যে আমাদের এখানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে অনেক বেশি, এবং নিজেদের চরিত্র তারা বদলাতে **শুরু করেছে**। সন্দেহ নেই যে শ্রমিকা ও কৃষানীদের মধ্যে **সাংগঠনিক প্রতিভা** আছে আমরা যতটা জানি তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি, আছে এমন লোক, যারা বহুসংখ্যক কর্মী এবং আরো বেশি সংখ্যক পরিভোগীদের নিয়ে ব্যবহারিক কাজের সুব্যবস্থা করার কৃতিত্ব রাখে, এবং সেটা পরিকল্পনা বা প্রণালী নিয়ে বুলি, শশব্যস্ততা, কোঁদল ও বকবকানির সেই প্রাচুর্য ছাড়াই যাতে আমাদের আত্মম্ভরী 'বুদ্ধিজীবীরা' অথবা অর্ধপক্ক 'কমিউনিস্টরা' অবিরাম 'পীড়িত'। কিন্তু নতুনের এই অঙ্কুরগুলির যথাযোগ্য **পরিচর্যা** আমরা **করছি না**।

বুর্জোয়াদের দিকে চেয়ে দেখুন। **নিজেদের** যেটা দরকার তাব বিজ্ঞাপন তারা দিতে পারে কী চমৎকার! **তাদের** পত্রিকার **লক্ষ লক্ষ** কপিতে পুঁজিপতিদের চোখে 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠানগুলির কী প্রশংসাই না করা হয়, কী ভাবেই না 'আদর্শ' বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে করে তোলা হয় জাতীয় গর্ববোধের বস্তু! সেরা ভোজনালয় বা শিশুলালনাগারগুলির বর্ণনা দেওয়া, প্রতিদিন তাগিদ দিয়ে তাদের কয়েকটাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া, **আদর্শ কমিউনিস্ট কাজের** ফলে মানব শ্রমের কী মিতব্যয়, পরিভোগীদের জন্য কী সুবিধা, খাদ্য দ্রব্যের কী বাঁচোয়া,

সাংসারিক বাঁদীগিরি থেকে নারীদের কী মুক্তি, স্বাস্থ্যরক্ষা পরিস্থিতির কী উন্নয়ন হতে পারে, গোটা সমাজের জন্য, সমস্ত মেহনতীদের জন্য ছড়াতে পারে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া — এ নিয়ে আমাদের সংবাদপত্র গা করে না, অথবা প্রায় গা করে না।

আদর্শ উৎপাদন, আদর্শ কমিউনিস্ট সুবোৎনিক, প্রতি পুদ শস্য সংগ্রহ ও বণ্টনে আদর্শ যত্নপরতা ও সততা, আদর্শ ভোজনালয়, অমুক শ্রমিক-গৃহটার, অমুক পাড়াটার আদর্শ পরিচ্ছন্নতা, — এ সব হওয়া চাই যেমন আমাদের সংবাদপত্রের, তেমনি **প্রতিটি** শ্রমিক বা কৃষক সংগঠনের পক্ষে বর্তমানের চেয়ে দশগুণ বেশি মনোযোগ ও যত্নের বস্তু। এ সবই হল কমিউনিজমের অঙ্কুর আর অঙ্কুরগুলোর পরিচর্যা আমাদের সাধারণ ও প্রাথমিকতম দায়িত্ব। আমাদের খাদ্য ও উৎপাদন পরিস্থিতি যতই সুকঠিন হোক, তাহলেও বলশেভিক ক্ষমতার দেড় বছরের মধ্যে **সমস্ত ফ্রন্টেই** যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই: শস্য সংগ্রহ উঠেছে ৩ কোটি পুদ থেকে (১.৮.১৯১৭ থেকে ১.৮.১৯১৮ পর্যন্ত) ১০ কোটি পুদে (১·৮.১৯১৮ থেকে ১·৫.১৯১৯ পর্যন্ত); সব্জী চাষ বেড়েছে, শস্য অনাবাদ কমেছে, জ্বালানির প্রচণ্ড কষ্ট সত্ত্বেও রেল পরিবহণে উন্নতি ঘটতে শুরু করেছে ইত্যাদি। এই সাধারণ পটভূমিকায় এবং প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থনে কমিউনিজমের অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে যাবে না, বেড়ে পল্লবিত হয়ে উঠবে পূর্ণ কমিউনিজমে।

* * *

'কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের' তাৎপর্য নিয়ে বেশ করে ভেবে দেখা দরকার যাতে এই মহান উদ্যোগ থেকে তার প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক শিক্ষা-গুলোকে নিষ্কাশিত করতে পারি।

প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হল এ উদ্যোগকে সর্বাঙ্গীণ সমর্থন। 'কমিউন' কথাটা আমাদের এখানে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে বড়ো বেশি লঘুভাবে। কমিউনিস্টদের দ্বারা সূচিত অথবা তাদের অংশগ্রহণে চালিত যে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'কমিউন' বলে ঘোষণা করা হয়, এবং প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে **অতটা প্রজের একটা নাম অর্জন করতে হয় দীর্ঘ** ও

একরোখা শ্রম দিয়ে, সত্যিকারের কমিউনিস্ট নির্মাণে **ব্যবহারিক** সাফল্যের প্রমাণ দিয়ে।

সেইজন্য, জনকমিসার পরিষদের ডিক্রিতে 'পরিভোগী কমিউন' **এই নামটা** প্রসঙ্গে যা আছে তা **খারিজ করার জন্য** কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিকাংশের মনে যে সিদ্ধান্ত পেকে উঠেছে, আমার মতে তা পুরোপুরি সঠিক (৮৩)। নামটা বরং হোক সরলতর, — এই সূত্রেই বলি, নতুন সাংগঠনিক কাজের **প্রথম** ধাপগুলোর ত্রুটিবিচ্যুতির দায় তাতে 'কমিউনের' ওপর চাপবে না, বর্তাবে **খারাপ** কমিউনিস্টদের ওপর (ন্যায্যত তাই উচিত)। খুবই উপকার হয় যদি **চালু** প্রয়োগ থেকে 'কমিউন' কথাটাকে বর্জন করি, প্রথম উপলক্ষেই কথাটাকে আঁকড়ে ধরা নিষিদ্ধ করি, অথবা **এ নামগ্রহণে সায় দিই কেবল** সত্যিকারের কমিউনগুলির ক্ষেত্রে, যারা কমিউনিস্ট কায়দায় কাজ চালানোর **কৃতিত্ব** ও নৈপুণ্য সত্যিকরেই কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে (এবং গোটা সন্নিহিত অঞ্চলটার অধিবাসীদের একবাক্য স্বীকৃতিতে তা সমর্থিত হয়েছে)। প্রথমে সমাজের স্বার্থে, সমস্ত মেহনতীদের স্বার্থে বিনা বেতনে খাটার **ক্ষমতা**, 'বৈপ্লবিক ধরনে কাজ করার' **ক্ষমতা**, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার ক্ষমতা, আদর্শ ধরনে কাজ গুছাবার **ক্ষমতা** দেখাও, তারপর 'কমিউনের' শ্রদ্ধেয় নামটির দিকে হাত বাড়িও!

এই দিক দিয়ে 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিকগুলো' হল খুবই মূল্যবান একটা ব্যতিক্রম। কেননা এক্ষেত্রে মস্কো-কাজান রেলপথের গতরখাটা মজুর ও রেলশ্রমিকরা **আগে কার্যক্ষেত্রে** দেখিয়েছে যে তারা **কমিউনিস্টের** মতো কাজ করতে সক্ষম, তারপর নিজেদের উদ্যোগকে **তারা** অভিহিত করেছে 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক'। চেষ্টা করে এইটে ঘটাতে হবে যাতে ভবিষ্যতেও গুরুভার শ্রম মারফত, **দীর্ঘকালীন শ্রমের** ব্যবহারিক **সাফল্য** মারফত, আদর্শস্থানীয় এবং সত্যসত্যই কমিউনিস্ট **প্রকৃতির সুব্যবস্থা** মারফত **প্রমাণ না দিয়ে** যারা নিজেদের উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান, বা কাজটাকে কমিউন আখ্যা দেবে তাদের সবাই ও প্রত্যেককে যেন নির্মম উপহাস করা হয় ও ধিক্কৃত করা হয় বুজরুক বা বাকসর্বস্ব বলে।

'কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের' মহান উদ্যোগটাকে আরেকটা দিক দিয়েও ব্যবহার করা উচিত, যথা: **পার্টি পরিশুদ্ধির** উদ্দেশ্যে। বিপ্লবের অব্যবহিত

পরে যখন 'সৎ' ও কূপমণ্ডূক মনোবৃত্তির লোকেরা ব্যাপকভাবে অতিশয় ভয় পাচ্ছিল, এবং, বলাই বাহুল্য, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সমেত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা সকলেই বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি করে অন্তর্ঘাত চালাচ্ছিল, তখন ভাগ্যসন্ধানী ও ইত্যাকার অতি অনিষ্টকর লোকেরা যে শাসক পার্টিতে ভিড়ে পড়বে, তা একান্তই অপরিহার্য। একটা বিপ্লবও এ ছাড়া ঘটে নি, ঘটতে পারে না। প্রশ্নটা হল সুস্থ ও সবল অগ্রণী শ্রেণীটির ওপর নির্ভর করে পার্টি যেন তার পঙক্তি পরিশুদ্ধ করতে পারে।

এ ব্যাপারে আমরা কাজ শুরু করেছি অনেক আগেই। সেটা অবিচলে ও অক্লান্তভাবে চালিয়ে যাওয়া দরকার। যুদ্ধের জন্য কমিউনিস্টদের জমায়েত করতে গিয়ে আমাদের সাহায্য হয়েছে: কাপুরুষ আর হারামজাদাগুলো ভেগেছে পার্টি ছেড়ে। গেছে, বাঁচা গেছে! পার্টি সভ্যদের **এরূপ** সংখ্যাহ্রাস হল তার শক্তি ও ওজনের **বিরাট বৃদ্ধি**। 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের' উদ্যোগ কাজে লাগিয়ে পরিশুদ্ধি চালিয়ে যাওয়া দরকার: পার্টিতে নেওয়া হোক কেবল 'বৈপ্লবিক ধরনে কাজের' মধ্যে ছয় মাস, বলা যাক, 'চেখে দেখা' বা 'শাগরেদির' পর। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পর যারা পার্টিতে ঢুকেছে এবং বিশেষ কোনো কাজ বা কৃতিত্ব দিয়ে কমিউনিস্ট হবার মতো কোনো নিঃসংশয় নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও সামর্থ্যের প্রমাণ দেয় নি, এমন **সমস্ত** পার্টি সভ্যদের কাছ থেকেও একই রকম যাচাই দাবি করা হোক।

সত্যিকার কমিউনিস্ট ধরনের কাজের দিক থেকে ক্রমাগত **পার্টির দাবি বাড়িয়ে তোলা** প্রসঙ্গে পার্টি পরিশুদ্ধি চললে রাষ্ট্রক্ষমতার **যন্ত্রটা** উন্নত হবে এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দিকে কৃষকদের চূড়ান্ত **পক্ষগ্রহণ** প্রচন্ডভাবে কাছিয়ে আসবে।

প্রসঙ্গত, 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক' প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলকার রাষ্ট্রক্ষমতার যন্ত্রটির শ্রেণী চরিত্রের ওপর অসাধারণ উজ্জ্বল আলোকপাত করেছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লিখল 'বৈপ্লবিক ধরনে কাজ' নিয়ে একটি চিঠি। একথা তুলল একটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে-পার্টিতে সভ্য আছে

১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ (আন্দাজ করছি গ্রুত্বপূর্ণ পরিশুদ্ধির পর এই পরিমাণই টিকে থাকবে, এখন তা বেশি)।

বক্তব্যটায় সাড়া দিলে ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত শ্রমিকেরা। রাশিয়ায় এবং ইউক্রেনে তাদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তারা প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পক্ষে। ২ লক্ষ আর ৪০ লক্ষ — ব্যাপারটাকে যদি 'গিয়ার হুইল' বলা যায়, তাহলে এই হল তাদের অনুপাত। তারপর আছে **কোটি কোটি** কৃষক যারা তিন ভাগে বিভক্ত: সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে যারা সন্নিকট সেই আধা-প্রলেতারীয় বা গরিব কৃষক; তারপর মাঝারি কৃষক; শেষত, আদৌ যারা বেশি সংখ্যক নয়, সেই কুলাক, অথবা গ্রাম্য বুর্জোয়া।

যতদিন শস্যের ব্যবসা ও ক্ষুধা নিয়ে দাঁওবাজির সুযোগ থাকছে, ততদিন কৃষক থাকবে আধা-মেহনতী, আধা-মুনাফাখোর (আর প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলে এটা কিছু কালের মতো একটা পর্বে অপরিহার্য)। মুনাফাখোর হিশেবে সে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, বুর্জোয়ার সঙ্গে এবং মেনশেভিক শের অথবা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি চের্নোভ পর্যন্ত তার বিশ্বস্ত যে সব চাপরাশীরা শস্যের অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী তাদের সঙ্গে সে আপোসপ্রবণ। কিন্তু **মেহনতী হিশেবে** সে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বন্ধু, জমিদারের বিরুদ্ধে এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকদের বিশ্বস্ত সহযোগী। মেহনতী হিশাবে কৃষকেরা তাদের কোটিতে কোটিতে বিপুল জনসংখ্যায় সেই রাষ্ট্র 'যন্ত্রটাকে' সমর্থন করবে, যা লাখ খানেক কি দুয়েক কমিউনিস্ট প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনী দ্বারা পরিচালিত এবং লক্ষ লক্ষ সংগঠিত প্রলেতারীয়দের দ্বারা গঠিত।

কথাটার সত্যিকার অর্থে, এর চেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক, এবং মেহনতী ও শোষিত জনগণের সঙ্গে নিবিড়তররূপে সম্পর্কিত রাষ্ট্র দুনিয়ায় এখনো দেখা যায় নি।

'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক' যা সূচিত করছে ও কার্যে পরিণত করছে, ঠিক সেই ধরনের প্রলেতারীয় কাজেই প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের প্রতি কৃষকদের শ্রদ্ধা

ও ভালোবাসা চূড়ান্তরূপে দানা বাঁধবে। কেবল এই ধরনের কাজই কৃষককে আমাদের সঠিকতায়, কমিউনিজমের সঠিকতায় চূড়ান্তরূপে নিশ্চিত করবে, কৃষককে করে তুলবে আমাদের নিঃস্বার্থ পক্ষানুগামী, এবং তার অর্থ: পরিণামে খাদ্য সংকটের পরিপূর্ণ সমাধান, শস্য উৎপাদন ও বণ্টনের প্রশ্নে পুঁজিবাদের ওপর কমিউনিজমের পরিপূর্ণ বিজয়, কমিউনিজমের অব্যর্থ সংহতি।

২৮শে জুন, ১৯১৯

৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫—২৯

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি

সোভিয়েত রাজের দ্বিবার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে শিরোনামায় উল্লিখিত বিষয় নিয়ে একটি অনতিবৃহৎ পুস্তিকা লেখার কথা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু দৈনন্দিন কাজের তাড়ায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের প্রাথমিক প্রস্তুতির বেশি কিছু করা এযাবৎ হয়ে ওঠে নি। সেইজন্যই উপরোক্ত প্রশ্নে আমার মতে যা মূলকথা তার ছোটো সারার্থ হাজির করার চেষ্টা করব ঠিক করেছি। বলাই বাহুল্য, বক্তব্যের সারসংক্ষেপে বহু অসুবিধা ও ত্রুটি থেকে যায়। তাহলেও একটা অনতিবৃহৎ পত্রিকা-প্রবন্ধের পক্ষে এই পরিমিত লক্ষ্যটা হয়ত সাধ্যায়ত্ত হতে পারে, যথা: প্রশ্নটির উপস্থাপন এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের আলোচনার জন্য একটা ভিত্তি দান।

১

তত্ত্বের দিক থেকে কোনো সন্দেহই নেই যে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট উৎক্রমণ পর্ব বর্তমান। সামাজিক অর্থনীতির এই উভয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুণ তাতে মিলিত না হয়ে পারে না। এই উৎক্রমণ পর্বটা মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ও উদীয়মান কমিউনিজমের মধ্যে, বা অন্য কথায়, পরাজিত কিন্তু অবিলুপ্ত পুঁজিবাদ আর প্রসূত কিন্তু তখনো নিতান্ত দুর্বল কমিউনিজমের মধ্যে সংগ্রামের একটা পর্ব না হয়ে পারে না।

শুধু মার্কসবাদীর কাছে নয়, বিকাশের তত্ত্ব বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে এরূপ যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির কাছেও উৎক্রমণ পর্বের এইরূপ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত গোটা একটা ঐতিহাসিক যুগের অনিবার্যতা স্বতঃস্পষ্ট। অথচ সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ নিয়ে যত আলোচনা আমরা শুনি পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বর্তমান প্রতিনিধিদের কাছ থেকে (এবং নিজেদের ঝুটা সোশ্যালিস্ট লেবেল সত্ত্বেও ২য় আন্তর্জাতিকের সমস্ত প্রতিনিধি, ম্যাকডোনাল্ড ও জাঁ লংগে, কাউৎস্কি ও ফ্রিদরিখ আদলের সমেত সকলেই তাই), — তার বৈশিষ্ট্যাই হল এই স্বতঃস্পষ্ট সত্যের পরিপূর্ণ বিস্মরণ। পেটি বুর্জোয় গণতন্ত্রীদের বৈশিষ্ট্যই হল শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা, শ্রেণী-সংগ্রাম পাশ কাটিয়ে যাবার স্বপ্ন, তীক্ষ্ণ খোঁচাগুলোকে মোলায়েম ও মিটমাট করার, ভোঁতা করে দেওয়ার ঝোঁক। সেইজন্যই এ ধরনের গণতন্ত্রীরা হয় পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণের গোটা ঐতিহাসিক পর্বটার এতটুকু স্বীকৃতি থেকেই পালায়, নয়তো দুই যুধ্যমান শক্তির একটির সংগ্রাম পরিচালনার বদলে উভয় শক্তির মিটমাট ঘটাবার পরিকল্পনা বানিয়ে তোলাকেই নিজেদের কর্তব্য জ্ঞান করে।

২

আমাদের দেশের অতি বৃহৎ পশ্চাৎপদতা ও পেটি বুর্জোয়া প্রকৃতির জন্য রাশিয়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় অনিবার্যভাবেই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হতে হবে। কিন্তু মূল শক্তি— এবং সামাজিক অর্থনীতির মূল রূপ — রাশিয়ায় যা, সেটা যে কোনো পুঁজিবাদী দেশের মতোই। তাই এই বৈশিষ্ট্যগুলি আর যাই হোক সর্বপ্রধান বিষয় নিয়ে নয়।

সামাজিক অর্থনীতির এই মূল রূপগুলি হল: পুঁজিবাদ, ক্ষুদে পণ্য উৎপাদন, কমিউনিজম। এই মূল শক্তিগুলি হল: বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া (বিশেষত কৃষকসম্প্রদায়), প্রলেতারিয়েত।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে রাশিয়ার অর্থনীতি হল কমিউনিস্ট ধরনে সম্মিলিত, — বৃহৎ এক রাষ্ট্রের অখণ্ড আয়তনে, — শ্রমের প্রথম

পদক্ষেপের সঙ্গে ক্ষুদে পণ্য উৎপাদন ও তৎভিত্তিতে সংরক্ষিত, তথা পুনঃপ্রসূত পুঁজিবাদের সংগ্রাম।

রাশিয়ায় শ্রম সেই পরিমাণে কমিউনিস্ট ধরনে সম্মিলিত হয়েছে যে পরিমাণে, প্রথমত, উৎপাদন-উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ ঘটেছে এবং, দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ভূমি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠিত করছে সর্বজাতীয় আয়তনে, অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ও উদ্যোগের মধ্যে শ্রমশক্তির বণ্টন করছে, মেহনতীদের মধ্যে রাষ্ট্রাধিকারস্থিত বিপুল পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্য বণ্টন করছে।

রাশিয়ায় কমিউনিজমের 'প্রথম পদক্ষেপের' কথা আমরা বলছি (১৯১৯ সালের মার্চে গৃহীত আমাদের পার্টি কর্মসূচিতেও তাই বলা হয়েছে), কেননা এই সব সর্ত আমাদের এখানে কেবল অংশত রূপায়িত, কিংবা অন্য কথায়, এই সব সর্তের রূপায়ণ রয়েছে কেবল তার প্রাথমিক স্তরে। তৎক্ষণাৎ এক বিপ্লবী আঘাতে সেইটে নিষ্পন্ন হয়েছে যা সাধারণভাবে তৎক্ষণাৎ করা সম্ভব: যেমন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রথম দিনেই ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর, ১৯১৭) জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে বৃহৎ মালিকদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে, উচ্ছেদ হয়েছে বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহৎ পুঁজিপতি, কলকারখানা, উদ্যোগ, জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ ইত্যাদির মালিকদেরও উচ্ছেদ করা হয়েছে বিনা ক্ষতিপূরণে। শিল্পে বৃহৎ উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় সংগঠন, কলকারখানা, উদ্যোগ, রেলপথের উপর 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ' থেকে 'শ্রমিক পরিচালনায়' উত্তরণ — এটা মূলত ও প্রধানত ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে তা সবে শুরু হয়েছে ('সোভিয়েত খামার', রাষ্ট্রীয় ভূমিতে শ্রমিক রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত বৃহৎ খামার)। একইভাবে সবে শুরু হয়েছে ক্ষুদে পণ্য কৃষি থেকে কমিউনিস্ট কৃষিতে উৎক্রমণ হিশেবে ক্ষুদে কর্ষকদের নানা ধরনের সমিতি গঠন*। ব্যক্তিগত ব্যবসার বদলে দ্রব্য বণ্টনের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, অর্থাৎ শহরের জন্য শস্যের এবং

* সোভিয়েত রাশিয়ার 'সোভিয়েত খামার' ও 'কৃষি কমিউনের' সংখ্যা হল মোটামুটি ৩,৫৩৬ ও ১,৯৬১; কৃষি আর্তেলের সংখ্যা ৩,৬৯৬। আমাদের কেন্দ্রীয়

গ্রামের জন্য শিল্প দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ ও সরবরাহ। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান তথ্য নিচে দেওয়া হবে।

কৃষক অর্থনীতি ক্ষুদে পণ্য উৎপাদন হয়েই থেকে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি পুঁজিবাদের অসাধারণ ব্যাপক ও অসাধারণ দৃঢ়প্রোথিত ভিত্তি; এই ভিত্তিতে পুঁজিবাদ টিকে থাকে ও পুনরুদিত হয় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নির্মমতম সংগ্রামে। এ সংগ্রামের রূপ হল রাষ্ট্রীয় শস্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে (তথা অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহেরও বিরুদ্ধে) — সাধারণভাবে দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বণ্টনের বিরুদ্ধে ফড়িয়াবৃত্তি ও কালোবাজারি।

৩

এই সমস্ত বিমূর্ত তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য বোঝাবার জন্য প্রত্যক্ষ তথ্য দেব।

কম্‌প্রদ'এর (খাদ্য জনকমিসারিয়েত) তথ্য অনুসারে রাশিয়ায় শস্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহে ১৯১৭ সালের ১লা আগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের ১লা আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া গেছে প্রায় ৩ কোটি পুদ। পরের বছর প্রায় ১১ কোটি পুদ। পরের বছর (১৯১৯—১৯২০) প্রথম তিন মাসের শস্য সংগ্রহ অভিযান থেকে, বোঝা যাচ্ছে, পাওয়া যাবে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পুদ, যেখানে ১৯১৮ সালের ঐ কয় মাসে (আগস্ট — অক্টোবর) মিলেছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পুদ।

পুঁজিবাদের উপর কমিউনিজমের বিজয়ের দিক থেকে এই সংখ্যাগুলি অবস্থার মন্থর কিন্তু অটল উন্নয়নের পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশ্বের পরাক্রান্ত রাষ্ট্রগুলির সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রুশী ও বিদেশী পুঁজিপতিরা যে গৃহযুদ্ধ সংগঠন করছে, তার ফলে বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব যে দুরূহতা দেখা দিয়েছে তা সত্ত্বেও এ উন্নতিটা ঘটেছে।

তাই সর্বদেশের বুর্জোয়া ও তার প্রকাশ্য ও গোপন দালালেরা (২য় আন্তর্জাতিকের 'সমাজতন্ত্রীরা') যতই মিথ্যা ও নিন্দা রটাক, এ কথা নিঃসন্দেহ: প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মূল অর্থনৈতিক প্রশ্নের দিক থেকে

পরিসংখ্যান দপ্তর বর্তমানে সমস্ত সোভিয়েত খামার ও কমিউনের সঠিক গণনা চালাচ্ছে। ফলাফল পাওয়া যেতে থাকবে ১৯১৯ সালের নভেম্বর থেকে।

আমাদের এখানে পুঁজিবাদের উপর কমিউনিজমের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। সারা বিশ্বের বুর্জোয়ারা বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে খেপছে ও ফুঁসছে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির আয়োজন করছে ঠিক এই কারণে যে, যুদ্ধের জোরে আমাদের দমন না করতে পারলে সামাজিক অর্থনীতির পুনর্নির্মাণে আমাদের বিজয় যে অনিবার্য সেটা তারা চমৎকার বুঝেছে। কিন্তু এই উপায়ে আমাদের দমন করার চেষ্টায় তারা কৃতকার্য হচ্ছে না।

আমরা যে সংক্ষিপ্ত সময় পেয়েছিলাম এবং বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব যে দুরূহতার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, তার ভেতরেই পুঁজিবাদের উপর ঠিক কতটা জয় আমরা অর্জন করেছি তা দেখা যাবে নিচের পরিণাম সংখ্যাগুলি থেকে। গোটা সোভিয়েত রাশিয়া নয়, তার ২৬টি গুবের্নিয়া নিয়ে শস্যের উৎপাদন ও পরিভোগের তথ্য কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর সবে প্রস্তুত করে দিয়েছে ছাপার জন্য।

ফলাফল মিলেছে এই রকম:

সোভিয়েত রাশিয়ার ২৬টি গুবের্নিয়া		লোকসংখ্যা (১০ লক্ষ)	শস্যোৎপাদন (বীজ ও পশুখাদ্য বাদ দিয়ে) (১০ লক্ষ পুদ)	সংগৃহীত শস্য (১০ লক্ষ পুদ)		জনসাধারণের জন্যে মোট কী পরিমাণ শস্য মিলেছে (১০ লক্ষ পুদ)	মাথা-পিছু শস্যের পরিভোগ (পুদ)
				কম্‌প্রোদ দ্বারা	ফড়িয়া-পাইকার দ্বারা		
উৎপাদক গুবের্নিয়া	শহর	৪,৪	—	২০,৯	২০,৬	৪১,৫	৯,৫
	গ্রাম	২৮,৬	৬২৫,৪	—	—	৪৮১,৮	১৬,৯
পরিভোগকারী গুবের্নিয়া	শহর	৫,৯	—	২০,০	২০,০	৪০,০	৬,৮
	গ্রাম	১৩,৮	১১৪,০	১২,১	২৭,৮	১৫১,৪	১১,০
মোট (২৬ গুবের্নিয়া)		৫২,৭	৭৩৯,৪	৫৩,০	৬৮,৪	৭১৪,৭	১৩,৬

অর্থাৎ, শহরগুলিকে অর্ধেক শস্য যোগাচ্ছে কম্‌প্রদ, অর্ধেক যোগাচ্ছে ফড়িয়ারা। ১৯১৮ সালে শহরের শ্রমিকদের খাদ্য বিষয়ে নিখুঁত অনুসন্ধান করে ঠিক এই অনুপাত পাওয়া গেছে। তদুপরি, রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া শস্যের জন্য শ্রমিকেরা যে টাকা খরচ করে সেটা ফড়িয়াদের তুলনায় ৯ গুণ কম। কালোবাজারী শস্যের দর রাষ্ট্রীয় দরের চেয়ে দশগুণ বেশি। শ্রমিক বাজেটের নিখুঁত অধ্যয়ন থেকে এইটে পাওয়া যায়।

৪

উদ্ধৃত তথ্যগুলি নিয়ে ভালো করে চিন্তা করলে রাশিয়ার বর্তমান অর্থনীতির সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মতো নিখুঁত মালমসলা পাওয়া যাবে।

চিরাচরিত উৎপীড়ক ও শোষক, জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মেহনতীরা মুক্ত। সত্যিকারের মুক্তি ও সত্যিকারের সাম্যের এই যে অগ্রপদক্ষেপ — আয়তনে, পরিমাণে ও দ্রুততায় যা বিশ্বে অভূতপূর্ব, সে পদক্ষেপটা হিশেবে ধরে না বুর্জোয়ার সেই পক্ষপাতীরা (সেই সঙ্গে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও), যারা মুক্তি ও সাম্যের কথা বলে পার্লামেণ্টী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থে, আর মিথ্যা করে তাকে অভিহিত করে সাধারণভাবে 'গণতন্ত্র' বা 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' (কাউৎস্কি)।

কিন্তু ঠিক সত্যিকারের সাম্য, সত্যিকারের মুক্তিই (জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তি) মেহনতীরা বোঝে, তাই অমন দৃঢ়ভাবে তারা সোভিয়েত রাজের পক্ষে দণ্ডায়মান।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব থেকে কৃষক দেশে সর্বাগ্রে লাভ হয়েছে, সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হয়েছে সাধারণভাবে কৃষকদের। জমিদার ও পুঁজিপতিদের আমলে রাশিয়ায় অনশন দিত কৃষকেরা। আমাদের ইতিহাসের সুদীর্ঘ শতক জুড়ে কৃষকেরা এর আগে নিজেদের জন্য মেহনত করার সুযোগ পায় নি কখনো: কোটি কোটি পুদ শস্য পুঁজিপতিদের দিয়ে, শহরে পাঠিয়ে, বিদেশে পাঠিয়ে তারা না খেয়ে থেকেছে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বেই কৃষকেরা প্রথম নিজের জন্য খাটল, শহরবাসীদের চেয়ে ভালো খেয়ে থাকল। এই প্রথম কার্যক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেল কৃষকেরা: নিজেদের

রুটি খাবার মুক্তি, বুভুক্ষা থেকে মুক্তি। জমির বিলিবণ্টনে সাম্য কায়েম করা হল, সবাই জানেন, সর্বোচ্চ মাত্রায়; বিপুল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকেরা জমি বাটোয়ারা করছে 'পেট গুণতি করে'।

সমাজতন্ত্র হল শ্রেণীর বিলোপ।

শ্রেণীর বিলোপ করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ। কর্তব্যের এই অংশটা আমরা পূরণ করেছি, কিন্তু এটা হল মাত্র অংশ, এবং সেটা সবচেয়ে দুরূহও নয়। শ্রেণীর বিলোপের জন্য, দ্বিতীয়ত, দরকার শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপ, **সবাইকেই মেহনতী** করে তোলা। সেটা সঙ্গে সঙ্গেই করা চলে না। এ হল অতুলনীয় রকমের বেশি দুরূহ ও অনিবার্যরূপেই দীর্ঘকালীন একটা কর্তব্য। কোনো রকম একটা শ্রেণীর উচ্ছেদ করে এ কর্তব্যের সমাধান সম্ভব নয়। তার সমাধান সম্ভব কেবল সমস্ত সামাজিক অর্থনীতির সাংগঠনিক পুনর্নির্মাণ মারফত, একক, বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদে পণ্য অর্থনীতি থেকে সামাজিক বৃহদায়তন অর্থনীতিতে উত্তরণ মারফত। এরূপ উত্তরণ অনিবার্যরূপেই অসাধারণ দীর্ঘায়ত। অধীর ও অসতর্ক প্রশাসনিক ও বিধানিক ব্যবস্থায় সে উত্তরণ কেবল বিলম্বিত ও দুরূহই হবে। এ উত্তরণ ত্বরান্বিত করা যায় কৃষকদের কেবল এমন সাহায্য দিয়ে যাতে বিপুল মাত্রায় সমস্ত কৃষি টেকনিকের উন্নয়ন, তার আমূল পুনর্গঠন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

কর্তব্যের দ্বিতীয়, দুরূহতম অংশটার সমাধান করতে হলে বুর্জোয়ার উপর বিজয়ী প্রলেতারিয়েতকে কৃষকসম্প্রদায় প্রসঙ্গে তার রাজনীতির নিম্নরূপ মূলধারা অটলভাবে অনুসরণ করতে হবে: মালিক কৃষক থেকে মেহনতী কৃষকদের, — ব্যাপারী কৃষক থেকে শ্রমজীবী কৃষকদের, — কালোবাজারী কৃষক থেকে খাটিয়ে কৃষকদের তফাৎ করতে হবে, সীমা টানতে হবে।

এই সীমা টানাতেই সমাজতন্ত্রের **সমস্ত মর্মার্থ**।

এবং অবাক হবার কিছু নেই যে মুখে সমাজতন্ত্রী ও কাজে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মার্তভ ও চের্নোভরা, কাউৎস্কি কোং) সমাজতন্ত্রের এই মর্মার্থ বোঝেন না।

উল্লিখিত এই সীমা টানা অতি দুরূহ, কেননা জীবন্ত বাস্তবে 'কৃষকদের'

সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যত বিভিন্নতাই থাক, যত বৈপরীত্যই থাক, তা সবই এক সমগ্রে নিহিত। তাহলেও সীমা টানা সম্ভব এবং সম্ভব শুধু নয়, কৃষক জোত ও কৃষক জীবনযাত্রার পরিস্থিতি থেকেই তা অনিবার্যরূপে বেরিয়ে আসে। যুগের পর যুগ মেহনতী কৃষকদের পীড়ন করেছে জমিদার, পুঁজিপতি, ব্যাপারী, কালোবাজারী ও তাদের রাষ্ট্র, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও তার অন্তর্গত। যুগের পর যুগ ধরে মেহনতী কৃষকেরা এই সব পীড়ক ও শোষকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এসেছে এবং জীবন থেকে পাওয়া এই 'শিক্ষায়' কৃষকেরা বাধ্য হচ্ছে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে, ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্য সন্ধানে। অথচ সেই সঙ্গেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলে, পণ্য অর্থনীতির পরিস্থিতির ফলে অনিবার্যভাবেই কৃষকেরা (সর্বক্ষেত্রে নয়, কিন্তু অতি প্রচুর পরিমাণ ক্ষেত্রেই) পরিণত হচ্ছে ফড়িয়া ও কালোবাজারীতে।

আমাদের উপরে-উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে মেহনতী কৃষক ও কালোবাজারী কৃষকের পার্থক্য পরিষ্কার ফুটে উঠছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার যে সব ত্রুটি সম্পর্কে শ্রমিক সরকার ভালোই সচেতন, কিন্তু সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের প্রথম পর্বে যা দূর করা সম্ভব নয়, সে সব ত্রুটি সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির হাতে বাঁধা রাষ্ট্রীয় দরে এই যে-কৃষক ১৯১৮—১৯১৯ সালে শহরের ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের জন্য ৪ কোটি পুদ শস্য দিয়েছিল — এই কৃষক হল মেহনতী কৃষক, সোশ্যালিস্ট-শ্রমিকের পূর্ণাধিকারী কমরেড, তার সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী, পুঁজির জোয়ালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক সহোদর ভাই। আর ঐ যে-কৃষক শহরের শ্রমিকদের টানাটানি ও বুভুক্ষার সুযোগ নিয়ে, রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে, সর্বত্র প্রতারণা, লুণ্ঠন, জালজুয়াচুরি বাড়িয়ে তুলে ও তার পুনর্জন্ম দিয়ে গোপনে গোপনে ৪ কোটি পুদ শস্য বিক্রি করেছে রাষ্ট্রীয় দরের দশগুণও বেশি দরে, এই কৃষক হল কালোবাজারী, পুঁজিপতির সহযোগী, এ হল শ্রমিকদের শ্রেণীশত্রু, এ হল শোষক। কেননা উদ্বৃত্ত শস্য হাতে থাকা, যা আহরিত হয়েছে সর্বরাষ্ট্রীয় ভূমি থেকে এবং এমন কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে যার সৃষ্টিতে কোনো না কোনো ভাবে শুধু কৃষক নয়, শ্রমিক প্রভৃতির শ্রমও ঢালা হয়েছে, এই উদ্বৃত্ত শস্য রাখা ও তা নিয়ে কালোবাজারি করার অর্থ ক্ষুধার্ত শ্রমিকের শোষক বনা।

আমাদের সংবিধানে (৮৪) শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে অসাম্য, সংবিধান সভার ভাঙন, উদ্বৃত্ত শস্যের জবরদস্তি আদায় প্রভৃতির দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাদের চারিদিক থেকে চিৎকার ওঠে, তোমরা স্বাধীনতা, সমতা ও গণতন্ত্রের লঙ্ঘক। আমরা জবাব দিই: মেহনতী কৃষকেরা যুগের পর যুগ যাতে জর্জরিত হয়েছে সেই বাস্তব অসাম্য, সেই বাস্তব স্বাধীনতাহীনতা বিলোপ করার জন্য আমাদের মতো এতখানি করেছে এমন রাষ্ট্র দুনিয়ায় নেই। কিন্তু কালোবাজারী কৃষকের সঙ্গে সমতা আমরা কখনো মানি না, যেমন মানি না শোষকের সঙ্গে শোষিতের, ভুরিভোজীর সঙ্গে ক্ষুধার্তের 'সমতা', দ্বিতীয়কে লুঠ করার জন্য প্রথমেব 'স্বাধীনতা'। এবং যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি এই পার্থক্যটা বুঝতে চান না, তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, কাউৎস্কি, চের্নোভ, মার্তভ বলে অভিহিত করলেও তাঁদের আমরা শ্বেতরক্ষী বলেই দেখব।

৫

সমাজতন্ত্র হল শ্রেণীর বিলোপ। এই বিলোপের জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যথাসাধ্য করেছে। কিছু অবিলম্বেই শ্রেণীর বিলোপ সম্ভব নয়।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগ ধরে শ্রেণী **আছে ও থাকবে**। শ্রেণী যখন লোপ পাবে, তখন একনায়কত্বের প্রয়োজন থাকবে না। শ্রেণী লোপ পাবে না প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়া।

শ্রেণী থেকে গেছে, কিন্তু প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে **প্রত্যেক** শ্রেণীরই রূপান্তর ঘটেছে; বদলেছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলে শ্রেণী-সংগ্রাম লোপ পায় না, অন্য রূপ পরিগ্রহ করে মাত্র।

পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েত ছিল নিপীড়িত শ্রেণী, উৎপাদন-উপায়ের উপর সর্ববিধ মালিকানা-বর্জিত শ্রেণী, এমন একমাত্র শ্রেণী যা সরাসরি ও সমগ্রভাবে ছিল বুর্জোয়ার বিপরীতে এবং তাই একমাত্র সেই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী হবার ক্ষমতা ধরেছিল। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ ক'রে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ক'রে প্রলেতারিয়েত হয়ে দাঁড়াল **শাসক** শ্রেণী: স্বহস্তে রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতা ধরে রেখেছে সে, ইতিমধ্যেই সামাজীকৃত উৎপাদন-উপায়ের ব্যবস্থাপনা করছে, দোদুল্যমান অন্তর্বর্তী অংশ ও শ্রেণীগুলিকে সে চালাচ্ছে, শোষকদের প্রতিরোধের বর্ধিত উদ্যোগকে সে দমন করছে। এ সবই হল শ্রেণী-সংগ্রামের **বিশেষ** কর্তব্য — এমন কর্তব্য যা প্রলেতারিয়েত আগে হাজির করে নি ও করতে পারত না।

শোষকদের, জমিদার ও পুঁজিপতিদের শ্রেণী অন্তর্ধান করে নি এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বে সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান করতে পারে না। শোষকেরা পরাজিত কিন্তু বিলুপ্ত নয়। তাদের রয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ঘাঁটি, আন্তর্জাতিক পুঁজি, যার একটা শাখা হল তারা। কিছু কিছু উৎপাদন-উপায়ের অংশবিশেষ তাদের রয়ে গেছে, রয়েছে টাকা, রয়েছে বিপুল সামাজিক সম্পর্ক। ঠিক তাদের এই পরাজয়ের ফলেই তাদের প্রতিরোধের উদ্যোগ বেড়ে উঠেছে শতেক গুণ, হাজার গুণ। রাষ্ট্রিক, সামরিক, অর্থনৈতিক পরিচালনা 'বিদ্যায়' তারা একটা অতি, অতিবৃহৎ ভারাধিক্য পেয়েছে, ফলে সাধারণ জনসংখ্যার তারা যেটুকু অংশ তার চেয়ে তাদের তাৎপর্য অতুলনীয় রকমের বেশি। শোষিতদের বিজয়ী অগ্রবাহিনীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে উচ্ছন্ন শোষকদের শ্রেণী-সংগ্রাম হয়ে উঠেছে অপরিসীম রকমের বেশি নিষ্ঠুর। কিন্তু যদি বিপ্লবের কথা বলতে হয়, যদি সংস্কারবাদী মোহ দিয়ে তার অর্থ বদলে দেওয়া না হয় (যা করে ২য় আন্তর্জাতিকের সমস্ত বীরেরা), তাহলে এটা না হয়ে যায় না।

শেষত, সাধারণভাবে সমস্ত পেটি বুর্জোয়ার মতোই কৃষকসম্প্রদায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলেও একটা মাঝামাঝি অন্তর্বর্তী অবস্থায় থাকে: একদিকে এরা হল মেহনতীদের একটা বেশ বড়ো (এবং পশ্চাৎপদ রাশিয়ায় বিপুল) জনগণ, যারা জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য মেহনতীদের সাধারণ স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ; অন্যদিকে এরা হল বিচ্ছিন্ন ক্ষুদে উৎপাদক, সম্পত্তিমালিক ও ব্যাপারী। এরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনিবার্যই প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে দোদুল্যমানতা জাগে। এবং এই শেষোক্ত দুইয়ের মধ্যে প্রখরীভূত সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের অবিশ্বাস্য রকমের প্রচণ্ড ভাঙনের ক্ষেত্রে, পুরাতনের প্রতি, বাঁধিগতের প্রতি, অপরিবর্তনীয়তার প্রতি ঠিক এই কৃষক ও

সাধারণভাবে পেটি বুর্জোয়াদের অত্যধিক অভ্যস্ততার ক্ষেত্রে এ তো স্বাভাবিক যে এদের মধ্যে পক্ষ থেকে পক্ষান্তর গ্রহণ, দোলায়মানতা, ডিগবাজি, অনিশ্চিতি ইত্যাদি দেখে যেতে থাকব।

এই শ্রেণী বা এই সব সামাজিক অংশগুলির প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হল তাদের পরিচালিত করা, তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করা। দোদুল্যমান ও অস্থিরমতিদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া — এই হল প্রলেতারিয়েতের করণীয়।

যদি আমরা সমস্ত মূল শক্তি বা শ্রেণীর এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ফলে তাদের পরিবর্তিত পরস্পর সম্পর্কের তুলনা করি, তাহলে দেখব, ২য় আন্তর্জাতিকেব সমস্ত প্রতিনিধিদের বেলায় যা দেখি, সাধারণভাবে 'গণতন্ত্রের মাধ্যমে' সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের প্রচলিত পেটি বুর্জোয়া ধারণাটা কী অপরিসীম একটা তাত্ত্বিক গাঁজাখুরি, কী নির্বুদ্ধিতা। 'গণতন্ত্রের' অনাপেক্ষিক, শ্রেণীবহির্ভূত আধেয় প্রসঙ্গে বুর্জোয়ার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-পাওয়া কুসংস্কার — এই হল এ ভ্রান্তির ভিত্তি। আসলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বে গণতন্ত্রও উত্তীর্ণ হয় একেবারেই নতুন একটা পর্যায়ে এবং সমস্ত ও সর্ববিধ রূপকে স্বীয় অধীনে এনে শ্রেণী-সংগ্রামও উঠে যায় উচ্চতর একটা স্তরে।

স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্রের সাধারণ বুলি আসলে পণ্য-উৎপাদনী সম্পর্কের ছাঁচে-ঢালা একটা বোধের অন্ধ পুনরাবৃত্তির সমতুল্য। এই সব সাধারণ বুলির সাহায্যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রত্যক্ষ কর্তব্য সম্পাদন করতে যাওয়াব অর্থ সম্পূর্ণত বুর্জোয়ার তাত্ত্বিক এবং নৈতিক অবস্থানে চলে আসা। প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নটা দাঁড়ায় শুধু এই: কোন শ্রেণীর নিপীড়ন থেকে মুক্তি? কোন শ্রেণীর সঙ্গে কোন শ্রেণীর সাম্য? গণতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে, নাকি ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের জন্য সংগ্রামের বনিয়াদে? ইত্যাদি।

'অ্যান্টি-দ্যুরিং' গ্রন্থে এঙ্গেলস বহু আগেই বলে গেছেন যে **শ্রেণী বিলোপের** অর্থে সাম্য না বুঝলে পণ্য-উৎপাদনী সম্পর্কের ছাঁচে-ঢালা হওয়ায় সাম্যের বোধটা পরিণত হয় কুসংস্কারে। সাম্যের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বোধের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বোধের পার্থক্যের এই প্রাথমিক সত্যটা ক্রমাগত

ভুলে বসা হচ্ছে। আর এ সত্য যদি না ভোলা হয়, তাহলে স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বুর্জোয়াকে উচ্ছেদকারী প্রলেতারিয়েত তদ্দ্বারা শ্রেণী বিলোপের দিকেই সবচেয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করছে, এবং তা সমাপনের জন্য প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতার যন্ত্রকে ব্যবহার করে এবং উচ্ছিন্ন বুর্জোয়া ও দোদুল্যমান পেটি বুর্জোয়া প্রসঙ্গে সংগ্রাম, প্রভাব-বিস্তার ও চাপের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

[ক্রমশঃ (৮৫)]

৩০·১০·১৯১৯

৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ২৭১—২৮২

প্রাচ্য জাতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেসে রিপোর্ট (৮৬)

২২শে নভেম্বর, ১৯১৯

কমরেডগণ! প্রাচ্যের মুসলিম সংগঠনগুলির প্রতিনিধি কমিউনিস্ট কমরেডদের এই কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাতে পেরে এবং রাশিয়ার, তথা দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বর্তমান ঘটনাবলীই আমার বক্তব্যের বিষয়, এবং আমার ধারণা, এই মুহূর্তে সমস্যাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রাচ্য জাতিসমূহের মনোভাব এবং এদের মধ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন। একথা স্বতঃস্পষ্ট যে প্রাচ্য জাতিগুলির এই বৈপ্লবিক আন্দোলন বর্তমানে সফলভাবে বিকশিত হতে পারে, তা সমাধানে পেঁছতে পারে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে। একাধিক পরিস্থিতির দরুন — তার মধ্যে রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা, বিপুল আয়তন এবং পশ্চিম ও পূর্ব, ইউরোপ ও এশিয়ার সীমান্তরেখায় অবস্থিতির দরুন — সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব সংগ্রামের অগ্রদূত হবার পুরো বোঝাটা আমাদের ঘাড় পেতে নিতে হয়েছিল — এবং সেটা আমাদের কাছে একটা মস্ত সম্মানের বিষয়। সেইজন্য আশু ভবিষ্যতে সমগ্র ঘটনাধারার মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা আরো ব্যাপক ও আরো একরোখা সংগ্রামের পূর্বাভাষ দেখা যাচ্ছে, এবং তা অনিবার্যভাবেই জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলন্ড ও আমেরিকার সংযুক্ত সাম্রাজ্যবাদের শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হবে।

সামরিক দিকটার কথা ধরলে, আপনারা জানেন কী ভাবে সমস্ত ফ্রণ্টেই অবস্থা এখন আমাদের অনুকূলে। এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করব না;

শুধু এইটুকু বলব যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ জোর করে যে-গৃহযুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তাতে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ওপর এই দুই বছরে সংখ্যাতীত দুর্দশা নেমেছে, শ্রমিক কৃষকের ওপর এমন সাধ্যাতীত একটা বোঝা চেপেছে যে প্রায়ই মনে হয়েছে যে তারা বুঝি আর সইতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ যুদ্ধ তার রূঢ় হিংস্রতায়, আমাদের তথাকথিত যে 'মিত্ররা' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হবার আগে থেকেই আমাদের লুঠ করছিল, এখন যারা হয়ে উঠেছে জানোয়ার, তাদের নির্মম রকমের রূঢ় হামলায় এ যুদ্ধ এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছে, যুদ্ধক্লান্ত যে-লোকগুলো ফের আর একটা যুদ্ধ সইতে পারবে না বলে মনে হচ্ছিল, তাদের এমন যোদ্ধায় পরিণত করেছে যে তারা শুধু দুই বছর ধরে যুদ্ধে রুখে রইল তাই নয়. এ যুদ্ধকে এখন শেষও করছে জয়ের মধ্যে। কলচাক, ইউদেনিচ, দেনিকিনের ওপর আমরা এখন যে সব জয়লাভ করছি, তাতে মুক্তি সংগ্রামে উত্থিত জাতি ও দেশগুলির বিরুদ্ধে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামের ইতিহাসে একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এই দিক থেকে, আমাদের দুই বছরের গৃহযুদ্ধ ইতিহাসের সুপ্রাচীন একটা পর্যবেক্ষণকে পুরোপুরি প্রমাণ করেছে, যথা: যুদ্ধের চরিত্র ও সাফল্য নির্ভর করে সর্বোপরি যুদ্ধগামী দেশটির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ওপর এবং যুদ্ধের পূর্বে উক্ত দেশটি যে আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করছিল, যুদ্ধ তারই প্রতিফলন। যুদ্ধ চালানোর মধ্যে এ সবই প্রতিফলিত হয় অনিবার্যরূপে।

কোন শ্রেণী যুদ্ধ চালিয়েছিল বা এখনো চালাচ্ছে এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের গৃহযুদ্ধ যে চালাচ্ছে মুক্তিজয়ী শ্রমিক ও কৃষকেরা, স্বদেশের, তথা সমগ্র বিশ্বের পুঁজিপতিদের হাত থেকে মেহনতীদের রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামেরই যে তা ক্রমানুবর্তন — এই ঘটনাটির দৌলতেই রাশিয়ার মতো অমন পশ্চাৎপদ, চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অবসন্ন একটি দেশেও এমন লোক পাওয়া গেল যারা দুই বছরের অতুলনীয়, অবিশ্বাস্য দুঃখকষ্ট, ও বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়েও সে যুদ্ধকে চালিয়ে যাবার মতো দৃঢ়চিত্ত।

এর অতি জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে কলচাকের ক্ষেত্রে। কলচাক এমন শত্রু যে সাহায্য পেয়েছিল বিশ্বের সবলতম সবকটি শক্তির কাছ থেকে; তার ছিল একটা রেলপথ, লাখ-খানেক বিদেশী সৈন্য সে রেলপথ রক্ষা করেছে, তার মধ্যে ছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সেরা পল্টন, যথা জাপানী পল্টন — এরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়েছিল কিন্তু তাতে প্রায় কোনো অংশই নেয় নি, এবং সে কারণে তাদের ক্ষতি হয়েছে খুব অল্পই। কলচাক নির্ভর করেছিল সাইবেরীয় কৃষকদের ওপর — এরা সবচেয়ে সমৃদ্ধ কৃষক, ভূমিদাসত্ব এদের কখনো সইতে হয় নি, সেই কারণে স্বভাবতই এরা ছিল কমিউনিজম থেকে সবচেয়ে দূরে। মনে হয়েছিল কলচাকের শক্তি বুঝি অপরাজেয়, কেননা তার সৈন্যদল হল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের অগ্রবাহিনী। আজো পর্যন্ত জাপানী ও চেকোস্লোভাক বাহিনী, তথা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশেরও আরো কয়েকটি বাহিনী সাইবেরিয়ায় সক্রিয়। তা সত্ত্বেও, প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ সাইবেরিয়ার ওপর কলচাকের এক বছরের বেশি শাসনের যে অভিজ্ঞতা, যে-শাসন প্রথমে সমর্থন পেয়েছিল ২য় আন্তর্জাতিকের সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির কাছ থেকে, সংবিধান সভা কমিটির (৮৭) ফ্রন্ট গঠনকারী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কাছ থেকে, এবং এই পরিস্থিতিতে সাধারণ লোকের চোখে, ইতিহাসের সাধারণ ধারার দিক থেকে যা মনে হয়েছিল অটুট ও অপরাজেয় — সে অভিজ্ঞতা থেকে আসলে দেখা গেল এই: কলচাক যতই রাশিয়ার গভীরে এগুতে থাকল, ততই বেশি করে সে অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং পরিশেষে এখন আমরা দেখছি কলচাকের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার পরিপূর্ণ বিজয়। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই তথ্যের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকে যে শ্রমিক কৃষকেরা নিজেদের মুক্ত করে নেয়, তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে সত্যিসত্যিই অলৌকিক কাণ্ড ঘটে। এক্ষেত্রে বাস্তবে আমরা এই প্রমাণই পাচ্ছি যে একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধ যখন সত্যিকরেই নিপীড়িত মেহনতী জনগণকে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তোলে, যখন তা থেকে তারা এই চেতনা পায় যে তারা শোষকদের বিরুদ্ধে লড়ছে — তখন সেরূপ বৈপ্লবিক যুদ্ধ থেকে জাগে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবার মতো উদ্যোগ ও সামর্থ্য।

আমার বিশ্বাস, লাল ফৌজ যে কাজ করেছে, তার সংগ্রাম ও বিজয়ের যে ইতিহাস, — সমস্ত প্রাচ্য জাতিগুলির কাছে তার তাৎপর্য বিপুল ও বিশ্বব্যাপী। প্রাচ্য জাতিগুলিকে তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে তারা যত দুর্বলই হোক, চমকপ্রদ কারিগরি ও সমরবিদ্যা প্রয়োগকারী ইউরোপীয় নিপীড়কদের শক্তি যত দুর্জয় মনে হোক, — তা সত্ত্বেও, নিপীড়িত জনগণ কর্তৃক পরিচালিত কোনো বৈপ্লবিক যুদ্ধ যদি সত্যিই লক্ষ লক্ষ মেহনতী ও শোষিতকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তবে তার মধ্যে এমন সম্ভাবনা, এমন অলৌকিকত্ব নিহিত থাকছে যে প্রাচ্য জাতিগুলির মুক্তি বর্তমানে পুরোপুরি বাস্তবে সাধনযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা শুধু আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে নয়, এশিয়ায়, সাইবেরিয়ায় প্রত্যক্ষ সামরিক অভিজ্ঞতার দিক থেকেও, সমস্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের সামরিক আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞতার দিক থেকেও।

অধিকন্তু, রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের এ অভিজ্ঞতা আমাদের এবং সমস্ত দেশের কমিউনিস্টদের দেখিয়ে দিয়েছে যে গৃহযুদ্ধের আগুনে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা পরাক্রান্ত আভ্যন্তরীণ সংহতিও গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির সমস্ত অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তির পরীক্ষাক্ষেত্র হল যুদ্ধ। শেষ বিচারে, ক্ষুধায় ও শীতে পীড়িত শ্রমিক কৃষকের পক্ষে যুদ্ধটা যত অপরিসীম রকমের কষ্টকরই হোক না কেন, এই দুই বছরের অভিজ্ঞতার পরে, তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে আমরা জিতছি, এবং জিতব, কারণ আমাদের আছে একটা পশ্চাৎ-ব্যূহ, একটা শক্তিশালী পশ্চাৎ-ব্যূহ, কারণ শীত ও ক্ষুধা সত্ত্বেও শ্রমিক কৃষকেরা সম্মিলিত ও শক্তিশালী, প্রতিটি জোরালো আঘাতের তারা জবাব দেয় শক্তি ও অর্থনৈতিক পরাক্রমের গ্রন্থনা বাড়িয়ে। এবং কেবল এর জন্যই সম্ভব হয়েছে কলচাক, ইউদেনিচ ও তাদের মিত্রদের ওপর, বিশ্বের প্রবলতম শক্তিগুলির ওপর জয়লাভ। গত দুই বছরে দেখা গেছে যে একদিকে, বৈপ্লবিক যুদ্ধের বিকাশ সম্ভব এবং অন্যদিকে, সোভিয়েত রাজ সবল হয়ে উঠছে বৈদেশিক আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতেও — এ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের জ্বালামুখটিকে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার স্পর্ধা যারা করেছে সেই শ্রমিক

কৃষকদের প্রজাতন্ত্রটিকে দ্রুত ধ্বংস করা। কিন্তু রাশিয়ার শ্রমিক কৃষককে ধ্বংস করার বদলে তাদের কেবল পোড় খাইয়ে শক্ত করেই তারা তুলেছে।

এই হল আমাদের বর্তমান মুহূর্তের প্রধান খতিয়ান, প্রধান তাৎপর্য। আমাদের ভূখণ্ডে শেষ যে শত্রুটি এখনো রয়ে গেছে সেই দেনিকিনের ওপর এখন চূড়ান্ত জয়লাভের দিকে আমরা এগুচ্ছি। আমরা নিজেদের শক্তিশালী বলে মনে করছি এবং হাজার বার একথা বলতে পারি এবং একথা বললে ভুল হবে না যে প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা মজবুত হয়েছে, দেনিকিনের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে আমরা বেরিয়ে আসব বহুগুণ শক্তিশালী এবং সমাজতান্ত্রিক ইমারৎ নির্মাণের কাজ হাসিল করার জন্য অধিকতর প্রস্তুত হয়ে, — এ নির্মাণের কাজে আমরা গৃহযুদ্ধের ভেতর অতি অল্পই সময় ও শক্তি ব্যয় করতে পেরেছি, এবং কেবল এখনই একটা স্বাধীন রাস্তায় পা দেবার পর তাতে নিঃসন্দেহেই আমরা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারব।

পশ্চিম ইউরোপে আমরা দেখছি সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন। আপনারা জানেন, এক বছর আগে এমনকি জার্মান সমাজতন্ত্রীদেরও কাছে, — তথা অধিকাংশ সমাজতন্ত্রীদেব কাছেই, অবস্থা কী তা যাদের মাথায় ঢুকছিল না -- মনে হয়েছিল যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের দুই দলের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, এবং তাদের বিশ্বাস ছিল এই সংগ্রামেই ইতিহাস আচ্ছন্ন, অন্যতর কিছু ঘটাবার মতো কোনো শক্তি নেই; তাদের মনে হয়েছিল যে পরাক্রান্ত বিশ্ব-দস্যুদের কোনো না কোনো দলে যোগ না দিয়ে এমনকি সমাজতন্ত্রীদেরও কোনো উপায়ান্তর নেই। ১৯১৮ সালের অক্টোবরের শেষে এই রকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখছি যে তার পর থেকে এক বছরে বিশ্ব ইতিহাস অভূতপূর্ব কতকগুলি ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, ব্যাপক ও গভীর কতকগুলি ঘটনা; তাতে চোখ খুলে দিয়েছে এমন বহু সমাজতন্ত্রীর, যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে ছিল স্বদেশ-প্রেমিক এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করত এই বলে যে তারা শত্রুর সম্মুখীন; বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তারা মৈত্রী সমর্থন করত এই অজুহাতে যে তারা নাকি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি আনছে। দেখুন, এ যুদ্ধে কত মোহের অবসান হল! আমরা

দেখছি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন, যার ফলে দাঁড়াচ্ছে শুধু প্রজাতান্ত্রিক নয়, একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও। আপনারা জানেন, জার্মানিতে আজ শ্রেণী-সংগ্রাম আরো তীব্র হয়ে উঠেছে এবং ক্রমেই আসন্ন হয়ে উঠছে গৃহযুদ্ধ — এ হল জার্মান প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যারা প্রজাতন্ত্রী ছদ্মবেশ নিলেও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিই থেকে গেছে।

সবাই জানেন, পশ্চিম ইউরোপে সমাজ বিপ্লব পেকে উঠছে দিনে দিনে শুধু নয় দণ্ডে দণ্ডে, এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডেও, সংস্কৃতি ও সভ্যতার তথাকথিত প্রবক্তাদের দেশে, হুনদের — জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর বিজয়ীদের দেশেও ঐ একই ব্যাপার ঘটছে। অথচ, যখন ভার্সাই শান্তি (৮৮) পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল, তখন সকলেই দেখতে পেল ব্রেস্ত'এর যে শান্তি জার্মান দস্যুরা আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়েছিল, তার চেয়েও এ শান্তি শতগুণ লুঠেরা; এই সব দূরদৃষ্ট বিজয়ী দেশগুলির পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের ওপর প্রবলতম যে আঘাত হানতে পারে সেই হল ভার্সাই শান্তি। ভার্সাই শান্তি বিশেষ করে বিজেতা জাতিগুলির চোখ খুলে দেয় এবং দেখিয়ে দেয় যে সামনে ওরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রবক্তা নয়; বরং গণতান্ত্রিক হলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হল শ্বাপদ-সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত রাষ্ট্র। এই হিংস্রকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এত দ্রুত বেড়ে উঠছে যে এই কথা জেনে আমরা খুশি হতে পারি যে উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ভার্সাই শান্তিটা শুধু একটা বাহ্য বিজয়; আসলে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী জগতের ধ্বংস তাতে সূচিত হচ্ছে, এবং সূচিত হচ্ছে সেই সব সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে মেহনতী জনগণের দৃঢ় প্রত্যাবর্তন, যারা যুদ্ধের সময় পচ-ধরা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট বেঁধে যুধ্যমান হিংস্রকদের কোনো না কোনো দলকে সমর্থন করেছিল। মেহনতীদের চোখ খুলে গেছে, কারণ ভার্সাই শান্তি হল লুঠেরা শান্তি এবং তা দেখিয়ে দিল যে জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রকৃতপক্ষে লড়ছিল শুধু উপনিবেশে নিজেদের প্রভুত্ব সংহতি এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রম বাড়িয়ে নেবার জন্য। যত দিন যাচ্ছে ততই এ আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম প্রসারিত হচ্ছে। লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত ২১শে নভেম্বর তারিখের একটা বেতারবার্তা

আজ আমি দেখলাম; তাতে আমেরিকান সাংবাদিকরা — বিপ্লবীদের প্রতি এ'রা সহানুভূতিশীল এমন সন্দেহের অবকাশ নেই — বলছেন যে ফ্রান্সে আমেরিকানদের প্রতি একটা অভূতপূর্ব বিদ্বেষের উৎসার দেখা যাচ্ছে কারণ আমেরিকানরা ভার্সাই শান্তিচুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করছে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বিজেতা, কিন্তু আমেরিকার কাছে তারা দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত — আমেরিকা স্থির করেছে, ইংরেজরা ও ফরাসীরা নিজেদেব যত খুশি বিজয়ী বলে ভাবুক, সে কিন্তু দুধের ক্ষীরটুকু দখল ক'রে যুদ্ধকালীন সাহায্যের দরুন তেজারতী সুদ আদায় করে ছাড়বে; তার গ্যারাণ্টি হবে আমেবিকান নৌবাহিনী, বর্তমানে তা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং আকাবে তা বৃটিশ নৌবাহিনীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হিংস্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে কী রকম কর্কশ আচরণ করছে তা বোঝা যাবে এই থেকে যে মার্কিন দালালরা জীবন্ত পণ্য, নারী ও বালিকাদের কিনে চালান দিচ্ছে আমেরিকায়, বাড়িয়ে তুলছে গণিকাবৃত্তি। মুক্ত, সংস্কৃতিমান আমেরিকা কিনা গণিকালয়ের জন্য যোগান দিচ্ছে জীবন্ত পণ্য! পোল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে সংঘর্ষ বাধছে মার্কিন দালালদের সঙ্গে। আঁতাঁত থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি ছোটো ছোটো দেশেই ব্যাপকাকারে যা ঘটছে এটি তারই একটা ছোটো দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ, পোল্যাণ্ডকে নেওয়া যাক। যে-পোল্যাণ্ড গর্ব করে যে সে এখন এক স্বাধীন শক্তি, দেখা যাচ্ছে, মার্কিন দালাল ও দাঁওবাজরা সেখানে আবির্ভূত হচ্ছে তার সমস্ত সম্পদ কিনে নেবার জন্য। পোল্যাণ্ডকে কিনে নিচ্ছে আমেরিকার দালালরা। এমন একটা মিল, বা কারখানা, বা শিল্পের শাখা নেই যা আমেরিকানদের পকেটস্থ হয় নি। আমেরিকানরা এতই স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে যে তারা সেই 'মহান ও মুক্ত বিজেতা' ফ্রান্সকেও কিনে নিতে শুরু করছে — আগে এ ফ্রান্স ছিল কুসীদজীবীর দেশ কিন্তু এখন সে আমেরিকার কাছে দেনায় ডুবে আছে, কারণ তার অর্থনৈতিক শ রইল না, তার নিজের শস্য, নিজের কয়লা দিয়ে চালাতে পারছে না, নিে বৈষয়িক শক্তি সে বড়ো আকারে বাড়াতে পারছে না, অথচ আমেরিকা দাবি করছে যে সমস্ত পাওনা মেটাতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। এই ভাবে যতই দিন যাচ্ছে, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও অন্যান্য শক্তিশালী

দেশগুলির অর্থনৈতিক ভাঙন। ফরাসী নির্বাচনে যাজকপন্থীরাই প্রাধান্য পেয়েছে। জার্মানির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে যে ফরাসী জনগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, এখন তাদের পুরস্কার মিলছে অপরিমেয় ঋণভার, হিংস্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে লাঞ্ছনা এবং তার ওপর বর্বরতম প্রতিক্রিয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে এক যাজকপন্থী সংখ্যাধিক্য।

সারা পৃথিবীতেই পরিস্থিতি অশেষ গোলমেলে হয়ে উঠেছে। কলচাক ও ইউদেনিচের ওপর, আন্তর্জাতিক পুঁজির এই সেবাদাসদের ওপর আমাদের জয়লাভটা বৃহৎ, কিন্তু তার চেয়েও বৃহত্তর হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা যে জয়লাভ করছি সেইটে, যদিও তা অতো স্পষ্ট নয়। এ জয়লাভ হল সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ স্খলনের মধ্যে — আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য-প্রেরণে এ সাম্রাজ্যবাদ অক্ষম। আঁতাঁত তা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফল কিছু হয় নি, কারণ তাদের সৈন্যবাহিনী খসে খসে পড়ে যখন তারা আমাদের সৈন্যবাহিনীর সংস্পর্শে আসে, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত আমাদের রুশীয় সোভিয়েত সংবিধানের সঙ্গে যখন তাদের পরিচয় হয়। পচা-গলা সমাজতন্ত্রের নেতৃবৃন্দের প্রভাব সত্ত্বেও আমাদের সংবিধান সর্বদাই মেহনতীদের সহানুভূতি পায়। 'সোভিয়েত' কথাটি আজ সকলেই বোঝে, সোভিয়েত সংবিধান সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে, প্রতিটি শ্রমিক তা জানে। তারা জানে যে এ হল মেহনতীদের সংবিধান, মেহনতীদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যারা আন্তর্জাতিক পুঁজির ওপর জয়লাভের আহ্বান জানাচ্ছে, তারা জানে যে এ হল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর অর্জিত আমাদের একটা বিজয়। একবার যখন আমরা তার নিজস্ব সৈন্যদের কেড়ে নিয়েছি, স্বপক্ষে টেনেছি, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সে সৈন্য চালনার সুযোগ কেড়ে নিয়েছি, তখনই আমাদের এ জয়লাভে সাড়া জেগেছে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে।

উ। অন্য দেশের — ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, লাতভিয়ার সৈন্য নিয়ে তারা যুদ্ধ চালাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। বৃটিশ মন্ত্রী চার্চিল কয়েক সপ্তাহ আগে হাউস অব কমন্সে বড়াই করেন — এবং বিশ্বময় তা কেবল করা হয় — যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চোদ্দটি জাতির এক অভিযান সংগঠিত করা হয়েছে এবং তার ফলে নববর্ষ নাগাদ রাশিয়ার ওপর জয়লাভ

ঘটবে। এবং সত্যিই বহু জাতি তাতে অংশ নেয় — ফিনল্যান্ড, ইউক্রেন, পোল্যান্ড, জর্জিয়া, চেকোস্লোভাক, জাপানী, ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান। কিন্তু আমরা জানি, কী তার ফল হয়েছে! আমরা জানি এস্তোনিয়ানরা ইউদেনিচের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে গেছে এবং এস্তোনিয়ানরা ইউদেনিচকে সাহায্য করতে চায় না বলে সংবাদপত্রে একটা প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছে; ওদিকে তার বুর্জোয়ারা যতই চাক, ফিনল্যান্ডও ইউদেনিচকে সাহায্য দেয় নি। এই ভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ চালানোর দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটিও ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ছিল আঁতাঁত কর্তৃক তার নিজস্ব বাহিনী প্রেরণ, সামরিক প্রযুক্তির সর্ববিধ ব্যবস্থায় তারা এমন সজ্জিত যে মনে হয়েছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে তারা পরাস্ত করবে। কিন্তু ককেশাস, আর্খাঙ্গেলস্ক, ক্রিমিয়া তারা ইতিমধ্যেই পরিত্যাগ করেছে; এখনো তারা মুরমানস্কে আছে বটে, যেমন চেকোস্লোভাকরা আছে সাইবেরিয়াতে, কিন্তু তা আছে কেবল সমুদ্রে দ্বীপবৎ। তাদের আপন সৈন্য দিয়ে আমাদের পরাজিত করার জন্য আঁতাঁতের প্রথম প্রচেষ্টার পরিণতি হয়েছে আমাদের জয়লাভে। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল আমাদের বিরুদ্ধে সেই সব জাতিকে প্রেরণ করা যারা আমাদের প্রতিবেশী, যারা আর্থিকভাবে আঁতাঁতের ওপর একান্ত নির্ভরশীল, এবং সমাজতন্ত্রের ঘাঁটি হিশেবে আমাদের ধ্বংস করার জন্য তাদের বাধ্য করা। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও বিফল হয়েছে: দেখা গেল ছোটো ছোটো এই দেশগুলির একটিও তেমন যুদ্ধ চালাতে সমর্থ নয়। অধিকন্তু, ছোটো ছোটো এই প্রতিটি দেশেই আঁতাঁত সম্পর্কে বিদ্বেষ বেড়েছে। ইউদেনিচ যখন ক্রাস্নোয়ে সেলো দখল করে নিয়েছে তখনো যদি ফিনল্যান্ড পেত্রগ্রাদ দখল করতে না এগিয়ে থাকে, তবে তার কারণ ফিনল্যান্ড ইতস্তত করছিল, বুঝতে পারছিল যে সে সোভিয়েত রাশিয়ার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবে, কিন্তু আঁতাঁতের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারবে না। সমস্ত ছোটো ছোটো জাতিই তা অনুভব করেছে। তা বুঝছে ফিনল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, এস্তল্যান্ড, পোল্যান্ড, যেখানে নির্ভেজাল শোভিনিজমের রাজত্ব, তাহলেও যে আঁতাঁত এই দেশগুলির ওপর তাদের শোষণ বাড়িয়ে তুলছে তার প্রতি তাদের বিদ্বেষও আছে। এবং এখন, ঘটনাধারার সঠিক হিশেব করে, আমরা অত্যুক্তি না করেই বলতে পারি যে শুধু প্রথমটি নয়, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে

আন্তর্জাতিক যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়টিও ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের এখন বাকি শুধু দেনিকিনের বাহিনীকে পরাস্ত করা এবং ইতিমধ্যেই তারা অর্ধপরাস্ত।

এই হল বর্তমানের রুশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, আমার রিপোর্টে আমি তার সংক্ষিপ্ত সার দিয়েছি। উপসংহারে প্রাচ্য জাতিসত্তাগুলির ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির কমিউনিস্ট সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি আপনারা। একথা বলতেই হবে যে, রুশ বলশেভিকরা যদি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদে ভাঙন ঘটাতে পেরে থাকে, বিপ্লবের নবপথ রচনার অতি দুরূহ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহান কর্তব্য গ্রহণ ক'রে থাকতে পারে, তাহলে আপনাদের, প্রাচ্যের মেহনতীজনের প্রতিনিধিদের সামনে আরো মহত্তর, আরো অভিনব একটি কর্তব্য বর্তমান। একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সারা বিশ্বে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে আসছে তা শুধু প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা দেশে তাদের বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের বিজয়লাভ রূপেই আসবে না। তা সম্ভব হতে পারে যদি বিপ্লব চলে সহজে ও ত্বরিতে। আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদীরা তা হতে দেবে না, প্রত্যেকটা দেশই তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র, তার একমাত্র চিন্তাই হল কী ক'রে স্বদেশে বলশেভিকবাদকে পরাস্ত করা যায়। সেইজন্য প্রতি দেশেই গৃহযুদ্ধ দেখা দিচ্ছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য পুরনো আপোসপন্থী-সমাজতন্ত্রীদের টেনে আনা হচ্ছে বুর্জোয়ার পক্ষে। এই ভাবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র বা প্রধানত প্রত্যেকটা দেশে তাদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রলেতারীয়দের সংগ্রাম রূপেই দেখা দেবে না, — না, তা হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত সমস্ত উপনিবেশ ও দেশের, সমস্ত পরাধীন দেশের সংগ্রাম। এ বছর মার্চে যে পার্টি কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি তাতে বিশ্ব সমাজ বিপ্লবের সন্নিকটভবনের বর্ণনায় আমরা বলেছিলাম, সমস্ত অগ্রসর দেশে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতীদের গৃহযুদ্ধ জড়িয়ে যেতে শুরু করছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধের সঙ্গে। বিপ্লবের গতিধারা থেকে তা সমর্থিত হচ্ছে এবং ক্রমেই বেশি করে সমর্থিত হতে থাকবে। একই ব্যাপার ঘটবে প্রাচ্যের ক্ষেত্রেও।

আমরা জানি, প্রাচ্যের জনগণ এখানে স্বাধীন অংশীদার হিশেবে, নতুন

জীবনের স্রষ্টা হিশেবে উঠে দাঁড়াবে, কারণ কোটি কোটি এই সব মানুষ হল পরাধীন, পূর্ণাধিকারহীন জাতির অন্তর্ভুক্ত, যারা এতদিন পর্যন্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্যবস্তু, পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাছে যাদের অস্তিত্ব ছিল শুধু পুষ্টিলাভের মালমসলা হিশেবে। এবং যখন উপনিবেশের সনদ বিলির কথা বলা হয়, তখন আমরা ভালোই জানি যে সেটা হল অপহরণ ও লুটপাটের জন্য সনদ বিলি, — ভূগোলকের অধিকাংশ অধিবাসীদের শোষণ করার জন্য বিশ্ব জনসংখ্যার অতি অকিঞ্চিৎকর একটা অংশকে অধিকার প্রদান। এই যে অধিকাংশটা এতদিন পর্যন্ত ছিল একেবারেই ঐতিহাসিক অগ্রগতির বাইরে, কেননা স্বাধীন বৈপ্লবিক কোনো শক্তির প্রতিনিধিত্ব তারা করতে পারে নি, -- আমরা জানি, তাদের সে নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অবসান হয়েছে বিশ শতকের শুরু থেকে। আমরা জানি, ১৯০৫ সালের পর শুরু হয় তুরস্ক, পারস্য ও চীনে বিপ্লব, এবং ভারতে বিকশিত হয়ে উঠেছে একটা বৈপ্লবিক আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকেও বৈপ্লবিক আন্দোলনের বৃদ্ধিতে সাহায্য হয়েছে, কেননা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রামের মধ্যে উপনিবেশিক জনগণের গোটাগুটি সব রেজিমেণ্টকে টেনে আনতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রাচ্যকেও জাগিয়ে তুলেছে, তার জনগণকে টেনে এনেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উপনিবেশিক জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করেছে, সামরিক টেকনিক ও উন্নত যন্ত্রসম্ভারের সঙ্গে তাদের পরিচয়সাধনে সাহায্য করেছে। এ বিদ্যা তারা ব্যবহার করবে সাম্রাজ্যবাদী ভদ্রমহোদয়দের বিরুদ্ধেই। সমসাময়িক বিপ্লবে প্রাচ্যের জাগরণ পর্বের পরই আসবে সারা বিশ্বের ভাগ্যবিধানে সমস্ত প্রাচ্য জনগণেরই অংশগ্রহণের পর্ব — কেবল অপরের ধনবৃদ্ধির লক্ষ্যবস্তু হিশেবে থাকবে না তারা। হাতে-নাতে কিছু করার জন্য, প্রত্যেক জাতি যাতে সমগ্র মানবজাতির ভাগ্যের প্রশ্ন ফয়সালা করতে পারে তার জন্য জেগে উঠছে প্রাচ্য জনগণ।

সেইজন্যই আমি মনে করি যে বিশ্ব-বিপ্লবের বিকাশের ইতিহাসে — শুরু দেখে মনে হয় তা অনেক বছর ধরে চলবে এবং অনেক পরিশ্রম দরকার হবে — বৈপ্লবিক সংগ্রামে, বৈপ্লবিক আন্দোলনে আপনাদের একটি বৃহৎ

ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সে সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সঙ্গে মিলে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবে অংশগ্রহণের ফলে আপনাদের সামনে আসবে একটি জটিল ও দুরূহ কর্তব্য, যা সাধন করতে পারলে সাধারণ সাফল্যের ভিত্তি রচিত হবে, কারণ এখানে জনসংখ্যার অধিকাংশ এই প্রথম স্বাধীন আন্দোলনের মধ্যে চলে আসছে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামে তারা হবে এক সক্রিয় কারিকা।

ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশ রাশিয়ার চেয়েও অধিকাংশ প্রাচ্য জাতির অবস্থা খারাপ। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের জের ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা রুশী শ্রমিক কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলাম; আমাদের সংগ্রাম এত সহজে এগিয়েছে, কারণ পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে প্রাচ্য জাতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রাচ্য জাতিসমূহের অধিকাংশই হল মেহনতী জনগণের প্রতিভূকল্প প্রতিনিধি — পুঁজিবাদী কলকারখানার ইস্কুল থেকে আসা শ্রমিক নয়, মধ্যযুগীয় নিপীড়নে নির্যাতিত শোষিত কৃষকগণের, মেহনতীজনের প্রতিভূকল্প প্রতিনিধি। পুঁজিবাদকে পরাস্ত ক'রে কোটি কোটি ছত্রভঙ্গ মেহনতী কৃষক জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রলেতারীয়রা কী ভাবে অধ্যযুগীয় নিগড়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী অভ্যুত্থান ঘটাল, রুশ বিপ্লব তা দেখিয়েছে। এবার আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাজ হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রাম চালানোর জন্য জাগরণশীল সমস্ত প্রাচ্য জনগণকে নিয়ে নিজের চারিপাশে জোট বাঁধা।

এ ক্ষেত্রে আপনাদের সামনে এমন একটি কর্তব্য আসছে যা সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের সামনে আগে কখনো আসে নি: সাধারণ কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও কর্মের ওপর নির্ভর ক'রে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে এমন সব বিশেষ অবস্থার সঙ্গে যা ইউরোপীয় দেশে অবর্তমান, সে তত্ত্ব ও কর্মকে প্রয়োগ করতে পারা চাই এমন একটা পরিস্থিতিতে যেখানে প্রধান জনপুঞ্জই হল কৃষক, যেখানে সাধন করতে হবে পুঁজির বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগীয় জেরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্তব্য। এটা কঠিন ও স্বকীয় ধরনের কাজ, কিন্তু অতি ধন্যবাদার্হ কাজ, কেননা যে জনগণ এযাবৎ সংগ্রামে কোনো অংশ নেয় নি তাদেরই টেনে আনা হচ্ছে সংগ্রামে এবং, অন্যদিকে, প্রাচ্যে কমিউনিস্ট

ইউনিটগুলি গড়ে ওঠার ফলে আপনারা ৩য় আন্তর্জাতিকের (৮৯) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। সারা বিশ্বের অগ্রণী প্রলেতারীয়দের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রায়শই মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে থেকে-যাওয়া মেহনতী ও শোষিত জনগণের এই যে জোট, তার বিশেষ রূপটি আপনাদের খুঁজে পেতে হবে। আমাদের দেশে ছোটো আকারে আমরা যা সাধন করেছি, বড়ো বড়ো দেশে বড়ো আকারে তাই সাধন করবেন আপনারা। এবং এই দ্বিতীয় কাজটাও আপনারা সাফল্যের সঙ্গেই করবেন ব'লে আমার আশা। আপনারা যার প্রতিনিধি, প্রাচ্যের সেই কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দৌলতে অগ্রণী বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ বর্তমান। আপনাদের কর্তব্য হল প্রতি দেশের অভ্যন্তরে লোকের বোধগম্য ভাষায় কমিউনিস্ট প্রচার চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভবিষ্যতেও সচেষ্ট থাকা।

একথা স্বতঃই বোঝা যায় যে চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হবে শুধু বিশ্বের সমস্ত অগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়েতের দ্বারা এবং আমরা রুশরা সেই কাজই শুরু করেছি যা বৃটিশ, ফরাসী বা জার্মান প্রলেতারিয়েত সংহত ক'রে তুলবে; কিন্তু আমরা দেখছি যে সমস্ত নিপীড়িত ঔপনিবেশিক জাতির, এবং সর্বাগ্রে প্রাচ্য জাতির মেহনতী জনগণের সাহায্য ছাড়া তারা জয়যুক্ত হবে না। আমাদের বুঝতে হবে যে কমিউনিজমে উৎক্রমণ কেবল অগ্রবাহিনী দ্বারাই নিষ্পন্ন হবার নয়। কর্তব্য হল মেহনতী জনগণের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ ও সংগঠনের জন্য বৈপ্লবিক সক্রিয়তা জাগিয়ে তোলা, তা সে যে স্তরেই থাক না কেন; কর্তব্য হল অধিকতর অগ্রসর দেশের কমিউনিস্টদের জন্য যা রচিত সেই সাঁচ্চা কমিউনিস্ট মতবাদকে প্রতিটি জাতির ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া; অবিলম্বে সাধনীয় ব্যবহারিক কর্তব্যগুলি পালন করা; এবং অন্যান্য দেশের প্রলেতারীয়দের সঙ্গে সাধারণ সংগ্রামে মিলে যাওয়া।

এই সব হল এমন কর্তব্য কোনো কমিউনিস্ট পুস্তকেই যার সমাধান পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে রাশিয়া যে সংগ্রাম শুরু করেছে সেই সাধারণ সংগ্রামের মধ্যে। এ কর্তব্যকে আপনাদের তুলে ধরে সাধন করতে হবে আপনাদের স্বাধীন অভিজ্ঞতায়। সে কাজে আপনারা সাহায্য পাবেন একদিকে, অন্যান্য দেশের সকল মেহনতীদের অগ্রবাহিনীগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জোট থেকে, এবং, অন্যদিকে, আপনারা যাদের প্রতিনিধি সেই প্রাচ্য জাতিদের দিকে এগুতে

পারার নৈপুণ্য থেকে। আপনাদের ভর করতে হবে সেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উপর, যা এই সব জাতির মধ্যে জাগছে, না জেগে পারে না, এবং যার একটা ঐতিহাসিক ন্যায্যতা আছে। সেই সঙ্গে প্রতি দেশের মেহনতী ও শোষিত জনগণের কাছে আপনাদের পৌঁছতে হবে এবং তাদের বোধগম্য ভাষায় বলতে হবে যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিজয়ই হল তাদের মুক্তির একমাত্র ভরসা এবং প্রাচ্য জাতিগুলির কোটি কোটি মেহনতী ও শোষিতদের সকলের একমাত্র সহযোগী হল আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত।

এই অসাধারণ আয়তনের কর্তব্যটাই আপনাদের সামনে, বিপ্লবের যুগ ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশের দৌলতে — সেটা সন্দেহাতীত — প্রাচ্যের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় এ কর্তব্য সফলভাবে সম্পন্ন হবে এবং পরিণামে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ওপর পরিপূর্ণ বিজয় ঘটবে।

৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮—৩৩১

টীকা

(১) দ্রষ্টব্য: ফ. এঙ্গেলস, 'দেশান্তরী সাহিত্য', ২, কমিউনের ব্লাণ্কিপন্থী দেশান্তরীদের কর্মসূচি। পৃঃ ৯

(২) **রাষ্ট্রীয় দুমা** — ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর চাপে জার সরকার এই প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাটি ডাকতে বাধ্য হয়। বাহ্যত রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল আইনপ্রণয়নী সংস্থা, কিন্তু কার্যত তার কোনো সত্যিকার ক্ষমতা ছিল না। রাষ্ট্রীয় দুমায় নির্বাচন সরাসরি, সমান ও সার্বজনীন ছিল না। মেহনতী শ্রেণীদের, তথা রাশিয়ায় অধিবাসী অ-রুশ জাতিসত্তার লোকেদেব ভোটাধিকার ছিল খুবই সীমাবদ্ধ, শ্রমিক কৃষকদের একটা বড়ো অংশের আদৌ কোনো ভোটাধিকার ছিল না। ১৯০৫ সালের ১১ই (২৪শে) ডিসেম্বরের নির্বাচনী আইনে জমিদারদের ১টি ভোট ছিল শহুরে বুর্জোয়া প্রতিনিধিদেব ৩টি ভোট, কৃষকদের ১৫টি ভোট, শ্রমিকদের ৪৫টি ভোটের সমান।

প্রথম (এপ্রিল — জুলাই ১৯০৬) ও দ্বিতীয় (ফেব্রুয়ারি — জুন ১৯০৭) রাষ্ট্রীয় দুমা সরকার ভেঙে দেয়। ১৯০৭ সালের ৩রা জুন রাষ্ট্রীয় কু'দেতা ঘটিয়ে সরকার যে নতুন নির্বাচনী আইন জারী করে তাতে শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার আরো সংকুচিত হয়, এবং জমিদার ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল ব্লকটির পরিপূর্ণ প্রাধান্য নিশ্চিত হয় তৃতীয় (১৯০৭—১৯১২) ও চতুর্থ (১৯১২—১৯১৭) রাষ্ট্রীয় দুমায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে অংশ নেয় বলশেভিকরা, নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায় তাতে। দুমার মঞ্চ ব্যবহার করা হয় জারতন্ত্রের জনবিরোধী নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন ও রুশ প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের রাজনৈতিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। পৃঃ ৯

(৩) ১৯১৭ সালের এপ্রিল — আগস্ট মাসে যে সব রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে বিপ্লবের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, তাব কথা বলছেন ভ. ই. লেনিন। বিজয়ী সমাপ্তি পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্প জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিউকভ যে নোট দেন, তার প্রতিবাদে পেত্রগ্রাদে ১ লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিক শোভাযাত্রা করে ২১শে—২২শে এপ্রিল (৪ঠা—৫ই মে)। এপ্রিল শোভাযাত্রায় সরকারী সংকটের সূত্রপাত হয়, গঠিত হয় সাময়িক কোয়ালিশন সরকার, — কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা যোগ দেয় তাতে।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বলশেভিক পার্টির বৈঠকে একটি শোভাযাত্রা বার করার দিন ধার্য হয ১০ই (২৩শে) জুন। কথা ছিল প্রথম সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সমক্ষে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে তুলে দেবার দাবি জানিয়ে শোভাযাত্রা পেত্রগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিকদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা শোভাযাত্রা ঠেকাবার জন্য ৯ই (২২শে) জুন কংগ্রেস থেকে তা নিষিদ্ধ করে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তেব বিরুদ্ধাচরণ করতে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি চায় না এবং শোভাযাত্রা নাকচের নির্দেশ দেয়।

সোভিয়েত কংগ্রেসের মেনশেভিক-সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতৃবৃন্দ সাময়িক সরকারের প্রতি আস্থা প্রদর্শনের আশায় ১৮ই জুন (১লা জুলাই) একটি শোভাযাত্রা সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮ই জুন (১লা জুলাই) শোভাযাত্রায় বেরয় প্রায় ৫ লক্ষ লোক। বেশির ভাগ শোভাযাত্রীই যায় বলশেভিক পার্টির ধ্বনি নিয়ে: 'পুঁজিপতি-মন্ত্রীরা মুর্দাবাদ!' 'সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!' জনগণের বর্ধমান বৈপ্লবিক সক্রিয়তা ও বলশেভিকদের বিপুল প্রভাববৃদ্ধি দেখা যায় শোভাযাত্রায়।

১৯১৭ সালের ৩রা — ৪ঠা (১৬ই — ১৭ই) জুলাইয়ে পেত্রগ্রাদে শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা যায়। এটি ঘটে সাময়িক সরকারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সমগ্র নীতির ফলে।

বলশেভিক পার্টি সে সময় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিপক্ষে ছিল, কেননা দেশে বিপ্লবী সংকট তখনও পরিপক্ক হয় নি। কিন্তু জনগণের মেজাজ লক্ষ করে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রগ্রাদ কমিটি ও সামরিক সংগঠন ৪ঠা (১৭ই) জুলাইয়ের শোভাযাত্রার শান্তিপূর্ণ ও সংগঠিত রূপ দেবার জন্য তাতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ৪ঠা (১৭ই) জুলাই শোভাযাত্রায় বেরয় প্রায় ৫ লক্ষ লোক।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাধান্য-পুষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সমর্থনে সামিয়ক সরকার শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় গুলি চালায়। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করার পর সাময়িক সরকার দমননীতি চালিয়ে যায়। বিশেষ আক্রোশে আক্রমণ চলে বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে। জুলাই দিনগুলির পর 'সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে' — এ ধ্বনি বলশেভিক পার্টি তুলে নেয়, কেননা সোভিয়েতের নেতারা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা খোলাখুলিই প্রতিবিপ্লবের পক্ষে চলে গিয়েছিল।

ফেব্রুয়ারিতে জনগণ কর্তৃক উৎখাত জার রাজতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৭ সালের ২৫শে আগস্ট জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবী হাঙ্গামা ঘটিয়ে সৈন্য চালনা করেন বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের দিকে। হাঙ্গামা দমিত হয় শ্রমিক কৃষকদের হাতে, তাদের নেতৃত্ব করে বলশেভিকরা। জনগণের চাপে সাময়িক সরকার কর্নিলভ ও তাঁর সহচক্রীদের গ্রেপ্তার ও বিচারে সোপর্দ করার আদেশ দেয়। পৃঃ ১০

(৪) **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি'রা** — রাশিয়ার পেটি বুর্জোয়া পার্টি; বিভিন্ন নারোদপন্থী গ্রুপ ও চক্রেব সম্মিলনে এটি গড়ে ওঠে ১৯০১ সালের শেষ ও ১৯০২ সালের গোড়ায়।

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী পার্থক্য সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দেখত না, কৃষকদের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত স্তরভেদ বৈপরীত্য চাপা দিত, আপত্তি করত বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকায়।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিকাংশ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সোশ্যাল-শোভিনিজমের অবস্থান নেয়।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকদেব সঙ্গে একত্রে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া-জমিদার সাময়িক সরকারের প্রধান খুঁটি, পার্টির নেতারা (কেরেনস্কি, আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ, চের্নোভ) সে সরকারে ঢোকেন। জমিদারী ভূমিস্বত্ব উচ্ছেদের জন্য কৃষকদের দাবি সমর্থন করতে চায় না সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি, ভূমিতে জমিদারী সম্পত্তি বজায় রাখার পক্ষপাতী হয়। জমিদারী ভূমি দখল করে নেওয়া কৃষকদের বিরুদ্ধে পিটুনি বাহিনী পাঠায় সাময়িক সরকারের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মন্ত্রীরা। বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের সময় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা প্রতিবিপ্লবী, অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ চালায়, সক্রিয় সমর্থন করে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের, প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে যোগ দেয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালায়। পৃঃ ১০

(৫) **মেনশেভিক'রা** — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে সুবিধাবাদী ধারা, আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের একটি প্রকারভেদ। লেনিনীয় 'ইস্ক্রা'র বিরোধীদের নিয়ে এটি গড়ে ওঠে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসে (১৯০৩)। কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে লেনিনপন্থীরা অধিকাংশ ভোট পেয়ে বলশেভিক (রুশীতে বলশিনস্ত্‌ভো — অধিকাংশ) নামে অভিহিত হয় এবং সুবিধাবাদীরা সংখ্যালঘু হয়ে মেনশেভিক (রুশীতে মেনশিনস্ত্‌ভো — সংখ্যালঘু) আখ্যা পায়।

পার্টির বিপ্লবী কর্মসূচি, বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের অধিনায়কত্ব, এবং কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোটের বিরোধিতা করে মেনশেভিকরা, উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষ নেয়।

১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লব পরাজিত হবার পর মেনশেভিকরা প্রলেতারিয়েতের অবৈধ বিপ্লবী পার্টি তুলে দেবার দাবি করে। ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে ৬ষ্ঠ সারা-রুশ পার্টি সম্মেলনে লুপ্তিপন্থী-মেনশেভিকদের বিতাড়িত করা হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি থেকে।

১৯১৭ সালে মেনশেভিকদের প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে প্রবেশ করে এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পর অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী পার্টির সঙ্গে একত্রে মেনশেভিকরা সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়।

পৃঃ ১০

(৬) **কাদেত'রা বা নিয়মতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক পার্টি** হল রাশিয়ায় উদারনীতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি, গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে; তাতে যোগ দেয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা, জমিদারদের মধ্যেকার জেমস্ত্‌ভো কর্মকর্তারা এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দাবি ছাড়িয়ে কাদেতরা এগুত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাদেতরা জার সরকারের রাজ্যগ্রাসী বহির্নীতির সক্রিয় সমর্থন করে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে তারা রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থেকে তারা জনবিরোধী প্রতিবিপ্লবী নীতি চালায়। পৃঃ ১২

(৭) ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার, ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কথা হচ্ছে। প্যারিস কমিউন টিকে ছিল ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে। প্যারিস কমিউন রাষ্ট্র থেকে গির্জা ও গির্জা থেকে স্কুলকে বিচ্ছিন্ন করে, স্থায়ী ফৌজ তুলে দিয়ে সার্বজনীন সশস্ত্র জনগণকে তার স্থলাভিষিক্ত করে, চালু করে জনগণ কর্তৃক বিচারক ও রাজপুরুষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, নির্দেশ দেয়, রাজপুরুষদের বেতন শ্রমিকের চেয়ে বেশি হতে পারবে

না, শ্রমিক ও শহুরে গরিবদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্যে একগুচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করে ইত্যাদি। ১৮৭১ সালের ২১শে মে প্রতিবিপ্লবী তিয়ের সরকারের সৈন্যরা প্যারিসে প্রবেশ করে ও প্যারিস শ্রমিকদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালায়: ৩০,০০০ লোককে খুন করা হয়, বন্দী হয় ৫০,০০০; বহু হাজার লোককে পাঠানো হয় কয়েদখাটুনিতে। পৃঃ ১৩

(৮) **ভার্সাই** — প্যারিসের উপকণ্ঠ, প্যারিস কমিউনের সময় তিয়েরের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী ফরাসী সরকার এখানে ঠাঁই নেয়। পৃঃ ১৩

(৯) ১৯১৭ সালের ১লা (১৪ই) সেপ্টেম্বর সাময়িক সরকার পাঁচ জন লোক নিয়ে একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারীভাবে কাদেতরা এ মণ্ডলীতে ছিল না, কিন্তু মণ্ডলীটি গড়া হয় যবনিকার অন্তরালে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সরকারের নতুন মণ্ডলীটি সমর্থনের প্রস্তাব নেয়। এই ভাবে, মুখে কাদেতদের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগের কথা বলে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবারেও স্বহস্তে ক্ষমতা রাখার জন্য জমিদার ও পুঁজিপতিদের সাহায্য করে। পৃঃ ১৫

(১০) **ব্লাঙ্কিবাদ** — বিখ্যাত বিপ্লবী, ফরাসী ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রবক্তা লুই অগুস্ত ব্লাঙ্কির (১৮০৫—১৮৮১) নেতৃত্বে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি ধারা। ব্লাঙ্কিপন্থীরা আশা করত 'প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের পথে নয়, বুদ্ধিজীবিদের ক্ষুদ্র সংখ্যাল্পের চক্রান্তের পথে মজুরি দাসত্ব থেকে মানবজাতির পরিত্রাণ' (ভ. ই. লেনিন) ঘটবে। বিপ্লবী পার্টির ক্রিয়াকলাপের বদলে তারা মুষ্টিমেয় গুপ্ত চক্রীর অভিযানে বিশ্বাস করত, অভ্যুত্থানের বিজয়ের জন্য আবশ্যক মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরোয়া করত না, তাচ্ছিল্য করত গণসংযোগে। পৃঃ ১৬

(১১) মেনশেভিক-সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রধান্য-পুষ্ট সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সারা-রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন ডাকে ক্ষমতার প্রশ্ন মীমাংসার জন্য। সম্মেলন চলে পেত্রগ্রাদে ১৯১৭ সালের ১৪ই—২২শে সেপ্টেম্বর (২৭শে সেপ্টেম্বর — ৫ই অক্টোবর)। শ্রমিক ও কৃষক জনগণের প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে যত সব পেটি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া সংগঠনের প্রতিনিধি বাড়াবার জন্য সব রকম চেষ্টা চালায় মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের স্বরূপ উম্ঘাটনের মঞ্চ হিশেবে সম্মেলনটিকে ব্যবহার করার লক্ষ্য নিয়ে বলশেভিকরা তাতে যোগ দেয়।

পরামর্শমূলক ধরনের একটি প্রাক-পার্লামেণ্ট (প্রজাতন্ত্রের সাময়িক পরিষদ) গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় গণতান্ত্রিক সম্মেলন। রাশিয়ায় পার্লামেণ্ট প্রথা চালু হয়ে গেছে, এমন একটা ভাব দেখানোই ছিল তার লক্ষ্য।

৭ই (২০শে) অক্টোবর প্রাক-পার্লামেণ্ট উদ্বোধনের দিন, বলশেভিকরা ঘোষণা পাঠ করে তা থেকে বেরিয়ে আসে। পৃঃ ১৯

(১২) পেত্রগ্রাদের **আলেক্সান্দ্রিনস্কি থিয়েটারে** বসেছিল গণতান্ত্রিক সম্মেলন।

শীত প্রাসাদের সামনে, নেভা নদীর অপর পারে অবস্থিত **পিটার-পল দুর্গ**। জার আমলে এখানে রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হত। বিরাট অস্ত্রাগার ছিল এখানে, পেত্রগ্রাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক জায়গা এটি। বর্তমানে ঐতিহাসিক-বৈপ্লবিক মিউজিয়ম। পৃঃ ২২

(১৩) **য়ুঙ্কার** — জার রাশিয়ায় সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অফিসার। পৃঃ ২২

(১৪) **বন্য ডিভিজন** — ১৯১৪—১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ককেশাসের পাহাড়ে জাতিসত্তাগুলির মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত ডিভিজন। বিপ্লবী পেত্রগ্রাদে আক্রমণ করার সময় 'বন্য ডিভিজনকে' প্রধান শক্তি হিশেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন কর্নিলভ। পৃঃ ২২

(১৫) **'রেচ' ('বাণী')** — দৈনিক পত্রিকা, কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি (৮ই মার্চ) থেকে ১৯১৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সাময়িক সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির সক্রিয় সমর্থক; ভ. ই. লেনিন ও বলশেভিক পার্টির ওপর হামলা করার উসকানি দিয়ে যায়।

'নভায়া জিজন' ('নব জীবন') — আধা-মেনশেভিক দৈনিক পত্র; পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের ১৮ই এপ্রিল (১লা মে) থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত। নভায়া-জিজনওয়ালাদের চরিত্র নির্দেশ করে লেনিন বলেন যে তাদের 'প্রধান মনোভাবই হল বুদ্ধিজীবীসুলভ সংশয়বাদ, যাতে চাপা দেওয়া হয় ও প্রকাশ পায় নীতিহীনতা'। পৃঃ ২৪

(১৬) ভ. ই. লেনিন যার কথা বলছেন সেটি ঘটে ১৯১৭ সালের ৪ঠা (১৭ই) জুন শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেসের

অধিবেশনে। সাময়িক সরকারের মন্ত্রী, মেনশেভিক সেরেতেলি যখন বক্তৃতায় বলেন যে রাশিয়ায় নাকি এমন কোনো পার্টি নেই যে দেশের পূর্ণ ক্ষমতা স্বহস্তে নিতে রাজী হবে, তখন লেনিন তাঁর জায়গা থেকেই বলশেভিক পার্টির পক্ষ থেকে বলে ওঠেন 'আছে!' এবং কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে বলশেভিক পার্টি প্রতি মুহূর্তে 'সমস্ত ক্ষমতা নিতে প্রস্তুত'।
পৃঃ ২৪

(১৭) **'দেলো নারোদা' ('জনব্রত')** — দৈনিক পত্রিকা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মুখপত্র; পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত। প্রতিরক্ষাবাদ ও আপোসপন্থার প্রচারক ছিল কাগজটি, বুর্জোয়া সাময়িক সরকারকে সমর্থন করত। পৃঃ ২৫

(১৮) **'রাবোচি পুত' ('শ্রমিক পথ')** — ১৯১৭ সালে 'প্রাভদা' পত্রিকা যে সব নামে প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি। পৃঃ ২৭

(১৯) ন. আ. নেক্রাসভের কবিতা 'তুরীয়ানন্দে অহিংসক কবি' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ভ. ই লেনিন। পৃঃ ৩০

(২০) রুশ সাহিত্যিক ন. ভ. গোগলের 'মৃত আত্মা' উপন্যাসের একটি চরিত্র। পৃঃ ৩১

(২১) **'জ্নামিয়া ত্রুদা' ('শ্রমের নিশান')** — দৈনিক পত্রিকা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির পেত্রগ্রাদ কমিটির মুখপত্র; প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের ২৩শে আগস্ট (৫ই সেপ্টেম্বর) থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত। পৃঃ ৩২

(২২) **'ভলিয়া নারোদা' ('জনাভিপ্রায়')** — দৈনিক পত্রিকা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির দক্ষিণ অংশের মুখপত্র; পেত্রগ্রাদে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের ২৯শে এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত।

'ইয়েদিনস্তভো' ('ঐক্য') — খবরের কাগজ, প্রতিরক্ষাবাদী-মেনশেভিকদের চরম দক্ষিণ গ্রুপের মুখপত্র; পেত্রগ্রাদে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর; ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বেরয় 'নাশে ইয়েদিনস্তভো' ('আমাদের ঐক্য') নামে। সাময়িক সরকারকে সমর্থন করে, বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের পক্ষ নেয়, 'পূর্ণ বিজয় পর্যন্ত' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার দাবি করে। পৃঃ ৩৬

(২৩) **কুলাক** — জার রাশিয়ায় ধনী কৃষক, অপরের শ্রমের শোষক। পৃঃ ৩৬

(২৪) ১৯১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল বলতে ভ. ই. লেনিন তাঁর 'বর্তমান বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য' নামক প্রবন্ধ ('এপ্রিল থিসিস') বোঝাচ্ছেন। পৃঃ ৩৮

(২৫) **আন্তর্জাতিকতাবাদী-মেনশেভিক'রা** — মেনশেভিক পার্টির অল্পসংখ্যকের একটি গ্রুপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এরা অসঙ্গতিপূর্ণ আন্তর্জাতিকতাবাদী, কেন্দ্রপন্থী অবস্থান নেয়। সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সমালোচনা করলেও তারা তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্কত্যাগে ভয় পেত, যুদ্ধ শান্তি ও বিপ্লবের প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির লেনিনীয় রণকৌশলের মূল কথাগুলির বিরোধিতা করত। পৃঃ ৩৮

(২৬) **তিত্ তিতিচ ব্রুস্কভ** — আ. ন. ওস্ত্রোভস্কির 'পরের ভোজে খোয়ারি' প্রহসনের বোকা-হামবড়া বেনিয়া। পৃঃ ৪৪

(২৭) ১৮৭০—১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সেদানের কাছে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পরিচালনাধীন গোটা ফরাসী সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত ও বন্দী হয়। পৃঃ ৪৪

(২৮) **'ইজ্ভেস্তিয়া' ('সংবাদ')** — দৈনিক পত্রিকা; ১৯১৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৩ই মার্চ) থেকে প্রকাশিত হয় প্রথমে 'পেত্রগ্রাদ শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের ইজ্ভেস্তিয়া', পরে 'শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজ্ভেস্তিয়া' নামে। কাগজটি ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের হাতে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পর পত্রিকাটি সোভিয়েত রাজের সরকারী মুখপত্রে পরিণত হয়। পৃঃ ৪৭

(২৯) সাময়িক সরকার ১৯১৭ সালের ২রা (১৫ই) মার্চের বিবৃতিতে সংবিধান সভা আহ্বানের ঘোষণা করে; নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯১৭ সালের ১৭ই (৩০শে)) সেপ্টেম্বর। কিন্তু শীগগিরই ১২ই (২৫শে) নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়। সোভিয়েত সরকার পেত্রগ্রাদে সংবিধান সভার উদ্বোধন ঘোষণা করে ১৯১৮ সালের ৫ই (১৮ই) জানুয়ারি। নির্বাচন হয়েছিল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আগে রচিত তালিকা অনুসারে। দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের শান্তি, ভূমি এবং সোভিয়েতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ডিক্রি সংবিধান সভা অনুমোদন না করায় সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সভা ভেঙে দেওয়া হয় ১৯১৮ সালের ৬ই (১৯শে) জানুয়ারি। পৃঃ ৬০

(৩০) **ভাঁদে** — ফ্রান্সের একটি অণ্ডল, ১৮শ শতকে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় প্রতিবিপ্লবের জ্বালামুখ। নামটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণভাবেই প্রতিবিপ্লবের সমার্থক। পৃঃ ৬২

(৩১) **ত্রুদোভিক'রা (ত্রুদোভিক গ্রুপ)** — পেটি বুর্জোযা গণতন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় দুমায় অল্পসংখ্যক কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯০৬ সালের এপ্রিলে গঠিত একটি গ্রুপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রুদোভিকরা শোভিনিস্ট অবস্থান নেয। ১৯১৭ সালে 'ত্রুদোভিক গ্রুপ' 'জন সমাজতন্ত্রী' পার্টির সঙ্গে মিলে যায়, সাময়িক বুর্জোয়া সরকারকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ত্রুদোভিকরা বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের পক্ষ নেয়। পৃঃ ৬৬

(৩২) **'পরিমিতিবোধ আর পরিপাটীত্ব'** — এই কথা বলে আ. স. গ্রিবোয়েদভের 'অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি' প্রহসনের একটি ভাগ্যান্বেষী মোসায়েব চরিত্র মলচালিন তার গুণাবলী জাহির করত। উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদী-সমাজতন্ত্রীদের চবিত্রায়নে ভ. ই. লেনিন প্রায়ই কথাটা ব্যবহার করেছেন। পৃঃ ৭১

(৩৩) তারিখগুলো দিয়ে ভ. ই. লেনিন নিম্নোক্ত ঘটনা বুঝিয়েছেন: ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৩ই মার্চ) — ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিন; ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৩ই অক্টোবর) — সাময়িক সরকার কর্তৃক প্রথমে ঘোষিত সংবিধান সভা বসানোর মেয়াদ; তারিখটা পেছিয়ে দেওয়া হয় ২৮শে নভেম্বর (১১ই ডিসেম্বব) ১৯১৭। পৃঃ ৭৪

(৩৪) মেনশেভিক সুখানোভের উক্তি তুলে দিয়েছেন ভ. ই. লেনিন।

১৯১৭ সালের আগস্ট থেকে স্মোল্‌নি ইনস্টিটিউটের ভবনে ছিল সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের বলশেভিক গ্রুপ। অক্টোবরে সেখানে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিও স্থান নেয়। পৃঃ ৭৫

(৩৫) ভ. ই. লেনিনের 'সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য' রচনাটির পাণ্ডুলিপিতে নাম ছিল 'বর্তমান মুহূর্তে সোভিয়েত রাজের কর্তব্য প্রসঙ্গে থিসিস'।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে লেনিনের 'থিসিস' আলোচিত হয় ১৯১৮ সালের ২৬শে এপ্রিল। কেন্দ্রীয় কমিটি একমতে তা অনুমোদন করে এবং 'প্রাভদা' এবং 'সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া'য় প্রবন্ধ

হিশেবে, তথা পৃথক পুস্তিকাকারে তা প্রকাশের নির্দেশ দেয়। ১৯১৮ সালে বেরয় পুস্তিকাটির ১০টির বেশি সংস্করণ; ওই বছরেই পুস্তিকাটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় নিউ-ইয়র্ক থেকে, ফরাসী ভাষায় জেনেভা থেকে; ফ. প্লাত্তেনের সম্পাদনায় জুরিখ থেকে রচনাটির একটি মূলানুগ সংক্ষেপ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয় 'Am Tage nach der Revolution' ('বিপ্লবের পরের দিন') নামে। পৃঃ ৭৬

(৩৬) ব্রেস্ত্ শান্তির কথা বলা হচ্ছে — সোভিয়েত রাশিয়া ও চতুঃশক্তি জোটের (জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, তুরস্ক) মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ, ব্রেস্ত্-লিতোভস্ক শহরে, ১৫ই মার্চ তা অনুমোদিত হয় চতুর্থ জরুরী সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে। চুক্তির সর্তগুলি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে খুবই দুর্বিষহ। চুক্তি অনুসারে পোল্যান্ড, প্রায় গোটা বল্টিক উপকূল এলাকা, বেলোরুশিয়ার একাংশ যায় জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির নিয়ন্ত্রণে, ইউক্রেন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হয় জার্মানির ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রে। তুরস্ক পায় কার্স, বাতুম ও আর্দাগান শহর। ১৯১৮ সালের আগস্টে জার্মানি সোভিয়েত রাশিযার ওপর পরিপূরক চুক্তি ও আর্থিক কড়ার চাপিয়ে দেয়, নতুন নতুন লুঠেরা দাবি পেশ করা হয় তাতে।

জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবে রাজতন্ত্রের পতনের পর সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ১৯১৮ সালের ১৩ই নভেম্বর লুঠেরা ও অন্যায্য ব্রেস্ত চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। পৃঃ ৭৬

(৩৭) ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) তারিখের ভূমি ডিক্রির কথা বলছেন ভ. ই. লেনিন। ডিক্রিতে জমিদারী ভূমির বাজেয়াপ্ত ও ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘোষিত হয়। পৃঃ ৮১

(৩৮) ১৭৯৩— ফ্রান্সে জ্যাকোবিন একনায়কত্ব, বুর্জোয়াদের সর্বাধিক বিপ্লবী অংশের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।

১৮৭১—ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার, প্যারিস কমিউন। পৃঃ ৮২

(৩৯) ১৯১৭ সালের ১৮ই নভেম্বর (১লা ডিসেম্বর) ভ. ই. লেনিনের প্রস্তাবক্রমে জনকমিসার পরিষদ 'জনকমিসার এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজপুরুষদের বেতন' সম্পর্কে নির্দেশ জারি করে। তদনুসারে জনকমিসারদের সর্বোচ্চ মাসিক

বেতন ধার্য হয় ৫০০ রুবল, পরিবারের প্রতিটি অকর্মণ্য সদস্যের জন্য পাওয়ার কথা থাকে আরো ১০০ রুবল করে; এটা ছিল মোটামুটি শ্রমিকদের গড় বেতনের অনুরূপ। ১৯১৮ সালের ২রা (১৫ই) জানুয়ারি জনকমিসার পরিষদ ডিক্রিটির এই ব্যাখ্যা করে যে বিশেষজ্ঞদের জন্য নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত বেতন দেওয়া তাতে নিষিদ্ধ হচ্ছে না, তার ফলে বিজ্ঞান ও টেকনলজির বিশেষজ্ঞদের বেশি পারিশ্রমিক দান মঞ্জুরি লাভ করে। পৃঃ ৮৬

(৪০) অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রায় সর্বত্র ফুরন মজুরি উঠে গিয়ে সময়-ভিত্তিক মজুরি চালু হয়, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও শ্রম-শৃঙ্খলার ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মেলে ফুরন মজুরির ব্যবস্থা, প্রথম তা প্রবর্তিত হয় জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানগুলিতে। পরের দিকে শিল্পে ব্যাপকভাবে চালু হয় ফুরন মজুরি। পৃঃ ৯৬

(৪১) **বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি'রা** — বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের (আন্তর্জাতিকতাবাদীদের) পার্টি সংগঠন হিশেবে গড়ে ওঠে ১৯১৭ সালের ১৯শে—২৮শে নভেম্বর (২রা—১১ই ডিসেম্বর) তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেসে। তার আগে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির (৪নং টীকা দ্রষ্টব্য) বাম অংশ হিশেবে, প্রথম তা রূপ নিতে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময়। দ্বিতীয় সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রশ্নে বলশেভিকদের সঙ্গে ভোট দেয়, কিন্তু সোভিয়েত সরকারে যোগ দেবার জন্য বলশেভিকদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।

দীর্ঘ দ্বিধার পর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বজায় রাখার জন্য বলশেভিকদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে ও জনকমিসারিয়েতের অনেকগুলি মণ্ডলীতে যোগ দেয়। বলশেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও সমাজতন্ত্র নির্মাণের মৌলিক কতকগুলি প্রশ্নে তাদের ভিন্ন মত ছিল, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ছিল তারা। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি — ফেব্রুয়ারিতে এ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত ও ১৯১৮ সালের মার্চে চতুর্থ সোভিয়েত কংগ্রেসে অনুমোদিত হবার পর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা

জনকমিসার পরিষদ থেকে বেরিয়ে যায়, যদিও জনকমিসারিয়েতের মণ্ডলী ও ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলি থেকে পদত্যাগ করে না। গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মধ্যে সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে মস্কোয় জার্মান রাষ্ট্রদূতকে হত্যার ব্যবস্থা করে, এবং সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটায়। এই কারণে বিদ্রোহ দমনের পর পঞ্চম সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মধ্যে যারা তাদের উচ্চ নেতৃবৃন্দের মতানুগামী ছিল, সোভিয়েতগুলি থেকে তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। পৃঃ ১০৬

(৪২) **'ভ্পেরিওদ' ('আগুয়ান')** — মেনশেভিক দৈনিক পত্রিকা, মধ্যে মধ্যে বিরতিসহ প্রকাশিত হয় ১৯১৭—১৯১৯ সালে। পৃঃ ১০৮

(৪৩) **'নাশ ভেক' ('আমাদের যুগ')** — 'রেচ' (১৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য) পত্রিকার নামান্তর। পৃঃ ১০৮

(৪৪) ১৯০৫ সালের অক্টোবরে সারা-রুশ রাজনৈতিক ধর্মঘট, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যাতে রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, এবং ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের (৭ই নভেম্বর) অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১০৯

(৪৫) ফ. এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' বইটি কথা বলছেন ভ. ই. লেনিন, এবং তা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃঃ ১১২

(৪৬) **'বামপন্থী কমিউনিস্টরা'** — পার্টি-বিরোধী গ্রুপ; গড়ে ওঠে জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি (ব্রেস্ত শান্তি) সম্পাদনের প্রশ্ন নিয়ে। বৈপ্লবিক যুদ্ধের বামপন্থী বুলির আড়াল নিয়ে 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপ সৈন্যবাহিনীহীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে নামানোর হঠকারী পলিসি সমর্থন করে ও সোভিয়েত রাজ ধ্বংসের বিপদ ডেকে আনে। জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও তাতে করে ধ্বংসের হাত থেকে নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত আদায় করতে ভ. ই. লেনিন ও তাঁর সমভাবীদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ত্রৎস্কি ও 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' বিরুদ্ধে একরোখা সংগ্রাম চালাতে হয়।

অর্থনৈতিক নির্মাণের একগুচ্ছ প্রশ্নেও 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' বেঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নেয়।

পার্টির সংগ্রামের ফলে ১৯১৮ সালের মে — জুন মাসে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' সমস্ত প্রভাব লোপ পায়।

'কমিউনিস্ট' — সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপের পার্টি-বিরোধী উপদলীয় মুখপত্র; মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ২০শে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত। মোট ৪টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। পৃঃ ১১৭

(৪৭) রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সপ্তম জরুরী কংগ্রেস বা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ের পর কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের কথা বলছেন ভ. ই. লেনিন। কংগ্রেস হয় পেত্রগ্রাদে ১৯১৮ সালেব ৬ই —৮ই মার্চ। জার্মানির সঙ্গে যে শান্তিচুক্তি নিয়ে পার্টির ভেতর তুমুল আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চলছিল, তার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য এটি ডাকা হয়।

কংগ্রেসের সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন লেনিন। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন তিনি। কংগ্রেস একমত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করে এবং ব্রেস্ত শান্তি অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন নিয়ে লেনিন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করে নাম-ডাকা ভোটে — ৩০ জন পক্ষে, ১২ জন বিপক্ষে ও ৪ জন ভোটদানে বিরত থাকে।

এর পরেই ১৪ই —১৬ই মার্চ চতুর্থ জরুরী সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি অনুমোদন করে। পৃঃ ১১৮

(৪৮) চতুর্থ জরুরী সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের কমিউনিস্ট গ্রুপের যে বৈঠক হয় ১৯১৮ সালেই ১৩ই মার্চ, তাতে ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি অনুমোদনের পক্ষে পড়ে ৪৫৩টি, বিপক্ষে ৩৬টি ভোট। পৃঃ ১১৮

(৪৯) ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ পার্টির সপ্তম জরুরী কংগ্রেসে ভ. ই. লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির যে রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন, তার নিম্নোক্ত অংশটির কথা বলছেন তিনি: '...তাদের পত্রিকার নাম 'কমিউনিস্ট', কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'শ্লিয়াখতিচ্', কেননা পত্রিকাটি শ্লিয়াখতিচের চোখ দিয়ে সব দেখে, কৃপাণ হাতে সুদৃশ্য ভঙ্গিতে মরতে মরতে যিনি বলেছিলেন: 'শান্তি লজ্জার কথা, যুদ্ধই সম্মানের!"

'কমিউনিস্ট' — দৈনিক পত্রিকা, 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপের উপদলীয় মুখপত্র; পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ৫ই থেকে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির পিটার্সবুর্গ নগর ও আঞ্চলিক

কমিটির মুখপত্র হিশেবে। পেত্রগ্রাদের নগর পার্টি সম্মেলনের সিদ্ধান্তক্রমে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়। পৃঃ ১২১

(৫০) **নজ্‌দ্রিওভপনা** — ন ভ গোগলের 'মৃত আত্মা' উপন্যাসের একটি চরিত্র নজ্‌দ্রিওভের নাম থেকে; বকবকানি ও বড়াইয়ের সমার্থক। পৃঃ ১২৩

(৫১) ফ. এঙ্গেলস তাঁর 'ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা' রচনায় ক মার্কসের উক্তি বলে যার উল্লেখ করেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ভ. ই. লেনিন। পৃঃ ১৩৬

(৫২) **'মাফলার জড়ানো মানুষ'** — আ. প চেখভের একই নামধেয় গল্পের চরিত্র। সবকিছু নতুনত্বে ভীত, কূপমণ্ডূকের বর্ণনায় কথাটি ব্যবহৃত হয়। পৃঃ ১৭০

(৫৩) **লিবেরদান'রা** — মেনশেভিক নেতা ম ই. লিবের, ফ. ই. দান ও তাঁদের অনুগামীদের জন্য ব্যঙ্গ নাম — কথাটা চালু হয় দ. বেদনি'র ব্যঙ্গ রচনা 'লিবেরদান' প্রকাশিত হবার পর। পৃঃ ১৪২

(৫৪) ভ. ল. পুশকিনের শ্লেষ কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভ. ই. লেনিন; ফেব (অ্যাপোলো, গ্রীক পুরাকথার সূর্য-দেবতা, শিল্পকলার অধিষ্ঠাতা-দেব) বন্দনার শ্লোক-রচক এক মাঝারি কবিকে নিয়ে ব্যাপারটা; তার শেষটা এই:

হাই তুললেন ফেব, বললেন শেষে,
'পদ্যরচক কবে থে' হয়েছে সে?
কী করে পেল এতটা বীর রস?'
'বয়স ওর মাত্র পঞ্চদশ,'
বললে এরাতো; 'শুধু পনেরো? তবে
বেশ কয়েক ঘা বেত মারলেই হবে।'

পৃঃ ১৪৪

(৫৫) **বুর্সাক'রা** — ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ন. গ. পমিয়ালভস্কি তাঁর 'বুর্সার স্কেচ' বইয়ে এদের কদর্য আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। বুর্সা — জার রাশিয়ায় আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তনের ছাত্রাবাস। পৃঃ ১৪৮

(৫৬) 'মার্কিন শ্রমিকদের নিকট পত্র' ইংরেজি ভাষায় (কিছু সংক্ষিপ্তাকারে) প্রকাশিত হয় আমেরিকান সোশ্যালিস্ট পার্টির বাম অংশের মুখপত্র নিউ-ইয়র্কের 'The Class Struggle' ('শ্রেণী-সংগ্রাম') পত্রিকা এবং জন রীড ও সেন্

কাতাইয়ামার অংশগ্রহণে বস্টন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'The Revolutionary Age' ('বিপ্লবী যুগ') পত্রিকায়। তারপর পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং আমেরিকান ও পশ্চিম ইউরোপীয় সাময়িক পত্রে তা বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়। পৃঃ ১৪৯

(৫৭) ১৮৯৮ সালের এপ্রিলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে স্বীয় স্বার্থে কাজে লাগাবার জন্য স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। স্বাধীন ফিলিপাইন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে ফিলিপাইনের জনগণ, তাদের 'সাহায্যের' অজুহাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিপাইনে সৈন্য নামায়। ১৮৯৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে পরাজিত স্পেন ফিলিপাইন ছেড়ে দেয় আমেরিকার হাতে। ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধ শুরু করে ফিলিপাইন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। জবরদখলীদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনে ব্যাপকভাবে পার্টিজান সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯০১ সালে ফিলিপাইনের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন দমিত হয় এবং ফিলিপাইন পরিণত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ উপনিবেশে। পৃঃ ১৫০

(৫৮) ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) দ্বিতীয় সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত ঐতিহাসিক 'শান্তির ডিক্রি'র কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৫২

(৫৯) **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬১—১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধ** — ক্রীতদাস প্রথার সংরক্ষণ ও প্রসারে চেষ্টিত ক্রীতদাসমালিক দক্ষিণী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে উত্তরী রাজ্যগুলির সংগ্রাম। পৃঃ ১৫৮

(৬০) '*Appeal to Reason*' (**'বিচারবোধের কাছে আবেদন'**) — মার্কিন সমাজতন্ত্রীদের পত্রিকা; ১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস রাজ্যের জিরার্ড শহরে। সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রচার চালাত পত্রিকাটি, শ্রমিকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় তা আন্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থান নেয়।

ইউ. ডেব্‌সের প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। প্রবন্ধটির শিরোনামা ভ. ই. লেনিন স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন বলেই মনে হয়, শিরোনামা ছিল 'When I shall fight' ('কখন আমি লড়ব')।

পৃঃ ১৫৮

(৬১) ১৭শ শতকে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব এবং ১৮শ শতকের শেষের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৫৯

(৬২) ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবরে (৮ই নভেম্বর) গৃহীত ভূমির ডিক্রিতে জমিদারী ভূসম্পত্তির বাজেয়াপ্তি, জমিতে ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় ভূমির জাতীয়করণ ঘটে। পৃঃ ১৬২

(৬৩) **জুপিটার ও মিনার্ভা** — প্রাচীন রোমের দেবতা। জুপিটার — আকাশ, আলোক ও বৃষ্টির দেবতা, বজ্রপাণি; পরে রোমক দেবমণ্ডলীর মহাদেব। মিনার্ভা — রণদেবী, কারুকর্ম, বিদ্যা ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী। পুরাকথায় আছে যে মিনার্ভার জন্ম হয় জুপিটারের মাথা থেকে। পৃঃ ১৬৩

(৬৪) রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অনুমোদিত হয় ১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই পঞ্চম সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে। সংবিধান রচনায় প্রধান ভূমিকা ছিল ভ. ই. লেনিনের। পৃঃ ১৬৩

(৬৫) ক. কাউৎস্কির 'প্রলেতারীয় একনায়কত্ব' পুস্তিকাটি পড়ার পরেই ১৯১৮ সালের অক্টোবরের গোড়ায় ভ. ই. লেনিন 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউৎস্কি' পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমোক্ত পুস্তিকাতে ২য় আন্তর্জাতিকের মতাদর্শগত নেতা সর্বোপায়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্বকে বিকৃত ও স্থূলীকৃত এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের কুৎসা রটনা করেন। পৃঃ ১৬৬

(৬৬) **'প্রাভদা' ('সত্য')** — বৈধ বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যা বেরয় পিটার্সবুর্গ থেকে ১৯১২ সালের ২২শে এপ্রিল (৫ই মে); প্রকাশিত হয় খোদ শ্রমিকদের তোলা টাকায়; প্রচারিত হত ৪০,০০০ কপিতে, কোনো কোনো সংখ্যা ৬০,০০০। শ্রমিকদের প্রাত্যহিক পত্রিকার প্রকাশকে ভ. ই. লেনিন পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের এক মহা ঐতিহাসিক কর্ম বলে অভিহিত করেন। ব্যাপক জনগণের সঙ্গে পার্টির দৈনন্দিন যোগাযোগ ঘটায় 'প্রাভদা'। পত্রিকাটি ঘিরে গড়ে ওঠে শ্রমিক সংবাদদাতাদের এক সংখ্যাবহুল বাহিনী। 'প্রাভদা'র পরিচালনা করতেন ভ. ই. লেনিন। প্রায় প্রতিদিন তাতে লিখতেন, নির্দেশ দিতেন সম্পাদকমণ্ডলীকে, দাবি করতেন যাতে পত্রিকাটি চলে জঙ্গী বৈপ্লবিক প্রেরণায়। পার্টির সাংগঠনিক কাজের অনেকটাই চলত 'প্রাভদা'র সম্পাদকীয় দপ্তরে।

অনবরত পুলিসী দমন সইতে হয়েছে 'প্রাভদা'কে। ১৯১৪ সালের ৮ই (২১শে) জুলাই 'প্রাভদা' নিষিদ্ধ হয়। পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় কেবল ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর। সাময়িক সরকারের নির্যাতনের সময় পত্রিকাটি বহুবার নাম বদল করে। ১৯১৭ সালের ২৭শে অক্টোবর (৯ই নভেম্বর) থেকে কাগজটি তার পুরনো 'প্রাভদা' নামেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। পৃঃ ১৬৬

(৬৭) *'The Socialist Review'* (**'সমাজতান্ত্রিক সমীক্ষা'**) — ইংলণ্ডের সংস্কারবাদী স্বাধীন শ্রমিক পার্টির (৭০ নং টীকা দ্রষ্টব্য) মুখপত্র, মাসিক পত্রিকা; লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ১৬৬

(৬৮) **২য় আন্তর্জাতিক** — সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক জোট, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সালে। সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা থেকে তাতে ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করে সুবিধাবাদী প্রবণতা। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ লাগতেই ২য় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতারা খোলাখুলি নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থনে দাঁড়ায়, ফলে ভেঙে পড়ে ২য় আন্তর্জাতিক। পৃঃ ১৬৬

(৬৯) **ফ্যাবিয়ান সমিতি** — ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সংস্কারবাদী সংগঠন; নামকরণ হয় খৃঃ পূঃ ৩য় শতকের রোমক সেনাপতি ফাবিয়াস ম্যাক্সিমের নাম থেকে, হ্যানিবলের সঙ্গে যুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই এড়িয়ে কালক্ষয়ী রণনীতি গ্রহণের জন্য এ'র উপনাম জোটে 'কুঙ্কটাটর' ('দীর্ঘসূত্রী')। ফ্যাবিয়ান সমিতির সদস্যরা ছিলেন বেশির ভাগই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত, লেখক, রাজনীতিক (ওয়েব দম্পতি, আর ম্যাকডোনাল্ড, বার্নার্ড শ' প্রভৃতি)। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আবশ্যিকতা মানতেন না তাঁরা, বলতেন পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ সম্ভব ছোটখাটো সংস্কারের পথে, সমাজের ক্রমিক পুনর্গঠন মারফত। ১৯০০ সালে ফ্যাবিয়ান সমিতি লেবর পার্টির সঙ্গে মিশে যায়। পৃঃ ১৬৮

(৭০) *Independent Labour Party* (**ইংলণ্ডের স্বাধীন শ্রমিক পার্টি**) — সতেজ ধর্মঘট সংগ্রাম এবং বুর্জোয়া পার্টিদের কাছ থেকে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে এটি স্থাপন করে 'নয়া ট্রেড ইউনিয়নের' নেতারা। এতে যোগ দেয় 'নয়া ট্রেড ইউনিয়ন' ও বেশ

কিছু পুরনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা, ফ্যাবিয়ান প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা। বুর্জোয়া পার্টিদের থেকে স্বাধীনতার দাবি করলেও স্বাধীন শ্রমিক পার্টি আসলে ছিল 'শুধু সমাজতন্ত্র থেকে স্বাধীন', উদারনীতিকতার খুবই পরাধীন' (লেনিন)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, পরে সোশ্যাল-শোভিনিজমে গিয়ে পেশছয়। পৃঃ ১৬৮

(৭১) আ. বেবেলের নিকট ফ. এঙ্গেলসের ১৮৭৫, ১৮ই-২৮শে মার্চের পত্র দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭০

(৭২) সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আঁতাত সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সংগঠিত চেকোস্লোভাক সামরিক কোরের সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় ফৌজের যে সব চেক ও স্লোভাক সৈন্য যুদ্ধে রাশিয়ার বন্দী হয়, তাদের নিয়ে চেকোস্লোভাক কোর গঠিত হয়েছিল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আগেই। সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়, তাতে অস্ত্রসমর্পণ করে চেকোস্লোভাক কোর ভ্লাদিভস্তক দিয়ে স্বদেশে ফেরার সুযোগ পায়। কিন্তু কোরের প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিমণ্ডলী ১৯১৮ সালের মে মাসের শেষে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র বিদ্রোহ উসকিয়ে তোলে। শ্বেতরক্ষী ও কুলাকসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে শ্বেত-চেকরা উরাল, ভল্গা অঞ্চল ও সাইবেরিয়ার অনেকটা অংশ দখল করে নেয় ও সর্বত্র বুর্জোয়া রাজ স্থাপন করে। কোরের অনেক সৈন্যই প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিদের প্রবঞ্চনা টের পেয়ে কোর ছেড়ে যায়, এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে অস্বীকার করে। প্রায় ১২ হাজার চেক ও স্লোভাক সৈন্য লড়ে লাল ফৌজের পঙক্তিভুক্ত হয়ে।

চেকোস্লোভাক কোরের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় ১৯১৯ সালে। পৃঃ ১৭১

(৭৩) **ৎসিমের্ভাল্দপন্থীরা** — ১৯১৫ সালের ৫ই — ৮ই সেপ্টেম্বর ৎসিমের্ভাল্দে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে গঠিত জোটের অংশীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলন বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ বলে লেনিন এটিকে অভিহিত করেন। ১১টি ইউরোপীয় দেশের পার্টি ও সংগঠনের ৩৮ জন প্রতিনিধি ছিলেন সম্মেলনে। সম্মেলনে লেনিন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন।

এ জোটের ভেতর বলশেভিকদের নেতৃত্বে ৎসিমের্ভাল্দ বামপন্থী ও সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাউৎস্কির অনুগামী মধ্যপন্থীদের মধ্যে সংগ্রাম চলে। মধ্যপন্থীরা চায় সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে আপোস এবং ২য় আন্তর্জাতিকের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ৎসিমের্ভাল্দ বামপন্থীরা দাবি করে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে সংস্রব-ত্যাগ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম এবং নতুন একটি বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক স্থাপন।

১৯১৯ সালের মার্চে, প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ৎসিমের্ভাল্দ জোটকে লুপ্ত বলে গণ্য করাব নির্দেশ গৃহীত হয়। পৃঃ ১৭৩

(৭৪) **ল'গেপন্থী'রা** — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে জাঁ ল'গেব অনুগামী সংখ্যালঘু দলের লোকেরা। ১৯১৪—১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় ল'গেপন্থীবা সোশ্যাল-শোভিনিস্টদেব সঙ্গে সমঝোতা নীতি অনুসবণ কবে: বিপ্লবী সংগ্রাম বর্জন করে তারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষার' অবস্থান নেয়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর তারা মুখে প্রলেতারীয় একনাযকত্বেব পক্ষ নেয়, কিন্তু কাজে তার বিরোধী হিশেবেই থেকে যায়। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে ল'গেপন্থীবা প্রকাশ্য সংস্কাববাদীদের সঙ্গে একত্রে পার্টি থেকে বেরিয়ে আসে ও তথাকথিত ২½ আন্তর্জাতিকে যোগ দেয়।
পৃঃ ১৭৪

(৭৫) **আঁতাঁত** — সাম্রাজ্যবাদী ত্রয়ী জোটের (জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, ইতালি) বিরুদ্ধে বিশ শতকের গোড়ায় গঠিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জোট (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া)। এ নামকরণ হয় ১৯০৪ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি 'Entente cordiale' ('আন্তরিক সমঝোতা') থেকে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪—১৯১৮) সময় আঁতাঁতে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পব আঁতাঁতের প্রধান শক্তি — ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান — সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের অনুপ্রেরক, সংগঠক ও অংশীদার হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৭৪

(৭৬) ভ. ই. লেনিনের বক্তৃতা গ্রামোফোনে রেকর্ড করে কেন্দ্রীয় মুদ্রণ সংস্থা। ১৯১৯—১৯২১ সালে লেনিনের ১৬টি বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। খুব জনপ্রিয় হয় 'মাঝারি কৃষক' ও 'ফসলী খাজনা' বক্তৃতা। পৃঃ ১৭৭

(৭৭) কতকগুলি সোভিয়েত-বিরোধী গ্রুপ ও গোপন গুপ্তচরসংস্থার সমন্বয়ে গঠিত

প্রতিবিপ্লবী সংগঠন 'জাতীয় কেন্দ্রের' নেতৃত্বে পেত্রগ্রাদ সমর্পণের ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন ভ. ই. লেনিন। ১৯১৯ সালের ১৩ই জুন ষড়যন্ত্রীরা পেত্রগ্রাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ-মুখ ক্রাস্নায়া গোর্কা কেল্লায় বিদ্রোহ ঘটায়। বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হয় উপকূল বাহিনী, বাল্টিক নৌবহরের জাহাজ, সামরিক বিমান, স্বেচ্ছাসেবী দল। ১৫ই — ১৬ই জুনের রাত্রে উপকূল বাহিনীর কতকগুলি ইউনিট কেল্লা দখল করে। ষড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয় প্রতিবিপ্লবী সংগঠনটিকে আবিষ্কার ও নিশ্চিহ্ন করা হয়। পৃঃ ১৮৮

(৭৮) **'কৃষ্ণ শতক'** — রাজতন্ত্রী গুণ্ডাদল, বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য জার পুলিস এটি গড়ে তোলে। বিপ্লবীদের খুন করত কৃষ্ণ শতকেরা, হামলা করত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ওপর, ইহুদী নিধন দাঙ্গা বাধাত। পৃঃ ১৮৮

(৭৯) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভেঙে-পড়া ২য় আন্তর্জাতিকের জায়গায় ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বার্ন শহরে অনুষ্ঠিত পশ্চিম-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির সম্মেলনে তাদের নেতাদের গঠিত ২য় (বার্ন) আন্তর্জাতিকের কথা বলছেন ভ. ই. লেনিন। বার্ন আন্তর্জাতিক কার্যত আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার সেবাদাসের ভূমিকা নেয়। পৃঃ ১৯০

(৮০) সাদোভায়ার কাছে (চেকোস্লোভাকিয়ার গ্রাদেৎস-ক্রালোভ অঞ্চলের গ্রাম, বর্তমানে শহর) লড়াই হয় ১৮৬৬ সালের ৩রা জুলাই। অস্ট্রিয়ার বিপর্যয় ও প্রুশিয়ার চূড়ান্ত বিজয়-সূচক এই লড়াই থেকেই অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের পরিণতি ঘটে। পৃঃ ১৯৩

(৮১) রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলোপ হয় ১৮৬১ সালে। পৃঃ ১৯৫

(৮২) ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি কর্মসূচির কথা হচ্ছে। পৃঃ ১৯৭

(৮৩) ১৯১৯ সালের ১৬ই মার্চে গৃহীত জনকমিসার পরিষদের ডিক্রিতে পরিভোগী সমবায়গুলিকে সংযুক্ত করে 'পরিভোগী কমিউন' নামে একটি একক বিতরণ সংস্থায় পুনর্গঠিত করা হয়। তবে সমবায়গুলির নতুন নামকরণের ডিক্রি কোথাও কোথাও ভুলভাবে বোঝা হয়। তাই সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তার

১৯১৯ সালের ৩০শে জনের 'শ্রমিক-কৃষক পরিভোগী সমিতি' প্রসঙ্গে নির্দেশে ডিক্রি অনমোদন করে 'পরিভোগী কমিউনের' নাম বদলে লোকের কাছে অভ্যস্ত 'পরিভোগী সমিতি' নামই ফের চালু করে। পৃঃ ২০২

(৮৪) রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যে সংবিধান ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে পঞ্চম সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত হয় তাতে সোভিয়েতের নির্বাচনে প্রলেতারিয়েত প্রাধান্যের ব্যবস্থা থাকে। সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে একজন করে প্রতিনিধি পাঠাত ২৫ হাজার শহরের অধিবাসী এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রামবাসী।

এ ধারাটা বজায় থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নেব অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেস পর্যন্ত, তাতে সোভিযেত ইউনিয়নের যে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, তাতে সমস্ত নাগবিকই নির্বাচনেব ও নির্বাচিত হবাব সমান অধিকার পায়। পৃঃ ২১৪

(৮৫) প্রবন্ধ সমাপ্ত হয় নি। পৃঃ ২১৭

(৮৬) রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) নেতৃত্বে প্রাচ্য জাতিসমূহেব কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় ব্যুরো কর্তৃক আহূত প্রাচ্য জাতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেস চলে মস্কোয় ১৯১৯ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর। কংগ্রেসের প্রথম দিন ভ. ই. লেনিন বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট দেন। কংগ্রেস প্রাচ্যে পার্টি ও সোভিয়েত কাজের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে এবং প্রাচ্য জাতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির নতুন কেন্দ্রীয় ব্যুরো নির্বাচন করে। পৃঃ ২১৮

(৮৭) সামারায় (বর্তমানে কুইবিশেভ) শ্বেতরক্ষী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক সরকার — তথাকথিত সংবিধান সভা সদস্যদের কমিটি (কমুচ), অথবা 'সামারাব সংবিধান সভার' কথা বলা হচ্ছে। ১৯১৮ সালের ৮ই জুন চেকোস্লোভাক কোরের বিদ্রোহীদের সামারা দখল করার সময়ে এটি গঠিত হয়। ১৯১৮ সালের আগস্ট কমুচ চেকোস্লোভাক কোর বাহিনীর সহায়তায় ভলগা ও উরাল অঞ্চলের কতকগুলি গুবের্নিয়ায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। শরতে লাল ফৌজের আক্রমণে এই প্রতিবিপ্লবী সরকারের ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়। পৃঃ ২২০

(৮৮) **ভার্সাই শান্তিচুক্তি** —১৯১৪—১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হিশেবে এ চুক্তি স্বাক্ষর করে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন একদিকে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও যুদ্ধকালে তাদের পক্ষাবলম্বী অন্যান্য রাষ্ট্র, অন্যদিকে জার্মানি। ভার্সাই শান্তিচুক্তির লক্ষ্য ছিল বিজয়ী শক্তিদের অনুকূলে পুঁজিবাদী দুনিয়ার পুনর্বণ্টন কায়েম করা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে সোভিয়েত রাশিয়ার শ্বাসরোধ ও সারা দুনিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের দমন সম্ভব হবে। পৃঃ ২২৩

(৮৯) **৩য় আন্তর্জাতিক, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক** — বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পরিমেল-স্বরূপ আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রলেতারীয় সংগঠন; টিকে থাকে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ২য় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতারা সমাজতন্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করায় শ্রমিক আন্দোলন বিভক্ত হয় এবং ২য় আন্তর্জাতিক ভেঙে পড়ে, তার ফলে ৩য় আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন ভ. ই. লেনিন।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস হয় মস্কোয়, ১৯১৯ সালের ২রা — ৬ই মার্চে। সারা বিশ্বের প্রলেতারিয়েতের প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি কংগ্রেসে গৃহীত হয় তাতে বলা হয় যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হল 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' ঘোষিত মার্কস ও এঙ্গেলসের ভাবনার উত্তরাধিকারী।

সমস্ত দেশের মেহনতীদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সংহত করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ভেতর সুবিধাবাদের স্বরূপমোচন, নবীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সংহতিসাধন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল রচনায় সহায়তা করে তা।

অতিক্রান্ত একটা ঐতিহাসিক পর্বের দাবি মিটিয়ে শ্রমিক সংগঠনের এই রূপটা বর্তমানে অচল হয়ে উঠেছে বলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটি ১৯৪৩ সালে মে মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ... পৃঃ ২৩০

নামের সূচি

আ

ই

ভ

ম

ল

শ

বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বাম অংশের অন্যতম সংগঠক আর ১৯১৭ সালের নভেম্বরে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি গঠনের পর তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা। ১৯১৮ সালেব জুলাই মাসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিবিপ্লবী হাঙ্গামায় সক্রিয় অংশ নেন —১৪।

হ

হিণ্ডেনবুর্গ (Hindenburg), **পাউল** (১৮৪৭ — ১৯৩৪) — জার্মান সামরিক ও রাষ্ট্রিক কর্মকর্তা, ফিল্ডমার্শাল, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও শোভিনিস্ট অংশের প্রবক্তা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ফ্রণ্টে জার্মান ফৌজের অধিনায়ক, পরে জেনারেল স্টাফের প্রধান —১৪।

হেণ্ডের্সন (Henderson), **আর্থার** (১৮৬৩—১৯৩৫) — বৃটিশ লেবর পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন নেতা। ১৯০৮—১৯১০ এবং ১৯১৪—১৯১৭ সালে পার্লামেণ্টে লেবর পার্টি দলের পরিচালক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট —১৬৫, ১৭৬।